শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

কবিচন্দ্র জয়গোবিন্দ দাসের

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ।
রচনাকাল ১৭৬৪ শকাব্দ, ২রা চৈত্র

"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে
মহাভাগবত এক ব্রাহ্মণের ঘরে
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে
শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন
আবিষ্ট হইলা গৌর চন্দ্র নারায়ণ"

বসুমতী -- সাহিত্য -- মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

শ্রীল সনাতন গোস্বামী

প্রথম অধ্যায়

জয়জয় শ্রীচৈতন্য ভক্তগণপ্রাণ।
জয়জয় দীনবন্ধো কৃপার নিধান॥
জয়জয় শচীর নন্দন গোরাচাঁদ।
কোটি শশী জিনি মুখচন্দ্র প্রেমফাঁদ॥
সুতপ্ত-কাঞ্চন-কান্তি অরুণ-নয়ান।
করুণাপূরিতদেহ—দেহ' দয়াদান॥
জয়জয় নিত্যানন্দময় নিত্যানন্দ।
সদামত্ত পীয়ে গৌরপ্রেম-মকরন্দ॥
জয়জয় অভিন্ন-চৈতন্য শ্রীনিতাই।
পতিতপাবন! এ পতিতে দেখ চাই॥
জয় শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
যে আনিলা নবদ্বীপে প্রভু গৌরচন্দ্র॥
করুণা করিয়া জীবে করিলা নিস্তার।
কেবল বঞ্চিত আমি অতি দুরাচার॥
জয় গৌরভক্তবৃন্দ—কৃপার নিধান।
কিছু যশ গাই, যদি শক্তি দেহ' দান॥
আমি অতি অধম অজ্ঞান অনাচার।
করুণা করিয়া সবে কর মোরে পার॥
জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
সাবধানে বন্দো এই ছয়ের চরণ।
যাহে নিষ্ঠ হৈলে হয় প্রেম প্রকাশন॥
ছোট বড় সকল বৈষ্ণব-পদে নতি।
যে-কৃপায় যায় মায়া সংসার দুর্গতি॥
কৃষ্ণভক্তি-রস-সুধা-পানে মগ্ন মন।
গৌরাঙ্গ-দ্বিতীয়-কলেবর সনাতন॥
রচিলা শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থ সার।
ভক্তিরস-তাৎপর্য্যের যাহাতে প্রচার॥
অত্যন্ত নিগূঢ় ভাব—বর্ণন আশ্চর্য্য।
শুনিলে পাইয়ে কৃষ্ণভক্তি অতি বর্য্য

কিন্তু সংস্কৃত—গূঢ় বর্ণন বিশেষ।
সর্ব্বসাধারণ-বোধ হয় কিছু ক্লেশ॥
এহেতু বৈষ্ণবগণ করুণা করিয়া।
আমারে করিলা আজ্ঞা পয়ার-লাগিয়া॥
যদ্যপি আমিহ মূর্খ—অত্যন্ত অজ্ঞান।
বুঝিতে না পারি কিছু গ্রন্থের ব্যাখ্যান॥
তথাপি বৈষ্ণব-আজ্ঞা বাচাল করিল।
অতএব সাহসেতে ইহা আরম্ভিল॥
অদোষ-দর্শন হয় বৈষ্ণবের গুণ।
এ বড় ভরসা মনে ক'রেছি নিপুণ॥
ক্ষম অপরাধ মোর শ্রীল সনাতন!।
ধরিলাম দৃঢ় করি তোমার চরণ॥
কিছু শক্তি দেহ' যেন সম্পূরণ হয়।
জয়গোবিন্দ দাস এই নিবেদয়॥

জয়তি নিজ-পদাব্জ-প্রেমদানাবতীর্ণো
বিবিধ-মধুরিমাব্ধিঃ কোঽপি কৈশোরগন্ধিঃ।
গত-পরম-দশান্তং যস্য চৈতন্যরূপা-
দনুভবপদমাপ্তং প্রেম গোপীষু নিত্যম্॥ ১॥

শুন সাধুগণ! কৃপা করিয়া প্রকাশ।
শ্লোক লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস॥
এই গ্রন্থে করিয়ে শ্রীভক্তি নিরূপণ।
যাহা হৈতে চতুর্ব্বর্গফলের জনন॥
ব্রহ্মানন্দ-অনুভব হৈতে সুখযোগ।
বিষয়-অনিত্য-সুখ যে করে বিয়োগ॥
শ্রীরাধাবল্লভপদ যাহার আশ্রয়।
ব্রজলোক-ন্যায় মহাপ্রেমে প্রাপ্তি হয়॥
এই ভক্তিদেবী যার হৃদয়ে বিরাজে।
আনুকূল্য-আদি সব আভরণ সাজে॥

শ্রীগোলোকধামে সেই বৈকুণ্ঠ-উপরে ।
শ্রীনন্দকিশোর-সহ সতত বিহরে ॥
কিন্তু সেই ভক্তি নহে অন্য উপায়েতে
কেবল মিলয়ে কৃষ্ণকৃপাপ্রসাদেতে
অতএব তাঁর মহাপ্রসন্ন চাহিয়া ।
আচরেণ মঙ্গল শ্রীচরণ বন্দিয়া—॥
কোন অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বগুণবান্ ।
সর্ব্ব-উৎকর্ষেতে সদা হয় বর্ত্তমান ॥
যিঁহ নিজ পাদপদ্মে প্রেমভক্তি-দান ।
করিতে প্রকট হৈল যথা ব্রজস্থান ॥
রূপ-গুণ-লীলা-আদি নানা মধুরিমা ।
সাগর-সমান যাঁর নাহি অন্ত সীমা ॥
নিত্য-কৈশোর-বয়স—পরম মোহন ।
বাল্যাদিক-ভাব-অনুযায়ি সুশোভন ॥
এই সব বিশেষণ—স্বয়ং ভগবান্ ।
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ—হইতেছে জ্ঞান ॥
যিঁহ বৈকুণ্ঠ-উপরি শ্রীগোলোকধামে ।
বিহার করেন নিরন্তর পূর্ণ-কামে ॥
পরম দুর্ল্লভ তিঁহ—অতএব তাঁর ।
ভক্তির মহিমা কহা প্রয়াস দুষ্পার ॥
তাহাতে আয়াস ব্যর্থ—এই আশঙ্কায় ।
আন্ত-বিশেষণেতে উত্তর দিলাতায় ॥
নিজ-প্রেম-দান-হেতু হইলা প্রকাশ ।
এই লাগি ব্যর্থ নহে তাহাতে আয়াস ॥
পুন অসাধারণ লক্ষণ-নির্দ্দেশনে ।
লীলামধুরিমা তাঁর করেন বর্ণনে ॥
পাইয়াছে চরম-কাষ্ঠার অন্ত যেই ।
কেবল গোপিকাগণে নিত্য প্রেম সেই ॥
অর্থাৎ বল্লবীগণ-বল্লভ নিশ্চিত ।
ইথে দশাক্ষর-মন্ত্রবরার্থ সূচিত ॥
ইহা দ্বারা গোপিকার মহিমা-নির্দ্দেশ ।
হইল প্রকাশরূপে পরম বিশেষ ॥
হেন প্রেমের মহিমা কেমতে জানিয়ে ।
মানসেরো অগোচর যাহারে মানিয়ে ॥
সত্য, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র করি অবতার ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে করিলা প্রচার ॥
তাঁহা হৈতে অনুভব-বিষয় হইল ।
আপনি আস্বাদি জগজনে জানাইল ॥
দীন-হীন-নীচ-জন—অত্যন্ত অক্ষম ।
পাইল সাক্ষাৎ অনুভব গোপীপ্রেম ॥
ইথে গোপিকার আর শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা ।
পরস্পর হৈল সিদ্ধ অত্যন্ত গরিমা ॥

আর এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য যেই অর্থ ।
এই-শ্লোক-দ্বারে হৈল সূচনসমর্থ ॥
কৃষ্ণকৃপাসমূহের পাত্র-নির্দ্ধারণে ।
সর্ব্ব-অবসানে বর্ণিবেন গোপীগণে ॥
অতএব শ্রদ্ধা করি শ্রীবৈষ্ণবগণ ।
সকল বৃত্তান্ত কর শ্রদ্ধায় শ্রবণ ॥

শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ো নিতরাং জয়ন্তি
গোপ্যো নিতান্ত-ভগবৎ-প্রিয়তা-প্রসিদ্ধাঃ ।
যাসাং হরৌ পরম-সৌহৃদ-মাধুরীণাং
নির্ব্বক্তুমীষদপি জাতু ন সোঽপি শক্তঃ ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ হয় উপসন্ন ।
তাঁর প্রিয়তম জন হইলে প্রসন্ন ॥
অতএব সেই সব মধ্যে শ্রেষ্ঠ লয়ে ।
শ্রীরাধিকাপ্রভৃতির মহিমা কহিয়ে ॥
অতি গাঢ় যেই ভগবানের প্রিয়তা ।
তাহাতে প্রসিদ্ধা গোপী শ্রীরাধা-প্রভৃতা ॥
সর্ব্ব উৎকর্ষেতে সদা হউ বর্ত্তমান ।
যাহাদের প্রেমে ঋণী কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
সে গোপীগণের কৃষ্ণে যে প্রেম নিশ্চিত ।
তাহার মাধুরীগণ-মধ্যেতে কিঞ্চিত ॥
কদাচিত গোপীনাথ সযত্নে আপনে ।
শক্ত নাহি হন করিবারে নিরূপণে ॥
অন্যের কা কথা তথা কহিতে মহিমা ।
কৃষ্ণ সদা বশীভূত—এই তার সীমা ॥

স্বদয়িত-নিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ ॥ ৩ ॥

তবে উপক্রম তাহা বর্ণনে কেমতে ।
করিতেছ, কর ভাই ! মোরে অবগতে ॥
এ আশঙ্কা উঠাইয়া উত্তর-কারণ ।
কহিছেন গোস্বামী শ্রীযুত সনাতন—॥
সব দীন-হীন-জনগণে উদ্ধারক ।
নিজনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ভক্তি-বিস্তারক ॥
শ্রীভগবানের প্রিয়তম অবতার ।
মহাগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—দেবসার ॥
তাঁহার প্রসাদ-প্রাপ্তি করিয়া কামনা ।
করেন পরমোৎকর্ষ তাঁহার বর্ণনা ॥

নিজভক্তজনের যে ভাব তাঁহা-প্রতি।
ভক্তে নিজপ্রেম হৈতে সুমধুর অতি ॥
ভাবিয়া ভক্তের ভাবে—মনে লোভ কৈলা।
ভক্তরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈলা ॥
কিম্বা বিপ্রকুলাচার্য্য কর্ণাটে বিখ্যাত।
শ্রীকুমার নাম—জগদ্গুরু-বংশজাত ॥
তাঁর পুত্র রূপ—গৌড়দেশি ভক্তবর।
তাঁর সহ অবতীর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর ॥
শচীর নন্দন হরি ধরে যতিবেশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জয়তি বিশেষ ॥
কনকের মতো কান্তি—গৌরাঙ্গ সুন্দর।
'এব' কহি—স্ফূর্ত্তিদ্বারা সাক্ষাৎ গোচর ॥
অথবা 'কনকা'—স্বর্ণবর্ণা শ্রীকিশোরী।
তাঁর 'ধাম' কান্তি যাতে, সেই গৌর হরি ॥
'ঈবাপোঃ' সূত্রেতে আকারের হ্রস্ব করি।
অর্থাৎ শ্রীরাধা-রূপ নিজ-অঙ্গে ধরি ॥
অবতরি প্রেমভক্তি সর্ব্বত্র বিস্তার।
কলিতে করিলা কিবা কৃপার সঞ্চার ॥

জয়তি মথুরা দেবী শ্রেষ্ঠা পুরীষু মনোরমা
পরমদয়িতা কংসারাতের্জনি-স্থিতি-রঞ্জিতা।
দুরিত-হরণান্মুক্তের্ভক্তেরপি প্রতিপাদনা-
জ্জগতি মহিতা তত্তৎক্রীড়াকথাস্ত বিদূরতঃ ॥ ৪ ॥

সর্ব্ব-অভিলাষ-সিদ্ধকারি সেই ভক্তি।
তার প্রাপ্তি মথুরায় হয় অনুরক্তি ॥
যেহেতু মথুরা কৃষ্ণপ্রেমেতে অন্বিতা।
নিরন্তর ক্রীড়াবিশেষেতে সুশোভিতা ॥
এ লাগি তাঁহার প্রসন্নতা পাইবারে।
মাহাত্ম্য কহিয়া স্তব করেন বিচারে— ॥
জয়তি মথুরা দেবী পরম-ঈশ্বরী।
কিম্বা দ্যোতমানা কৃষ্ণক্রীড়ার নগরী ॥
নিত্য ভগবান্ কৃষ্ণ যাহে বিরাজয়।
নাহিক তাহাতে কভু কালাদির ভয় ॥
অতএব কাশী-আদি যে সপ্ত মোক্ষদা।
তাহাদের মধ্যে শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠা সদা ॥
কিম্বা ঊর্দ্ধ অধো মধ্যে পুরী যে সকল।
দেবাদির কিবা ভগবানের নির্ম্মল ॥
সে-সকল-মধ্যেতে উৎকৃষ্টা মনোরমা।
পরমসুন্দরী—শোভা বিচিত্র অসমা ॥
কিম্বা সকলের সর্ব্ব-অভীষ্ট পূরণ।
অনায়াসে করিয়া সে রমায়েন মন ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরম-দয়িতা।
আবির্ভাব-নিরন্তর-বাসেতে রঞ্জিতা ॥

'কংসারাতি'-শব্দ দিলা এই যে কারণ।
কংসবধে মথুরাবাসির দুঃখগণ ॥
বিনাশিলা, ইহাদ্বারা পরমদয়িতা।
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের হইল সাধিতা ॥
দুরিতহরণ, মুক্তি-ভক্তির প্রদান।
লাগিয়ে জগতপূজ্যা,—কি কহিব আন ॥
সেই সেই অনির্ব্বাচ্য প্রসিদ্ধ ক্রীড়ার।
কথা দূরে থাকুক যে কৃষ্ণের বিহার ॥
অর্থাৎ তা-লাগি ঞিহ যত পূজ্য হন।
কেবা শক্তি ধরে করিবারে নিরূপণ ॥
হেন শ্রীমথুরা দেবী মোরে কৃপা কর।
মো-পতিতে কৃষ্ণভক্তি কিঞ্চিৎ বিতর ॥

জয়তি জয়তি বৃন্দারণ্যমেতন্মুরারেঃ
প্রিয়তমমতিসাধু স্বান্তবৈকুণ্ঠবাসাৎ।
রময়তি স সদা গাঃ পালয়ন্ যত্র গোপীঃ
স্বরিত-মধুরবেণুর্বর্দ্ধয়ন্ প্রেম রাসে ॥ ৫ ॥

এই মথুরায় ব্রজভূমি প্রিয়তর।
বিহরেন যাহে সুমধুর-বংশীধর ॥
পুনঃ তার মধ্যে প্রিয়তম সুনবীন।
বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন ॥
তাহাদের প্রসন্নতাপ্রাপ্তির কারণ।
এমতে পরমোৎকর্ষ করেন বর্ণন ॥
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন-মহিমা বর্ণনে।
করিছেন গোস্বামী অত্যন্ত হৃষ্টমনে— ॥
এই বৃন্দাবন সদা জয়তি জয়তি।
দুইবার কহিলেন অতি হর্ষমতি ॥
'এই'-শব্দ-প্রয়োগেতে এ অর্থ বুঝায়—।
গ্রন্থকার সেইকালে বৈসেন তথায় ॥
সাধুদের মনে আর বৈকুণ্ঠে নিবাস।
হৈতে প্রিয়তম সেত অত্যন্ত প্রকাশ ॥
যেই বৃন্দাবনে হরি করি গো-পালন।
শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপী করেন রমণ ॥
রাসক্রীড়া-বিষয়েতে প্রেম বাড়াইতে।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষ বেণু বাজান বিদিতে ॥
গো-পালনে সুমধুর বেণু বাজাইয়া।
বিহার করেন সর্ব্ব-গোপিকা লইয়া ॥
বিবিধ বৈদগ্ধিদ্বারা যে করে বিলাসে।
মুখ্য প্রয়োজন প্রেম বাড়ান শ্রীরাসে ॥
যেহেতুক প্রেমরস বিশেষ বিস্তার।
লাগিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৈলা অবতার ॥
গো-পালন গোপিকা-রমণ—ক্রীড়াচয়।
তার উপকরণ জানিবে সুনিশ্চয় ॥

জয়তি তরণিপুত্রী ধর্ম্মরাজস্বসা যা
কলয়তি মথুরায়াঃ সখ্যমত্যেতি গঙ্গাম্ ।
মুরহরদয়িতা তৎপাদপদ্মপ্রসূতং
বহতি চ মকরন্দং নীরপূরচ্ছলেন ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বমতে যমুনার করেন বর্ণনা ।
যিঁহ বৃন্দাবনের হয়েন সুভূষণা ॥
জয়তি শ্রীসূর্য্যকন্যা জগৎপ্রকাশিনী ।
ধর্ম্মের পালিকা ধর্ম্মরাজের ভগিনী ॥
মথুরার সহ সখ্যবিধান করিলা ।
তাহে অতি গতিলীলা সুন্দর বহিলা ॥
ইহাদ্বারা বুঝাইলা সর্ব্বার্থপ্রদান ।
সর্ব্বতীর্থশিরোমণি হইলা আখ্যান ॥
অতএব অতিক্রম করিলা গঙ্গায় ।
তাঁহা হৈতে অধিক মাহাত্ম্যবতী যায় ॥

তথাহি বারাহে ।—

"গঙ্গাশতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে ।
যমুনা বিশ্রুতা দেবী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
তস্যাঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র কেশী নিপাতিতঃ ।
তস্যাঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র বিশ্রামিতো হরিঃ ।"

ইতি ।

এই প্রমাণেতে স্পষ্ট মাহাত্ম্য কহিলা ।
গঙ্গা হৈতে শতগুণা বর্ণন করিলা ॥
হেতুগর্ভ-বিশেষণে প্রকাশ করেন ।
শ্রীকৃষ্ণদয়িতা—যাহে সদা বিহরেণ ॥
তাথে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-জাত-মকরন্দ ।
জলের প্রবাহ-ছলে বহেন আনন্দ ॥
ইথে অনুভব—কোনপ্রকারে আশ্রয় ।
নৈলে, সন্ত তাপ যায়—আর তৃপ্তি হয় ॥

গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো
যো গোপিকাভিরুদিতো হরিদাসবর্য্যঃ ।
কৃষ্ণেন শক্রমখ-ভঙ্গকৃতার্চ্চিতো যঃ
সপ্তাহমস্য করপদ্মতলেঽপ্যবাৎসীৎ ॥ ৭ ॥

জয়তি শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি মহাশয় ।
সর্ব্বপর্ব্বতের অধিরাজ সদা হয় ॥
যাঁকে 'হরিদাসবর্য্য' গোপিকা কহিলা ।
কৃষ্ণসেবকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাখানিলা ॥
ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গকারি শ্রীনন্দনন্দন ।
গোপাদির দ্বারা কৈলা আপনি পূজন ॥
ইথে সুরেশ্বর হৈতে অধিক মহিমা ।
স্বয়ং করি প্রদক্ষিণ দিলেন গরিমা ॥
আরো অসাধারণ মাহাত্ম্য শুন ইবে ।
যাহাতে প্রত্যক্ষ অনুভব সে পাইবে ॥
সপ্তাহ শ্রীকৃষ্ণ-করপদ্মতলে বাস ।
কৈলা গোবর্দ্ধন—আর কি কব প্রকাশ ॥

জয়তি জয়তি কৃষ্ণপ্রেমভক্তির্যদঙ্ঘ্রিং
নিখিল-নিগম-তত্ত্বং গূঢ়মাজ্ঞায় মুক্তিঃ ।
ভজতি শরণকামা বৈষ্ণবৈস্ত্যজ্যমানা
জপ-যজন-তপস্যা-ন্যাসনিষ্ঠাং বিহায় ॥ ৮ ॥
ইদানী সচ্চিদানন্দরূপা কৃষ্ণভক্তি ।
সৎসম্প্রদায়ে তাঁর উৎকর্ষ-প্রযুক্তি ॥
কহিছেন গোস্বামী করিয়া অবনতি—।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তি জয়তি জয়তি ॥
যাঁর চরণারবিন্দ—অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ।
সর্ব্ববেদ-শাস্ত্র-সার-রহস্য নিশ্চিত ॥
জানি জপ-যজ্ঞ-তপ-ন্যায়-নিষ্ঠা ত্যজ্যে ।
সর্ব্বদা আপনি মুক্তি সযতনে ভজে ॥
অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব ভক্তি ।
কিঞ্চিৎ আশ্রয়ে অনায়াসে হয় মুক্তি ॥
যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণভক্ত মুক্ত সর্ব্বথায় ।
তথাপি মুক্তিরে তুচ্ছজ্ঞানেতে সদায় ॥
অনাদর করেন, তথাচ দাসীমত— ।
সেবন করেন সদা শরণ-কামত ॥
কোনমতে বিষ্ণুদীক্ষা যে কৈল গ্রহণ ।
সেহো তাঁরে ত্যজে—তারো করেন সেবন ॥
জপাদির দ্বারা অন্তে করিয়া প্রার্থন ।
নাহি পায়, অতএব মূর্খ সেইজন ॥

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিত-নিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্ ।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥ ৯ ॥

আনন্দস্বরূপ কি আনন্দ প্রকাশতি ।
মুরারির নাম সদা জয়তি জয়তি ॥
সকল হইতে দেখি পরম উৎকর্ষে ।
দুইবার কহিলা 'জয়তি' অতি হর্ষে ॥
'নিজধর্ম্ম'-শব্দে বর্ণাশ্রমাচার কয় ।
তাহা অনাদরে লয় ভক্তির আশ্রয় ॥
তাহাতেহ ধ্যানেতে নিগ্রহ নহে মন ।
পূজাতেহ পবিত্র দ্রব্যের সম্পাদন ॥
'আদি'-শব্দে শ্রবণাদি যে অন্য প্রকার ।
সে সকলে বক্তাদির অপেক্ষা বিস্তার ॥
সেই সব দুঃখ যাঁহা হইতে বিরাম ।
সর্ব্বফল সিদ্ধ হয় নৈলে মাত্র নাম ॥

কিন্তু সে অন্যের তিনবর্গ-সিদ্ধকারি।
মুক্তিতে ব্রাহ্মণগণ হয় অধিকারী॥
তাহাতেহ শ্রদ্ধাভক্তিদ্বারে যদি নাম—।
গ্রহণ করয়ে, তবে পায় মুক্তিধাম॥
এই পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া নিজমনে।
কহিছেন উত্তর তাহার বিশেষণে—॥
যে-কোন প্রকারে দম্ভে লোভে নামাভাসে।
হাঁছিয়া পড়িয়া ভ্রমে কিম্বা পরিহাসে॥
উচ্চারণ একবারমাত্রে সর্ব্বজন।
মুক্তি পায়—নাহি অধিকারীর গণন॥
কিম্বা কোন ইন্দ্রিয়েতে বারেক গ্রহণ।
করিলেই মুক্তি পায়—কি আর কথন॥
মনেতে গ্রহণ—নামাক্ষরের চিন্তন।
স্পষ্ট আছে বাক্য কর্ণ-দ্বারেতে গ্রহণ॥
চক্ষুতে গ্রহণ—নাম লিখিত দর্শন।
ত্বচেতে গ্রহণ—বক্ষঃস্থলাদ্যে লিখন॥
আর নামে লেখা পত্র ত্বচেতে স্পর্শন।
নামাঙ্কিত মুদ্রা ধরা—হস্তের গ্রহণ॥
ইহাতে অনেক শাস্ত্র-প্রমাণ-আছয়ে।
লিখিলেন টীকায় গোস্বামী মহাশয়ে॥
আমি না লিখিল গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে।
দেখিবে যাহার মনে প্রতীতি না হয়ে॥
যেই নাম পরম-নির্ব্বাণ সে আমার।
মুক্তিসুখাধিক—বৈকুণ্ঠের সুখসার॥
কিম্বা মধু হৈতে অতি সুমধুর হন।
পরম-জীবন মোর পরম-ভূষণ॥

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নিরুপাধিকৃপাকৃতে।

যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোঽভূত্তন্বন্ প্রেমরসং কলৌ॥ ১০॥

এই প্রকারেতে করি মঙ্গলাচরণ।
আপনার অভিলাষ-সিদ্ধির কারণ॥
বৈষ্ণবের সম্প্রদায়-মতে অনুগতি।
ইষ্টদেবরূপ গুরুবরে প্রণতি—॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পদে সদা নমস্কারে।
নিরুপাধি নির্হেতুক করুণা বিস্তারে॥
যিহ সুদুর্ল্লভতর সর্ব্বত্র-গোপন।
নিজ প্রেমরস করিবারে বিস্তারণ॥
নবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য-রূপে।
করিলা জগত প্রেমভক্তিরস-কূপে॥
এই দশ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
নিজগ্রন্থে প্রতিপাদ্য কহেন এখন॥

কিন্তু অতঃপর মোর শুন নিবেদন।
মূল শ্লোক আর নাহি করিব লিখন॥
তাহাতে বাড়িবে গ্রন্থ—মনে করি ভয়।
লিখিব যথার্থ অর্থ বিচারি নিশ্চয়॥
ইহাতে যদ্যপি কারো জন্ময়ে সংশয়।
মূলগ্রন্থ দেখিলেই হইবেক ক্ষয়॥
অতঃপর শুন ভাই! হৈয়া সাবধান।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা অমৃত-সমান॥
কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধীয় যত শাস্ত্রচয়।
সকলের সার-তত্ত্ব-সংগ্রহ এ হয়॥
'সার'-শব্দে হেয়-ভাগ-রহিতের নাম।
সেইরূপ সংগ্রহ এ গ্রন্থ অনুপাম॥
ইহাদ্বারা জানাইলা—স্বয়ংকৃত নয়।
ইহাতে প্রমাণো সব ভক্তিশাস্ত্রচয়॥
যদি বল—সব ভক্তিশাস্ত্রের একত্র।
অত্যন্ত দুর্ল্লভ, পুনঃ সার জানো তত্র॥
কেমতে সম্ভবে তার সংগ্রহ-আয়াসে।
শুন কহি তার হেতু করিয়া প্রকাশে॥
যেই বাসুদেব চিত্ত অধিষ্ঠানকারী।
তাঁর প্রিয় রূপ শ্রীত্রিভঙ্গ বংশীধারী॥
তাঁর সেবা পূজা-ধ্যান-মননাদি দ্বারা।
সর্ব্বশক্তি সার অনুভব উজিয়ারা॥
অন্তর্য্যামী নির্হেতুক সহজ দয়াল।
শ্রীনন্দনন্দন যারে কৃপা করে ভাল॥
ধ্যানাদিতে স্বয়ং স্ফূর্ত্তি করেন আকারে।
সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্ব-আদি স্ফুরয়ে তাহারে॥
অথবা চৈতন্যদেব খ্যাত শচীসুত।
তাঁর প্রিয় রূপ—যতিবেশ যে অদ্ভুত॥
প্রকাণ্ড শ্রীগৌরমূর্ত্তি করিয়া দর্শনে।
ভক্তিশাস্ত্রগণ-সার হৈল প্রকাশনে॥
কিম্বা শ্রীচৈতন্যপ্রিয়—রূপ মহাশয়।
তাঁর সঙ্গগুণে সর্ব্বশাস্ত্রার্থ স্ফুরয়॥
এই কৃষ্ণকৃপা বিশেষেতে অনুভব।
ইথে নহে এ সংগ্রহ দুর্ঘট-প্রভব॥
এই ভাগবতামৃত শাস্ত্র সুগোপন।
বৈষ্ণবসকল সুখে করুন শ্রবণ॥
বিশেষেতে অবৈষ্ণবগণ-শুষ্কমনে।
রসের অভাবে শ্রদ্ধা না হবে শ্রবণে॥
তাহাতে জন্মিবে মহাপাতক আপনি।
অতএব তাদিগে নিষেধ—কৃপা গণি॥
যদ্যপি শ্রীবিষ্ণুদীক্ষা করিলে গ্রহণ।
'বৈষ্ণব' কহিয়ে তারে—শাস্ত্রের লিখন॥

তথাপি তাহাতে ভক্তিরসিক সকল।
পুন তার মধ্যে শুন আছয়ে বিরল ॥
শ্রীনন্দকিশোর-পাদপদ্মে লোভ যার।
এ-গ্রন্থশ্রবণে প্রীতি বাড়িবেক তার ॥
এই গ্রন্থতত্ত্ব বিশেষেতে প্রকাশিতে।
ইতিহাস দ্বারা কহিছেন নিরূপেতে ॥
যাহা শ্রীল জন্মেজয়ের প্রতি মুনি।
মহাভাগ জৈমিনি কহিলা মহাগুণী ॥
বেদমধ্যে সামবেদ—কৃষ্ণ-কলেবর।
তার তত্ত্ববেত্তা শ্রীজৈমিনি সাধুবর ॥
ভক্তিপথ-প্রবর্তক করুণা করিয়া।
কহিলা জনমেজয়ে প্রেম প্রকাশিয়া।
মহাভাগবত পরীক্ষিতের নন্দন।
উত্তমাধিকারী ইথে করিতে শ্রবণ ॥
মুনীন্দ্র জৈমিনি দ্বারা পরম আশ্চর্য্য।
ভারত আখ্যান শুনিলেন রাজবর্য্য ॥
তার শেষ তাৎপর্য্যের শ্রবণে উৎসুক।
পরীক্ষিত-পুত্র জিজ্ঞাসেন সকৌতুক— ॥
হে ব্রহ্ম। সাক্ষাত বেদ মূর্ত্তি মহাশয়।
শ্রীবৈশম্পায়ন হৈতে যেই রসচয় ॥
মহাভারত শ্রবণে প্রাপ্ত না হইল।
তার লাভ হবে তোমা হইতে করি ॥
করহ মধুরে তার শেষ সমাপন।
অর্থাৎ কেবল 'ভক্তি' বলহ এক্ষণ ॥
শুনিয়া শ্রীজৈমিনি কহেন—নৃপবর।
সাবধান হৈয়া শুন প্রশ্নের উত্তর ॥
তব পিতা—রাজা পরীক্ষিত মহাশয়।
শুকদেব-উপদেশে গত-সব-ভয় ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত অনায়াসে।
কৃষ্ণপ্রেমরসে মগ্ন—ছাড়ি অন্য আশে ॥
সপ্তাহেতে শুনি ভাগবত শুকমুখে।
যাইবেন নিজাভীষ্ট-স্থানে মনঃসুখে ॥
এইকালে তাঁর মাতা—বিরাট-তনয়া।
পুত্র-শোক-জন্য অতি পীড়িত-হৃদয়া ॥
রাজা পরীক্ষিত কহি জ্ঞান-উপদেশ।
মায়া দূর করি দিলা আনন্দ-বিশেষ ॥
তাহাতে হইয়া মাতা কৃষ্ণভক্তিপরা।
স্নেহস্থলে স্নেহময়া জিজ্ঞাসে উত্তরা—॥
কহ বাছা। শুকদেব যেই উপদেশ।
তোমারে করিলা, তার বিচারি বিশেষ ॥
সত্বর হইয়া মোরে প্রকাশহ সার।
ক্ষীরসিন্ধু হৈতে যেন অমৃত-উদ্ধার ॥

ইক্ষুযন্ত্রে যেন ইক্ষু করিয়া পীড়ন।
শর্করা সারাংশ তার করয়ে গ্রহণ ॥
একথা শুনিয়া মাতৃবৎসল রাজন।
পরীক্ষিত শুকমুখে যে কৈল শ্রবণ ॥
অত্যন্ত আশ্চর্য্য সে গোবিন্দকথাখ্যান।
রসের উৎসুকে হৈলা তবে যত্নবান্ ॥
একে রাজা পরীক্ষিত মহাভাগবত।
তাহাতে জিজ্ঞাসা কৈলা মাতা বিশেষত ॥
তাতে মাতৃবৎসল রাজন, একারণ।
সব ভাগবত তত্ত্ব কহিলা তখন ॥
পরীক্ষিত কহে—মাতা। যত্তপি আমায়।
এসময় মৌনব্রত করা সে বুঝায় ॥
তথাপি তোমার এই প্রশ্নের মাধুর্য্য।
করিল আমারে হবে বাচাল প্রাচুর্য্য ॥
অতএব প্রণমিয়া অচ্যুতচরণ।
পুত্রসহ তব প্রাণ যে কৈল রক্ষণ ॥
তাঁহার করুণাসমূহের প্রভাবেতে।
শ্রীব্যাসনন্দন শুকদেব-প্রসাদেতে ॥
কহি ভাগবতামৃত—ভাগবত-সার।
যত্নে নারদাদি যাহা করিলা উদ্ধার ॥
অতি গোপনীয় সাধুগণের সম্মিত।
মুনীন্দ্র-মণ্ডলী-মধ্যে হইল নিশ্চিত ॥
সকল কহিয়ে মাতা। করহ শ্রবণ।
কালের অল্পতাহেতু না করি গোপন ॥
শ্রীমদ্ভাগবত নাম—পুরাণ-উত্তম।
তাহার অমৃত এই হয় শ্রেষ্ঠতম ॥
যত্তপি 'নিগমকল্প'-শ্লোকাদি-নির্ণীত।
ভাগবতে হেয়ভাগ নাহি কদাচিত ॥
তথাপি শ্রীগোপীনাথ-চরণারবিন্দ—।
মধুপানে লম্পটতা যাহার আনন্দ ॥
তারে কৃষ্ণরস-ক্রীড়া বিশেষ-কথন।
বিনা অন্য কথা নাহি রোচে কদাচন ॥
যেন ভক্তিমার্গেতে প্রবিষ্ট ভক্তজনে।
নাহি রোচে ব্রহ্মজ্ঞান-মোক্ষাদি-কথনে ॥
আরো শুন—যেন মুক্তি-ইচ্ছাকারি-জনে।
অর্থ-কাম-আদি কথা না রোচে কক্ষণে ॥
তেন অরুচির দ্রব্য অপেক্ষায় 'সার'।
নিজ অভিমত দ্রব্য সর্ব্বত তাহার ॥
তাহা ভিন্ন সব তার মতেতে 'অসার'।
ইথে নহে কোনরূপে দোষের প্রচার ॥
যত্তপিহ গোপীনাথ চরণ-মহিমা।
আর তাঁর ভক্তগণ-মাহাত্ম্য—অসীমা ॥

সর্ব্বভাগবতগ্রন্থে এই সে তাৎপর্য্য।
তথাপি সাক্ষাত নাহি তাহাতে প্রাচুর্য্য ॥
অপ্রকাশ-হেতু তাথে রসিকের মন।
পূরণ না হয়—এই হেয়ান্ত-কারণ ॥
অতঃপর শুন এক আখ্যান বিশেষ।
যার দ্বারা ব্যক্ত হবে ভক্তির নিঃশেষ ॥
একদিন মাঘমাসে মুনির সমাজে।
প্রাতঃস্নান করিয়া প্রয়াগ তীর্থরাজে ॥
শ্রীমাধব-নিকটে বসিয়া হর্ষযুত।
আপনা কৃতার্থ বলি মানেন বহুত ॥
শ্লাঘাসহ প্রশংসা করিয়া পরম্পরে।
কহেন—কৃষ্ণের প্রিয় তুমি নিরন্তরে ॥
মাঘে প্রাতঃস্নান কৈলে কৃষ্ণে ভক্তি হয়।
তাথে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-বিষয় ॥
অতএব তুমি কৃষ্ণপ্রিয় মহাশয়।
এই কথা পরস্পর নিরন্তর হয় ॥
ওগো মাতা! সেইকালে সেই তীর্থবরে।
দশাশ্বমেধিক-নাম তীর্থের উপরে ॥
আঢ্য এক বিপ্র—সেই-দেশের রাজন।
হরিভক্তিপরায়ণ—সহ পরিজন ॥
অশেষ-সম্পদ-যুক্ত—সর্ব্বাংশে উত্তম।
ব্রাহ্মণভোজন-জন্য করিয়া উদ্যম ॥
বিচিত্র উৎকৃষ্ট দ্রব্য করিলা সাধন।
চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়—বহু আয়োজন ॥
অগ্রে নিত্যকৃত্য স্নানাদিক সমাপিয়া।
পরিষ্কার করাইলা স্থান লেপাইয়া ॥
সত্বর চত্বর তার মধ্যে নির্ম্মাইলা।
স্বহস্তে লেপিয়া চন্দ্রাতপ টানাইলা ॥
অত্যন্ত সুন্দর তাথে স্বর্ণের আসনে।
শালগ্রামশিলারূপি-কৃষ্ণে যত্নমনে ॥
বসাইয়া ভক্তিপূর্ব্ব—যেমতে বিধান।
বহু উপচারে পূজা করি সমাধান ॥
অন্ন-পান-বস্ত্র-আদি সামগ্রী বহুত।
কৃষ্ণ-অগ্রে অর্পণ করিল ভক্তিযুত ॥
আপনি নাচিয়া—মেলি পরিজন সব।
গীত-বাদ্য সুললিতে কৈলা মহোৎসব ॥
ততঃপর বেদ-পুরাণাদি-ব্যাখ্যা-ব্যাজে।
অন্যোন্য-বিবাদকারি-ব্রাহ্মণ-সমাজে ॥
যতিগণ, আর যত গৃহস্থ-সকল।
ব্রহ্মচারি-আদি পুন যতেক বিরল ॥
লম্পট সর্ব্বদা কৃষ্ণকীর্ত্তন-আনন্দে।
শ্রীযুত বৈষ্ণবপদ বন্দিয়া সানন্দে ॥

পাদপ্রক্ষালনাদি মধুর ব্যবহারে।
বহুত তাদৃশ বাক্যে তুষিলা সবারে ॥
তাঁদের চরণোদক মস্তকে ধরিয়া।
পুজিলা হরিষ-মত অন্নাদিক দিয়া ॥
নীরাজন সবাকারে করিয়া তখন।
সমর্পিলা সযত্নেতে সুমাল্য-চন্দন ॥
হৈলে বিষ্ণুদীক্ষিত—যে-কোন নীচজাতি।
পবিত্র সর্ব্বদা—সে-ই 'বৈষ্ণব'-বিখ্যাতি ॥
বিষ্ণুদীক্ষা-রহিত আছয়ে বিপ্রাশেষ।
এ লাগি 'বৈষ্ণব'-পদ পৃথক্-নির্দ্দেশ ॥
বুঝিয়া সকল শ্রোতাগণ-নিবেদন।
পরে দীন-অন্ত্যজাদি করাল্যা ভোজন ॥
সাদরেতে যথা-ন্যায় কৈলা সন্তোষণে।
কুক্কুর-শৃগাল পক্ষি-কৃমী-আদি গণে ॥
এ-প্রকারে সর্ব্বপ্রাণি-জাতি-তৃপ্তি দিয়া।
পরে সাধুসকলের আদেশ পাইয়া ॥
মহাযজ্ঞশেষ সেই পরম মধুর।
মৃত্যু-নিবর্ত্তক—সুখস্বরূপ প্রচুর ॥
অমৃত খাইলা নিজ ভৃত্য-পরিবার।
কুটুম্বাদি-সহ হর্ষ হইয়া অপার ॥
তবে শালগ্রামশিলা-কৃষ্ণাগ্রে আইলা।
তাঁরে সর্ব্বকর্ম্মফল-সঞ্চয় অর্পিলা ॥
সুখে দেব-ভগবানে করায়্যা শয়ন।
উদ্যত হইলা গৃহে গমন-কারণ ॥
দূরে থাকি দেখি শ্রীনারদ মুনিবর।
মুনির সমাজে হৈতে উঠিয়া সত্বর ॥
'এই বিপ্রবর্য্য মহা-বিষ্ণুপ্রিয়তর'।
বারবার এই কথা বলি মুনিবর ॥
তাঁর আলাপনে মনে সত্বর হইয়া।
বিপ্রেন্দ্রের নিকটেতে গেলেন ধাইয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ-পরমোৎকৃষ্ট-কৃপার ভাজন।
জনসকলের করিবারে বিখ্যাপন ॥
কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-বিশেষ অধিকা।
চরম-কাষ্ঠার সে আস্পদ শ্রীরাধিকা ॥
তাঁর তত্ত্ব যদ্যপি আপনি হন জ্ঞাত।
তথাপি লোকেরে ব্যক্ত করিতে বিখ্যাত
কৃষ্ণভক্তি-রসপানে আসক্ত লম্পট।
শ্রীনারদ মহাশয় কহেন সুঘট— ॥
হে ব্রাহ্মণকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি সে হন।
শ্রীকৃষ্ণের মহা-অনুগ্রহের ভাজন ॥
যার এতাদৃশ ধন দ্রব্য উদারত্ব।
বৈভব ভগবদ্ধর্ম্ম-সম্পাদন-তত্ত্ব ॥

এইক্ষণে সব এই তীর্থে মহামতি।
দেখিনু সাক্ষাতে হবে স্বয়ং প্রকাশতি॥
এত শুনি মুনিবরে কহেন ব্রাহ্মণ—।
ওহে স্বামী! এমত না হয় কদাচন॥
আমাতে কি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লক্ষণ।
দেখিলে,—পরম তুচ্ছ আমি কিবা জন॥
কিবা বা দিবারে পারি,—আছে কি বৈভব।
ভগবানের ভজন কোথা বা সম্ভব॥
কিন্তু যে দক্ষিণদেশে মহারাজা হয়।
শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র সেই ত নিশ্চয়॥
যার দেশে দেবালয় অনেক আছয়।
সর্ব্বত্র তৈর্থিক-ভিক্ষু অভ্যাগত-চয়॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ অন্ন সুমধুরতর।
খাইয়া ভ্রময়ে সুখী হয়্যা নিরন্তর॥
রাজধানী-সমীপে সুস্থিরে করুণায়।
ভগবান্ আছেন—সচ্চিদানন্দ-কায়॥
নিত্য নবনব তথা পরম উৎসব।
প্রতিক্ষণ প্রিয়তম পূজাদ্রব্য সব॥
মহারাজা—দেশবাসী, বৈদেশিক আর।
সবারে সাদরে বিষ্ণুপ্রসাদ আহার—॥
করায়েন, তাহা লাগি নানাদেশ হৈতে।
মহাপ্রসাদান্ন-উপভোগ-সুখ লৈতে॥
পুণ্ডরীকাক্ষ-দেবের দর্শন-লোভেতে।
আর সাধুজন-সঙ্গ-লাভের আশেতে॥
তথা আসি বিষ্ণুপরায়ণ সাধুগণ।
নিবসিয়াছেন নিরন্তর সুখিমন॥
নরপতি দেব-বিপ্রগণেরে বিশেষ।
বিভাগ করিয়া দিয়াছেন সেই দেশ॥
কভু সেই দেশে উপদ্রব নাহি হয়।
নাহি কোনো শোক তথা আর কোনো ভয়॥
কৃষিব্যতিরেকে সর্ব্ব শস্য ভূমে হন।
অভিলাষমত বৃষ্টি হয় ত বর্ষণ॥
প্রিয় ফল মূল আর বস্ত্রাদি সুলভ।
আপন-আপন ধর্ম্মে রত প্রজাসব॥
কৃষ্ণপরায়ণ সবে অতি সুখিমন।
পুত্রমত রাজ-আজ্ঞা করয়ে পালন॥
এতাদৃশ অনুপম রাজ্যাদিবৈভবা।
বিষ্ণু আর বৈষ্ণবের সেবা-সুপ্রভবা॥
থাকিতেহ অহঙ্কার-শূন্য নিরন্তর।
নীচযোগ্য সেবায় ভজয়ে চক্রধর॥
স্বয়ং গৃহ-মার্জ্জন-লেপন আদি কর্ম্ম।
করে প্রেমে অচ্যুতের প্রিয় সাধুধর্ম্ম॥

কৃষ্ণ-অগ্রে নানাবিধ নামসংকীর্ত্তনে।
দিব্য গীত নৃত্য বাদ্য করয়ে আপনে॥
ভাই ভার্য্যা পুত্র পৌত্র ভৃত্য বন্ধু আর।
পুরোহিত স্বজন বৈষ্ণব সব সার॥
সকল-সহিত নাচি গাই কৃষ্ণগুণ।
তোষয়ে প্রভুরে ভক্তিভাবেতে নিপুণ॥
কৃষ্ণভক্তি-অনুবর্ত্তি গুণ সমুদায়।
কতেক বা জানি সংখ্যা কহিতে কথায়॥
এই সব কহিলাম কৃপার লক্ষণ।
ইথে ভগবানের কৃপার পাত্র হন॥
সেই মহারাজ মহাশয় সুনিশ্চিত।
আমি অতি নীচ, ছাড় মোর প্রশংসিত॥
শুন ভাই শ্রোতাগণ! হয়্যা সাবধান।
বিপ্র হৈতে ক্ষত্রিয়ের মহিমা-আখ্যান॥
বিষ্ণুভক্তি লাগি ইহা জানিবে বিশেষ।
তদভাবে ব্রাহ্মণেরো নীচতা অশেষ॥
সর্ব্বশাস্ত্রাদিতে ইহা আছে প্রকাশিত।
ক্রমে অগ্রে ব্যক্ত হবে—দেখহ নিশ্চিত॥
তবে নৃপবরে দেখিবারে সেই দেশে
চলিলেন শ্রীনারদ মনের আবেশে॥
দেখিলেন সেই দেশে প্রজা যে-সকল।
দেবপূজা-উৎসবেতে আসক্ত সকল॥
হর্ষে বাজাইয়া বীণা রাজধানী গিয়া।
বিপ্র-উক্ত হইতেহ অধিক দেখিয়া॥
মহারাজ-নিকটেতে যাইয়া তখন।
শ্রীনারদ মুনিবর বলেন বচন—।
তুমি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র সে যাহার।
এতাদৃশ রাজ্য আর বৈভব-বিস্তার॥
স্বধর্ম্মাদি-পরায়ণ সর্ব্বপ্রজাগণ।
গুণ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠে বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্ত্তন॥
ধর্ম্ম—ভিক্ষুকাদিজনে অন্নাদিক-দান।
অর্থ—বিষ্ণুপূজা-দ্রব্য-সাধন-আখ্যান॥
রাজ্য-বৈভবাদ্যে কাম উৎকৃষ্ট সদায়।
মোক্ষের সাধক জ্ঞান মিলিত তোমায়॥
ভক্তিপ্রেমে শ্রীবিষ্ণুর সদা সেবা কর।
অতএব তোমাতে কৃষ্ণের কৃপাভর॥
বৈভবাদি বিস্তারিয়া কহি পুনঃপুন।
আলিঙ্গন করিলেন রাজারে নিপুণ॥
মহারাজা নিজ শ্লাঘ্য শুনি অতিশয়।
নোয়াইলা মস্তক লজ্জায় মহাশয়॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-আদি দ্রব্যে পূজি মুনিবরে।
করপুট হই কিছু নিবেদন করে—॥

আমি অল্পায়ু আর অত্যল্প ঐশ্বর্য্য।
অল্প পদ আমার এ—মনুষ্য অধৈর্য্য॥
স্বধর্ম্মাদি-পরাধীন—ভবেতে আক্রান্ত।
তাপত্রয়-দুঃখেতে সর্ব্বদা হই শ্রান্ত॥
'কৃষ্ণ-অনুগ্রহ আছে'—এই যে বচন।
তাহাতে অযোগ্য আমি হই সর্ব্বক্ষণ॥
কৃষ্ণের করুণাপাত্র কেমত প্রকারে।
মানিতেছ আপনি আমারে অবিচারে॥
নিশ্চয় কহিয়ে—যেই সব দেবগণ।
বিষ্ণুভগবানের দয়ার পাত্র হন॥
মনুষ্যের পূজ্যমান—তেজোময়-কায়।
নিষ্পাপ, সাত্ত্বিক, দুঃখরহিত সদায়॥
সুখময়, নিজেচ্ছায় আচার গমন।
ভক্ত-ইচ্ছামত বর দেন সর্ব্বক্ষণ॥
যাঁহাদের ভোগ্য হয় অমৃত নিশ্চয়।
মৃত্যু-রোগ-জ্বর-দুঃখ-আদি যে হরয়॥
যদ্যপি নাহিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদয়।
বিনা-যত্নে আসিয়া তথাপি সন্তোষয়॥
ভারতবর্ষেতে করি সুপুণ্য সঞ্চয়।
যেই স্বর্গ মনুষ্যগণের লাভ হয়॥
সেই স্বর্গে মহাভাগ্যবলে দেবগণ।
নিবাস করেন, মুনি! কি কব কথন॥
অতএব মনুষ্য হইতে দেবগণ।
বিষ্ণুর দয়ার পাত্র—কর নিরীক্ষণ॥
যেহেতুক অল্প আয়ুঃ মনুষ্য-সবার।
বহু আয়ুঃ—দেব করি অমৃত আহার॥
মনুষ্যের নিত্য পূজনীয়ের কারণ।
মহত ঐশ্বর্য্যযুক্ত নিরন্তর হন॥
বহুদাতা—ভক্তের ইচ্ছায় বরদানে।
পরম স্বাধীন লাগি স্বচ্ছন্দ-গমনে॥
ওহে মুনি! সেই সব দেবগণ-মাঝে।
দয়ার বিশেষ পাত্র—ইন্দ্র দেবরাজে॥
অনুগ্রহ-নিগ্রহে সামর্থ্য অতি ধরে।
দেবগণ হইতে অধিক দান করে॥

ভক্তের ইচ্ছায় দেবগণ দেন বর।
আকাঙ্ক্ষার অধিক সে দেন পুরন্দর॥
রক্ষেণ বৃষ্টির ধারে লোকের জীবন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যে চারি গণন॥
তার একাত্তুরি ব্যাপি ত্রিলোক-ঈশ্বর।
সার্ব্বভৌম-রাজাগণের যে দুল ভতর॥
কর্ম্মেতে অবশ্য ছিদ্র আছে সম্ভাবনা।
তাহে শত অশ্বমেধ দুষ্কর গণনা॥
তাথে শত অশ্বমেধ না হয় পর্য্যাপ্তি।
অতএব দুর্ল ভ ইন্দ্রের পদপ্রাপ্তি॥
যার উচ্চৈঃশ্রবা হয়, গজ ঐরাবত।
সিন্ধুমথনেতে জন্ম পাইল মহত॥
গাবী কামধেনু, উপবন সে নন্দন।
যাহে পারিজাত-আদি কামের পূরণ॥
আর কল্পবৃক্ষগণ কামরূপধর।
কল্পলতা সব তাহে কামদাতাতর॥
যাহাদের একপুষ্পে—যেন বাঞ্ছা যার।
বিচিত্র বাজনা, নৃত্য, গান, অলঙ্কার॥
শয়ন-আসন-ধন-জন-আদি যত।
সুন্দর-রূপেতে সিদ্ধ হয় নানামত॥
আর কি কহিব তার সৌভাগ্য অপার।
বামন-রূপেতে বিষ্ণু ছোট ভাই যার॥
অসুরাদি হইতে আপদ হয় যত।
স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু রক্ষা করেন নিয়ত॥
যার বিস্তারিত পূজা সাক্ষাৎ স্বীকারি।
হর্ষ দেন আপনি বামন-রূপ-ধারী॥
অপর মহিমা সব কহিব কতেক।
মুনিবর! আপনি ত জানেন প্রত্যেক॥
প্রথম-অধ্যায়-কথা হৈল সমাপন।
মূল আর টীকাতে করিলা যে লিখন॥
যথামতি বিবরিয়া করিনু লিখন।
শোধিবেন কৃপা প্রকাশিয়া সাধুগণ॥
শ্রীল-সনাতন-পদে করিয়া প্রণতি।
দাস জয়গোবিন্দ মাগিয়ে অবগতি॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
ভূমিগষদ্ধীয়ো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদ্যাধ্যায়েহত্র কৃষ্ণস্য পরমপ্রেষ্ঠনির্ণয়ে।
মর্ত্ত্যোৎকর্ষাপকর্ষৌ চ নীচোচ্চাপেক্ষয়োদিতৌ ॥ •
আহাধ্যায়ে দ্বিতীয়ে তু তথৈবেন্দ্র-স্বয়ম্ভুবোঃ।
উৎকর্ষমপকর্ষঞ্চ নিকৃষ্টোৎকৃষ্টবীক্ষয়া ॥ • ॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পরীক্ষিত কহেন—তখন মুনিবর।
প্রশংসিয়া সেই মহারাজে বহুতর ॥
গমন করিয়া স্বর্গে দেখে সভামাঝে।
দেবগণে পরিবৃত শ্রীবিষ্ণু বিরাজে ॥
গরুড়ের পৃষ্ঠেতে আছেন সুখে বসি।
স্তব করে বৃহস্পতি—প্রভৃতি মহর্ষি ॥
বিচিত্র সে কল্পতরু—পুষ্পমালা আর।
বিলেপন বসন নানান অলঙ্কার ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-আদি চতুঃষষ্টি উপচারে।
পূজা করে অমৃতাদি দিব্য উপহারে ॥
অদিতি কোমল-হস্ততল-স্পর্শাদিতে।
লালন করেন অতি আনন্দিত-চিতে ॥
শ্রীবামনদেব প্রিয় সুবাক্য কহেন।
দেবগণে মহাঋষিগণে হর্ষ দেন ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর আর গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
যোড-করে করে পরে স্তব বহুতর ॥
জয়শব্দ বাদ্যগীত নৃত্য বিস্তারিয়া।
দিতেছেন পরিতোষ সকলে মিলিয়া ॥
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত—উচ্চস্বর করি।
আপনি বামনদেব কহেন বিবরি— ॥
ভয় না করিহ দৈত্য হৈতে কদাচন।
তাহাদিগে মারি তোমা কারব রক্ষণ ॥
কীর্ত্তি-নাম নিজ রমণীর সমর্পিত।
তাম্বূল চর্ব্বণ করিছেন কৌতুকিত ॥
যদ্যপিহ নারদের মুখ্য প্রয়োজন।
পূর্ব্ব-উক্তি-রীতে ইন্দ্র-সহ সম্ভাষণ ॥
বিষ্ণুর দর্শন নহে ইবে প্রয়োজন।
তথাপিহ যতেক আছয়ে দেবগণ ॥
সকলের প্রধান আপনি ভগবান্।
এ মাহাত্ম্য ক্ষিতিতলে সর্ব্বত্র ব্যাখ্যান ॥
এইহেতু দৃষ্টি নিজ স্বভাব করেন।
প্রথমত প্রধানেতে হয় সে পতন ॥
ইহাতেই ইন্দ্রে তাঁর দয়ার বিশেষ।
বোধ করাইলা,—এই জানিবা উদ্দেশ ॥
অগ্রে ব্রহ্মলোকেতেহ হবে এইমত।
তথাও সিদ্ধান্ত ইহা বুঝ প্রকাশিত ॥
দেখিলেন ইন্দ্রকেহ বিষ্ণুর মহিমা।
ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ যতেক অসীমা ॥
আপন-বিষয়ে যত উপকারগণ।
করিছেন মুহুর্মুহু আপনি কীর্ত্তন ॥
ত্রিলোকের রাজত্ব ঐশ্বর্য্য ধন-জন।
বলি হৈতে ছলে লই করিলা অর্পণ ॥
এতাদিক নিজ প্রতি যত উপকার।
মহাহর্ষভরে করে বর্ণন বিস্তার ॥
সহস্র নয়ন হৈতে বহে অশ্রুধার।
শোভিত সহিত ছত্র মালা অলঙ্কার ॥
শ্রীবামনদেব পার্শ্বে আপন আসনে।
বসিয়া আছেন সহ সম্পদ-বাহনে ॥
ততঃপর নিজাবাসে গেলা শ্রীবামন।
ইন্দ্র কথদূর করি পশ্চাৎ গমন ॥
ফিরিয়া সভার মধ্যে করিলা গমন।
তখন নারদ তাঁর কৈলা প্রশংসন ॥
বিষ্ণুর সম্মুখেতে অন্যের প্রশংসন।
যোগ্য নহে—এহেতু না কহিলা তখন ॥
ইবে জয়-আশীর্ব্বাদ-দ্বারেতে তাহার।
প্রশংসা করিয়া কহিছেন সমাচার— ॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পা সতত তোমাতে।
যেহেতুক ব্যক্তরূপে দেখিয়ে সাক্ষাতে ॥
চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বসু, আর যে পবন।
তব আজ্ঞাকারী সর্ব্ব লোকপালগণ ॥
আর কি বলিব—আমা আদি মুনিগণ।
বশীভূত নিরন্তর দেখ বিলক্ষণ ॥

জগদীশ বলিয়া করেন শ্রুতিগণ।
ধর্ম্মাধর্ম্মফলদাতা তোমারে স্তবন॥
সর্ব্বলোকেশ্বরত্বের কি কথা বিচার।
প্রপঞ্চাতীতেহ দেখি ঐশ্বর্য্য তোমার॥
কি আশ্চর্য্য যে তোমার ভ্রাতা নারায়ণ।
সর্ব্বজীবেশ্বরের ঈশ্বর যিঁহ হন॥
তাথে সহোদর পুন কনিষ্ঠ হয়েন।
জ্যেষ্ঠের সম্মানরূপ সদ্ধর্ম্ম মানেন॥
বাক্যপ্রতিপালনাদি গৌরব নানান।
সর্ব্বদা আপনি বিষ্ণু করেন বিধান॥
ইন্দ্রে সৌভাগ্য সব এইত প্রকার।
কহিয়া, প্রশংসা মুনি করে বারবার॥
বীণা বাজাইয়া শ্লাঘা মানিয়া তাঁহার।
নাচেন শ্রীদেবঋষি স-হর্ষবিস্তার॥
করি অভিবাদন মুনিরে লজ্জাযুত।
মৃদুস্বরে ইন্দ্ররাজ কহেন প্রস্তুত—॥
সঙ্গীতকলার ওহে সুপণ্ডিতবর!।
মিথ্যা-স্তুতি-দ্বারে মোরে উপহাস কর॥
এই স্বর্গরাজ্যের বৃত্তান্ত অবিকল।
আপনি কি না জানেন—কব কি বিফল॥
এই স্বর্গ হইতে সে কতকতবার।
দৈত্যভয়ে পলাইয়া সহ-পরিবার॥
তপস্বি-আদির বেশে আচ্ছন্ন হইয়া।
মর্ত্ত্যলোকে নিভৃতেতে ছিলুঁ লুকাইয়া॥
পুনঃপুনঃ উপদ্রব হয় অতিশয়।
তাথে মর্ত্ত্য হৈতে স্বর্গ-উৎকর্ষতা নয়॥
স্বচ্ছন্দ-আচার-গতি এই যে উৎকর্ষ।
কহিলে, তাহাও নহে—হেতু ভয়-মর্ষ॥
সূর্য্য-আদি লোকপাল যম আজ্ঞাকারী।
এই যে কহিলে, তাহা শুনহ বিবরি॥
বলি ইন্দ্র হইয়া—অসুর-সভাকারে॥
নিয়োজিল সূর্য্য-চন্দ্র-আদি-অধিকারে॥
আপনি যজ্ঞের ভাগ করিল ভোজন।
আমাদের হৈল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরণ॥
অমৃতভোজনদ্বারা কি আছে মহিমা।
লোকপাল আজ্ঞাকারী—কোথা বা গরিমা॥
তার পর আমাদের পিতামাতা দুহে।
করিলা তপস্যা—দৃঢ় বিস্তার-সমুহে॥
তাহে বহুকাল মোরা দুঃখভোগ কৈল।
পরে কথোদিনে হরি সন্তোষিত হৈল॥
অংশমাত্রে হইলেন ভ্রাতা সে আমার।
স্বয়ং নারায়ণ ভ্রাতা—কহ কি প্রকার॥

তথাপি সে সব শত্রুনাশ না করিয়া।
কেবল সে আমাদের লজ্জা বিস্তারিয়া॥
প্রথমে বামন-রূপে স্বপাদ-প্রমিত।
তিন পদ ভূমি ভিক্ষা করিলা নিশ্চিত॥
পশ্চাৎ বিরাট-রূপ করি আবির্ভাব।
তিন লোক আক্রমিলা—ত্যজিয়া স্বভাব॥
বলি হৈতে এই ছলে লৈয়া রাজ্যভর।
সমর্পিলা আমারে,—এ হয় লজ্জাকর॥
মনুষ্যের নিজ পূজ্য হয় স্বর্গি-সব।
এই যে কহিলে. তাহা নহে অনুভব॥
অহঙ্কার-অসূয়াদি আছে দোষগণ।
অতএব সাত্ত্বিকতা নাহি কদাচন॥
বিশ্বরূপ-বৃত্র-আদি-বধেতে উৎপন্ন।
ব্রহ্মহত্যালাগি কোথা নিষ্পাপ-সম্পন্ন॥
সদা স্বর্গ হৈতে অধঃপাত-ভয় হয়।
তাথে না আদর করি দেহ তেজোময়॥

যথা একাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১১।১০।২০)—

কো ন্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ॥ ৩॥

অর্থ কিম্বা অভিলাষ দিবে কিবে সুখ।
যেহেতুক মৃত্যু আছে নিকটে সম্মুখ॥
যারে লয় বান্ধিয়া ছেদন করিবারে।
যুবতী-সম্পত্তি-আদি কিবা সুখ তারে॥
এসব প্রকারে মনুষ্যের সাম্য প্রায়।
নিত্য পূজ্য নহে—এই গূঢ় অভিপ্রায়॥
মোর প্রতি দেবগণ হইতে অধিক।
করুণা কদাচ নহে—শুন সম্প্রতিক॥
উপেন্দ্রের বিশেষত উপেক্ষা জানিহ।
তাহার কারণ কহি বিস্তারিয়া ইহ—॥
সুধর্ম্মা-নামেতে দেবসভা যে আছিল।
আর পারিজাত—দুই মর্ত্ত্যলোকে নীল॥
মরণ-ধর্ম্মের শীল—মর্ত্ত্যলোক হয়।
তাহে সুধর্ম্মাদি লওয়া উপযুক্ত নয়॥
ইহাতে আমার প্রতি উপেক্ষা কেবল।
জানিবে,—বিস্তারি আর কি কব সকল॥
শ্রীনন্দাদি গোপ মোর পূজা চিরকাল।
করিত, নাশিলা তাহা শ্রীগোবিন্দ ভাল॥
সেই সব দ্রব্যে পুনঃ গোপগণ লৈয়া।
পূজিলেন গোবর্দ্ধনে—যত্নবান্ হৈয়া॥
মোর প্রিয়তম বন—অখণ্ড খাণ্ডব।
অর্জ্জুনের দ্বারা দাহ করাইলা সব॥

তিন-লোক-গ্রাসকারী বৃত্রাসুর হয়।
তার বধ-হেতু পূর্ব্বে প্রার্থনা-নিচয়॥
করিলাম, তাথে স্বয়ং উদাসীন হৈলা।
সে-বিষয়ে মোরে মাত্র প্রেরণ সে কৈলা॥
অমরাবতী মোর পুরী করিয়া ভঞ্জন।
রচিলেন সর্ব্বোপরি আপন ভবন॥
ব্রহ্মলোক-উপরেতে 'শ্রীবৈকুণ্ঠ' নাম।
নূতন সচ্চিদানন্দঘন পরং ধাম॥
যদি কহ—কোটি-সিন্ধু-গম্ভীর-আশয়।
তিঁহ হন, সদা দুর্বিতর্ক্য-লীলাময়॥
পরদুঃখকাতর—করুণা প্রকাশিয়া।
করেন সকল, ইহা মাগ্যো নিজ হিয়া॥
সত্য, কিন্তু যদি তিঁহ প্রসন্ন হইয়া।
আপনি সাক্ষাৎ হন কৃপা প্রকাশিয়া।
আমাদের পূজাসব করেন স্বীকার।
তবেত পারিয়ে মোরা সহ করিবার॥
তাহাসব দূরে থাকু, তাঁহার দর্শন—।
প্রত্যহ না পাই মোরা, কি কব কথন॥
মাতা-পিতা দুহাকার যেই আরাধন।
পূর্ব্বজন্মে ইহজন্মে অতি অগণন॥
তার বলে—বৃহস্পতি-আগ্রহেতে আর।
আমাদের পূজামাত্র করেন স্বীকার॥
সেইক্ষণে আমাদের অশক্য দর্শন।
আপনার স্থানে প্রভু করেন গমন॥
বহুস্তবাদিতে মহাশয় পুনর্ব্বার।
আসি আমাদের পূজা করেন স্বীকার॥
এই লাগি কহ তুমি—'অনুগ্রহপাত্র'।
তাহাতে কহিয়ে কিছু শুন মুনি মাত্র॥
আমা-সকলের প্রতি করিয়া বঞ্চন।
কহেন বামনদেব আদেশ-বচন—॥
যেকালপর্য্যন্ত আমি এথা না আসিব।
তাবত করিবে পূজা ব্রহ্মা কিম্বা শিব॥
যে-কারণে তাঁরা আমাহৈতে ভিন্ন নন।
একমূর্ত্তি তিন—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র হন॥
ইত্যাদি শাস্ত্রের বাক্য হইলে বিস্মৃত।
দেহস্থ কেবল ইহা বঞ্চনা বিস্তৃত॥
অনন্যগতিক মোরা,—বিষ্ণুপাদদ্বয়।
বিনা অন্য উপাসনে রুচি নাহি হয়॥
ইহা ভালমতে স্বয়ং জানিয়াও মনে।
'একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবাঃ' শাস্ত্রের বচনে॥
অন্যের পূজায় যে করেন প্রবর্ত্তন।
কেবল মোদের প্রতি তাঁহার বঞ্চন॥

যদি কহ—তাঁর পার্শ্বে করহ গমন।
তাহাতে কহিয়ে শুন সাবধান-মন॥
তাঁর বাসস্থান আত্মারাম-মুনিগণে।
আমাদেরো হয় সদা দুর্ল্লভ-গমনে॥
কখন বৈকুণ্ঠে কভু ধ্রুবলোকে বাস।
কদাচ ক্ষীরোদ-মাঝে করেন প্রকাশ॥
সম্প্রতিক দ্বারকায় আবাস তাঁহার।
তাহাও নিয়ত নহে, শুনহ বিস্তার॥
কদাচিত পাণ্ডব-আলয়েতে নিবাস।
তার পূর্ব্বে মথুরায় আছিল প্রকাশ॥
তাহার পূর্ব্বেতে পুন গোকুলনগরে।
সেখানেহ ফিরে বনে হৈতে বনান্তরে॥
অনিয়ত পরম রহস্য বাস লাগি।
আমাদের গমনের নহে কভু ভাগী॥

তদুক্তং প্রথমস্কন্ধে (ভাঃ ১।১১।৯)—

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া॥ ০ ॥ ইতি।

এইসবপ্রকারেতে তাঁহার দর্শন।
দুর্ল্লভ,—কোথায় তাঁর কৃপার লক্ষণ॥
ব্রহ্মপুত্র-শ্রেষ্ঠ হে নারদ মহাশয়!।
সনকাদি হৈতে ভক্তিবিশেষে নিশ্চয়॥
আপনার পিতারে জানিহ সুনিশ্চয়।
শ্রীহরির অনুগ্রহপাত্র মহাশয়॥
যেহেতুক তিঁহ লক্ষ্মীকান্তের সন্তান।
ইহাতে কহিলা এক ভাবের সন্ধান॥
বিষ্ণু-নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্মাত জন্মিলা।
লক্ষ্মীগর্ভ হৈতে নাহি জন্ম সে লভিলা॥
তথাপিহ বিষ্ণুপুত্র-হেতু অভিমত।
লক্ষ্মীহ জানেন তাঁরে নিজপুত্র-মত॥
ইহাদ্বারা বুঝাইলা ব্রহ্মার সম্পত্তি।
নিঃশেষে যাহাতে নাহি কদাপি বিরক্তি॥
যাঁর একদিনে মন্বন্তরাদিতে যুক্ত।
আমাতুল্য চতুর্দ্দশ ইন্দ্র হয় ভুক্ত॥
সত্যাদিক-চারিযুগ সহস্রপ্রমাণ।
যার দিন, পুন রাত্রি এই পরিমাণ॥
এ দিবা-রাত্রির তিনশত-ষাটি-মানে।
যেই এক বৎসর হয় ত পরিমাণে॥
হেন শতবর্ষ যার আয়ুর গণন।
শুনিয়াছি—নাহি জানি অল্পায়ু-কারণ॥
লোক আর লোকপালগণ-সৃষ্টিকারী।
প্রাজাপত্য-ইন্দ্রত্বাদি দেন অধিকারী॥

যজ্ঞাদি-প্রবর্ত্ত দ্বারা জীবের পালক।
পাপপুণ্যফল-সুখ-দুঃখ-প্রদায়ক॥
নিজ দিবসেতে এই সকল ব্যাপার।
রাত্রি হৈলে পুনর্ব্বার করেন সংহার॥
সহস্র-মস্তক-অক্ষি-অবয়ব-বান্।
জগত-আশ্রয় মহাপুরুষ-আখ্যান॥
প্রথমেতে ব্রহ্মা ধ্যানে হৃদয়ে দেখিলা।
নানামত স্তব-স্তোত্রে তাঁহারে করিলা॥
আজ্ঞা পাই সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইলা।
আপন মানস বর ব্রহ্মা যে মাগিলা—॥
আমার ভুবনে ভগবান্ হে ঈশ্বর।।
এইরূপ সাক্ষাৎ হইয়া বাস কর॥
স্বীকার করিয়া তাঁহা করিছেন বাস।
যজ্ঞভাগ সমৃদ্ধ করেন সদা গ্রাস॥
আনন্দ করেন তত্রবাসি-সবাকারে।
সহস্রসহস্র যুক্তি এই ত প্রকারে॥
শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদ সেই ব্রহ্মা হন।
কৃপা পাত্র করি তাহে কি আর কথন॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ তিঁহ হয়েন নিশ্চয়।
শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যেতে প্রসিদ্ধ ইহা হয়॥

চতুর্থস্কন্ধে (ভাঃ ৪।৭।৫১)—

ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ° ॥

তুমিহ জানহ আরো মাহাত্ম্য তাঁহার।
সেই-লোকবাসি-সকলেরো সুবিস্তার॥
পরীক্ষিত কহেন—শ্রীইন্দ্রের বচন।
শুনি, 'সাধুসাধু' বলি উঠিলা তখন॥
শীঘ্র ব্রহ্মলোকে মুনি গমন করিলা।
মহৎ যজ্ঞের তথা বিস্তৃতি দেখিলা॥
ব্রহ্মঋষিগণ করে বেদ-উচ্চারণ।
তাহাতে প্রসন্ন পরমেশ্বর তখন॥
মহাপুরুষরূপক জটা-বিভূষিত।
সহস্রমস্তক ভগবান্ শ্রী-সহিত॥
আবির্ভূত হয়্যা যজ্ঞভাগের গ্রহণ।
করি, যজ্ঞকারিদিগে দেন আনন্দন॥
ব্রহ্মার আহ্লাদ-জন্য দ্রব্য নিবেদিত।
সহস্রহস্তেতে মুখসহস্রে অর্পিত॥
ভোজন করিয়া—দিয়া মনোমত বর।
নিদ্রাগৃহে গমন করিলা সে সত্বর॥
করিতে লাগিলা লক্ষ্মী পাদসম্বাহন।
লীলাক্রমে করিলেন নিদ্রার গ্রহণ॥

অন্তর্য্যামিরূপে দত্ত তাঁর আজ্ঞা পায়্যা।
ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যাচরণ লাগিয়া॥
আসি নিজালয়ে বসি পারমেষ্ঠ্যাসনে।
নিজপ্রভু-মহিমার আখ্যান-শ্রবণে॥
অষ্টনেত্রে অশ্রুধারা বহে অনিবার।
সেবিত বিচিত্র পরমৈশ্বর্য্যোপহার॥
নারদ আপন-পিতা-নিকটে আসিয়া।
কহিতে লাগিলা দণ্ডবৎ প্রণমিয়া—॥
হরির কৃপার পাত্র হন মহাশয়।
নিশ্চয় জানিল—ইতে নাহিক সংশয়॥
প্রজাপতি-পতি সর্ব্ব-লোক-পিতামহ।
একস্ করহ সৃষ্টিস্থিতি লয়-সহ॥
ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর—স্বয়ম্ভু নাম যাঁর।
নিত্য অবিরাম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-বিস্তার॥
ইন্দ্রাদির মত প্রলয়েহ কদাচিত।
ঐশ্বর্য্যের ভ্রংশতা নাহিক সুনিশ্চিত॥
যে তোমার চতুর্ম্মুখ হৈতে প্রকাশিত।
পুরাণ-নিগম-আদি অর্থপ্রবোধিত॥
মূর্ত্তিমন্ত সভায় আছেন বিদ্যমান।
আছয়ে অখিল-জ্ঞানসংপত্তি-প্রমাণ॥
সংপূর্ণ বিশুদ্ধ স্বধর্ম্মাচরণ করি।
মদাদি-রহিত সাধুজন যত্নাচরি॥
তব লোক পায়্যা সুখে করয়ে যাপন।
যাহার উপর নাহি ব্রহ্মাণ্ডে ভুবন॥
নারায়ণদেব-লোক অতি প্রকাশিত।
বৈকুণ্ঠাখ্যধাম যার মধ্যে বিরাজিত॥
সেই ধামে নিত্য মহাপুরুষবিগ্রহ।
সাক্ষাত করেন বাস করি অনুগ্রহ॥
তব যজ্ঞভাগ করি আপনি ভোজন।
সেই ফলে বরদান করেনানুক্ষণ॥
পূর্ব্বে অন্বেষণ আর আয়াস বিস্তরে।
যাহার উদ্দেশ না পাইলে যত্নপরে॥
তপস্যা করিয়া বহু—ক্ষণমাত্র তাঁর।
পাইলা দর্শন হৃদিমধ্যে একবার॥
এক্ষণে সাক্ষাৎ তব গৃহে নিবসয়।
অতএব সত্য কৃষ্ণপ্রিয় মহাশয়॥
যদি কহ—সহস্র-মস্তক জনার্দ্দন।
করিছেন গৃহমধ্যে এক্ষণে শয়ন॥
অন্য-অন্য বহু রূপ আছয়ে তাঁহার।
তুমি চতুর্ম্মুখ—তাঁহা হৈতে ভিন্নাকার॥
কহিতে নারিবে তুমি এমত বচন।
লীলাক্রমে নানাদেহ করহ ধারণ॥

এইমত ব্রহ্মার মাহাত্ম্য সুবিহিত।
স্বয়ং যা দেখিলা,—আর ইন্দ্রের কথিত॥
শাস্ত্রদ্বারা আর যাহা আছিলেন জ্ঞাত।
বিস্তারি কহিয়া প্রণমিলা ভক্তি-সাত॥
এইরূপ নারদের কথিত বচন।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তবে করিয়া শ্রবণ॥
চারিহস্তে অষ্ট-কর্ণ আচ্ছাদন হেতু।
অত্যন্ত হইয়া ব্যগ্র ব্রহ্মা ধর্ম্মসেতু॥
'আমি দাস আমি দাস' কহে বারবার।
অশ্রব্য শ্রবণে হৈল ক্রোধের সঞ্চার॥
যত্নেতে করিয়া সেই ক্রোধ-সম্বরণ।
স্বপুত্রে কহেন তবে সাক্ষেপ বচন—॥
শ্রুতি-স্মৃতি-বচনেতে—যুক্তিদ্বারা আরে।
বাল্যকাল হইতে পুনঃপুন সুবিচারে॥
আমি নহি কদাচন কৃষ্ণ ভগবান্।
তোমারে প্রবোধ কিবা না দিল প্রমাণ॥
সেই ত কৃষ্ণের শক্তি মহামায়া হয়।
দাসীতুল্যা—ঈক্ষণের পথে সদা রয়॥
নিজগুণে সত্ত্ব-রজ-তমের সঞ্চারে।
জগতের করে সৃষ্টি পালন সংহারে॥
আমরা সকলে সেই মায়ার অধীন।
তাহা হইতে মোহিত আছিয়ে রাত্রিদিন॥
তুমিও হইয়া কৃষ্ণমায়াতে মোহিত।
এমত কহিছ বাক্য,—জানিনু নিশ্চিত॥
সেই মায়ামোহিত-কারণ সুবিচারে—।
কৃষ্ণকৃপালেশমাত্র না জান আমারে॥
তাঁহার মায়ায় সদা জগতের আমি।
গুরু প্রভু পিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা স্বামী॥
কৃষ্ণ-নাভিপদ্ম হৈতে উদ্ভব আমার।
কিন্তু মহা-অভিমানে বিনাশ-প্রকার॥
ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধি যেই আবশ্যকাপার-।
ব্যাপারের বিচারেতে বিহ্বল আমার॥
আমার যে ব্রহ্মলোক—ইহার বিনাশ।
নিকট জানিয়া চিন্তাকুলে সহুতাশ॥
মহাকাল হৈতে আমি নিরন্তর ভীত।
মুক্তি-ইচ্ছা কেবল করিয়ে সুনিশ্চিত॥
ইথে প্রজাপতিত্বাদি মহা অভিমান—।
দোষহেতু নহে কৃষ্ণকৃপার নিধান॥
নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভব যে কহিল।
ইথে 'স্বয়ংভূত্ব'-নিরাকরণ হইল॥
ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যে বশীভূতের কারণ।
বেদবক্তা হইয়াহ ন কৃপালক্ষণ॥

ব্রহ্মলোক-বিনাশ ভয়েতে সদা ব্যস্ত।
ইথে হইল নিজলোকোৎকর্ষতা নিরস্ত॥
মহাকাল হৈতে ভীত,—এই যে, কহিল।
দীর্ঘ পরমায়ু ইহা নিরস্ত হইল॥
অতএব মুক্তি-লাগি কৃষ্ণের পূজনে।
করাই সর্ব্বদা, আর কারয়ে আপনে॥
আর যে কহিলে—মম লোকমধ্যে হয়।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোক—এই কথার নিশ্চয়॥
জগদীশ তিঁহ, তাঁর আবাস কোথায়।
নাহিক বুঝহ এই গূঢ় অভিপ্রায়॥
স্বয়ং-সম্পাদিত-প্রিয়-যজ্ঞানুগ্রহণ।
আর বেদপ্রবর্ত্তন—এ দুই কারণ॥
কেবল করেন যজ্ঞভাগের গ্রহণ।
ইথে নহে আমাপ্রতি কৃপাবলোকন॥
হে 'বিচারাচার্য্য'!—ইহা করি উপহাস।
কহিছেন ব্রহ্মা—বুঝ তাঁহার বিলাস॥
কৃষ্ণ ভক্তিপ্রিয়—ভক্তে কৃপা সে করেন।
কদাপিহ অভক্তেতে সদয় নহেন॥
থাকুক দূরেতে ভক্তি, অপরাধ যদি—।
নাহি হয়, তবে বহু মানিয়ে সম্পদী॥
অপরাধ-ক্ষমা যেন শিবের করেন।
তেমত আমার প্রতি দয়ালু নহেন॥
হিরণ্যকশিপু আমা হৈতে পায়্যা বর।
সর্ব্বলোক-উপতাপ দেয় দুষ্টতর॥
বৈষ্ণবের দ্রোহচেষ্টা করিল অপার।
নৃসিংহ-রূপেতে তারে করিলা সংহার॥
সেইকালে আমি—সহ নিজ পরিবার।
ভয়ে দূরে থাকি স্তুতি অনেক প্রকার॥
করিলাম, স্তবপাঠে তবু মোর'পর।
চক্ষুকোণে কটাক্ষেতে না কৈলা আদর॥
প্রহ্লাদের প্রতি কৃপা করি অভিষেক।
করিলা নৃসিংহদেব যবে পরতেক॥
অল্পে-অল্পে নিকটেতে করিনু প্রবেশ।
রোষে আমাপ্রতি তবে করিলা নির্দ্দেশ—॥
হে পদ্মসম্ভব! হেন বর কদাচন।
অসুরের দানযোগ্য না হয় কখন॥
তথাপি আমিহ রাবণাদি রাক্ষসেরে।
বরদান করিলাম দুষ্ট-অনেকেরে॥
সীতাহরণাদিকর্ম্ম রাবণের যেই।
গ্রহণ করিবে কোন্-জন-জিহ্বা সেই॥
আমা হৈতে বর পায়্যা উক্ত দুইজন।
যেইসব অপরাধ কৈল প্রকাশন॥

তাহা মম অপরাধেতে পর্য্যবসান।
হইতেছে, মনে ইঁহা বুঝহ বিধান॥
ইন্দ্র-আদি লোকদিগে দিল অধিকার।
তাহাদের মহামদে হৈল অহঙ্কার॥
ইন্দ্র কৈলা গোবর্দ্ধনযজ্ঞে বৃষ্টিপাত।
যুদ্ধগর্ব্ব করিল—হরণে পারিজাত॥
দ্বাদশীর রাত্রিশেষে নন্দ মহাশয়।
যমুনার জলে মগ্ন—স্নানের আশয়॥
এইকালে বরুণ হরণ তাঁরে করি।
আপনার পুরে লৈয়া গেল অহঙ্কারি॥
ধেনু বাণমুনির না কৈল সমর্পণ।
পুন তারে করিলেক অনেক বন্ধন॥
শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনিবর।
শ্রীমধুমঙ্গল তাঁর পুত্র শ্রেষ্ঠতর॥
বরুণ মারিল তাঁরে পঞ্চজন-দ্বারে।
পুন যুদ্ধ কৈল—বিষ্ণুপুরাণে উচ্চারে॥
কুবেরের ভৃত্য যেই শঙ্খচুড়-নামে।
কৈল গোপীহরণ শ্রীবৃন্দাবনধামে॥
পাতালমধ্যেতে যেই অসুরের গণ।
বৈষ্ণবের দ্রোহচেষ্টা করে সর্ব্বক্ষণ॥
কালিয়-বান্ধব যত দুষ্ট সর্পগণ।
সহজ-ক্রোধিত—করে মন্দ আচরণ॥
দিক্‌পালগণ আমা হৈতে অধিকার।
পায়্যা, কৈল অপরাধ বহুত প্রকার॥
আমারে পর্য্যবসান সেই সব হয়।
সংপ্রতিকো কৈল আমি অপরাধচয়॥
পুলিনভোজনে কৃষ্ণ ছিলা বৃন্দাবনে।
মায়াতে করিনু বৎস-বালক-হরণে॥
সব বৎস-বালক আপনি কৃষ্ণ হৈলা।
সংবৎসরব্যাপি-লীলা বহুবিধ কৈলা॥
পরে সকলেরে শ্রীগোবিন্দ-কৃপাশ্রয়।
দেখিয়া হইনু আমি মহাশ্চর্য্যময়॥
ভীত হৈয়া প্রণমিয়া করিনু স্তবন।
অতি ধৃষ্টতর আমি—কি কব কথন॥
গোপবালকের মত যেই কৃষ্ণলীলা।
গ্রাসহস্তে বৎস-বালকেরে অন্বেষিলা॥
সেসব দেখিয়া আমি হইনু বঞ্চন।
অনুগ্রহে আমারে না কৈলা সম্ভাষণ॥
তবে কৃষ্ণমুখপদ্ম সহজ প্রসন্ন।
দেখি কৃতার্থতা মানি হর্ষ উপপন্ন॥
সে কেবল কৃষ্ণপ্রিয় যেই ব্রজভূমি।
তাহার গমনফল—জানিবে সে তুমি॥

ঈশ্বরের হয় ব্রজ—সুরদুষ্প্রাপ্য-স্থানে।
লীলার সঙ্কোচ হবে মোর অবস্থানে॥
তাহে অপরাধ হবে—ইহা অনুমিল।
এইহেতু ব্রজে বাস সদা না করিল॥
অন্য নিজ অসৌভাগ্য কি করি বর্ণন।
স্তব স্তব সব ইথে হৈল নিরস্তন॥
এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে করি বিচরণ।
তাদৃশ কৃপার স্থান নাকরি দর্শন॥
কিন্তু মহাদেব হন কৃষ্ণকৃপাস্পদ।
'কৃষ্ণপ্রিয়'—খ্যাত তিঁহ—প্রসিদ্ধ সম্পদ॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-রসে সদা উন্মাদিত।
চতুর্বর্গ অবজ্ঞায় ত্যজিলা নিশ্চিত॥
পরমৈশ্বর্য্যতা আর সুখাদি-বিলাস।
বিভোগ করিলা ত্যাগ—জানহ প্রকাশ॥
ব্রহ্ম-ইন্দ্র-আদি যেই মোরা দেবগণ।
অনিত্য বিষয়ে সক্ত হই সর্ব্বক্ষণ॥
আমাদিগে উপহাস করিবা-কারণ।
ধুস্তুর আকন্দ অস্থিমালার ধারণ॥
বস্ত্র নাহি পরে, করে ভস্মানুলেপন।
আলুলিত জটাভার না করে বন্ধন॥
উন্মত্তের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান সর্ব্বক্ষণ।
সহ ভূত-প্রেত-পিশাচাদি স্বীয় গণ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মধৌত জল যেই গঙ্গা।
ত্রিলোকতারিণী—কালনিবারিণী-ভঙ্গা॥
তাঁহারে মস্তকে ধরি অতি হর্ষভরে।
নৃত্য করি জগতেরে হর্ষযুক্ত করে॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে মমতুল্য অধিকারি।
গণের অভীষ্টদানে শক্তা পত্নী তাঁরি॥
শিবলোক-নিবাসি-সকলে সদা মুক্ত।
যেইসবজন হয় তাঁর কৃপাযুক্ত॥
তারা মুক্ত আর কৃষ্ণভক্ত হইয়াছে।
দেখ ইহা সর্ব্বত্রেতে ঘোষণা রয়াছে॥
কৃষ্ণ হৈতে শিবের যে বিভেদ-কথন।
মহা দোষকরী সেই হয় সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীকৃষ্ণেতে অপরাধ করে যেইজন।
শরণ লইলে, তাহা করেন ক্ষমন॥
শিবের নিকটে হৈলে আপরাধান্বিত।
না করেন তারে ক্ষেমা কৃষ্ণ কদাচিত॥
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরস-গ্রাহকাতিশয়।
মহা অবতার প্রিয় পরম নিশ্চয়॥
ত্রিপুরেশ্বরেরে শিব বর কৈলা দান।
সুধারসকূপ তার পুরে বিদ্যমান॥

অশক্ত ত্রিপুর-ভেঙ্গে শঙ্কর হইলা।
গাবীরূপে সুধা পিয়া নিস্তার করিলা॥
বৃকাসুরে বর দিলা—যার শিরে হস্ত—।
দিবেক, ফুটিয়া যাবে শীঘ্র তার মস্ত॥
পরে শিরে হস্ত দিতে হৈল ধাবমান।
শিবের পশ্চাতে, শিব হৈলা ব্যস্তবান্॥
বহুস্থান ভ্রমি গেলা বৈকুণ্ঠভুবনে।
তাহা বিনাশিলা হরি করিয়া মোহনে॥
রাবণেরে দিলা বল পরাক্রম সত্ব।
কৈলাস-চালনে সেই হইল প্রবর্ত্ত॥
শ্রীরাম-রূপেতে তারে বধি ভগবান্।
সঙ্কট হইতে শিবে করিলেন ত্রাণ॥
বাক্যরূপামৃতে তাঁরে হর্ষিত করিলা।
যমতুল্য তিরস্কার তাঁরে নাহি দিলা॥
আপনার অন্তরঙ্গ সদ্ভক্তি-নিচয়।
তাহাতে হইয়া বশ কৃষ্ণ অতিশয়॥
শিবের মাহাত্ম্য ভব-বিস্তার-কারণ।
শ্রীপরশুরাম-রূপে কৈলা আরাধন॥
সমুদ্রমন্থন-কালে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলা।
তথাপিহ বিষভয় দূর না করিলা॥
শিবের মাহাত্ম্য অতি করিতে খ্যাপন।
প্রজাপতিগণ-দ্বারা কৈলা আনয়ন॥
ঘোর বিষ শিব-দ্বারা পান করাইলা।
কণ্ঠদেশে নীলবর্ণ শোভা অতি দিলা॥
অভিষিক্ত কৈলা মহামহিমার ধারে।
এই কথা সুব্যক্ত নাহিক কোথাকারে?॥
রুদ্র-বিষয়েতে হরি দয়ালু হয়েন।
সকল পুরাণ গান সর্ব্বত্র করেন॥
তুমিও জানহ ইহা—করনা স্মরণ।
আর সুবিস্তর ইহা কি কব কথন॥
যদ্যপি শ্রীব্রহ্মা রজোগুণে অবতার।
সৃষ্টিকর্ত্তা—যাঁর মুখে বেদের প্রচার॥
তথাপি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরস-সুধাময়।
দেহ তিঁহ তেঁই হেন করেন বিনয়॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির এই গুণ সর্ব্বদায়।
অন্ত হৈতে দীনবোধ আপনা করায়॥
এত শুনি নারদ গুরুরে প্রণমিয়া।
কৈলাস-গমন-হেতু উদ্যত হইয়া॥
এত দেখি নারদে কহেন ব্রহ্মা পুনঃ—!
ওহে বৎস পুত্র! আরো কহি কিছু শুন—॥
ভক্তিতে কুবের পূর্ব্বে করি আরাধনে।
বশীভূত করিলেক রুদ্রে যত্নমনে॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেই কৈলাস পর্ব্বত।
কুবেরের অধিকার তাহাতে সর্ব্বতঃ॥
ঈশান-পালক-রূপে বসেন ঈশান।
উমার সহিত—অল্প-বিভব-সম্মান॥
কশ্যপাদি-আমাদের ভক্তি-বশীভূত।
কৃষ্ণ ভগবান্ যেন হইয়া প্রস্তুত॥
যমলোকে আর স্বর্গাদিতে নিবসেন।
উচিত লীলায় কৈলাসেতে শিব তেন॥
কিন্তু যেই শিবলোক হয়েত উপরি।
বায়ুপুরাণের মতে কহিয়ে বিস্তারি—॥
পৃথিবীর আবরণ যেই সপ্ত হয়।
তাহার বাহিরে মহাদেব-লোক রয়।
ব্রহ্মাণ্ডের মত নহে কদাপি নশ্বর।
আনন্দের পরিপাকরূপ নিত্যতর॥
মায়িক নহেত—সত্যরূপ সর্ব্বদায়।
শিবের উত্তম ভক্তে সেই লোক পায়।
সমান-মহিমা-শোভা-যুক্ত পরিবার।
গণে পরিবৃত—অতি ঐশ্বর্য্য-বিস্তার
ছত্র-চামরাদি অলঙ্কারেতে শোভিত।
দীপ্তিমান আছেন শ্রীউমার সহিত॥
নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীদেব সঙ্কর্ষণ।
পূজিয়া না করে কিবা অদ্ভুতাচরণ॥
শ্রীকৃষ্ণাবতার শিবে তুমি শুদ্ধভক্ত।
অতএব তথা যাইবারে হও শক্ত॥
গমন করিয়া তথা করহ আশ্রয়।
সাক্ষাতে দেখিবে কৃষ্ণ-কৃপা যেন হয়॥
এইমত শ্রীনারদ হইয়া শিক্ষিত।
শিব কৃষ্ণ গান মুনি করি শ্রদ্ধান্বিত॥
কৌতুকে শ্রীশিবলোকে করিলা গমন।
লোকশিক্ষা লাগি মুনি আনন্দিতমন॥
শ্রীল-সনাতন-পদে করিয়া প্রণাম।
শ্রীজয়গোবিন্দ দাস মাগে প্রেমধাম॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
দিব্যো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

এত শুনি নারদ শুরুরে প্রণমিয়া।
কৈলাস-গমন-হেতু উদ্যত হইয়া॥
এত দেখি নারদে কহেন ব্রহ্মা পুনঃ—।
ওহে বৎস পুত্র। আরো কহি কিছু শুন—॥
ভক্তিতে কুবের পূর্ব্বে করি আরাধনে।
বশীভূত করিলেক রুদ্রে যত্নমনে॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেই কৈলাস পর্ব্বত।
কুবেরের অধিকার তাহাতে সর্ব্বতঃ॥
ঈশান-পালক-রূপে বসেন ঈশান।
উমার সহিত—অল্প-বিভব-সম্মান॥
কশ্যপাদি-আমাদের ভক্তি-বশীভূত।
কৃষ্ণ ভগবান্ যেন হইয়া প্রস্তুত॥
যমলোকে আর স্বর্গাদিতে শিবসেন।
উচিত লীলায় কৈলাসেতে শিব তেন॥
কিন্তু যেই শিবলোক হয়েত উপরি।
বায়ুপুরাণের মতে কহিয়ে বিস্তারি—॥
পৃথিবীর আবরণ যেই সপ্ত হয়।
তাহার বাহিরে মহাদেব-লোক রয়॥
ব্রহ্মাণ্ডের মত নহে কদাপি নশ্বর।
আনন্দের পরিপাকরূপ নিত্যতর॥
মায়িক নহেত—সত্যরূপ সর্ব্বদায়।
শিবের উত্তম ভক্তে সেই লোক পায়॥
সমান-মহিলা-শোভা-যুক্ত পরিবার-।
গণে পরিবৃত—অতি ঐশ্বর্য্য-বিস্তার॥
ছত্র-চামরাদি অলঙ্কারেতে শোভিত।
দীপ্যমান আছেন শ্রীউমার সহিত॥
নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীদেব সঙ্কর্ষণ।
পূজিয়া না করে কিবা অদ্ভুতাচরণ॥
শ্রীকৃষ্ণাবতার শিবে তুমি শুদ্ধভক্ত।
অতএব তথা যাইবারে হও শক্ত॥
গমন করিয়া তথা করহ আশ্রয়।
সাক্ষাতে দেখিবে কৃষ্ণ-কৃপা যেন হয়॥
এইমত শ্রীনারদ হইয়া শিক্ষিত।
শিব কৃষ্ণ গান মুনি করি শ্রদ্ধান্বিত॥
কৌতুকে শ্রীশিবলোকে করিয়া গমন।
লোকশিক্ষা লাগি মুনি আনন্দিতমন॥
শ্রীল-সনাতন-পদে করিয়া প্রণাম।
শ্রীজয়গোবিন্দ দাস মাগে প্রেমধাম॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
দিব্যো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয়ে তু শিবেনোক্তং স্বস্মাদ্বৈকুণ্ঠবাসিষু।
যথা কৃষ্ণকৃপাধিক্যং তেভ্যঃ প্রহ্লাদকে তথা॥ • ॥

শ্রীনারদ শিবলোকে করিয়া গমন।
দেখিলেন শিবে কৃষ্ণভাবাবিষ্ট-মন॥
করিয়া সঙ্কর্ষণদেবের অর্চ্চন।
করেন প্রেমের ভাবে নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥
নন্দীশ্বর-আদি নিজ পারিষদ-চয়ে।
প্রীতে জয়শব্দ গীত-বাদ্য যে করয়ে॥
তাহাদের প্রতি শিব সন্তুষ্ট হয়েন।
সাধু সাধু বলি ভূয়ঃ প্রশংসা করেন॥
দেবী উমা শুনি পুন করতালী দেন।
তাঁহারে শ্রীমহাদেব প্রশংসা করেন॥
কৃষ্ণের ভক্তাবতার—দেব ত্রিলোচন।
তাঁর কার্য্য সদা—কৃষ্ণভক্তিপ্রবর্ত্তন॥
ব্রহ্মাহ বটেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
তাঁহা হৈতে শ্রীশিবের মহিমা বিস্তার॥
নিজধর্ম্মনিষ্ঠ শতশত জন্মে জীবে।
আর বশিষ্ঠাদি মুনি ব্রহ্মত্ব পাইবে॥
কিন্তু কোনকালে জীব শিবত্ব না পায়।
এহেতু মাহাত্ম্যাধিক সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
নারদ দেখিয়া শিবে অতি হৃষ্টমন।
বীণা বাজাইয়া তাঁরে কৈলা প্রণমন॥
'শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগৃহীত আপনে।'
মুহুর্মুহু এই কথা গায়েন তখনে॥
ব্রহ্মার কথিত মহাদেবগুণগণ।
সুস্বর করিয়া সব করিলা কীর্ত্তন॥

নৃত্যের পরেতে রুদ্র-পাদপদ্ম-ধূলি ।
স্পর্শেচ্ছায় নিকটে আইলা হস্ত তুলি ॥
তবে রুদ্র—বৈষ্ণব যাহার প্রিয়তর ।
কৃষ্ণরসধার-পানে উন্মত্ত বিস্তর ॥
নারদোক্ত বাক্য নাহি করিয়া শ্রবণ ।
সমাদরে প্রশ্ন তাঁরে করেন তখন ॥
আকর্ষিয়া আলিঙ্গন দিলা মুনিবরে ।
ব্রহ্মপুত্র ! কি কহিলা ?—কহ ব্যক্ততরে ॥
নৃত্যের কৌতুক ছাড়ি রুদ্র মহাশয় ।
অল্প প্রিয়জনেতে আবৃত সে সময় ॥
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ বসি বীরাসনে ।
রসে মগ্ন শ্রীবৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ-সম্ভাষণে ॥
তবেত নারদমুনি অগ্রেতে হইলা ।
রুদ্রষড়ঙ্গক পড়ি প্রণাম করিলা ॥
জগতের ঈশরূপ মহিমা প্রকাশ ।
করিলেন স্তব তারে—বিবিধ নির্য্যাস ॥
কৃষ্ণকৃপা-সমূহের পাত্র মহাশয় ।
ত্রিলোকেতে যার তুল্য কেহ নাহি হয় ॥
এতেক শুনিয়া সর্ব্ববৈষ্ণবমূর্দ্ধন্য ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্ত্তক মহাদেব ধন্য ॥
কর্ণ আচ্ছাদন করি দেব পুনঃপুন ।
সক্রোধ কহেন—ওহে মুনিবর ! শুন ॥
জগত-ঈশ্বর আমি নহি কদাচিত ।
কৃষ্ণকৃপাস্পদ নাহি হইয়ে নিশ্চিত ॥
কেবল কৃষ্ণের দাস-দাসের বিস্তর ।
অনুগ্রহ কামনা করিয়ে নিরন্তর ॥
এত শুনি মুনি হৈলা সম্ভ্রমেতে যুক্ত ।
কৃষ্ণে ঐক্য-স্তুতি আর না করিলা উক্ত ॥
অপরাধী আপনারে মানি মুনিবর ।
কহিতে লাগিলা কিছু বাক্য অতঃপর— ॥
বিষ্ণু আর বৈষ্ণবগণের সুমহিমা ।
অত্যন্ত দুর্গম—আর নিগূঢ়ের সীমা ॥
আপনি জানহ, আর যত জীবগণে ।
জ্ঞাপন করাহ তুমি কৃপাবলোকনে ॥
এইহেতু বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ গুণিতর ।
তব অনুগ্রহ বাঞ্ছা করে নিরন্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণ আপনি তোমা প্রতি হৈয়া প্রীত ।
অধিক মহিমা তব করে বিস্তারিত ॥
কত-বার কত-বর কত মূর্ত্তি ধরি ।
দৈলা কৃষ্ণ ভক্ত্যে তোমা আরাধনা করি ॥
একথা শুনিয়া শিব হইল লজ্জিত ।
ধৈর্য্য করিবারে হৈলা অশক্ত নিশ্চিত ॥

'আমার সে ধার্ষ্ট্য না কহিবা কদাচন' ।
এত কহি, শীঘ্রতর উঠিয়া তখন ॥
দুইহস্তে নারদের মুখ আচ্ছাদন ।
করিলেন মহাদেব হইয়া বিমন ॥
ততঃপরে উচ্চৈস্বরে হৈয়া সবিস্ময় ।
কহে—ওহে মুনি ! ভাবি দেখহ বিষয় ॥
প্রভুর লীলার যেই হয়ত বৈভব ।
বিতর্কে না বোধ হয় তার এক-লব ॥
বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য বিবিধ গম্ভীর ।
মহিমা-সমুদ্র নদীশ্বর প্রভু ধীর ॥
করিলেহ অপরাধ নানান প্রকারে ।
না করেন কৃষ্ণদেব উপেক্ষা তাহারে ॥
বরদান-আদি নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।
করিলাম অপরাধ নিজ প্রভু-পাশ ॥
তথাপিহ ত্যাগ মোরে প্রভু না করিলা ।
অদ্যাপি আপন ভক্তি আমাতে রাখিলা ॥
কৃষ্ণভক্তিরসে-মগ্ন-শিব-পাদদ্বয় ।
ধরিয়া আনন্দে মুনি স্তবন করয়— ॥
নাহি হয় অপরাধ অচ্যুতে তোমার ।
লোকদৃষ্টে যদি হয় কখনো প্রচার ॥
তাহাও অচ্যুতে নাহি হয় সে প্রচার ।
যেহেতু পরম প্রিয় তুমি হও তাঁর ॥
বাণরাজ নিজবাহুবলে অহঙ্কারী ।
সাধুসকলের বহু উপদ্রবকারী ॥
নিজকন্যা-উষা-সহ দেখি অনিরুদ্ধে ।
মায়া প্রকাশিয়া যবে করিলেক রুদ্ধে ॥
গণসহ কৃষ্ণ আইলা করিতে উদ্ধার ।
বহু যুদ্ধ কৈল বাণ সহিত তাঁহার ॥
হতপ্রায় যখন হইল রাজা বাণ ।
দেখিয়া আপনি তারে হয়্যা কৃপাবান্ ॥
নিজভক্ত পুত্রতুল্য—পালিতে সে জন ।
প্রাণরক্ষা-হেতু তার—হরির স্তবন ॥
করিলা, তাহাতে রোষ ত্যজি সেইক্ষণে ।
নিজ স্বরূপত্বদান করি প্রীতিমনে ॥
তোমার পার্ষদ তারে করিলা শ্রীহরি ।
দেবগণ যাহা নাহি পায় তপ করি ॥
গার্গ্য-আদি যেই যাদবাদি-দ্রোহকারী ।
করিল সে নানামত তপস্যা তোমারি ॥
তাহাদিগে নিশ্ছিদ্র করিলা বরদান ।
এহেতু না হয় তব অপরাধ-ভাণ ॥
গার্গ্যে বর দিলা—পুত্র তোমার জন্মিবে ।
যদুকুল-ভয়োৎপন্ন সেই ত করিবে ॥

যদুকুলঘাতী পুত্র হইবে তোমার।
এইমত বর নাহি দিলা প্রতি তার॥
পার্থ-ভিন্ন পাণ্ডবে জিনিবে একবার।
জয়দ্রথে বর দিলা এমত-প্রকার॥
সুদক্ষিণে বর দিলা অগ্নি-অভিচার।
অব্রহ্মণ্য-প্রযোজিত ইষ্ট সাধিবার॥
এ আদি যে বর দিলা—বিশেষ তাহার।
শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে আছয়ে প্রচার॥
চিত্রকেতু-আদি যেই বিচার-বিহীন।
শেবাদি-আশ্রিত—শিবতত্ত্বজ্ঞানে দীন॥
যদ্যপি তোমার নিন্দা তাহারা করিল।
তব কোপ তথাপি তাহাতে না হইল॥
তাঁহা হৈতে শ্রেষ্ঠত্বের বাঞ্ছা তুমি করি।
কৃষ্ণপ্রীতি লাগি পূজা করিলা বিস্তরি॥
চাতুর্য্যবিশেষে কৃষ্ণভক্ততাবিশেষে।
প্রার্থনা করিয়া বর লইলা অশেষে॥
ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় যেই মুক্তিদান।
তাতে অধিকার শ্রীল প্রভু ভগবান্॥
দান কৈলা আপনারে আর ত দুর্গারে।
এহেতু কৃষ্ণের কৃপা তোমা প্রতি সারে॥
ব্রহ্মাদি দেবের যেই দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য।
থাকিতেহ এতাদৃশ তোমার ঐশ্বর্য্য॥
আর আত্মসুখ সব করি অনাদর।
অবধূত-মত বিষ্ণুভাবাবিষ্টতর॥
মহা-উন্মাদিত-প্রায় হইয়া দিগম্বর।
কেবা নৃত্য করে পত্নী-সহ-সহচর॥
কৃষ্ণভক্তিলম্পটতা—মহিমা অদ্ভুত।
তোমার হইল আজি মোর অনুভূত॥
কৃষ্ণের পরম প্রিয় নিত্য সে আপনি।
ইহার সন্দেহ মাত্র আর নাহি গণি॥
কৃষ্ণের নিঃশেষে কৃপা তোমাতে যে হয়।
আর কি কহিব—তাহা কথন-অত্যয়॥
তোমার প্রসাদে দশ-প্রচেতাদিগণ।
পাইল কৃষ্ণের প্রিয় প্রেমাস্পদ ধন॥
জনশর্ম্মা-আদি পার্ব্বতীরো প্রসাদেতে।
হইল কৃষ্ণের প্রিয়—খ্যাত পুরাণেতে॥
যশোদার গর্ভজাত যেই মহামায়া।
তাঁর সহ অভেদ—অম্বিকা তব জায়া॥
কৃষ্ণের ভগিনী ইঁহ—স্নেহপাত্র হন।
তাতে আত্মারাম তুমি না কর ত্যজন॥
বিচিত্র কৃষ্ণের যেই নামসংকীর্ত্তন।
আর লীলাকথার উৎসবে সর্ব্বক্ষণ॥
এই পার্ব্বতীর করি সন্তোষিত মন।
বিষ্ণুভক্ত-সঙ্গসুখ করহ ভজন॥
নারদ হইতে হৈল যবে এত উক্ত।
স্তুতিশ্রবণে শিব হৈয়া লজ্জাযুক্ত॥
বৈষ্ণবসকলমধ্যে শিব শ্রেষ্ঠতর।
বিষ্ণুভক্ত নারদেরে কহেন উত্তর—॥
অহো মহৎকষ্ট—আর কি কব বচন।
ত্যজ-সর্ব্ব-অভিমান হে ব্রহ্মনন্দন!'
অভিমান-সকলের মূল—কোথা আমি।
কৃষ্ণভক্ত সর্ব্ব-অভিমানগণ-স্বামী॥
অতএব কৃষ্ণধন আমার সম্বন্ধ।
কদাপিহ নাহি হয় ঘটন নির্ব্বন্ধ॥
'লোকের ঈশ্বর জ্ঞানদাতা আর জ্ঞানী।
স্বয়ং মুক্ত মুক্তিপ্রদ আপনাকে মানি॥
বিষ্ণুভক্ত ভক্তিপ্রদ—শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্র।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আমি হই প্রিয়মাত্র॥'
ইত্যাদিক যত অহঙ্কারেতে আবৃত।
মহা-অভিমানী আমি—কি কব বিবৃত॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লক্ষণ।
আমাতে কিঞ্চিত নাহি—কি কব কথন॥
সকলের গ্রাসকারী ঘোর মহাকাল।
সমাগত হবে যবে অত্যন্ত বিশাল॥
অশেষ জগতজন-সংহার-স্বরূপ।
নিজ প্রয়োজন যেই তমসাদি রূপ॥
আমাদের যে দুষ্কর্ম্মানুসন্ধান করিয়া।
লজ্জাযুক্ত হইতেছি এখনো ভাবিয়া॥
পরম উপেক্ষা তাঁর আমাতে বিশেষ।
যদ্যপি থাকিত মোর কৃষ্ণকৃপালেশ॥
যবে কৃষ্ণ পারিজাত করিলা হরণ।
তবে কি আমার সহ হইত সে রণ॥
আর অনিরুদ্ধ যবে উষার সহিত।
চৌর্য্যেতে মিলিলা, বাণ হইয়া জ্ঞাপিত—॥
বান্ধিলা তাঁহারে, কৃষ্ণসহ সেইক্ষণে—।
কদাপিহ না হইত আমার সে রণে॥
আমা দাসে করিত কি প্রভু আরাধন।
লোকে যেই পরমোপহাসের কারণ॥
কিম্বা তাঁর মনে ছিল গূঢ় ক্রোধভর।
সেহেতু আমার কৈল আরাধনতর॥
তাহাতে সঙ্কোচ মোরে করিলা প্রদান।
যদ্দ্বারা পরম দুঃখ হৈল উপাদান॥
এহেতু যে বহুবার বর বহুতর।
আমাহৈতে করিলেন গ্রহণ বিস্তর॥

তাহা নহে কৃপার লক্ষণ মুনি! শুন— ।
সেই শ্রেষ্ঠ উপেক্ষার জ্ঞাপক নিপুণ ॥
ইহাতে দেখহ মম অপরাধগণ ।
ক্ষমা নাহি করেন গোবিন্দ কদাচন ॥
আর যবে নমুচি-নামেতে মহাসুর ।
ত্রিভুবন অধিকার করিল প্রচুর ॥
ইন্দ্রাদির তাপ দেখি ব্রহ্মা-সহ আমি ।
ক্ষীরোদের তীরে স্তবিলাম লক্ষ্মীস্বামী ॥
তবে দেব অসুরেরে অনাচারী করি ।
মারিবার তরে কহিলেন মমোপরি— ॥
কল্পিত আগম তুমি করি তাহা-দ্বারে ।
আমা হৈতে বিমুখ করহ সবাকারে ॥
থাকিলে আমার প্রতি কৃষ্ণকৃপালেশ ।
না করিতা আমা প্রতি এমত আদেশ ॥
আমাদের মুক্তিদানে অধিকার হয় ।
তুমি যে কহিলা মুনি! হৈয়া হৃষ্টাশয় ॥
সে অতি দারুণ—ভক্তিবিরোধী কারণ ।
যাহার শ্রবণে দুঃখী হয় ভক্তগণ ॥
এইহেতু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আস্পদ ।
কদাচ আমারে নাহি জানিহ নারদ ! ॥
হে কৃষ্ণপার্ষদ শ্রেষ্ঠ!—কি কহিব আর ।
বৈকুণ্ঠবাসির প্রতি তাঁর কৃপা সার ॥
তৃণতুল্য সকল যাঁহারা ত্যাগ করি ।
আরাধনা করিলা ভক্তিতে প্রিয় হরি ॥
সাধনপ্রভাবে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মুক্তি ।
অণিমাদিসিদ্ধি হৈল উপস্থিত যুক্তি ॥
গ্রহণ থাকুক দূরে, হৈয়া ভক্তিপর ।
চক্ষুকোণকটাক্ষেতে না কৈলা আদর ॥
সচ্চিদানন্দরূপ বৈকুণ্ঠ—গুণাতীত ।
নিত্য সত্য ধাম—সব-ভয়-বিবর্জিত ॥
ত্যক্ত-সর্ব্ব-অভিমান সেই ভক্তগণ ।
সেই নিত্য বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন ॥
সে-স্থলে সচ্চিদানন্দ-দেহ যেই সব ।
স্বীকার না করে প্রাপ্ত পরম-বৈভব ॥
অনায়াসপ্রাপ্ত মুক্তি স্বীকার না করে ।
ভগবান্-সহিত সন্তোষেতে বিহরে ॥
হরির ভক্তিতে সদা সন্তুষ্ট-মানস ।
তাহাদের সুখময় সব দিগ দশ ॥
কর্ম্মজ্ঞানাসক্তি-বিঘ্ন হইতে রক্ষণ ।
করেন ভক্তিরে আনুকূল্যেতে বর্দ্ধন ॥
সর্ব্ববিঘ্ন হৈতে রক্ষা করে ভক্তগণে ।
বাড়ায়েন ভক্তি—উদ্দীপন-সম্পাদনে ॥

নিজেচ্ছায় সর্ব্বত্রেতে করেন গমন ।
নাহি হন কর্ম্ম-বশীভূত কদাচন ॥
এমত যদ্যপি হয় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ।
তবে কেন বৃক্ষ-হংস-শুকাদি বিশ্রাম ? ॥
এই আশঙ্কায় কহে—মুক্তসকলেরে ।
উপহাস করেন বৃক্ষাদি-যোনি ধ'রে ॥
অর্থাৎ ভজন-মহাসুখ করি ত্যাগ ।
অতি তুচ্ছ মুক্তিতে কিহেতু অনুরাগ ? ॥
এই মনে করি—ধরি বৃক্ষাদি-শরীর ।
ভজন করেন হরিপদাম্বুজ ধীর ॥
কমলা-সেবিত নিত্য শ্রীপাদকমল ।
সাক্ষাৎ করেন হরিদর্শন বিমল ॥
করেন সে নিত্য ক্রীড়া হরির সহিত ।
আমরা দেখিয়ে ভাগ্যোদয়ে কদাচিত ॥
এহেতু তাঁহারা কৃষ্ণকৃপার বিষয় ।
অধিক জানিহ—ইথে নাহিক সংশয় ॥
বৈকুণ্ঠলোকেতে নিত্য তদীয় সকলে ।
হরির যতেক কৃপা আছয়ে বিমলে ॥
হেন কৃপা কোন স্থানে নাহি কারো'পর ।
যাতে মহাহর্ষেতে অশ্রান্ত নিরন্তর ॥
সংকীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-পরিচর্য্যাদিতে ।
প্রেমভক্তি বিনা অন্য নাহি কদাচিতে ॥
আশ্চর্য্য পরমানন্দ-রসসিন্ধু তাঁর ।
মহিমা অদ্ভুত—সাধ্য কার বর্ণিবার ॥
স্বীয়-স্বরূপানুভব—ব্রহ্মানন্দ যেই ।
যে কণার অর্দ্ধ-অংশে সম নহে সেই ॥
সেই ত বৈকুণ্ঠ, আর তদীয় সকল ।
আর বৈকুণ্ঠের যত বস্তু সুনির্ম্মল ॥
সকল কৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় ।
পরম প্রেমের অনুকম্পিত সে হয় ॥
আমা হ'তে অধিক তাদৃশ কৃপাপাত্র ।
শ্রীবৈকুণ্ঠনিবাসিসকল জান মাত্র ॥
সর্ব্ববিলক্ষণ মহা-উৎকর্ষ-বিষয় ।
যাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণন নাহি হয় ॥
পঞ্চভূত-দেহ—মর্ত্ত্যলোকবাসী যেবা ।
কৃষ্ণভক্তিরসিক করয়ে কৃষ্ণসেবা ॥
তাঁহারাহ আমা হৈতে হন শ্রেষ্ঠতর ।
নমস্য হয়েন আমাসভার বিস্তর ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে অর্পিতাত্মমন ।
মর্ত্ত্যলোকবাসী যেই হন ভক্তগণ ॥
কৃষ্ণপ্রেম-লাভ-আশে করিলা ত্যজন—।
অর্থ ধন জন পুত্র কলত্র জীবন ॥

ইহলোক-সুখ, আর ধন-উপার্জ্জন।
পরলোক-সুখভোগ ধর্ম্ম-আচরণ॥
সাধ্য-সাধনাদি করি যত কার্য্য হয়।
কিছুতে নাহিক বাঞ্ছা মাত্র সমুদয়॥
জাতি-বর্ণ-আশ্রমের যেই ধর্ম্মাচার।
তাহার অধীন নহে,—অতিক্রান্ত তার॥
জন্মের গ্রহণ যেইকালে জীব করে।
দেব-ঋষি-পিতৃ-ঋণে বদ্ধ হয় নরে॥
যজ্ঞে দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ অধ্যয়নে।
মুক্ত হয় পিতৃ-ঋণে—পুত্র-উৎপাদনে॥
যদি এই তিন ঋণে নির্ম্মুক্ত না হয়।
একারণ বেদমার্গ-অতিক্রান্ত রয়॥
হরিপাদপদ্ম-ভক্তিবলে ত নিশ্চয়।
ঋণত্রয়-আদি হৈতে সে অনুতোভয়॥
এমতে ভক্তের কর্ম্মে নহে অধিকার।
পাপাদির অভাবেতে—ভয় নাহি তার॥
বিষ্ণুসারূপ্যাদি কিছু বাঞ্ছা নাহি করে।
তাঁর ভক্তিরসেতে লম্পট যেই নরে॥
ব্রহ্মলোক-আদি যেই বিষয়ের ভোগ।
নির্ব্বাণের সুখ-আদি মানে হেয়-যোগ॥
স্বর্গ-মুক্তি-নরকেতে দেখয়ে সমান।
তাঁরা মোর বড় প্রিয়—যেন ভগবান্॥
সেই সব ভক্তসহ আমার মিলন।
পরম প্রার্থনা আমি করি সর্ব্বক্ষণ॥
সেই সব ভক্তের হয় যেই স্থানে স্থিতি।
সে-ই সে বৈকুণ্ঠলোক—নিঃসংশয় ইতি॥
কৃষ্ণভক্তিসুধাপানে হইয়া উন্মত্ত।
দেহ-দৈহিকাদি কার্য্য-বিস্মরণ-তত্ত্ব॥
মর্ত্ত্যলোকবাসিভক্তগণের স্বরূপ।
প্রাকৃতিক দেহেতে সচ্চিদানন্দরূপ॥
মর্ত্ত্যলোকে যদ্যপি সকল সিদ্ধি হয়।
বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠবাসী কিবা শ্লাঘ্য রয়?॥
কহিছেন এ লাগি—সাক্ষাৎ ক্রীড়া সব।
বিষ্ণুসহ হয় ত বৈকুণ্ঠে অনুভব॥
চিত্তে আবির্ভাব ধ্যানে হয় কদাচিত।
অন্তর্দ্ধান হৈলে ভক্ত হয় ত দুঃখিত॥
বিচিত্র-বিলাস লক্ষ্মীকান্তের সহিত।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোক বিনা না হয় বিদিত॥
অতএব বৈকুণ্ঠনিবাসি-ভক্তগণ।
কৃষ্ণের পরম প্রিয়—দয়াবান্ হন॥
অপ্রাপ্ত-বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুভক্ত যত নর।
তাহা হৈতে আর আমা হৈতে শ্রেষ্ঠতর॥

ততঃপর পার্ব্বতী স্ব-স্বামির কথিত।
মহালক্ষ্মীদেবীর মাহাত্ম্য-বিবর্জ্জিত॥
শুনিয়া সহিতে নাহি পারিয়া পার্ব্বতী।
ক্রোধ করি কহিছেন নারদের প্রতি—॥
তার মধ্যে বিশেষ শ্রীলক্ষ্মীদেবী হন।
'হরিপ্রিয়া'-নাম যাঁর প্রসিদ্ধ ভুবন॥
যতেক বৈকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠে যে আর।
সকলের ঈশ্বরী—নিশ্চিত শুন সার॥
যাঁহার কটাক্ষপাত হৈলে উপপত্তি।
লোকপাল ইন্দ্রাদির হয় ত সম্পত্তি॥
জীবেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান, আর হরিভক্তি।
ভোগ-মোক্ষাদিতে যেবা হয় ত বিরক্তি॥
হইলে যাঁহার অনুগ্রহ সুপ্রকাশে।
হয় ত জীবের শীঘ্র সিদ্ধ অনায়াসে॥
তোমরা সকলে ভজমান সমাদরে।
সমুদ্রমন্থনকালে যিঁহ হেলা করে॥
আত্মারাম পূর্ণকাম নিরপেক্ষ-মন।
হরি করি আরাধন করিলা বরণ॥
সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য।
জগতের মধ্যে আছে সর্ব্বত্র প্রাবল্য॥
তিঁহ মহালক্ষ্মীর হয়েন অবতার।
সে চাঞ্চল্যদোষ কিবা তিঁহাতে প্রচার?॥
এই আশঙ্কায় কহিছেন—স্থিরমতি।
হরি-বক্ষে মনোহরে করেন বসতি॥
যেই-যেই অবতার করেন শ্রীহরি।
লক্ষ্মী সহায়িনী তাঁর হন অবতরি॥
নিরন্তর সর্ব্বত্র হরির সহ রমা।
পতিব্রতাসকলের হয়েন উত্তমা॥
এতেক শুনিয়া মুনি পরম হর্ষিত।
বিবশ হইলা—মন অত্যন্ত ক্ষোভিত॥
সেইকালে পৃথিবীতে কৃষ্ণ-অবতার।
দ্বারকাতে নানা লীলা করেন প্রচার॥
তাহা বিস্মরণ মুনি হইয়া তখনে।
হইলেন উদ্যত শ্রীবৈকুণ্ঠগমনে॥
'জয় শ্রীকমলাকান্ত হে বৈকুণ্ঠপতি!।
জয় শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠ জয়তি॥
জয় কৃষ্ণপ্রিয়া পদ্মা—বৈকুণ্ঠাধীশ্বরী।'
এইবাক্য মুনিবর কহে উচ্চ করি॥
করিবারে মহালক্ষ্মীদেবীর স্তবন।
বৈকুণ্ঠে গমন লাগি উঠিলা তখন॥
বুঝিয়া শ্রীমহাদেব ধরি মুনিকরে।
নিবেধি বৈকুণ্ঠগতি কহিছেন পরে—॥

কৃষ্ণের পরম-প্রিয়জন আলোকন—।
ঔৎসুক্যেতে বিনাশিত তোমার স্মরণ ॥
সেই মহালক্ষ্মী, আর শ্রীহরি আপনে।
তুমে দ্বারকায় বৈসে—নাহি কি স্মরণে ? ॥
মহালক্ষ্মী দেবী স্বয়ং হয়েন রুক্মিণী।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিরাজেন তিনি ॥
শ্রীবামন-নিকটে দেব্যাদি লক্ষ্মী যাঁরা।
এই মহালক্ষ্মীর হয়েন অংশ তাঁরা ॥
পরিপূর্ণ মহালক্ষ্মীদেবী শ্রীরুক্মিণী।
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জনিষেবিণী ॥
সেইহেতু বৈকুণ্ঠে গমন ত্যাগ কর।
এই স্থানে ক্ষণকাল বৈস মুনিবর ! ॥
অত্যন্ত রহস্য তব কর্ণেতে কহিব।
অনেকের মধ্যে কথা নাহি প্রকাশিব ॥
মহালক্ষ্মী হৈতে প্রিয় কৃষ্ণের কহিব।
তাহে তাঁর প্রিয়সখী পার্ব্বতী রুষিব ॥
অতএব তোমারে কহিব সংগোপনে।
শ্রদ্ধা করি মুনিবর ! শুন একমনে ॥
তব তাত ব্রহ্মা, আমি, গরুড়াদি সার।
বৈকুণ্ঠপার্ষদ যত, মহালক্ষ্মী আর ॥
সকল হইতে কৃষ্ণভক্ত প্রিয়তর—।
প্রহ্লাদ হয়েন খ্যাত জগত-ভিতর ॥
ভগবদ্বচন কিবা হৈলা বিস্মরণ।
শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা কৈলা অধ্যয়ন ? ॥

তথাহি (ভাঃ ৯ । ৪ । ৬৪) ভগবদ্বাক্যম্—

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥ • ॥

যাহাদের আমি সে পরমগতিময়।
বিনা সেই মম সাধু-ভক্ত-সমুদয় ॥
আপনার শ্রীমূর্ত্তিরে না করি বাঞ্ছন।
মহালক্ষ্মীদেবীরেহ,—এ কৃষ্ণবচন ॥
হে নারদ ! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ যেই।
আমি-ব্রহ্মাদি-দেবের জন্মহেতু সেই ॥
নিজভক্তসকলের আহ্লাদকারক।
অনির্ব্বাচ্য যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-ধারক ॥
ভক্তগণ হৈতে হেন শ্রীমূর্ত্তি আপন।
আদরের বিষয় কৃষ্ণের নাহি হন ॥
সে সব ভক্তের স্তব করিতে কে শক্ত।
সেই-সব-মধ্যেতে প্রহ্লাদ প্রিয় ভক্ত ॥
সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কহিলা আপনি—।
'সর্ব্বভক্তগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমা গণি ॥

তথাচ সপ্তমস্কন্ধে (ভাঃ ৭। ১০। ২১)—

ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ।
ভবান্মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্ ॥ • ॥

শ্রীমুখে শ্রীপ্রহ্লাদের করিলা ব্যাখ্যান।
অতএব হয়েন অতর্ক্য-ভাগ্যবান্ ॥
আমি-ব্রহ্মা-আদি করি, মহালক্ষ্মী আর।
সর্ব্বহৈতে শ্রেষ্ঠমত সৌভাগ্য তাঁহার ॥
হিরণ্যকশিপু যবে হৈল বিদারণ।
যার প্রতি যত কৃপা—বিদিত তখন ॥
প্রহ্লাদের প্রতি অতি সন্তোষ-অন্তর।
হইলা উদ্যত দিতে বিষ্ণু মুক্তি-বর ॥
চাহিয়া নিলেন ভক্তি পুনঃপুনর্ব্বার।
সেই প্রহ্লাদেরে আমি করি নমস্কার ॥
দেবতাগণের স্বর্গ, দৈত্যের পাতাল।
ব্রহ্মাকৃত এ নিয়ম আছে সর্ব্বকাল ॥
বলি তাহা লঙ্ঘি কৈল স্বর্গ অধিকার।
গুরুর নিদেশ নাহি করে অঙ্গীকার ॥
আপনার বাক্য সত্য করিবার তরে।
শ্রীবামনে তিনপদ-ভূমি দান করে ॥
সেই ফলে বিষ্ণু কিবা দ্বারপালে তার।
সত্য বস্তু না মিলে অসত্য হৈতে কার ॥
না করিলা মোর স্তবে বাপের রক্ষণ।
কেবল সে প্রহ্লাদের সম্বন্ধলক্ষণ ॥
কি আর মহাত্ম্য তাঁর কহিব বিস্তরি।
প্রিয়সখী লক্ষ্মীর আছেন এথা গৌরী ॥
লক্ষ্মী হৈতে প্রহ্লাদের শুনিলে মহিমা।
হইবেক তাঁমার সে ক্রোধের অসীমা ॥
অতএব সংক্ষেপেতে হইল কথিত।
প্রহ্লাদের মাহাত্ম্য পরম সুনিশ্চিত ॥
গর্ভস্থ ছিলেন যবে প্রহ্লাদ, তখন।
তব উপদেশে ভক্তি করিলা গ্রহণ ॥
তথাপি তাঁহার সহ হৈলে তব সঙ্গ।
অত্যন্ত পাইবে সুখ—প্রফুল্লিত অঙ্গ ॥
অতএব সুতলেতে করিয়া গমন।
প্রহ্লাদেরে আশীর্ব্বাদে করিবে বর্দ্ধন ॥
আপনি প্রথমে তাঁরে করি আলিঙ্গন।
আলিঙ্গন আমার কহিবে তত্ক্ষণ ॥
এমত সজ্জনে কেন না কর প্রণতি।
এই আশঙ্কায় কহিছেন গৌরীপতি—॥
প্রহ্লাদ হয়েন শ্রেষ্ঠ সজ্জন-আবহে।
আমাদের প্রণাম-স্তবন নাহি সহে ॥

এহেতু অসাবধান না হবে কখন।
তাঁর সহ যদি কর সুখ-ইচ্ছা মন ॥
তোমার প্রণাম-স্তবে মনে দুঃখ হবে।
আলাপ-দর্শনে সুখ নাহি পাবে তবে ॥
শ্রীল সনাতনগোস্বামীর পদে আশ।
চাহে ভক্তি শ্রীজয়গোবিন্দ বসুদাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
প্রপঞ্চাতীতো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থে স্বস্য মাহাত্ম্যমাক্ষিপ্যোক্তং হনূমতঃ।
প্রহ্লাদেন যথা তদ্বৎ পাণ্ডবানাং হনূমতা ॥ * ॥

এই সব বৃত্তান্ত শ্রীশিবমুখে শুনি।
প্রহ্লাদ-দর্শনে হৈলা সকৌতুক মুনি ॥
মন-রূপ-বাহনেতে করি আরোহণ।
অতিশীঘ্র সুতলেতে করিলা গমন ॥
ধাবমান আত্যন্তিক-ব্যগ্রযুক্ত মন।
অসুরের পুরে হৈলা প্রবিষ্ট তখন ॥
হরিপাদপদ্ম-ধ্যানে প্রেমাসক্ত-মন।
শ্রীবৈষ্ণবগণশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ সজ্জন ॥
ধ্যানেতে দেখিয়া শ্রীনারদ-আগমন।
দূরে হৈতে উঠিয়া করিলা প্রণমন ॥
অতিযত্নে বসাইয়া কাষ্ঠের আসনে।
পূর্ব্বমত নানাবিধ করিলা পূজনে ॥
সেই পূজা পরিহরি সংভ্রম-অন্তরে।
দুনয়নে অশ্রুধারা বর্ষে হর্ষভরে ॥
আলিঙ্গন দিয়া প্রহ্লাদেরে মুনিবর।
কহিতে লাগিল কিছু প্রহ্লাদে সত্বর— ॥
কৃষ্ণকৃপাসমূহের পাত্র সে আপনি।
দেখিলাম বহুদিন-অন্তরে এখনি ॥
প্রয়াগ-অবধি যত ভ্রমণের শ্রম।
এতদিনে সফল হইল অনুক্রম ॥
বাল্য হৈতে বিশুদ্ধা শ্রীকৃষ্ণভক্তি যার।
জন্মিল,—নাছিল পূর্ব্বে কুত্রাপি প্রচার ॥
তব পিতা বহু কৈল মারণ-উপায়।
উপদ্রপবিষরূপ দারুণ, তাহায় ॥
কিছুই তোমার নাহি করিবারে পারে।
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠের বিঘ্ন নাহি কোথাকারে ॥
তব ভক্তি প্রভাবেতে যত দৈত্যগণ।
হৈল ভাগবত—করি দর্শন-স্পর্শন ॥
কৃষ্ণেতে আবিষ্ট—উন্মত্তের তুল্য ক্ষণে।
করি নৃত্য গীত কম্প হাস্য সে রোদনে ॥
জন্ম-মরণাদি একবিংশতিপ্রকারে।
ন্যায়শাস্ত্র-উক্ত যেই দুঃখ এ সংসারে ॥
সেই সব হৈতে লোকে করিয়া উদ্ধার।
ভক্তি বিস্তারিয়া দিল হর্ষ সবাকার ॥
নৃসিংহরূপেতে কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে।
আবির্ভূত হইয়া তোমারে ক্রোড়ে করে ॥
মাতার সমান স্নেহ করি তোমা'পর।
করিলেন নানাবিধ লালন বিস্তর ॥
ব্রহ্মা-শিব-আদি করিলেন বহু স্তব।
কোপ সম্বরণ তবু না হৈল সম্ভব ॥
লক্ষ্মী স্তব করিলেন অনেকপ্রকার।
তাঁর প্রতি নাহি হ'লে আদর-প্রচার ॥
ব্রহ্মার প্রার্থনে তুমি পাদপদ্মমূলে।
পতিত হইলা,—স্বয়ং প্রভু তোমা তুলে ॥
হস্তপদ্ম তোমার মস্তকোপরি ধরি।
চাটিতে লাগিল অঙ্গ কৃপায় নৃহরি ॥
ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় মুক্তিপদ যারে।
অত্যন্ত আগ্রহে হরি লাগিলা দিবারে ॥
তথাপি তাহারে তুমি হেলে ত্যাগ করি।
হরিভক্তি জন্মেজন্মে বর নিলা বরি ॥
শ্রীনৃসিংহস্তবে তুমি করিলা কামনা—।
ভক্তি-প্রবর্ত্তনে উদ্ধারিবে জগজনা ॥
তাহ দেখি প্রভুপ্রীতি—পৈতৃক স্বরাজ্য।
স্বীকার করিয়া বিষ্ণুধ্যান-পরকার্য্য ॥
একদিন তুমি দেখিবারে নারায়ণ।
নৈমিষারণ্যেতে যবে করিলা গমন ॥

তথায় দেখিলা এক ধাপররূপ নর।
তপস্বির বেশ—কিন্তু হস্তে ধনুঃশর॥
বিরুদ্ধ-আচার-বেশ দেখিয়া তাঁহার।
জানিলা আপনে তাহে দাম্ভিক-আকার॥
'অবশ্য জিনিব' বলি প্রতিজ্ঞা করিয়া।
মহাযুদ্ধ তাঁর সহ করিলা যাইয়া॥
জিনিতে অশক্ত হৈয়া প্রাতে একদিন।
পূজিলা নিজেষ্টদেব—ভক্তিতে প্রবীণ॥
ইষ্টদেব যেই মালা কৈলা সমর্পণ।
নিজযোদ্ধা-বক্ষঃস্থলে করিয়া দর্শন॥
সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ-জ্ঞান করি তাঁরে।
সন্তোষিলা স্তব করি বিবিধ-প্রকারে॥
তবে ভগবান্ করি শ্রীহস্তস্পর্শন।
দূর করিলেন তব যত শ্রমগণ॥
কহিলেন—তোমা হৈতে আমি পরাজিত।
বামনপুরাণে ইহা আছয়ে কথিত॥
এইমত শ্রীনারদ অনেক কহিলা।
হরিভক্তিরসার্ণবে নিমগ্ন হইলা॥
হরির প্রিয় সেবক হর্ষে নৃত্য করে।
'জিনিনু জিনিনু মোরা' কহে উচ্চৈঃস্বরে॥
হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! তুমি জিনিলা কি কব।
জিনিল শ্রীমুকুন্দেরে বলি—পৌত্র তব॥
তোমার প্রসাদে বলি আপনার দ্বারে।
রাখিল মুকুন্দে সদা নিজভক্তিদ্বারে॥
দক্ষাদির শাপ যেই আছে আমা'পর—।
'একস্থলে বাস নাহি হবে নিরন্তর'॥
সেই শাপে পরাভব করি, অদ্যাবধি।
এইস্থানে নিবাস করিব নিরবধি॥
প্রহ্লাদ আপন শ্লাঘা না পারি সহিতে।
অবনত-বদন হইলা লজ্জান্বিতে॥
গৌরব-হেতুক করি নারদে প্রণাম।
অল্পস্বরে কহিতে লাগিলা গুণধাম-॥
ওহে গুরো ভগবান্! নিবেদি কি আর।
আপনি দেখুন সর্ব্ব করিয়া বিচার॥
বাল্যকালে ব্যক্ত জ্ঞান না হয় সম্ভব।
কৃষ্ণভক্তি কি প্রকারে হইবে প্রভব?॥
সাধু-গুরু-উপদেশ হইলে বিধান।
চতুর্ব্বর্গফলে হয় অনাদর-জ্ঞান॥
ভক্তি-ভক্তগণের সুমাহাত্ম্যবিশেষ।
বিজ্ঞানলক্ষণ যার জন্ময়ে অশেষ॥
তাহার যে বিঘ্ন হৈতে নাহি পরাভব।
দৈত্যশিশুগণে যেবা উপদেশ সব॥
সাধুগণ-মত—নৃত্যগীত সদাচার।
আর্ত্তসকলের প্রতি দয়ার প্রচার॥
মোক্ষের অনঙ্গীকার, লোক-সন্তোষণ।
লোকসবপ্রতি কৃষ্ণভক্তিপ্রবর্ত্তন॥
এই সব হরিভক্তিপ্রবর্ত্ত-জনার।
মাহাত্ম্যসূচক নাহি হয় পুন তার॥
অনুগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে।
না করেন অনুমান যত সাধুজনে॥
বিষ্ণুসেবাসম্পত্তিসমূহযুক্ত নাথ!।
সেই কৃষ্ণকৃপা হয় সেবকের সাথ॥
হনুমান্-মত কোন সেবা নাহি করি।
বিঘ্নাকুলচিত্তে মাত্র স্মরণ আচরি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ-মধ্যে মুখ্য হয়—'মন'।
তাহার অর্পণ কৃষ্ণে কহিয়ে—'স্মরণ'॥
ভক্তগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ—স্মরণ যে করে।
এ আশঙ্কা উঠাইয়ে, করেন উত্তরে—॥
লয়-বিক্ষেপাদি-বিঘ্নে ব্যাকুলিত মন।
বিঘ্নাকুলচিত্তে নাহি হয় ত স্মরণ॥
'স্মরণ চিত্তের ধর্ম্ম,—বিঘ্নাকুল চিত্ত।
এহেতু 'স্মরণ' মুখ্য নাহি হয় উক্ত॥
প্রশংসা করিছ—কৃষ্ণ-লালন আমারে।
মায়াবাদী বেদান্তী—'মায়িক' কহে তারে।
ভক্তিমার্গরত কহে—লীলার চরিত।
অতএব নহে সেই কৃপা ত নিশ্চিত॥
হরির সহজ যেই বাৎসল্যের ভাব।
সেই লালনাদি হয় তাহার স্বভাব॥
কহিতেছ আপনারা তত্ত্বাভিজ্ঞজন।
কিন্তু আমি স্বপ্নতুল্য করিয়ে মানন॥
যদ্যপিও সত্য সেই হয় ত লালন।
ক্ষণকাল-হেতু নহে করুণালক্ষণ॥
প্রভুর প্রসাদ—ভক্তে চিত্রা-সেবা-দান।
নহে লালনাদি,—ইহা সাধুর ব্যাখ্যান॥
হনূমান্-প্রভৃতিকে যেন সেবাদান।
করিলেন, তেন নহে কুত্রাপি বিধান॥
হিরণ্যকশিপুবধ-আদি লীলা সব।
শ্রীনৃসিংহদেব যাহা করিলা প্রভব॥
আমা প্রতি অনুগ্রহ না হৈল বিদিত।
সে লীলার হেতু কহি, শুনহ নিশ্চিত—॥
নিজভক্ত-দেবগণে করিতে রক্ষণ।
আর জয়-বিজয়-পার্ষদ-বিমোচন॥
ব্রহ্মা-সনকাদির করিতে সত্য কথা।
দেখাইতে নিজভক্তি-মাহাত্ম্য সর্ব্বথা॥

অবতীর্ণ হইয়া নৃসিংহ ভগবান্।
করিলা বিবিধ লীলা—বৃহৎ আখ্যান॥
পরমাকিঞ্চনশ্রেষ্ঠ যবে ভগবান্।
আমা প্রতি রাজ্য-অধিকার কৈলা দান॥
জানিলাম তখন নিশ্চয় আমি সার—।
কৃপালেশ মোর প্রতি নাহিক তাঁহার॥
যার প্রতি অনুগ্রহ করে নারায়ণ।
অল্পে-অল্পে তার ধন করেন হরণ॥
এ সব প্রমাণ দেখ আছে ভাগবতে।
অতএব মোরে কৃপা নাহি কোনমতে॥
দেখহ আমার রাজ্যসম্বন্ধকারণ।
বন্ধু-ভৃত্য-আদি-সহ সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ॥
সে লাগিয়া গেল মোর দূরেতে ভজন।
ধিক্-ধিক্ আমারে—যে না করি রোদন॥
অন্যথা অসুরজাতিস্বভাবে আমার।
বদরিকাশ্রমে রণ প্রভু-সহকার॥
হইত কি, ইহাতেই বুঝ অনুভবে।
হরি-কৃপালেশ নাহি আমাতে সম্ভবে॥
বিনা ভক্তি আত্মতত্ত্ব-উপদেশময়-।
দুপাণ্ডিত্যপূর্ণ-দেহ অসুর-সঞ্চয়॥
তাহাদের সঙ্গহেতু না কৈল গমন।
ভক্তিরসহীন-শুষ্কজ্ঞানাংশ এখন॥
এই হেতু শুদ্ধভক্তি আমাতে কোথায়।
যাহা হৈতে প্রভুর করুণা ব্যক্ত পায়॥
যার বংশোদ্ভব বাণ—অনেক দৌরাত্ম্য।
করিল, তাহাতে কোথা ভক্তির মাহাত্ম্য॥
বলির নিরোধ হেতু হরি দ্বারে তার।
থাকেন, নহে ত তাহা কৃপার বিস্তার॥
এখন কোথায় তিহঁ—না জানি সন্ধান।
কদাচিত ভাগ্যে দেখা দেন ভগবান্॥
বলি জিনিবারে যবে আইল রাবণ।
পদাঙ্গুষ্ঠে ভগবান্ কৈলা উচ্চাটন॥
বলির রক্ষার হেতু তাহা কৃপা নয়।
দ্বারপালনের গতিকেতে তাহা হয়॥
কুশস্থলী-রক্ষক কুশাদি দৈত্যগণ।
দিলেক অনেক দুঃখ করি দুষ্টপন॥
তাহাতে খেদিত হইলা দুর্ব্বাসা বিশেষ।
আপনি নারদ তারে দিল উপদেশ—॥
সংপ্রতি সুতলে বলি-দ্বারে ভগবান্।
শ্রীব্রহ্মণ্যদেব হরি আছে বর্ত্তমান॥
দর্শন পাইবে শীঘ্র করহ প্রস্থানে।
ইথে হৈল দুর্ব্বাসার বিশ্বাস-বিধানে॥

সেইহেতু দুর্ব্বাসা আসিয়া বলিদ্বারে।
পাইল শ্রীগদাধরপদে দেখিবারে॥
ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা—উৎকণ্ঠাসহিত।
যেই স্থলে যে জনের হয় প্রকাশিত॥
সেই স্থলে সেই জন পায় ত দর্শন।
অন্যথা কোথায় বাস নহে কোন্ ক্ষণ॥
প্রকটরূপেতে দ্বারে যদি সর্ব্বক্ষণ।
নিবাস করেন এথা প্রভু নারায়ণ॥
তবে কি শ্রীপীতাম্বরে করিতে দর্শন।
আমিহ নৈমিষারণ্যে করিয়ে গমন॥
আপনার প্রসাদে সে সকল বিদিত।
আমারে শ্রীহরিকৃপা যে হৈল নিশ্চিত॥
নব ভক্তগণে যেই হরিকৃপাভর।
তাহা হৈতে আমা প্রতি কৃপা অল্পতর॥
নির্হেতুক করুণায় দ্রবীভূত-মন।।
আপনি উদ্দেশ দিলা দয়ার কারণ॥
যতেক আমার আছে অসৌভাগ্যগণ।
বিস্তারিয়া কি করিব তার নিরূপণ॥
যদ্যপি কিঞ্চিৎ কহি করি অনুভব।
স্বশিষ্য-বাৎসল্য-হেতু হবে দুঃখ তব॥
কিংপুরুষবর্ষে যে আছেন হনূমান্।
তাঁর প্রতি হরিকৃপা দেখ বিদ্যমান॥
ওহে ভগবান্ গুরো! কর অবধান।
আমার পিতার বধ করিতে নিদান॥
শ্রীনৃসিংহদেব প্রভু কৈলা অবতার।
কার্য্য সমাপিয়া অন্তর্দ্ধান হৈল তাঁর॥
অভিলাষ ভরি না পাইল দেখিবারে।
সেইমত স্বপ্নতুল্য সমুদ্রের ধারে॥
মহাভাগ্য হনূমান্—সেবাসুখ তাঁর।
অনেক সহস্রবর্ষ নির্ব্বিঘ্নপ্রকার॥
করিলেন অনুভব পরম-আনন্দে।
শ্রীরামচন্দ্রের থাকি সমীপে স্বচ্ছন্দে॥
বাল্যে অতিবলী জন্মমাত্র হনূমান্।
উদয়কালেতে সূর্য্য দেখি বিদ্যমান॥
রক্তবর্ণ-পক্কতাল-জ্ঞানে খাইবারে।
লম্ফ দিয়া উপরে গেলেন ধরিবারে॥
সূর্য্যরক্ষাহেতু ইন্দ্র বজ্রের প্রহার।
মারিলা হনুতে, মূর্চ্ছা হইল তাঁহার॥
পড়িলেন ভূমিতলে,—এমত দেখিয়া।
বায়ুদেব পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া॥
ত্রিলোকের বায়ু সব নিরোধ করিলা।
তাহে ত্রিলোকের লোক প্রাণেতে পীড়িলা।

এতেক দেখিয়া ব্রহ্মা-আদি দেবগণ।
আসি হনুমানে স্তুত্য করিলা তখন॥
জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত বর কৈলা দান।
রহিত-অশেষ-ত্রাস শ্রীল হনুমান্॥
ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞাতা।
মহাকবি মহাবীর মহাযুদ্ধদাতা॥
দান-ধর্ম্ম-যুদ্ধ'পরে বীরত্বকারক।
শ্রীরঘুপতির অসাধারণ সেবক॥
প্রভুর আজ্ঞায় সীতা-উদ্দেশ-কারণ।
হেলায় লঙ্ঘিলা সিন্ধু শতেক-যোজন॥
রাবণপুরেতে সীতা সুদুঃখিত-মন।
পবননন্দন তাঁরে কৈলা আশ্বাসন॥
বৈরি-রাবণাদি-রাক্ষসের সন্তর্জ্জক।
লঙ্কাদাহকারী আর দুর্গপ্রভঞ্জক॥
লইয়াসী তার বার্ত্তা শ্রীরামে কহিলা।
তাহে গাঢ় আলিঙ্গন প্রভুর পাইলা॥
কিষ্কিন্ধ্যা হইতে সিন্ধুতীর-আগমনে।
পৃষ্ঠে করি রামচন্দ্রে করিল বহনে॥
সূর্য্যের আতপ পুচ্ছে কৈল আচ্ছাদন।
শ্বেত-ছত্র-মত অতি হইল শোভন॥
মহাপৃষ্ঠ সুখময় আসন-সমান।
অগ্রগামী সেতুবন্ধক্রিয়া-বিদ্যমান॥
রঘুনাথপাদপদ্মে আনি বিভীষণে।
মিলাইলা বর্ণিয়া তাঁহার গুণগণে॥
রাক্ষসগণের বল-বিনাশকারক।
যবে যুদ্ধরজনীতে হইল দুঃশক॥
রাবণের অমোঘ শূলেতে শ্রীলক্ষ্মণ।
ব্রহ্মবাক্য-সত্য-লাগি হইলা মোহন॥
সুষেণ-বৈদ্যের বাক্যে স্বয়ং হনুমান্।
ছয়মাসের পথ সে করিলা প্রস্থান॥
গিয়া গন্ধমাদনে—গন্ধর্ব্বে করি জয়।
মারিলেন্ কালনেমি রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
উপাড়িয়া পর্ব্বতে আনিলা শিরে করি।
বিশল্যকরণী হৈল প্রাপ্ত তার'পরি॥
তাহাতে পাইলা প্রাণ ঠাকুর লক্ষ্মণ।
নিজস্থানে গিরি পুন করিলা স্থাপন॥
হর্ষদাতা রামচন্দ্র-লক্ষ্মণ-সহিত।
ইন্দ্রজিতবধে হৈলা বাহন শোভিত॥
লক্ষ্মণদেবের জয় কৈলা সম্পাদন।
মহাবুদ্ধি-পরাক্রম সৎকীর্ত্তিবর্দ্ধন॥
ইন্দ্রজিত-রাবণাদি অতি বলবান্।
তাহাদের বধে কৈলা মন্ত্রণাপ্রদান॥
রাবণবিনাশকারি-শ্রীরঘুনাথের।
বাড়াইলা সাধুকীর্ত্তি মধ্যে ত্রিলোকের॥
রাবণবধের কথা কহিয়া সীতারে।
আনিলেন শ্রীরামের নিকটে তাঁহারে॥
তাহাতে শ্রীসীতাদেবী অত্যন্ত হর্ষিতা।
হইলেন হনুমান্-উপরে নিশ্চিতা॥
অযোধ্যায় রামচন্দ্র হইলে ভূপতি।
পাইলেন প্রসন্নতা সমূহ সুমতি॥
জানকী দিলেন আপনার কণ্ঠহার।
নিশ্চলা বিশুদ্ধভক্তি পাইলেন আর॥
আপন প্রভুর আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
কিংপুরুষবর্ষে করিলেন নিরসন॥
প্রভুর বিরহ নাহি পারে সহিবারে।
তথাপি প্রভুর আজ্ঞায় রহে তথাকারে॥
আর্ষ্টিসেন-আদি কিংপুরুষাচার্য্য যত।
রামচন্দ্র-গুণ-লীলা গায় অবিরত॥
তাহাদের মুখে শুনি স্বয়ং করি গান।
ধারণ করেন অতি কষ্টে নিজপ্রাণ॥
শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি আছে সেই স্থান।
সতত করেন তাঁর সেবার বিধান॥
পূর্ব্বমত আছেন নিকটে শোভমান।
প্রসিদ্ধ আছয়ে যাঁর দাস্যে হনুমান্॥

তথাহি—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূদ্ভক্তিঃ কথং বর্ণ্যতে ॥॰॥

ইহাতে প্রসিদ্ধ যাঁর আছয়ে মহিমা।
অতএব দেখ তাঁরে কৃষ্ণকৃপাসীমা॥
আপন প্রযত্ন বিনা লব্ধ-মুক্তি-আশ।
না করিলা বিনা বিষ্ণুদাস্য-অভিলাষ॥
ভক্তিময়-দেহ—পরিপূর্ণ গুণগ্রাম।
সেই হনুমানে আমি করিয়ে প্রণাম॥
আমা হৈতে অধিক মাহাত্ম্য বহুতর।
জানেন তাঁহার সে আপনি মুনিবর॥
অতএব কিংপুরুষে করিয়া গমন।
আমোদ পাইবে তাঁরে করিলে দর্শন॥
এত শুনি 'অহো ভদ্র অহো ভদ্র' বলি।
আসন হইতে মুনি আল্যো উর্দ্ধস্থলী॥
আকাশমার্গেতে তবে করিলা গমন।
উপস্থিত কিংপুরুষবর্ষেতে তখন॥

দেখিলেন হনুমানে শ্রীরাম-চরণে।
সাক্ষাৎ প্রভুরে জানি করেন অর্চনে— ॥
বস্ত্রবস্তু বিচিত্রেতে,—ছাড়ি মূর্ত্তিজ্ঞান।
স্বয়ং ভগবান্ এই হন বিদ্যমান ॥
গন্ধর্ব্বাদি গায় রসায়ন রামায়ণ।
শুনি পুলকাশ্রু-কম্প সর্ব্বাঙ্গব্যাপন ॥
দিব্য হৈতে দিব্য গন্ধ-পদ্য স্বনির্ম্মিত।
আর বেদ-পুরাণাদিবর্ত্তী করি গীত ॥
করেন স্তবন হর্ষে দণ্ডবৎ প্রণতি।
দেখিয়া নারদ উচ্চে কহে হৃষ্টমতি— ॥
জয় রঘুনাথ জয় শ্রীজানকীকান্ত।
জয় শ্রীলক্ষ্মণাগ্রজ জয় মূর্ত্তি শান্ত ॥
নিজ-ইষ্টদেব-স্বামি-শ্রীনামকীর্ত্তন।
শুনি হনুমান্ হৈলা হর্ষযুক্ত-মন ॥
লম্ফগতি দিয়া আসি গগনে তখন।
কণ্ঠে ধরি নারদেরে দিলা আলিঙ্গন ॥
আকাশে থাকিয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন।
কপীশের প্রেমাশ্রুধারার সম্মার্জ্জন ॥
করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রপ্রেমে পরিপূর্ণ।
উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনারদ কহে কিছু তূর্ণ—
ওহে হনুমান্! সত্য হইল বিদিত।
হরির পরম প্রিয় তুমিহ নিশ্চিত ॥
অদ্য আমি হইলাম হরিপ্রিয়জন।
করিলাম যেহেতুক তোমাকে দর্শন ॥
ক্ষণে সুস্থ হৈয়া রঘুবীরকে প্রণাম।
আনিলেন করিতে মুনিরে নিজ-ধাম ॥
করিলা প্রণাম তত্র শ্রীরামচরণে।
হনুমান্ যত্নে তাঁরে বসাল্যা আসনে ॥
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রু-গদগদে বিস্তার।
প্রেমজ-সম্পত্তি ব্যক্ত শরীরে তাঁহার ॥
কেবল হস্তেতে বীণা আছে মাত্র তাঁর।
বাজাইতে অশক্ত, কহেন কিছু আর— ॥
সত্যসত্য নিশ্চিত আপনি হনুমান্।
হরিকৃপাসমূহের নিরুপম স্থান ॥
অহো মহাপ্রভুর হয়েন নিরন্তর।
যিহঁ চিত্র-ভজনের অমৃতসাগর ॥
দাস সখা বাহন আসন ধ্বজ ছত্র।
বিতান ব্যজন স্তুতিকারী মন্ত্রী তত্র ॥
চিকিৎসক যোদ্ধাপতি উত্তম সহায়।
মহাকীর্ত্তিগণ-বিবর্দ্ধন হন তায় ॥
রামচন্দ্রপদে সমর্পিত-আত্ম-মন।
পরমপ্রসাদস্থান মহাশয় হন ॥

প্রভুর সৎকীর্ত্তিকথা-পরম-জীবন।
সবভক্তগণের আনন্দ-বিবর্দ্ধন ॥
গরুড়াদি হইতে পরম শ্রেষ্ঠতর।
অহো আপনি বিশুদ্ধ ভক্তিমান্ পর ॥
চতুর্বর্গ-আদি করি সুখ যত জানি।
সেবাসুখ হইতে অন্য অধিক না মানি ॥
ভক্তগণপ্রমোদিনী কথা মহত্তরে।
কহিলা শ্রীরামচন্দ্রে উদারশেখরে ॥

তথাহি—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥ • ॥

ভববন্ধচ্ছেদকারি-মুক্তির নিমিত্তে।
কদাপিহ আমি ইচ্ছা নাহি করি চিত্তে ॥
'আপনি প্রভু, সে আমি দাস'—এই কথা।
যে মুক্তিপ্রসঙ্গে লোপ হয় ত সর্ব্বথা ॥
তবে হনুমান্ প্রভুপাদপঙ্কজের।
করুণাবিশেষরূপ-শ্রবণ-কাষ্ঠের ॥
প্রজ্বলিত প্রভুপাদবিরহ-আনলে।
সন্তপ্ত শোকেতে আর্ত্ত কান্দেন বিকলে ॥
করিলেন শান্ত মুনি কহি নানামতি।
পরে কিছু কহিতে লাগিলা কপিপতি— ॥
রামচন্দ্র-পাদপদ্ম হৈতে আমি হীন।
অতএব দেখ আমা সম নাহি দীন ॥
করাইয়া নিষ্ঠুরতা তাঁহার স্মরণ।
মুনিশ্রেষ্ঠ! কেন মোরে করাহ রোদন ॥
যদ্যপি হইব আমি সেবক তাঁহার।
তবে ইথে করিবেন কেন পরিহার ॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ-আদি নিজপ্রিয়জন।
অযোধ্যাবাসিরে লৈলা পার্শ্বেতে আপন ॥
পরিত্যাগ আমারে করিলা সীতাপতি।
ইহাতে দুর্ভাগ্য মোর কর অবগতি ॥
সেবা-সৌভাগ্যে প্রভুর যে কৃপা আমাতে।
স্নিগ্ধ আপনারা অনুমান কর যাতে ॥
ইবে অবতীর্ণ প্রভু মথুরানগরে।
প্রকটিলা নিজৈশ্বর্য্য-বিভবের বরে ॥
মহাত্মা শ্রীযুধিষ্ঠির-আদি পাণ্ডুগণে।
করিলেন অনুগ্রহ শ্রীপ্রভু যেমনে ॥
তার এক অংশ সহ তুলনা না হয়।
আমা প্রতি অনুগ্রহ—শুন মহাশয়! ॥
সুবর্ণের-মহাগিরি-সুমেরু-সহিত।
না হয় মৃত্তিকাকণ-তুলনা নিশ্চিত ॥

বাল্যকাল হইতে সে পাণ্ডবের গণে।
বিষদানাদি আপদ করিয়া প্রেরণে॥
ধৈর্য্য ধর্ম্ম যশোজ্ঞান ভক্তি সপ্রণয়।
দেখাইলা সকলেরে প্রভু মহাশয়॥
নতুবা পাণ্ডবগণে বিপদ কোথায়।
যাহাদের শ্রীগোবিন্দ সতত সহায়॥
সারথ্য সতত-পার্শ্ববর্ত্তিত্ব সে আর।
রাজসূয়প্রভৃতিতে সেবন-প্রকার॥
মন্ত্রণাপ্রদান আর দূরত্বকরণ।
রাত্রে বীরাসনে খড়্গহস্তে জাগরণ॥
পশ্চাতে গমন আর স্তুতি-প্রণমন।
আপনি করিলা যাহাদিগে নারায়ণ॥
হইয়া স্নেহেতে প্রভু সকাতর-মন।
তাহাদের কিবা নাহি করে আচরণ॥
সেবা সখ্য প্রিয়ত্ব—মিশ্রিত পরস্পর।
নাহি দীপ্তি পায় এক-বিনা অন্যতর॥
যাহাদের প্রতি কৃপা করি নিরন্তরে।
নিবাস করেন প্রভু হস্তিনানগরে॥
তাহে হৈল মহর্ষিগণের তপোবন।
কিবা তপস্যার ফলদাতা সে ভুবন॥
কপীশের উক্তি তবে শ্রীনারদমুনি।
কৃষ্ণপ্রিয়তমের মাহাত্ম্যকথা শুনি॥
কৃষ্ণপাদপঙ্কজে লালস গুরুতর।
সতত দ্বারকাবাসে রসিক অন্তর॥
কথা-মধ্যেমধ্যে উঠিউঠি বারবার।
অত্যন্ত করিলা নৃত্য সহিত হুঙ্কার॥
হনূমান্ পাণ্ডবমাহাত্ম্যকথারসে।
হইলেন অতিশয় নিমগ্ন-মানসে॥
বাড়িল মুনির নৃত্যে আনন্দবিশেষ।
না নাচিয়া কহিলা প্রস্তুত কথা শেষ—॥
পাণ্ডবগণের যে আপদ সব হয়।
সুসেবিত মহত্তম তাহারা নিশ্চয়॥
যে সব আপদ কৃষ্ণে করায় ত্যজন—।
অন্য কর্ম্ম অশেষ—সম্রান্ত করি মন॥
শীঘ্রতর আনি কৃষ্ণ করায় মিলন।
তাহাদের সম্পদ কে করিবে বর্ণন ?॥
হনূমান্ পরম-আনন্দাবেশ-মনে।
পাণ্ডবে সাক্ষাৎ জানি করে সম্বোধনে—॥
অ র প্রেমপরাধীন পাণ্ডবকুমার!।
'ইহ কৃষ্ণ জগদীশ'—না করি বিচার॥
সাধুর আচার ছাড়ি প্রভুরে আমার।
নিয়োজন কর দৌত্যসারথ্যে প্রকার॥

প্রেমবিবশেতে ছাড়ি বিচার-আচার।
করুন্ পাণ্ডবগণ হেন ব্যবহার॥
ভগবান্ কেন তাহা করেন স্বীকার?।
এই আশঙ্কায় কহে উত্তর তাহার—॥
ওহে পাণ্ডব! তোমরা জানহ নিশ্চিত।
মহামন্ত্র কিবা মহৌষধি লোকাতীত॥
পরমমোহন-কৃষ্ণ-বিমোহনকারী।
তাহাতেই বশীভূত হৈলা গদাধারী॥
এত কহি হনূমান্ মুনিসহকারে।
লম্ফ দিয়াদিয়া নাচি কহে বারেবারে—॥
অহো ভক্তগণচিত্তাকর্ষক-চেষ্টিত!।
মহাপ্রভো ভক্তস্নেহ-সমূহ-নির্জ্জিত!॥
সারথ্যাদি কর্ম্ম—যেই কর্ত্তব্য না হয়।
তাহাও করহ তুমি প্রভু মহাশয়!॥
পাণ্ডবমধ্যেতে যাঁরা কুন্তীগর্ভজাতা।
তাহার মধ্যম ভীম—হয় মম ভ্রাতা॥
বয়সে কনিষ্ঠ, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণবান্।
তাহার সম্বন্ধে আমি অতি ভাগ্যবান্॥
করিলেন মহাপ্রভু অর্জ্জুনের প্রতি।
ভগিনীদানাদিসখ্যে অনুগ্রহ অতি॥
তাঁহার রথের ধ্বজ—প্রিয়তম তার।
আমার সমান যার হয় ত আকার॥
প্রিয়তম প্রভুর যে সব ভক্তগণ।
তাঁহারা প্রসন্ন নাহি হন যতক্ষণ॥
দাস্যসেবা কদাচন সিদ্ধ নাহি হয়।
করুণাও প্রভুর কদাপি না ফলয়॥
ওহে ভাগবতশ্রেষ্ঠ প্রভুপ্রিয়তর!।
মহিমা কহিব আমি কি আর বিস্তর॥
আমাদের তথাকারে গমন উচিত।
দর্শন আশ্রয় লয়্যা হয় সুবিহিত॥
অযোধ্যাতে পূর্ব্বে প্রভু যেই সব লীলা।
অতি গূঢ় সুরহস্য নাহি প্রকাশিলা॥
সেই সব লীলাগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য।
বিচিত্র মাধুর্য্য আর পরম ঐশ্বর্য্য॥
ব্রহ্ম-রুদ্র-আদি দেব তর্কিতে না পারে।
ভক্তসকলের ভক্তি হয় ত বিস্তারে॥
মথুরার অংশ দ্বারকাতে এইক্ষণে।
করেন প্রকাশ প্রভু আনন্দিতমনে॥
নারদ কহেন—কি কহিলা—'অযোধ্যায়'?।
বৈকুণ্ঠেও সেইসব লীলা নাহি তায়॥
অতএব উঠউঠ শীঘ্র সেই স্থানে।
ওহে সখা! দুইজনে করিয়ে প্রয়াণে॥

ততঃপরে হনুমান্ ধৈর্য্যের সাগর।
ক্ষণেক নিশ্বাস ত্যজি কহেন উত্তর॥
গমনে তাদৃশাকাঙ্ক্ষ হইল হৃদয়ে।
নারদের প্রেরণা তাহাতে মুহু হয়ে॥
তথাপি আপন পাতিব্রত্যভঙ্গভয়ে।
না উঠিলা কপিপতি ধৈর্য্য-সমুচ্চয়ে॥
নারদের বাক্যে অনাদরে করি ভয়।
ক্ষণেক বিচারি মনে তখন কহয়—॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে দর্শন-সেবন-।
নিমিত্তে মোদের তথা উচিত গমন॥
কিন্তু মহা-কারুণ্য-মাধুরী-রসভর।
পূর্ব্ব হৈতে অধিক গম্ভীর নিরন্তর॥
বিচিত্র লীলার ভঙ্গী পরম-মোহিনী।
এইক্ষণে প্রকাশিত করিলেন তিনি॥
অত্যন্ত অভিজ্ঞ যেই সব মুনিচয়।
তাঁহাদের যাহে হয় ভ্রম অতিশয়॥
অহো ব্রহ্মা—আপনাদিগের যিহঁ তাত।
লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা অনুব্রাত॥
বেদপ্রবর্ত্তকাচার্য্য যে-লীলা-দর্শনে।
মুগ্ধ হইলেন বৎস-বালক-হরণে॥
অবুদ্ধি বানর আমাদিগের কা কথা।
তাহার বৃত্তান্ত তুমি জানহ সর্ব্বথা॥
দ্বারকা'পরেতে প্রতি-মহিষীর ঘরে।
ভ্রমণ করিলে মোহ পাইয়া অন্তরে॥
তাঁরে দেখি যদি হয় মোহিত হৃদয়।
অতএব করি অপরাধ হৈতে ভয়॥
অনন্যভাবক যেই সব দাসগণ।
তাঁদের পরমগতি—আপদে শরণ॥
প্রভুর বিচিত্র লীলা করিলে দর্শন।
প্রেমের সহিত ভক্তি করে বিবর্দ্ধন॥
যদ্যপিহ নিরন্তর হয় ত প্রকারে।
উপযুক্ত গমন আমার তথাকারে॥
তথাপি শ্রীরঘুনাথ-স্বরূপে আমার।
দৈবকীনন্দন বাঢ়াইলা প্রীতিসার॥
সহজ-অব্যাজ-করুণায় মৃদু-মন।
কৌটিল্যরহিতভাব-স্বভাবাদুক্ষণ॥
পূজ্যতমদিগের আচারপ্রবর্ত্তক।
কিবা শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মের হয়েন প্রদর্শক॥
একপত্নীব্রতধর সর্ব্বদা বিনয়ে।
লজ্জায় বিনত শ্রীমন্মুখপদ্ম হয়ে॥
অধোবিলোকন—নাহি দৃষ্টি ইতস্তত।
জগতরঞ্জন-শীল-যুক্ত অবিরত॥

অযোধ্যাপুরের পুরন্দর গুণভাজ।
মহারাজাগণের হয়েন অধিরাজ॥
শ্রীজানকী-লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক নিষেবিত।
ভরতের জ্যেষ্ঠ, সুগ্রীবের প্রিয়হিত॥
কপিগণেশ্বর বিভীষণাশ্রিত হন।
ধনুর্বাণহস্তে দশরথের নন্দন॥
কৌশল্যাকুমার-রামে-শ্রীকৃষ্ণকৃপায়।
বাঢ়িল আমার প্রীতি-ভক্তি অতি তায়॥
সেহেতু দৈবকীনন্দনের এই রূপ।
সাক্ষাত জানিয়ে সীতাপতির স্বরূপ॥
তাঁহার চরিতামৃত সদা করি পান।
নিবাস করিয়া আছি আমি এইস্থান॥
যবে কোন প্রয়োজন করি নিজচিতে।
কিম্বা মহা-করুণায় সেবাসুখ দিতে॥
কিম্বা আমা প্রতি স্নেহে—প্রাণাধিক মম।
করাইতে দর্শন শ্রীরূপ প্রিয়তম॥
করিবেন ঈশ্বর আমারে ত আহ্বান।
তবে আমি গমন করিব সেই স্থান॥
এই কথা নারদে কহিলা কপিপতি।
তাহার কারণ কিছু কর অবগতি—॥
ইহাতে প্রসিদ্ধ এক আছে ইতিহাস—।
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ করি বাস॥
গরুড়ের অহঙ্কার করিতে ভঞ্জন।
করাইতে নিজপদে একান্তি দর্শন॥
দ্বারকাতে গরুড়ে কহিলা ভগবান্—।
শুনায়্যা আমার আজ্ঞা—আন হনুমান্॥
কিংপুরুষবর্ষে আসি গরুড় তখন।
বীর হনুমান্ প্রতি কহিলা বচন—॥
যাদবেন্দ্র করিছেন তোমারে আহ্বান।
সত্বরেতে আগমন কর হনুমান্!॥
শ্রীরামচরণপদ্মে তাঁর ভক্তিভর।
গরুড়ের বাক্যে নাহি করিলা আদর॥
ক্রোধেতে গরুড় বল করি ততক্ষণ।
কৃষ্ণপার্শ্বে আনিবারে করিলা গ্রহণ॥
লাঙ্গুল-অগ্রেতে হনুমান্ তবে ধরি।
ফেলাইয়া দিলা গরুড়েরে হেলা করি॥
বিহ্বল হইয়া পড়িলেন দ্বারকায়।
হাসি ভগবান্ তবে কহিলেন তায়—॥
'রঘুনাথ করিছেন তোমারে আহ্বান।'
এই কথা কহি এথা আন হনুমান্॥
স্বয়ং ভগবান্ হৈলা শ্রীরাম-স্বরূপ।
বলরামে করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ॥

সীতা-রূপ হৈতে সত্যভামা না পারিলা।
তাঁরে হাসি শ্রীরুক্মিণীদেবীরে কহিলা॥
তখন জানকী-রূপা রুক্মিণী হইলা।
তাঁহারে আপন বামভাগে বসাইলা॥
পুনর্ব্বার গরুড় আসিয়া হনুমানে।
কহিলা—শ্রীরামচন্দ্র করেন আহ্বানে॥
এত শুনি আনন্দেতে বিবশ হইয়া।
দেখিলা শ্রীরাম-রূপ দ্বারকা আসিয়া॥
ভক্তিতে অনেক স্তব করিলা সত্বর।
পাইলেন নিজাভীষ্ট বহুতর বর॥
এই অভিপ্রায়ে কহিলেন হনুমান্—।
যাইব আমিহ কৃষ্ণ করিলে আহ্বান॥
তুমি অদ্য যাহ শীঘ্র পাণ্ডব-ভবনে।
নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম করহ দর্শনে॥
পাণ্ডবগণের প্রভু স্বয়ং সুপ্রসন্ন।
মুনি-চিত্ত-বাক্য-অগোচর উপপন্ন॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-যুক্ত মনোহরতর;
বহুবিধ লীলামধুরিমার আকর॥
তাঁর বৃহদ্বংশধর পাণ্ডবের গণ।
কৃষ্ণাজ্ঞায় গৃহস্থধর্ম্মেতে প্রবর্ত্তন॥
সসাগরা পৃথিবীর রাজ্যকর্ম্মাবৃত।
জানিয়া না হবে তথা অপরাধ কৃত॥
তাহাদের কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায়।
ইহপরকাল কামে স্পৃহা নাহি তায়॥
পরমহংসগণের আচার্য্যসকল।
পূজা করে যাঁহাদের চরণকমল॥
তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ—যুধিষ্ঠির মহাশয়।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-হেতু সাম্রাজ্য করয়॥
রাজসূয়-অশ্বমেধ-আদি যজ্ঞ করি।
কৃষ্ণে সমর্পিয়া বহু বিবিধ আচরি॥
সেই মহাপুণ্যার্জ্জিত দুর্ল্লভ দেবের।
রাজ্যসম্পত্তি—অধিক হয় বর্ণনের॥
ত্রৈলোক্যব্যাপক সুনির্ম্মল যশ আর।
অপর বিষয় দেববাঞ্ছনীয় সার॥
যদ্যপি বিষয় সর্ব্বদোষাশ্রয় হয়।
কৃষ্ণে সমর্পণ কৈলে—সে অমৃতময়॥
কৃষ্ণের প্রসন্ন-হেতু জন্মিল বিষয়।
কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছে মহাশয়॥
সে-সব সম্পদ কোন প্রীতি জন্মাবারে।
পাণ্ডবরাজের কদাচন নাহি পারে॥
ক্ষুধারূপ-অগ্নিতে বিকল যেই জন।
বস্ত্রাদিতে তাহার নাহিক হয় মন॥
তেন কৃষ্ণপ্রেমাগ্নিতে অতি দগ্ধমন।
বস্ত্র-মালা-চন্দন না হয় সন্তোষণ॥
অন্য কিবা মহিষী শ্রীদ্রৌপদী সুন্দরী।
তাদৃশ ভ্রাতর ভীমার্জ্জুন-আদি করি॥
দেহসম্বন্ধেতে নহে প্রিয় কদাচন।
হইলেও চতুর্ব্বর্গফলের সাধন॥
কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম-সম্বন্ধ-কারণ।
ভ্রাতা-পত্নী-পুত্র-আদি তাঁর প্রিয় হন॥
জাতিতে বানর আমি—শুনহ নিশ্চিত
তাঁহাদের মহিমা কি পারিব কহিতে॥
সংক্ষেপে আপনি মুনি! জানেন বিস্তর।
তাঁহাদের মাহাত্ম্য অধিকাধিকতর॥
শ্রীল-সনাতন-পদ ভাবি যত্নে মনে।
চতুর্থ অধ্যায়-ব্যাখ্যা হৈল সমাপনে॥
শ্রীরাধাগোবিন্দপাদপদ্মে করি মন।
শ্রীজয়গোবিন্দ দাস চাহে প্রেমধন॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
ভক্তো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চমে নিজমাহাত্ম্যং নূন্যক্তং পাণ্ডবা যথা।
নিরস্তোচুর্দ্দুনাঃ তত্তথা তেঽপ্যদ্ভবত্তু তৎ॥ ০॥

ততঃপরে শ্রীনারদ হর্ষভরাক্রান্ত।
ধাইয়া চলিলা নৃত্যসহিত নিতান্ত॥
কুরুদেশমধ্যে যুধিষ্ঠির-রাজধানী।
প্রবেশ করিলা যাঁয়া মুনি হর্ষ মানি॥

সেইকালে যুধিষ্ঠির রাজা মহাশয়।
নিজভ্রাতা-আদি সহ মন্ত্রণা করয়—॥
কোন যাগ-ছলে কিম্বা বিপদের ছলে।
কৃষ্ণ আনাইয়া করি দর্শন সকলে॥
বহুদিন কৃষ্ণের দর্শন নাহি পাই।
ভীম কিম্বা অর্জ্জুন—আনহ কৃষ্ণ যাই॥
এইকালে দ্বারপাল জানাইল গিয়া—।
উপনীত মহামুনি নারদ আসিয়া॥
শুনি মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-সহিত তৎক্ষণ।
উঠিলেন মহারাজা পাণ্ডুর নন্দন॥
সংভ্রম-সহিত অগ্রে ধাইয়া আইলা।
প্রণমিয়া সমাদরে সভায় আনিলা॥
যত্ন করি উত্তম পীঁড়াতে বসাইলা।
পূজার নিমিত্ত দ্রব্য সব আনাইলা॥
শীঘ্র শ্রীনারদ সেই সকল দ্রব্যেতে।
পাণ্ডবগণের পূজা করিলা অগ্রেতে॥
হনুমান্ কহিলেন যেই সব তত্ত্ব।
পাণ্ডবেরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মহত্ত্ব॥
মুহুর্মুহু বীণাযন্ত্রে বিমূর্চ্ছিত করি॥
সঙ্কীর্ত্তন করিলেন মধুর উচ্চরি—॥
নরলোকমধ্যেতে অনেক ভাগ্যবান্।
আপনারা হয়েন,—নাহিক ইথে আন॥
জগতের ঈশ্বরগণের ত ঈশ্বর।
দৈবকীনন্দন যাঁহাদের প্রিয়বর॥
দেব-গুরু-বন্ধুমধ্যে মাতুলের আর।
দূত সুহৃৎ সারথী বশীভূত কথার॥
ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবের সমাধি-দুর্লভ।
কিন্তু তোমাদের গৃহে হয়েন সুলভ॥
বেদোক্তি-তৎপর্য্যের যে সারাংশবিশেষ।
তাহার গোচর যেই হয়েন দেবেশ॥
শ্রীনৃসিংহ বামন শ্রীরামচন্দ্র আর।
যেই শ্রীকৃষ্ণের হন অংশেতে প্রচার॥
মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অন্য যত অবতার।
প্রকট হয়েন অংশলেশেতে যাঁহার॥
বৈভবস্বরূপ ব্রহ্মা-আদি দেবসার।
দাসীতুল্যা চক্ষুপথবর্ত্তী মায়া যার॥
মায়াদেবী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী।
জগত-মোহিনী—যার আদেশ-পালিনী॥
কংসের দৌরাত্ম্যে যবে পৃথিবী পীড়িতা।
ব্রহ্মার নিকটে গেলা গো-রূপা রোদিতা॥
ব্রহ্মা মহাদেব সহ করি দেবগণ।
ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে করিলা গমন॥
নানামত ব্রতের নিষ্ঠায় সে থাকিলা।
কিঞ্চিৎ প্রসাদ তথাপিহ না পাইলা॥
নানাবিধ স্তব করি ধ্যানেতে রহিলা।
ব্রহ্মামাত্র যাঁর আজ্ঞা হৃদয়ে জানিলা॥
প্রসিদ্ধ সে আজ্ঞা ব্রহ্মা প্রকাশ করিলা।
যাহে সুখ প্রাপ্ত সব দেবতা হইলা॥
গর্গ-আদি প্রাজ্ঞবর অত্যন্ত নির্জ্জনে।
নন্দের নিকটে করিলেন প্রকাশনে—॥
শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর প্রভু দেব নারায়ণ।
ইঁহার সহিত সম কোনমতে হন॥
নরের সমূহ 'নার'—তাহাদের প্রতি।
তাবতে কারুণ্যভর-দ্বারেতে পশুতি॥
জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তিদানে করেন পালন।
সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্ত করে—ইথে 'নারায়ণ'॥
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিঁহ হয়েন সমান।
কিন্তু সর্ব্বপ্রকারেতে নহে তুল্যাখ্যান॥
নানা অবতারের শ্রীকৃষ্ণ অবতারী।
'মহানারায়ণ' বলি বেদেতে প্রচারি॥
তাঁহার সমান অন্য কেহ নাহি হন।
মাধুর্য্য ঐশ্চর্য্য যাঁর অতুল্য-কথন॥
মধুপুরে 'দীর্ঘবিষ্ণু'-নামেতে বিখ্যাত—।
'মহাহরি' 'মহাবিষ্ণু'—গুণ অবদাত॥
আত্মারামস্বরূপত্ব মৌন, শান্তি আর—।
মুক্তি, নববিধা ভক্তি-আদি অতি সার॥
ইত্যাদি সাধন দ্বারা প্রসন্নতা যার।
প্রার্থনা করিয়ে,—নাহি পাই একবার॥
সেই প্রভু তোমাদের প্রতি সে আপনি।
বশীভূত প্রসন্ন হইলা যদুমণি॥
আশ্চর্য্য শুনহ—পূর্ব্বে মুক্তি-বিতরণে।
মোক্ষ-অধিকারি-মধ্যে কৈলা কোনজনে॥
দেবাসুরযুদ্ধে কালনেমি-দানবারে।
শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর-রূপে করিলা সংহারে॥
হিরণ্যাক্ষে শ্রীবরাহ, নৃসিংহাবতারে—।
হিরণ্যকশিপু-দৈত্যে করিলা সংহারে॥
কুম্ভকর্ণ-রাবণে শ্রীরাম-অবতারে।
মারিলেন, মুক্তি নাহি দিলেন কাহারে॥
তাহাদিগে এই-অবতারে মুক্তি দিলা।
উভয়া আপন ভক্তি নাহি বিতরিলা॥
প্রহ্লাদে কেবল জ্ঞানমিশ্রাভক্তি-দান।
নৃসিংহবতারে প্রভু করিলা বিধান॥
হনুমান জাম্ববান্ শ্রীমান্ সুগ্রীব।
বিভীষণ গুহ দশরথ—কত জীব॥

রঘুনাথ-পদে করি সেবা-অনুরক্তি।
প্রভুর কৃপায় পাইলেন শুদ্ধা ভক্তি॥
বিশুদ্ধ-প্রেমের বার্ত্তা না শুনিলা কানে।
হইবেক সে প্রেমের প্রাপ্তি কোন্ স্থানে?॥
মুক্ত ভক্ত শুদ্ধপ্রেমরসেতে পুরিত।
কতকত-জনে না করিলেন নিশ্চিত॥
আপনাদিগের মাতুলের যদুপতি।
সে-সম্বন্ধে তোমাদেরো মাহাত্ম্য সে অতি॥
দৈত্যাংশ-প্রবেশ-হেতু কর্ণ-দুর্য্যোধন-।
আদি করি দৈত্যমধ্যে হয় ত গণন॥
আর দৈত্যগণ—বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দ্রোহী।
নরকের যোগ্য তারা হয় ত বিমোহী॥
তাহাদিগে কতজনে আপনি মারিলা।
আর অর্জ্জুনাদি দ্বারা মারি মুক্তি দিলা॥
তপ-জপ-জ্ঞানপর যেই মুনিগণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করেন সাধন॥
বিশ্বামিত্র, গৌতম, বশিষ্ঠ—আর কত।
কুরুক্ষেত্রযাত্রাতে গমন করি তত:॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তি করিয়া প্রার্থনা।
কৃষ্ণভক্তি-তৎপর হইলা সব জনা॥
তরু-লতা-আদি যেই সকল স্থাবর।
তমোযোনি প্রাপ্ত তারা হয় নিরন্তর॥
বৃন্দাবনে যেই তরু-লতা-আদি-গণ।
তমোযোনি নহে—কিন্তু তার তুল্য হন॥
বিশুদ্ধ-সাত্ত্বিক-ভাব পাইয়া তাহারা।
কৃষ্ণপ্রেমরস বর্ষে বর্ষি মধুধারা॥
শ্রীকৃষ্ণের রূপ আর লাবণ্য সৌন্দর্য্য।
মাধুর্য্যের অতিশয় হয় ত আশ্চর্য্য॥
ওহে কৃষ্ণভ্রাতাগণ! কে বর্ণিবে তাহা।
অপূর্ব্বত্বে বিস্ময়-বিধান করে যাহা॥
সেইমত লীলা প্রেমা আর গুণগণ।
অপূর্ব্ব—মহিমা, কেলিভূমি বৃন্দাবন॥
বর্ণন করিতে তাহা পারে কোন্ জন।
আপনারা তাহা জ্ঞাত আছ সর্ব্বক্ষণ॥
রূপসৌন্দর্য্যাদি যদি নাছিল পূর্ব্বেতে।
নিত্যত্বের হানি তবে হয় প্রত্যেকেতে॥
যদি ছিল, তবে পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠতা।
সিদ্ধ নাহি হয় রূপাদি-অপূর্ব্বতা॥
কহিছেন মুনিবর এই আশঙ্কায়—।
স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র যদি এই মথুরায়॥
অবতীর্ণ না হইত, তবে ত অক্ষয়—।
পরমেশ্বরত্ব ব্যক্ত না হৈত নিশ্চয়॥

কিং পুনঃ পরমাশ্চর্য্য-রূপাদির তয়।
তাদৃশ লীলাদি কার হইত গোচর॥
কিম্বা তাদৃশ রূপাদি হয় 'ভগবত্তা'।
প্রকটা নহিত—ইহা মানি আমি সত্তা॥
এই অবতারে ভগবত্তা সর্ব্বোত্তম।
বিশিষ্ট-মহিমা-শ্রেণী-মাধুরী সুসম॥
ব্যক্ত হৈল সর্ব্বমতে সর্ব্বথা সর্ব্বত্র।
ইতরেহ অনুভব করিলেক অত্র॥
শ্রীকৃষ্ণের করুণায় যেই সব কথা।
তাহার বর্ণন দূরে থাকুক সর্ব্বথা॥
শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সকল যেই হয়।
তাহারাও প্রশংসার যোগ্য সে নিশ্চয়॥
কংস-আদি, কালিয়-পূতনা-আদি আর।
বলি-শিশুপাল-আদি প্রমাণ তাহার॥
এই ত প্রকারে অতি প্রকর্ষেতে গান।
শ্রীনারদমুনি করিলেন সন্নিধান॥
শ্রীমাধবকীর্ত্তিতে রসিক স্ব-রসনা।
দশনে কাটিয়া মুনি করেন শিক্ষণা—॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যেই মহিমা-মহত্ত্ব।
তাহা বর্ণিবারে ব্রহ্মাদি নহে শক্ত॥
সেই ত প্রভুর আর ভক্তসকলের।
প্রবৃত্ত হইলা জিহ্বা তাহা বর্ণনের॥
হইলাম ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়।
অতএব তোমারে কহিয়ে সুনিশ্চয়—॥
কৃষ্ণপ্রিয়-পাণ্ডবগণের যে আচার।
নিজশক্তিমতে যদি কিঞ্চিৎ তাহার॥
উচ্চারণ করিবারে পারহ রসনে!।
মহদ্ভাগ্য সে তোমার করিয়ে গণনে॥
পরম মাহাত্ম্যবন্ত হে পাণ্ডবগণ!।
আপনাদিগের শ্রীকৃষ্ণেতে প্রতিজন—॥
প্রিয়তা বিশেষ, আর তোমাদের প্রতি—।
শ্রীকৃষ্ণের করুণা-বিশেষ যেই অতি॥
কোন্ দুষ্টজন তাহা লইবে জিহ্বায়।
বর্ণনে অশক্তি যেই হেতু পূর্ণতায়॥
স্নেহার্দ্র-হৃদয় কৃষ্ণ আশ্বাস-বচন।
অক্রূরের মুখে কহিয়া পাঠাল্যা যখন॥
শুনি এই কুন্তী-মাতা প্রেমের প্রবাহে।
তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হইলা অবগাহে॥
বিচিত্র বিলাপে বহু করিলা রোদনে।
বিদারিত হয় বক্ষ যাহার শ্রবণে॥
আপনারা কৃষ্ণপ্রিয় হও একারণ।
তোমাদের স্নেহ মাতা করিলা রক্ষণ॥

চিরদিনপরে যদি দ্বারকাগমনে।
উদ্ধত হয়েন কৃষ্ণ যাদবজীবনে॥
বহু কাকু-স্তুতিবাক্য কহিয়া তখন।
আপনার গৃহে মাতা করেন রক্ষণ॥
রাজসূয়-আদি যজ্ঞ করি সম্পাদন।
লোকদ্বয়োৎকৃষ্টা মহাপ্রতিষ্ঠা অর্পণ॥
যুধিষ্ঠিরমহারাজে করিলেন হরি।
বিশেষ-রূপেতে কৃপাসমূহ বিস্তরি॥
জরাসন্ধবধাদি-দ্বারায় ভীমসেনে।
করিলেন যদুনাথ সৎকীর্ত্তি-অর্পণে॥
এই ভগবানর্জ্জুন বিষ্ণ্বংশ হয়েন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা প্রসিদ্ধ আছেন॥
পুরাণ, বিখ্যাত শ্রেষ্ঠশ্রেষ্ঠ কবিগণ।
ইহার মহিমা-স্তবে শক্ত নাহি হন॥
যমজ—নকুল সহদেব দুইজন।
রাজসূয় মহাযজ্ঞ হইল যখন॥
অগ্রপূজা-বিচারেতে যেরূপ কহিলা।
তাতে কৃষ্ণপ্রীতিপর বিখ্যাত হইলা॥
রাজসূয়যজ্ঞকালে আপনি শ্রীহরি।
দ্রৌপদীরে স্নান করাইলা কৃপা করি॥
"প্রিয়সখী' বলিয়া করেন সম্বোধন।
সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ যাঁরে করেন মানন॥
দুর্ব্বাসা সশিষ্য যবে পারণ করিতে।
বনমধ্যে হইলেন আসি উপনীতে॥
যাবত দ্রৌপদী নাহি করিবে আহার।
সূর্য্যবরে একপাত্র হইত তাঁহার॥
করিয়াছিলেন কৃষ্ণা সেকালে ভোজন।
অতএব অন্ন নাহি ছিল সেইক্ষণ॥
বিপদকালেতে কৃষ্ণ আসিয়া তখন।
চাহিয়া শাকের কণা করিলা ভোজন॥
'তৃপ্তোহস্মি' বলিয়া কৃষ্ণ কহিলেন যবে।
জগত হইল তৃপ্ত—তাঁর তৃপ্তে তবে॥
নিজ-শিষ্য-সহিত দুর্ব্বাসা পলাইলা।
দ্রৌপদী-সহিত রক্ষা এমতে করিলা॥
সভামধ্যে দুঃশাসন বস্ত্র আকর্ষিল।
বস্ত্ররূপী হৈয়া হরি সম্মান রাখিল॥
পুনর্দুঃশাসন-আদি করিয়া নিধন।
করিলেন তাঁর সর্ব্ব-শোক-বিমোচন॥
বিদুরের অন্ন যে করিলা আস্বাদন।
ভীষ্মের মরণমহোৎসবে যে গমন॥
সে সকল তোমাদের সম্বন্ধ-নিমিত্তে।
বিচার করিয়া ইহা দেখ নির্জ্জচিত্তে॥

অহো বড় মহাশ্চর্য্য!—কহিব কি আর।
তোমাদের মহিমা থাকুক বর্ণিবার॥
তোমাদের সম্বন্ধে এ পুরনারীজন।
কহিলেক যেই জ্ঞান-ভক্তির কথন॥
ব্যাসাদিক কবি তাহা করেন প্রশংসা।
ইহার কি আর বহু করিব আশংসা॥
এক-পৌত্র-সহ প্রহ্লাদেরে কৃপান্বিত।
একলা শ্রীহনুমানে করুণা বিদিত॥
আপনারা সর্ব্ববন্ধু-স্বজন-সহিত।
কৃষ্ণ-প্রেমকৃপাস্তর-পাত্র সুনিশ্চিত॥
কৌরবের সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আপনি।
আমাদিগে উদ্দেশিয়া কহিলা তখনি—॥
পাণ্ডবগণের যেই সুহৃদ হইবে।
আমার সুহৃদ সেই—নিশ্চয় জানিবে॥
পাণ্ডবের শত্রু যেই—শত্রু সে আমার।
যেহেতু পাণ্ডব মম প্রাণ—শুন সার॥

তথাচ শ্রীভগবদ্বাক্যমুদ্যোগপর্ব্বণি—

যস্তান্ দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তাননু স মামনু।
ঐকাত্ম্যমাগতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ॥

অন্যত্রাপি—

দ্বিষদন্নং ন ভোক্তব্যং দ্বিষন্তং নৈব ভোজয়েৎ।
পাণ্ডবান্ দ্বিষসে রাজন্ মম প্রাণা হি পাণ্ডবাঃ

আশ্চর্য্য আমার ধার্ষ্ট্য হয় ত অপারে।
যেহেতু প্রবর্ত্ত গুণগণ কহিবারে॥
তোমাদের গুণগণ শ্রীকৃষ্ণ একল।
জানিতে কহিতে শক্ত হয়েন সকল॥
কিন্তু আমি নির্ণয় করিনু ইহা সত্য—।
আপনাদিগের সুখ-সম্পদ-মাহাত্ম্য॥
বিশেষ বিস্তার করিবার সে কারণ।
অবতীর্ণ হইলেন দৈবকীনন্দন॥
মুনিমুখে ধর্ম্মরাজ এতেক শুনিয়া।
নিজোৎকর্ষ-শ্রবণেতে লজ্জিত হইয়া॥
ক্ষণেক থাকিয়া মৌন—ত্যজি দীর্ঘশ্বাস
মাতা-ভ্রাতা-পত্নীসহ কহিছেন ভাষ॥
প্রথমত যুধিষ্ঠির কহেন বচন—।
বাবদূক-শিরোধার্য্য আপনি ত হন॥
বাক্যের চাতুর্য্যে এত কহিলা বচন।
পরমার্থবিচারেতে নহে কদাচন॥
পৌনঃপুন্য আমরা করিয়া সুবিচার।
দেখিলাম ভাবিয়া-চিন্তিয়া বহুবার॥

শ্রীকৃষ্ণের কোন কৃপা আমাদের প্রতি।
হইল না কদাচিত কিছু অবগতি ॥
কৃষ্ণভক্ত আমরা—আপদ আমাদের।
ঈক্ষণ করিয়া যত প্রাকৃতজনের ॥
শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্তির হবে নাশ।

যথা—

ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ ।

ইত্যাদি বিশ্বাস হইবেক সব হ্রাস ॥
এই অতিশয় কষ্ট প্রাণে নাহি সয়।
আমাদের তুমি প্রাণ জীবন আশ্রয় ॥
প্রাণিসকলের অন্ন বিনা যেন হয়।
জল বিনা মীনগণ যেমন সংশয় ॥
এইহেতু করিলাম আমিহ প্রার্থন।
যজ্ঞসম্পাদন-ছল করিয়া এখন—॥
"তব ভক্তগণের আপদ নাহি হয়।
অভক্তের সর্ব্বদা বিপদ-সমাশ্রয় ॥
এই নিষ্ঠা ভক্তাভক্ত সকলজনেরে।
করাহ দর্শন প্রভু! সর্ব্বজগতেরে ॥
তব ভক্ত-সম্পদ—বিচিত্র শুদ্ধতর!
ইহ পরলোকে শুদ্ধ—বিলক্ষণবর ॥
দেখি সবে পরম বিশ্বাসী হৈয়া মন।
তব শ্রীচরণপদ্ম করিয়া ভজন ॥
সর্ব্বদুঃখরহিত—নির্ভয় নিরন্তর।
শ্রেষ্ঠসুখ প্রাপ্ত হইবেক সব নর ॥"
এইহেতু যদুনাথ সযত্ন হইয়া।
আমাদের বিপক্ষ অভক্তে বিনাশিয়া ॥
রাজ্যের প্রদান করিলেন মহাশয়।
পূর্ব্বে হৈতে হৈল তাহে শোক অতিশয় ॥
দ্রোণ-ভীষ্ম-আদি করি বহু গুরুজন।
অভিমন্যু-ঘটোৎকচ-আদি সুতগণ ॥
অন্যেও অগণ্য বহুবহু সাধুগণ।
আমাদের কারণেতে হইল নিধন ॥
নিজপ্রাণাধিক প্রার্থনীয় সদা হয়।
শ্রীবিষ্ণুজনের সঙ্গ—জানিহ নিশ্চয় ॥
কি কহিব, এইক্ষণে বিচ্ছেদে তাহার।
সুখের কিঞ্চিৎ লেশ নাহিক আমার ॥
কৃষ্ণমুখপদ্ম-সন্দর্শন-সুখভোগে।
চিরকালে ক্বচিৎ হয় কোন-কার্য্যযোগে ॥
এহেতু পরম শোক হৈল এইক্ষণে।
বিচার করিয়া দেখ সকল লক্ষণে ॥

যদি কহ—তোমাদের কোন কার্য্যহেতু।
গিয়াছেন কোনস্থানে কৃষ্ণ—ধর্ম্মসেতু ॥
করিয়া নিষ্পন্ন তাহা শীঘ্র আসিবেন।
এই আশঙ্কায় তার উত্তর কহেন—॥
পরম সম্ভাগ্যবন্ত সকল যাদব।
কৃষ্ণপ্রিয়তম অতি সবন্ধু-সম্ভব ॥
তাঁহাদিগে সুখদান করেন সদায়।
নিরন্তর নিবসিয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় ॥
আপনারা দেখেন যে শ্রীকৃষ্ণ কখন।
আমাদের দৌত্য-সারথ্যাদি আচরণ ॥
ভূভারহরণ, আর পাপবিনাশন,।
ধর্ম্মরক্ষা-হেতু তাহা করে নারায়ণ ॥
আমাদের প্রতি স্নেহ-ভাবে তাহা নয়।
যথার্থ এ অর্থ জানিবে হে মহাশয়! ॥
ততঃপরে ভীমসেন সুধার্ম্মিক-মতি।
শ্রীযাদবেন্দ্রের নর্ম্মসুহৃত্তম অতি ॥
উচ্চশব্দে অতি হাসি কহেন তখন।
হে শ্রীকৃষ্ণশিষ্য মুনি! শুনহ কথন ॥
এমত ধূর্ত্ততা, আর বচনচাতুরী।
কৃষ্ণস্থানে শিক্ষা তুমি ক'রেছ প্রচুরি ॥
কহিতেছো এতাদৃশ বচন তাহাতে।
নতুবা তোমার দোষ নাহিক ইহাতে ॥
দুর্ব্বোধ লীলার সিন্ধু—মায়াদি-কারণ।
পরম চতুরসিংহ—শ্রীযদুনন্দন ॥
তাঁর বাক্য আর ব্যবহারের কৌশল।
কোন্ স্থানে কিবা নাহি প্রবর্ত্ত প্রবল ? ॥
মহালীলাদ্বারে আর মহামায়াদ্বারে।
কোন-কোন-স্থলে মহাচাতুর্য্যপ্রকারে ॥
সর্ব্বত্র সকল তাঁর হয় ত প্রবর্ত্ত।
বিশ্বাস না করি তাহা—মোরা জানি তত্ত্ব ॥
পরীক্ষিত কহিতে লাগিলা—মাতা! শুন।
পরে মম পিতামহ—শ্রীমান্ অর্জ্জুন ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শোকের সহিত।
মুহুঃশ্বাস ছাড়ি তবে কহেন কিঞ্চিত— ॥
ওহে ভগবান্! তব প্রিয়তমেশ্বর।
সারথ্যাদিরূপে যে করিলা কৃপাভর ॥
সে সকল আমাদের দুঃখের কারণ।
না হইল কিবা ?—মুনি! কর বিবেচন ॥
'পরব্রহ্মরূপ কৃষ্ণ,—অস্ত্রাদি-পীড়ন।
সংগত না হয়' এই শুদ্ধজ্ঞানে মন— ॥
ভীষ্মাদির কৃষ্ণপাদপদ্মমধুধারে।
রুচির অভাবহেতু নাহি প্রেমসারে ॥

সেইহেতু শ্রীকৃষ্ণের কোমল আকারে।
বর্ম্ম-মর্ম্ম-ভেদী কত করিল প্রহারে॥
বারবার আমার বারণ নাহি মানি।
শ্রীমূর্ত্তিতে তাহা সহিলেন চক্রপাণি॥
সে-প্রহার-সহা-চিন্তা-দুঃখ শেলপ্রায়।
অত্যাপি হৃদয় হইতে নাহি বাহিরায়॥
অতএব ওহে ব্রহ্ম! কহিতেছি সারে।
জন্মিবেক আমাদের সুখ কি-প্রকারে?॥
যদি কহ—তোমাদের প্রতি কৃপা করি।
সহিলেন সেই সব প্রহার শ্রীহরি॥
তাহার উত্তর কহি—শুন মহাশয়!।
নিজ প্রিয়জনের যে কর্ম্মে দুঃখ হয়॥
তাহা আচরণ নহে প্রীতের কারণ।
প্রীতি রহু, নহে কভু কৃপার লক্ষণ॥
ভীষ্ম-দ্রোণাদি-হনন-হইতে-নিবৃত্ত।
আমারে কেবল তাহে করিতে প্রবর্ত্ত॥
মহাজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ—মহিমা অশেষ।
যৎকিঞ্চিৎ করিলা আমারে উপদেশ॥
শুদ্ধজ্ঞানী মুক্তিবাঞ্ছাকারী যতজনে।
সুখ হয় তার যথাশ্রুতার্থ-শ্রবণে॥
ভক্তিমাহাত্ম্য জীবন আমাদের হয়।
মহাদুঃখকর তাহা—জানিহ নিশ্চয়॥
তাৎপর্য্যার্থবিচারে যত্তপি—ভক্তিপর।
তথাপি না হয় সে কিঞ্চিৎ সুখকর॥
বরং শ্রীকৃষ্ণের তাহা-দ্বারায় বঞ্চনা।
বোধ হয় নিশ্চিত,—করিলে বিচারণা॥
সদা-শুদ্ধ-নিরুপাধি-কৃপার-আকরে।
সত্যপ্রতিজ্ঞ সখা সাধু-মিত্রবরে॥
সেই মহাপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্রেতে আমার।
দৃঢ়তর বিশ্বাস আছয়ে অনিবার॥
সাক্ষাৎ সংপ্রাপ্ত মহা-মনোহরাকার।
পরব্রহ্ম শ্রাপতি শ্রীদৈবকীকুমার॥
তাঁহা হৈতে মম প্রিয় নাহি ত্রিভুবনে।
তাদৃশোপদেশ তাঁর মাত্র প্রতারণে॥
শ্রীনকুল সহদেব কহেন তখন—
বিপত্তিসমূহে যেই ধৈর্য্য-আচরণ॥
শত্রুবর্গনাশ, অশ্বমেধযজ্ঞ পূর্ণ।
সম্পন্ন করিলা যেই কৃষ্ণচন্দ্র তূর্ণ॥
যশোরাজ্য-পুণ্য-আদি দুর্লভ সবার।
করিলেন কৃষ্ণ আমাদের যে বিস্তার॥
সে সকল কৃষ্ণকৃপা—আমরা না মানি।
ওহে ভগবান্ শ্রীনারদ! শুন বাণী—॥

কিন্তু মহাযজ্ঞোৎসব অনেক সম্পন্ন।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আপনি নিষ্পন্ন॥
অগ্রপূজা স্বীকার করিলা মহাশয়।
তাহে হর্ষ আছি মোরা—কৃপা সেই হয়॥
করিলেন উপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ এইক্ষণে।
তাহে সুদুঃখিত,—প্রাণ বাঁচিবে কেমনে॥
আমাদের গৃহপূজা করিয়া স্বীকার।
মহোৎসব সম্পন্ন থাকুক দূরে তাঁর॥
অত্যন্ত দুর্ঘট তাঁর হইল দর্শন।
অতএব কিসে আর বাঁচিবে জীবন॥
তাঁহাদের বাক্য সব করিয়া শ্রবণ।
দ্রৌপদী শোকেতে হৈলা বিমোহিত-মন॥
আপনারে স্থির করি কৃষ্ণা কতক্ষণে।
কান্দিতেকান্দিতে কহে গদ্গদ বচনে—॥
শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণসখা সর্ব্বক্ষণ।
করিবেন নানামত লজ্জা-নিবারণ॥
দুর্য্যোধন-দুঃশাসন-আদি দুষ্টগণে।
মারি অনুগ্রহ করিবেন প্রকাশনে॥
এই মতি ছিল সদা, এক্ষণে আমার।
পিতা ভ্রাতা পুত্র বহু হইল সংহার॥
কৃষ্ণেচ্ছানুসারে আর সিদ্ধি নিজাভীষ্ট।
ইহা ভাবি তাহে শোক না করি গরিষ্ঠ॥
হতবন্ধুজনা আমি—আমার সান্ত্বনে।
পার্শ্বে বসি কৃষ্ণ কৈলা সুযুক্তি-বচনে॥
সেই ঈষৎ-হাস্যযুক্ত বাক্যামৃতগণ।
মনোহর মধুর সুপেয় সর্ব্বক্ষণ॥
সে থাকুক দূরে, মম দৌভাগ্য-কারণ।
পূর্ব্বমত না করেন কৃষ্ণ আগমন॥
অতএব মুনিবর! কিবা দয়া তাঁর।
মানিব, আপনি দেখ করিয়া বিচার॥
ততঃপরে কুন্তী অতিশোকেতে পীড়িতা।
শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-প্রাণ-জীবন নিশ্চিতা॥
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আর অকৃপা স্মরণ।
করি, কান্দি সকরুণ কহেন বচন—॥
অনাথা সপুত্রা আমি—মোর বারবার।
আপদগণ হৈতে শীঘ্র করিলা উদ্ধার॥
দেবকী-মাতা হইতে কৃপা সবিশেষ।
কৃষ্ণের আমাতে অনুমিলাম অশেষ॥
আপনার অন্তেরগৃহেতে এইক্ষণ।
সর্ব্বদিগে হতবন্ধু যত নারীগণ॥
করে মহারোদন—সে করিয়া শ্রবণ।
ব্যাকুলিত নিরন্তর আছে মম মন॥

পূর্ব্বে কৃপা সবিশেষ যে ছিল প্রকাশনে।
মনেতেও স্থান নাহি পায় এইক্ষণে ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-রহিত।
সম্পদ সকল আমি তাজিয়া নিশ্চিত ॥
মাগিলাম কৃষ্ণস্থানে আপদ—পূর্ব্বেতে।
তাঁহার দর্শন পাই যে-সব-দ্বারেতে ॥

তথাহি (ভাঃ ১।৮।২৫)—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥ * ॥

ওহে জগতের গুরু যাদব ঈশ্বর!।
সেই সব বিপদ হউক নিরন্তর ॥
'পুনর্ভব'—শব্দে সংসারের দুঃখ কয়।
তাঁহার দর্শন যাহা হৈতে নাহি হয় ॥
অথবা 'অপুনর্ভব'-শব্দে মোক্ষ কন।
সে সুখ তুচ্ছতা করি যে করে জ্ঞাপন ॥
কিম্বা 'পুনর্ভব'—পুনর্ব্বার সে সম্ভব।
না হয় সাদৃশ্য যার অতুল্য-প্রভব ॥
যে আপদগণ হৈতে এমত দর্শন।
তোমার পাইয়ে প্রভু দেব জনার্দ্দন! ॥
পূর্ব্বে করিলাম এইপ্রকার প্রার্থন।
ঘটিল এক্ষণে দেখ অতি দুঃখগণ ॥
সংপ্রতিক নিষ্কণ্টক রাজ্যপদ দিয়া ॥
পাণ্ডবে জানিয়া সুখী—শ্রীকৃষ্ণ ত্যজিয়া ॥
দ্বারকানগরে করিলেন অবস্থিতি।
এই ত কারণে তাঁর আগমন প্রতি ॥
অপগত হৈল আশা, ইবে মানি আর।
আপন মরণ শীঘ্র—অনুগ্রহ তাঁর ॥
'কৃষ্ণ বন্ধুবৎসল হয়েন'—সদা এই।
আশারূপ সূত্র অবলম্ব করি যেই ॥
গাঢ়-সম্বন্ধ-বিচারে যদুগণ তাহা।
ছেদন করিল, কি কহিব মুনি! হাহা ॥
কৃষ্ণের পরম প্রিয়বর্গমুখ্য হন।
নিরুপম-প্রেমসিন্ধু-মগ্ন যদুগণ ॥
তেকারণে শীঘ্র তাঁহাদের সন্নিধান।
করহ আপনি মুনি! তথায় প্রস্থান ॥
তাহাদের অতুল মহিমা সে আপনে।
জানেন, আমরা কিবা করিব বর্ণনে ॥
পরীক্ষিত মহারাজ কহে—শুন মাতা!।
কৃষ্ণভাগিনেয়বধূ—সৌভাগ্য-বিখ্যাতা ॥
শীঘ্রতর মুনিবর উঠি ততঃক্ষণ।
শ্রীযুক্ত দ্বারকাপুরে করিলা গমন ॥

পুনঃপুন করি দণ্ডপ্রণাম-নিকর।
পুরমধ্যে প্রবেশ করিলা মুনিবর ॥
সৌভাগ্যবিশিষ্ট যদুপুঙ্গবসকল।
অনির্ব্বাচ্যগণে দেখি মানিলা সকল ॥
সুধর্ম্ম-নামক দেবসভা শ্রীযুক্তেতে।
বসিয়া আছে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদির ক্রমেতে।
সুখেতে শ্রীযাদব সকল হর্ষান্বিত।
নিজ-সৌন্দর্য্য-ভূষণে যুক্ত অপ্রমিত ॥
স্বর্গবর্ত্তী আর শ্রীবৈকুণ্ঠবর্ত্তী যত।
রাগ নৃত্য সংগীত কৌশল বহু-মত ॥
তাহার পরমোৎসবে নিত্য সেব্যমান।
পারিজাতপুষ্পের মালাতে সুশোভন ॥
বন্দিগণ সম্মুখেতে যোড় করি কর।
বিচিত্র-উক্তিতে স্তব করে নিরন্তর ॥
পরস্পর বিচিত্র নর্ম্মোক্তি-কেলি-দ্বারে।
হাস-পরিহাস-হর্ষে নানান-প্রকারে ॥
নিজতেজে সূর্য্যতেজ করে আচ্ছাদন।
অত্যন্ত মাধুরীময় লোক-আহ্লাদন ॥
নানাবিধ মহাদিব্য ভূষণে ভূষিত।
বৃদ্ধগণো ভক্তিবলে যৌবনে পূজিত ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বদনচন্দ্র-ক্ষরিত অমৃত।
নিরন্তর পান করি তৃপ্ত অধিকত ॥
উগ্রসেন মহারাজ বসি সিংহাসনে।
তাঁহারে বেঢ়িয়া শোভিয়াছে যদুগণে ॥
আদরেতে শ্রীকৃষ্ণদেবের আগমন।
সবে আছে প্রতীক্ষা করিয়া ব্যগ্র-মন ॥
শ্রীকৃষ্ণান্তঃপুরপথ করিয়া ঈক্ষণ।
অত্যন্ত সুব্যগ্রতর মানস-লোচন ॥
কৃষ্ণকথা-কথনে আসক্ত যদুগণ।
দেখিলা নারদ কোটিকোটি অগণন ॥
দ্বারপালমুখে শুনি মুনি-আগমন।
সম্ভ্রমে আকুল ধাইলেন যদুগণ ॥
দণ্ডপ্রণামে আসক্ত ছিলা মুনিবর।
বলে উঠাইলা তাঁরে ধরি দুই-কর ॥
লইয়া গেলেন সভামধ্যেতে তখন।
বসিবার হেতু দিলা মহাদিব্যাসন ॥
তাহে না বসিয়া মুনি বসিলা ভূমিতে ॥
যদুগণ বসিলেন তার চতুর্ভিতে ॥
যদুগণ পূজাদ্রব্য কৈলা আনয়ন।
তাহে নমস্করি মুনি ভক্তিযুক্ত-মন ॥
অঞ্জলি বান্ধিয়া মুনি উঠিয়া ত্বরায়।
বিনয়যুক্তেতে পুনঃপুন কহে তায়— ॥

ওহে কৃষ্ণপাদাব্জের মহানুকম্পিত ! ।
সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ সু-উত্তম-গুণান্বিত ! ॥
আমারে করহ দয়া—যেন অবিরত ।
তোমাদের কীর্ত্তিগানে ভ্রমিয়ে জগত ॥
আশ্চর্য্যাতিশয় শ্লাঘ্যতম যদুকুল ।
বৈকুণ্ঠনিবাসী হৈতে শোভয়ে অতুল ॥
এই ত মনুষ্যলোক শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ।
বৈকুণ্ঠ লঙ্ঘিয়া অতিশয় শোভা পায় ॥
অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসিজনে তত নয় ।
দ্বারকানিবাসিজনে যত কৃপা হয় ॥
হে পৃথি ! হইল তব সফল প্রয়াস ।
যাতে ইঁহাদের সব জন্ম কেলি বাস ॥
যে যদুগণের গৃহে দৈবকীনন্দন ।
নিবসি করেন অতি অপূর্ব্ব ক্রীড়ন ॥
যাহাদের দর্শন সম্ভাষণ ভোজন ।
স্পর্শানুগমন আর আসন ভোজন ॥
বিবাহ শয়ন—অন্ত দুশ্ছেদ্য দৈহিক-।
দৃঢ়-প্রেম-সম্বন্ধ আত্ম-সম্বন্ধে অধিক ॥
ইথে বদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ করেন অনুক্ষণ ।
স্বর্গ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ছেদি ভক্তিবিবর্দ্ধন ॥
বিস্তারেন যাদবগণের সুখভর ।
অনির্ব্বাচ্য প্রতিক্ষণে নব মহত্তর ॥
শয্যাসন গমন আলাপ ক্রীড়া স্নান ।
ভোজনাদি কার্য্যেও থাকিয়া বর্ত্তমান ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মগ্নচিত্ত হৈয়া যদুগণ ।
না করেন কদাপিহ আপনা স্মরণ ॥
মহারাজাধিরাজন ওহে উগ্রসেন ! ।
অত্যন্ত অদ্ভুত সুপ্রসিদ্ধ সে হয়েন ॥
তব মহাসৌভাগ্যমহিমা কোন্ জন ।
শক্ত হয় ত্রিভুবনে করিতে বর্ণন ? ॥
দেখ মহাশ্চর্য্য চমৎকার সু-বিবরি ।
প্রিয়জনপ্রেমের অধীন মহা হরি ॥
মহারাজোচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট ।
থাকহ আপনি যদুরাজ ! সুবিশিষ্ট ॥
সেবকের তুল্য অগ্রে দৈবকীনন্দন ।
সাদরেতে তোমারে করেন সম্বোধন—॥
অবধান কর দেব ! ভৃত্যেরে আদেশ' ।
কিবা করণীয়,—কর তাহার নিদেশ ॥
ওহে যদুগণ ! তোমাদিগে নমস্কার ।
নমামি সম্বন্ধধারী হয় যে তোমার ॥
পরীক্ষিত কহে—মাতা ! শুনিয়া কথন ।
ব্রহ্মণ্যদেবের অনুবর্ত্তী যদুগণ ॥
নারদের করি দুই চরণ গ্রহণ ।
নমস্কার করি সবে কহেন বচন— ॥
আমাদের মহাপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্র হন ।
তাঁরো পূজ্য তুমি পরমারাধ্য চরণ ॥
মহা-নীচ আমরা—জানিহ মুনি ! সার ।
নীচতুল্য কি-কারণে কর নমস্কার ? ॥
ব্রহ্মারে জিনিয়া তব বাক্যের চাতুর্য্য ।
তাহাতেই কহিতেছি এসব প্রাচুর্য্য ॥
আমাদের প্রতি যে কহিলে মহাশয় ! ।
যাদবেন্দ্রপ্রভাবে—সে অসম্ভব নয় ॥
কোনো গন্ধ শ্রীকৃষ্ণের যে-জন রাখয় ।
কিবা বাঞ্ছা সে-জনের সিদ্ধি নাহি হয় ? ॥
যেহেতুক কৃষ্ণ মহা-দয়ার আকর ।
অহেতুক পরমোপকারি-শ্রেষ্ঠতর ॥
দীনজননাথ মহামহিমসাগরে ।
স্মরণমাত্রেতে সর্ব্ব-অর্থ দান করে ॥
অনাশ্রয়িজনের অদ্বিতীয় শরণ ।
হীনের অধিক অর্থ করেন সাধন ॥
আমরা পরম দীন হীন নীচ জন ।
অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ভাজন ॥
তাঁহার প্রভাবে সব হয় ত ঘটন ।
বিচারে পর্য্যবসান কৃষ্ণে বিলক্ষণ ॥
কিন্তু আমাদের মধ্যে উদ্ধব শ্রীমান্ ।
শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহের সুস্থান ॥
শ্রীযাদবেন্দ্রের যিঁহ মহা মন্ত্রিবর ।
মহা-শিষ্য মহা-ভৃত্য মহা-প্রিয়তর ॥
আমাদের সকলেরে ত্যজি কোন স্থানে ।
মহাপ্রভু যদুনাথ করেন প্রয়াণে ॥
পুনর্ব্বার তাঁহারে ত করিলে দর্শন ।
পরিত্যাগজন্য দুঃখ না করে গমন ॥
নাহি জানি পুনর্ব্বার গমন কোথায় ।
করিবেন কৃষ্ণ—ইহা ভাবি দুঃখ পায় ॥
উদ্ধব পরম সুখী—নিত্য সন্নিধানে ।
থাকিয়া প্রভুর সেবা করেন বিধানে ॥
যেইকার্য্য আপন গমনযোগ্য হয় ।
তাহে উদ্ধবেরে পাঠায়েন মহাশয় ॥
সাম্ব করিলেন যবে লক্ষ্মণা-হরণে ।
কুরুগণ করিল তাঁহারে আবরণে ॥
আপন গমন যোগ্য তাঁহার মোচনে ।
হস্তিনায় উদ্ধবেরে করিলা প্রেরণে ॥
নন্দব্রজজনের আশ্বাস করিবারে ।
পাঠাইলা কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলে তাঁহারে ॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ হৈতে তাহাতে দ্বিগুণ।
পাইলেন অতি সুখ উদ্ধব নিপুণ ॥
হরির ভোজন-ক্রীড়া-কৌতুক-সময়ে।
থাকি নিত্য একা মহাপ্রসাদ লভয়ে ॥
শয়ন করেন যবে শ্রীযদুনন্দন।
করেন শ্রীপদদ্বন্দ্ব তবে সম্বাহন ॥
তার পরে নিদ্রাসুখে আবিষ্ট হইয়া।
নিদ্রা যান তাঁর ক্রোড়ে শ্রীপদে রাখিয়া ॥
কোন রহঃক্রীড়াস্থলে সঙ্গেতে তাঁহার।
গমন করেন অতি হর্ষেতে বিস্তার ॥
সভায় উত্তম মন্ত্ররত্নে মন্ত্রিবর।
নানা পরিহাস-উক্তি করে নিরন্তর ॥
হরিকৃত মনোহর শ্লাঘন করয়।
তাহে সুখবরি-প্রাপ্তি আমাদের হয় ॥
কিবা তাঁর সৌভাগ্যসমূহ কব আর।
অতি শিশুকালাবধি ব্যাপিয়া যাঁহার ॥
প্রভু-পাদপদ্ম-সেবা-রসাবিষ্ট মন।
মুর্খে বলে—বাতুল হইয়া এইজন ॥
সর্ব্বদা মাধবপাদপদ্মের সেবায়।
রসিকতা-মহত্ত্ব অদ্ভুত গুণ তায় ॥
এই মানুষিক দেহে ত্যজি নিজরূপ।
পাইলা হরির শ্যামসুন্দর স্বরূপ ॥
মনোহর-রূপ আর প্রভুর দয়িত।
প্রদ্যুম্ন হইতে শ্রীউদ্ধব সুনিশ্চিত ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট বনমালা পীতবাস।
মণি-মকরকুণ্ডল-হারাদি বিলাস ॥
নানা অলঙ্কার সব করিয়া ধারণ।
সহৃদয়গণ-মন করে আকর্ষণ ॥
কৃষ্ণাদর্শনাবসরে দেখিলে তাঁহায়।
দৈবকীনন্দন-ভ্রমে মন সুখ পায় ॥
পরীক্ষিত কহে—মাতা! ইত্যাদি বচন।
মহা সৌভাগ্য উত্তম করিয়া শ্রবণ ॥
উদ্ধবের গৃহে যাত্যে অতি হর্ষভরে।
উদ্যত হইলা মুনি নারদ সত্বরে ॥
জানিয়া নারদ-প্রতি তখন কহেন।
স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রুযুক্ত উগ্রসেন—॥
ওহে ভগবান্! পূর্ব্বে কহিলাম ইহ।
কৃষ্ণের আদেশ বিনা একক্ষণ তিষ্ঠঁ ॥
অন্যত্র কোথাও নাহি থাকেন উদ্ধব।
নিরন্তর বাস করে সহিত মাধব ॥
কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতি—তাঁরে করিয়া যাচন।
কদাপিহ নাহি পাই আমিহ যেমন ॥
কেবল অসতী রাজ্যরক্ষার কারণ।
কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতিলাভে হীন সর্ব্বক্ষণ ॥
রাজ্যরক্ষা-রূপ-আজ্ঞা-পালন কেবল।
সেবার আদরে মম উৎসব সকল ॥
মিথ্যা মম গৌরব-যন্ত্রণা করি হরি।
করিলেন বঞ্চনা—কি কহিব বিস্তরি ॥
তেমত উদ্ধব নহে কদাপি বঞ্চিত।
মহা-সৌভাগ্যবিশিষ্ট মহা-সুখান্বিত ॥
কৃষ্ণপার্শ্বে সেবার সৌভাগ্যে অতি সুখী।
আমাদের মত নহে কদাপিহ দুঃখী ॥
অতএব কৃষ্ণ-অন্তঃপুরেতে গমন।
করিয়া, উদ্ধবে তুমি করহ দর্শন ॥
আমাদের এ সন্দেশ তাঁরে নিবেদন।
করিবে আপনি মহাশয়! ততঃক্ষণ ॥
অদ্য শ্রীকৃষ্ণের আগমনের সময়।
বহি গেল, তথাপি না আলা মহাশয় ॥
আপনার সাথে আনি সভারে সনাথ।
করহ, কহিবে ইহা উদ্ধবের সাথ ॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ ভাবিয়া অন্তর।
শ্রীজয়গোবিন্দ মাগে কৃষ্ণভক্তি বর ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
প্রিয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠে মুন্যুক্তিতোঽশ্লোকং কৃতায়ামুদ্ধবাদিভিঃ।
চিত্রায়াং ব্রজবার্ত্তায়াং মোহঃ প্রেম্ণোচ্যতে প্রভোঃ ॥

কহে পরীক্ষিত নরপতি—।
ওমা আর্য্যে! কর অবগতি ॥
উদ্ধবের মাহাত্ম্য সে শুনি।
মহাপ্রেমরসাবেশে মুনি ॥

মহা-বিষ্ণুপ্রিয় মুনিবর।
বিস্মৃত হইলা বহুতর॥
হস্তে মাত্র আছে বীণা তাঁর।
বাজাইতে নাহি সংজ্ঞাকার।
সদা দ্বারকাতে করি বাস।
আছে অন্তঃপুরপথাভ্যাস॥
শ্রীকৃষ্ণের অট্টালিকাদেশ।
যেই পথে—করেন প্রবেশ॥
আশ্চর্য্য সে পথেতে গমন।
সদা পূর্ব্বাভ্যাসের কারণ॥
প্রভুর মন্দির-সন্নিধানে।
নারদ হইলা উপস্থানে॥
মহোন্মাদে যুক্ত কলেবর।
ভূতাবিষ্ট যেমত ইতর॥
ভূমিতলে স্খলন পতন।
অচেষ্ট থাকেন কোনক্ষণ॥
কখন উৎকম্প কলেবরে।
কখন লুঠেন ভূমি'পরে॥
আর্ত্ত হৈয়া কুত্রাপি রোদন।
কুত্রাপি করেন আক্রোশন॥
লম্ফ দিয়া কখন গমন।
কুত্রাপি গায়েন স-নর্ত্তন॥
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু সার।
আদি প্রেমসম্পদ বিকার॥
একবা'রে করেন আশ্রয়।
অতি উন্মাদিত মহাশয়॥
ওগো মাতা! তুমি এইক্ষণে।
সাবধানতরা হও মনে॥
মোরে স্থির করহ আপনি।
ধৈর্য্যসহ শুন গো জননি!॥
মন্দিরের প্রকোষ্ঠভিতরে।
শুতিয়া আছেন প্রভুবরে॥
সে দিবস উদ্ধব বিমন।
কোনো বৈমনস্যের কারণ॥
প্রভুপার্শ্ব ছাড়িয়া সে কাছে।
দেহলীর প্রান্তে বসি আছে॥
বলদেব দৈবকী রোহিণী।
আর বসি আছেন রুক্মিণী॥
সত্যভামা-আদি দেবীগণ।
বসিয়া আছেন অন্যমন॥
কংসমাতা পদ্মাবতী আরে।
ছলিল দ্রমিল-দৈত্য যারে॥
কৃষ্ণবার্ত্তা-প্রকাশ-কারিণী।
সেই স্থানে আছে নিবসিনী॥
দাসীগণ আছে সেই স্থান।
তুষ্ণী হৈয়া সবে বর্ত্তমান॥
শ্রীনারদ—অপূর্ব্বচেষ্টিত।
আইলেন তথা আচম্বিত॥
সবিস্ময় সকলে দেখিলা।
একবারে তখন উঠিলা॥
যত্নেতে করিয়া আনয়নে।
স্বাস্থ্য করিলেন তাঁরে ক্ষণে॥
প্রেম-অশ্রুজলেতে বদন।
ভিজিয়াছে মুনির সেক্ষণ॥
অল্পে-অল্পে করি প্রক্ষালন।
মনোদুঃখে দুঃখী সর্ব্বজন॥
কৃষ্ণনিদ্রাভঙ্গ আশঙ্কিয়া।
কহিছেন অনুচ্চ করিয়া—॥
ওহে মুনি! তোমার চেষ্টিত।
অদ্য কিপ্রকার প্রকাশিত?॥
আকস্মিক ব্যক্ত এইক্ষণ।
না দেখিনু আমরা কখন॥
ওহে ব্রহ্ম! না কহি বচন।
তুষ্ণী হৈয়া বৈস একক্ষণ॥
শ্রীনারদ শুনি এবচন।
অশ্রুধারে মুদ্রিত-নয়ন॥
যত্নেতে করিয়া উন্মীলন।
নমস্কার করিলা তখন॥
কম্প-পুলকেতে ব্যাপ্ত কায়।
মৃদু-স্বরে কহেন তথায়॥
শ্রীউদ্ধব নিকটে আছেন।
সম্ভাষণ সাক্ষাতে করেন॥
প্রেমবিবশেতে মুনিবর।
না করিয়া তাঁহারে গোচর॥
কহেন—উদ্ধব মহাশয়।
মনোহর সৌভাগ্য-নিলয়॥
তাঁহার সহিত সে আমার।
মিলন করাহ একবার॥
তাঁর পদধূলি পাই যবে।
মম আত্মা-শান্তি হয় তবে॥
পুরাতন আধুনিক যত।
ভক্তগণ—ভিতর জগত॥
না পাইলা অনুগ্রহ যেহ।
উদ্ধব পাইলা কৃপা সেহ॥

ভাগবতমধ্যে মহত্তম।
ত্রিজগতে নাহি যার সম ॥
হন মহাবিভূতি উদ্ধব।
কহিলেন স্বয়ং শ্রীমাধব ॥

তথাহি ভগবদ্বাক্যং (ভাঃ ১১।১৬।২৯।)
ত্বত্ত ভাগবতেষ্বহম্ ॥ ● ॥

ভক্তগণ হইতে মহিমা।
কি কহিব অধিক অসীমা ॥
ব্রহ্মা-আদি সকল তনয়।
বলরাম-আদি ভ্রাতাচয় ॥
মহাদেব-আদি সখাগণ।
লক্ষ্মী-আদি ভার্য্যায়ে গণন ॥
অনুপম শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার।
যার নাহি সাধারণ আর ॥
যে উদ্ধব অপেক্ষা নিশ্চিত।
প্রিয়তর নহে কদাচিত ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে।
সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণবচনে ॥
উদ্ধবের মহিমব্যঞ্জক।
সৌভাগ্যসমূহ-প্রকাশক ॥
অদ্ভুত প্রসাদ-জাত হন।
ত্রিজগতমধ্যে বিলক্ষণ ॥
উগ্রসেন-আদি যদুগণ।
যাহা অন্ত করিলা কীর্ত্তন ॥
কর্ণদ্বারা করি প্রবেশন।
হৃদয়ে করিয়া আক্রমণ ॥
ধূর্ত্ত চৌর-মত হঠ করি।
সব ধৈর্য্যধন নিল হরি ॥
এত শুনি স-সম্ভ্রম-মতি।
উদ্ধব উঠিয়া শীঘ্রগতি ॥
নারদের পাদদ্বয় ধরি।
ক্রোড়ে রাখি আলিঙ্গন করি ॥
কৃপাভর-পাত্রনির্দ্ধারণ।
অনুমানি নারদের মন ॥
মনে হৈল কৃষ্ণ-কৃপাচয়ে।
অনির্ব্বাচ্য যে প্রসাদ হয়ে ॥
শ্রীরাধিকা-আদি পাত্র তার।
ভাবি প্রেমসম্পত্তির সার ॥
হইলা পীড়িত অতি ক্ষীণ।
রোদনেতে বিবশ সুদীন ॥
যত্নে ধৈর্য্য আনি মুনিবরে।
সাবধান করিয়া সম্ভ্রমে ॥

পরোৎকর্ষাবলিত বচন।
উদ্ধব কহেন ততঃক্ষণ— ॥
হে সর্ব্বজ্ঞ মহামুনিবর!।
সত্যবাক্যগণশ্রেষ্ঠতর! ॥
প্রভো! কৃষ্ণভক্তিমার্গ যত।
আদিগুরু আপনি সম্মত ॥
যে কহিলে, সেই সব, আর—।
ইহা হইতে অধিক বিস্তার ॥
সত্য আমা প্রতি প্রকাশিত।
বর্ত্তমান আছয়ে নিশ্চিত ॥
ইহা আমি জানিয়ে বিদিত।
অন্তেও জানেন সুনিশ্চিত ॥
গিয়া ব্রজে ইদানী সে সব।
অনির্ব্বাচ্য কৈনু অনুভব ॥
তাহে মম সৌভাগ্যাভিমান।
সত্ত হৈল চূর্ণিত-বিধান ॥
সেই অনুভবেতে প্রাচুর্য্য।
কৃষ্ণপ্রসন্নতার মাধুর্য্য ॥
প্রেম-প্রেমবানের মাধুরী।
অদ্ভুত জানিনু আমি ভূরি ॥
সব ব্রজবাসির দর্শনে।
অতি ধন্য হইল আপনে ॥
অনুকম্পা প্রভুর তাহাতে ॥
সম্যক্ জানিয়া আপনাতে ॥
তথা তাঁর প্রসাদাতিশয়।
আস্পদ আপনারে নিশ্চয় ॥
জানি, অতি আনন্দসাগরে।
হইলাম নিমগ্ন তৎপরে ॥
গোপীগণ-মহিমা আখ্যান।
আমি যাহা করিলাম গান ॥
আর গোপী-পদরজ-লাগি।
গুল্ম-লতা হইবারে মাগি ॥
গোপীপদরেণু নমস্কার।
করিলাম, জানি যাহা সার ॥
তাহা সবে জানয়ে বিদিত।
ভাগবতে আছয়ে বর্ণিত ॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহের বিষয়।
শ্রীরাধিকা-আদি গোপীচয় ॥
আমা হৈতে অধিক-অধিক।
সুপ্রসিদ্ধ আছে সার্ব্বত্রিক ॥
তাহা ব্যক্ত করি এইস্থানে।
কহা নহে—জান অনুমানে ॥

সত্যভামাদির সে শ্রবণে।
দুঃখ হবে সাপত্ন্যকারণে॥
কিম্বা তাহা শুনিলে বিস্তার।
শ্রীকৃষ্ণের আর আপনার॥
পরম প্রেমের অনুভাবে।
পীড়াদি হইবে আবির্ভাবে॥
অতএব মুনিবর! শুন।
নমস্কার করি পুনঃপুন॥
কাকু-সহ করিয়ে প্রার্থনে।
সেই সব বৃত্তান্তশ্রবণে॥
যেই রস, তাহা হৈতে হবে।
মুনিবর! বিরাম করিবে॥
পরীক্ষিত কহেন তখনে—।
শ্রীরোহিণী দেবী সুবিমনে॥
চিরকাল গোকুলে বসতি।
তথাকার-জন-প্রিয় অতি॥
উদ্ধবের তাৎপর্য্যবচন—।
কৃষ্ণকৃপাপাত্র ব্রজজন॥
জানি, অশ্রুযুক্ত-বিলোচনী।
নারদেরে কহেন রোহিণী—॥
অহো মহা-দুর্দ্দৈব-যারিত।
সৌভাগ্যের গন্ধ-বিরহিত॥
নিমগ্ন দুর্দ্দৈবের সাগরে।
উরু-বহ্নিজ্বালাতাপ ধরে॥
বিরহে বর্দ্ধিত প্রেমাবেশে।
বিষতুল্য ব্যাকুল বিশেষে॥
গোপ-গোপী-ব্রজবাসিগণ।
তাহাদের কি কব কথন॥
ক্ষণকাল করিয়া চিন্তন।
হইতেছি সুখিনী এক্ষণ॥
হরিদাস! বার্ত্তা সে-সবার।
না করাহ স্মরণ আমার॥
বসুদেব আমারে যখন।
ব্রজ হৈতে কৈলা আনয়ন॥
মহার্ত্তা শ্রীযশোদা তখন।
করিলেন অনেক রোদন॥
তাহা শুনি পাষাণ গলয়ে।
বজ্রের অন্তর বিদারয়ে॥
নিশ্চিত ইহাতে নাহি আন।
নাহি পারি করিতে ব্যাখ্যান॥
কিন্তু একজনের অন্তর।
বজ্র হৈতে সুকঠিনতর॥
নাহি হৈল আর্দ্র তাহা শুনি।
দুঃখ আর কি কহিব মুনি!॥
শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ।
জীবনেতে-মৃত সর্ব্বক্ষণ॥
তাহাদের বার্ত্তা কোন্ জন।
করিবেক মুখেতে গ্রহণ॥
আমি অতি দুঃখিত অন্তরে।
আইলাম মথুরানগরে॥
তব প্রভু গুরুর আলয়।
হইতে আইলে সে-সময়॥
কুবুদ্ধি আমিহ হই অতি।
দুঃখেতে কিঞ্চিত তার প্রতি॥
সংক্ষেপেতে নিশ্চয় তাহার।
কহিয়াছিলাম সমাচার॥
তাহাতেহ মানস ইঁহার।
আর্দ্র নাহি হৈল একবার॥
যেহেতুক সন্দেশ-চাতুরী-।
বিদ্যাতে প্রাগল্ভ্য তব ভূরি॥
করিলেন তোমারে প্রেরণ।
না করিয়া আপনি গমন॥
আশ্বাস কি হইবে তাহাতে।
বাড়িল দ্বিগুণ দুঃখজাতে॥
এই কিবা প্রভুর তোমার।
মহা-কৃপা-প্রসাদ-বিস্তার॥
তাঁহাদের প্রতি হৈল বর্য্য।
কহিতেছ যাহার তাৎপর্য্য॥
প্রত্যক্ষ হইল মম সবে।
গেলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যবে॥
সেইদিনাবধি পুতনাদি।
দৈত্যগণ হইয়া বিবাদী॥
ইন্দ্র-বরুণাদি দেবচয়।
শকট, অর্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয়॥
অজগর-আদি বৃন্দাবনে।
বনে ক্লেশ দিল বহুক্ষণে॥
ব্রজবিনাশক উপদ্রব।
কিবা নাহি হইল উদ্ভব॥
তাহে ব্রজজনের তথাপি।
কৃষ্ণপ্রীতি ক্ষীণ ন কদাপি॥
নাহি করে তদনুসন্ধান।
নিত্য কৃষ্ণপ্রীতি বর্দ্ধমান॥
কৃষ্ণপ্রেমে হইয়া মোহিত।
উপদ্রবকালেতে নিশ্চিত॥

সদা কৃষ্ণমঙ্গল ইচ্ছেন।
কভু নিজ-ক্ষেম না চাহেন ॥
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণে জানে।
যদুনন্দনাদি নাহি মানে ॥
স্বাভাবিক-প্রেমেতে তাঁহার।
করেন যে কিছু ব্যবহার ॥
সব কৃষ্ণসুখের কারণ।
নিজ-সুখ না চাহে কখন ॥
ব্রজজনগণের তখন।
তব প্রভু না কৈল করণ ॥
গুপ্তে বাস করি বৃন্দাবনে।
নিজকার্য্য করিয়া সাধনে ॥
পরিত্যাগ-আদি কার্য্য যেই।
করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র এই ॥
কহিতে না কারেও জুয়ায়।
হবে অপকীর্ত্তি ব্যক্ত তায় ॥
এতেক শুনিয়া পদ্মাবতী।
কংসের জননী – দুষ্টা অতি ॥
দ্রুমিল-নামেতে দৈত্য-সঙ্গে।
পুত্রোৎপন্ন হৈল যার রঙ্গে ॥
অতএব সুধৃষ্ট-চেষ্টিতা।
জরাতে বিচার-বিনাশিতা ॥
কাঁপাইয়া মস্তক বচন।
কহিতে লাগিল ততঃক্ষণ—॥
অহো মহাকষ্ট গোপচয়।
অকৃপাবিশিষ্ট সুনির্দ্দয় ॥
তাহাদের হরি গোপালনে।
করিলেন কণ্টক-কাননে ॥
অচ্যুতে তাহারা কদাচিত।
পাদুকা না কৈল পরিহিত ॥
ক্ষুধাতুর হইয়া কখন।
তক্রাদিক করেন ভক্ষণ ॥
গোপনারী তাহার কারণ।
করিলেন কৃষ্ণেরে বন্ধন ॥
তাড়ন বিস্তর করিলেন।
বহুতর যে দুঃখ দিলেন ॥
সময়ের গতিকে তথায়।
সহিলেন কৃষ্ণ সমুদায় ॥
তাহাদের কৃষ্ণচন্দ্র হবে।
আর উপকার কি করিবে ? ॥
কৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরোহিণী।
সংপূর্ণ-গাম্ভীর্য্য-প্রজ্ঞা যিনি ॥

দুষ্টা পদ্মাবতীর বচন।
অবজ্ঞাতে না করি শ্রবণ ॥
প্রস্তুত কহিতে যাহা ছিলা।
সংপূর্ণ তা করিতে লাগিলা—॥
যদুরাজধানী-মথুরায়।
আসি কৃষ্ণ অরি মারি তায় ॥
দ্বারকায় সুখে নিবসেন।
রাজরাজেশ্বর হইলেন ॥
ইন্দ্রে পারিজাতের হরণে।
জিনিলেন অবলীলামনে ॥
নরকাদি-অসুর-সংহারে।
করিলেন বহু উপকারে ॥
তাহে দেববৃন্দ বন্দে পায়।
স্তব-স্তোত্র করি সর্ব্বদায় ॥
অহো তব ঈশ্বর কখন।
ব্রজবাসি-গোপ-গোপীগণ ॥
চিত্তেও স্মরণ নাহি করে।
গমন থাকুক দূরতরে ॥
এত শুনি দেবী শ্রীরুক্মিণী।
কৃষ্ণপ্রিয়া ভীষ্মকনন্দিনী ॥
শ্রীকৃষ্ণবক্ষেতে বাস যাঁর।
মানস জানেন সব তাঁর ॥
রোহিণীর বাক্য না সহিতে।
পারি, কিছু লাগিলা কহিতে—॥
ওগো মাতা ! শ্রীকৃষ্ণ-অন্তর।
নবনীত হৈতে মৃদুতর ॥
অন্তরের ভাব যে তাঁহার।
না জানি কহিছ এপ্রকার ॥
শুনিয়াছি যে সব কথন।
তাহা কর তোমরা শ্রবণ ॥
রাত্রে নিদ্রাসময়ে স্বপনে।
কিবা-কিবা কহেন বচনে ॥
কালিন্দী-যমুনা-আদি করি।
যত ধেনুগণ-নাম ধরি ॥
মধুর-মধুর প্রীত্যাখ্যানে।
ধেনুগণে করেন আহ্বানে ॥
শ্রীদাম, সুদাম, হে সুবল ! ।
স্তোককৃষ্ণ, হে মধুমঙ্গল ! ॥
আদি নাম করিয়া গ্রহণ।
সখাগণে ডাকেন কখন ॥
কখনো বা হইয়া ত্রিভঙ্গ।
মুখে বংশী লইয়া স-রঙ্গ ॥

মনোহর পরম আকৃতি।
অভিনয় করেন প্রকৃতি॥
কদাচিৎ কহেন—জননি!।
বিতরহ আমারে নবনী॥
কভু বলি 'শ্রীরাধে ললিতে'!।
আমারে ডাকেন ভ্রান্তিচিতে॥
কভু 'চন্দ্রাবলি'-সম্বোধনে।
'কিবা মোরে করহ বঞ্চনে'॥
ইহা কহি করে আকর্ষণ।
মম শাটী করিয়া গ্রহণ॥
কখনো বা নয়নের জলে।
শয্যা-আদি ভিজান সকলে॥
স্বপ্ন হৈতে উঠিয়া তৎক্ষণ।
আর্ত্তস্বরে করেন রোদন॥
যাতে মগ্ন হই মোরা সবে।
দুঃখ-শোকরূপ-মহার্ণবে॥
অদ্য রাত্রে স্বপ্নে কি দেখিয়া।
হৈলা শোকে বিকল কান্দিয়া॥
বিমনস্ক-কারণে পীড়িত।
শিরে বস্ত্র করিয়া অর্পিত॥
সুপ্ত-তুল্য পালঙ্কে আছেন।
নিত্যকৃত্য নাহি আচরেন॥
সত্যভামা শুনিয়া কথিতা।
স-সপত্নী হই ঈর্ষ্যান্বিতা॥
সহিতে না পারিয়া ভামিনী।
কহিতে লাগিলা—হে রুক্মিণি!॥
নিদ্রাতে সেমত আচরণ।
ইহা তুমি কি কর জল্পন?॥
কিমপি-কিমপি জাগরণে।
নিজচিত্তে করিয়া চিন্তনে॥
সুপ্ত-তুল্য করেন তাদৃশ।
বিস্তারিয়া কহিলা যাদৃশ॥
দ্বারকানগরে মোরা-সব।
নামমাত্র ভার্য্যা অনুভব॥
নন্দব্রজবাসি-গোপীচয়।
তাহাদের দাসী যারা হয়॥
বস্তুত তাহারা সুবিদিত।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া সুনিশ্চিত॥
তবে বলরাম নাহি পারে।
তাহাদের বাক্য সহিবারে॥
গোকুল গোকুলবাসিজন।
অতি প্রিয়তম যার হন॥
রুক্মিণ্যাদিবাক্য মিথ্যা মানি।
রোহিণীনন্দন রোষে বাণী॥
কহেন,—শুনহ বধূগণ!।
ভ্রাতার কহিলে আচরণ॥
ব্রজবাসি-সহজ-দৈন্যের।
বার্ত্তা-কথা-পর আমাদের॥
বঞ্চনানিমিত্ত সে আচারে।
কপটকার্য্যেতে পটুতরে॥
গোকুলে থাকিয়া মাসদ্বয়ে।
তাহাদের স্বাস্থ্যের আশয়ে॥
তাহাদের মন বুঝাবারে।
কহিলাম অনেকপ্রকারে—॥
তোমাদের বিরহে ব্যাকুল।
হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ আকুল॥
অতিদুঃখে করিতে সান্ত্বন।
করিলেন আমারে প্রেরণ॥
শেষ বৈরিবর্গ আছে যত।
তাহাদিগে করিয়া নিহত॥
অদ্য কিম্বা কল্য সুনিশ্চিত॥
স্বয়ং আসিবেন দিতে প্রীত॥
ইত্যাদি কহিয়া নানামত।
আর আচরিয়া লীলা কত॥
না পারিনু করিতে সান্ত্বনা।
করিলাম তবে বিবেচনা—॥
কৃষ্ণ-ব্যতিরেকেতে কখন।
না হইবে শান্ত ব্রজজন॥
ইহা দেখি শপথ বিবিধ।
শতশত দিয়া নানাবিধ॥
করি যত্ন বহু আচরণ।
ঈষৎ করিয়া আশ্বাসন॥
তাহাদের সম্মতি-ব্যতীত।
আইলাম এখানে ত্বরিত॥
কহিলাম কাতর-প্রকারে—।
গিয়া কৃষ্ণ! ব্রজে একবারে॥
করি বাল্যলীলাদ্যাচরণ।
ব্রজজন রক্ষহ জীবন॥
'যাইতেছি' মুখে মাত্র কহে।
মন তাঁর সেইমত নহে॥
মানসের থাকে যেই ভাব।
কার্য্যদ্বারা সাক্ষী অনুভাব॥
বাক্যে অন্য মুখে অন্য তাঁর।
কপট-পাটব এই সার॥

ইহা শুনি শীঘ্র ভগবান্ ।
শয্যা হৈতে করিয়া উত্থান ॥
প্রিয়-প্রেম-পরাধীন-মন ।
উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন ॥
গৃহমধ্য-হইতে তখন ।
বাহিরেতে করিলা গমন ॥
প্রফুল্ল-পঙ্কজ—নেত্রদ্বয় ।
অশ্রুধারা অনেক বর্ষয় ॥
পরমকারুণ্যতে কাতর ।
কহিছেন সগদ্গদস্বর— ॥
সত্যসত্য মহা-বজ্রসারে ।
ঘটিত হৃদয় এ আমারে ॥
যেহেতু এখনো দুইখান ।
না হইল বিদীর্ণ-বিধান ॥
বাল্যাবধি মোরে ব্রজজন ।
চিরকাল যে কৈলা পালন ॥
সেই প্রেম নহে সাধারণ ।
করিলাম সব বিস্মরণ ॥
কোনমতে তাহাদের হিত ।
কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য সুনিশ্চিত ॥
সে থাকুক, প্রত্যুত এখনে ।
কোমলাত্মা যত ব্রজজনে ॥
আমি ক্রূরমন অতিশয় ।
দিলাম অত্যন্ত দুঃখচয় ॥
ওরে ভাই সর্ব্বজ্ঞ উদ্ধব ! ।
তুমি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ-যতসব ॥
কহ অতি ত্বরায় বচন— ।
কি করিব ব্রজের কারণ ? ॥
এই শোকসমুদ্র দুষ্পার ।
হৈতে মোরে করহ উদ্ধার ॥
নন্দপত্নী-প্রিয়সখী তবে ।
দেবকী শুনিলা এত যবে ॥
পুত্রে স্নেহবতী অনুভব— ।
কহিলেন—যত্তপি উদ্ধব ॥
ব্রজে যাত্তে কৃষ্ণেরে কহিবে ।
তবে পুত্রবিচ্ছেদ হইবে ॥
এ আশঙ্কা করি নিজ-মনে ।
কহিলেন দেবী সেইক্ষণে— ॥
পরমোপকারি-ব্রজজন ।
যাহে বাঞ্ছে—দেহ ত এইক্ষণ ॥
তবে মূঢ়বুদ্ধি পদ্মাবতী ।
উগ্রসেনমহিষী দুর্ম্মতি ॥
বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী ।
রাজ্যদানে ভয় পায়্যা তহি ॥
পূর্ব্বে তাঁর বাক্য অশ্রবণে ।
রামমাতা করিলা হেলনে ॥
স্বামিরাজ্য-রক্ষার কারণ ।
চাতুরী করিয়া বিরচণ ॥
বাক্যের কৌশলে অশুচিত্ত ।
শ্রীকৃষ্ণেরে করিবা-নিমিত্ত ॥
যদুবংশগণের শরণে ।
কৃষ্ণে সুস্থ করিবা মননে ॥
পরিহাস-তুল্য পদ্মাবতী ।
সেইকালে কহিছে ভারতী— ॥
কৃষ্ণ ! কেন কর অনুতাপ ।
শুন মম মন্ত্রণা-বিলাপ ॥
একাদশবর্ষ দুইভাই ।
নন্দগোপ-মন্দিরেতে যাই ॥
গোচারণ করিলে তাহার ।
দেয় বা না দেয় বৃত্তি তার ॥
তোমরা যা করিলে ভোজন ।
গর্গহস্তে করায়্যা গণন ॥
জ্যোতির্বেত্তা গর্গ যে গণিবে ।
ন্যূনাধিক তাহাতে নহিবে ॥
অণু-কণ গণনে যতেক ।
হবে, তার দ্বিগুণ প্রত্যেক ॥
আমি নিজ স্বামীর দ্বারেতে ।
দেয়াব, শপথ কৈনু তাতে ॥
ভগবান্ এতেক শুনিয়া ।
শ্রুত বাক্য অশ্রুত করিয়া ॥
ব্রজবাসিজনের অভীষ্ট ।
নিজ কৃত্য হয় যেই ইষ্ট ॥
জানিয়াও যেন না জানেন ।
শোকবেগে উদ্ধবে পুছেন—
গোকুলবাসির অভিপ্রায় ।
আপনি জানহ সমুদায় ॥
হে বিদ্বান্-শ্রেষ্ঠ ! তাঁহাদের ।
কিবা হয় অভীষ্ট মনের ? ॥
বিলম্ব না করিয়া উদ্ধব ! ।
আমারে বলহ শীঘ্র সব ॥
দৈবকী যে কহিলা বিদিত— ।
'দিতে ব্রজবাসির বাঞ্ছিত ॥'
এই প্রশ্ন সেই অভিপ্রায় ।
করিলেন কৃষ্ণ শ্যামরায় ॥

'যদ্যপিহ কোন দানাদিতে।
বাঞ্ছা পূর্ণ তাদের নিশ্চিতে॥
নাহি হইবেক কদাচিত।
আপনার গমন-ব্যতীত॥'
জানিয়াও আপনি এ ভাষা।
মন্ত্রিবরে করিলা জিজ্ঞাসা॥
'মন্ত্রি-যুক্তিবচন লইয়া।
ব্রজে যাব সত্বর হইয়া॥
নারিবেক কেহ নিবারিতে।'
এই ভাবে পুছিলা নিশ্চিতে॥
সেই কৃষ্ণবাক্যের শ্রবণ।
করিয়া উদ্ধব ততঃক্ষণ॥
হৃদয়েতে দুঃখিত নিতান্ত।
প্রেমভরে বিবশ একান্ত॥
তাৎপর্য্য না করি অবধান।
যথাশ্রুত অর্থ করি জ্ঞান॥
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি ক্ষণ।
সানুতাপে কহেন তখন—॥
রাজরাজেশ্বরতা বৈভব।
আর দিব্য বস্তু যত সব॥
অন্য কিছু না করে কামনা।
নন্দাদিক ব্রজবাসিজনা॥
ইহলোকে পরলোকে আর।
কামনাবিষয় নাহি তাঁর॥
তোমারে কেবল সদা চাহে।
ব্রজবাসী সুদুঃখিত তাহে॥
আমি যাহা করিয়ে জ্ঞাপন।
অবধান কর ইথে মন॥
পশ্চাৎ বিচারি যে কর্ত্তব্য।
করিবেন যথোচিত ভব্য॥
আমি তাহা কি কব এখন।
স্বয়ং বুঝি করহ করণ॥
পূর্ব্বে তুমি নন্দের সহিত।
ভূষণাদি করিলে প্রেরিত॥
যশোদাদ্যা শ্রীরাধাদ্যা আর।
দেখি বস্ত্র সে-সব-প্রকার॥
হৈয়া মগ্ন শোকের সাগরে।
কহিলেন বাক্য পরস্পরে—॥
অহোবত মহৎকষ্ট এই।
ভূষণাদি পাঠাইলা যেই॥
এই-কৃপা-যোগ্য মোরা অতি।
জানিলেন শ্রীকৃষ্ণ সংপ্রতি॥
পূর্ব্বে নাহি ছিল এইমত।
ইবে মহা-দুর্ভাগ্য-নিয়ত॥
ধিক্-ধিক্ সেহেতু জীবনে।
কণ্ঠমধ্যে যে আছে এখনে॥
ধিক্-ধিক্ গোপগণে,—যারা।
কৃষ্ণ ত্যজি আনে অলঙ্কারা॥
তাথে তব গমন-আশয়।
ত্যাগ করি সবে সুনিশ্চয়॥
তব মাতা-যশোদা-সহিত।
মৃতপ্রায় সকলে নিশ্চিত॥
নির্দ্ধার্য্য করিয়া স্ব-মরণ।
আরম্ভিলা সবে অনশন॥
ততঃপরে নন্দ-মহাশয়।
কৃতাপরাধ-তুল্য দিনত্রয়॥
শক্তি নাহি কিঞ্চিত কহিতে।
শোকদুঃখে অত্যন্ত পীড়িতে॥
ব্রজের রক্ষিতে তব প্রাণ।
করি যুক্তি-কৌশল-বিধান॥
ব্রজে তব গমন-বচন।

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৫।২৩)—

জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥*॥

দিয়া বহু শপথ তখন॥
সাঁত্বাবারে ব্রজবাসিচয়।
কহিলেন নন্দ-মহাশয়—॥
প্রেমের বোধক দ্রব্য প্রথমেতে।
পাঠাইয়া দিল পুত্র এখানেতে॥
নহে তোমাদের অভিলাষ-জ্ঞানে।
প্রেরণ করিলা এসব এখানে॥
সত্যবাক্য কৃষ্ণ পশ্চাৎ ত্বরায়।
আসিবেন অতি-অবশ্য এথায়॥
নিজ প্রস্তুতার্থ যে আছে সেখানে।
শীঘ্র সেই সব করি সমাধানে॥
সরল-মানস-সকলে এ কথা।
শুনিয়া বিশ্বাস করিলা সর্ব্বথা॥
'করিলে ধারণ এই অলঙ্কার।
কৃষ্ণ হৃষ্ট হবে'—করিয়া বিচার॥
অলঙ্কার দেহে করিলা ধারণ।
কিন্তু না হইলা তাহে সুখমন॥
শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে করি আগমন।
প্রসাদ-ভূষণ-ধারণ-কারণ॥

আমাদিগে আজ্ঞাপালক দেখিয়া।
করিবেন কৃপা সন্তোষ পাইয়া॥'
আপনি না গিয়া স্বয়ং তথাকারে।
সমর্পিয়া যেই সন্দেশ আমারে॥
শ্রীব্রজধামেতে করিলা প্রেরণ।
কহিলাম আমি সকল বচন॥

তথাহি কৃষ্ণসন্দেশঃ (ভাঃ ১০।৪৭।২৯)—
ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী।
তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ॥ • ॥ ইতি

তব জ্ঞানমিশ্র এসব বচন।
শুনি শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ॥
নিরাশা হইয়া তব আগমনে।
হতপ্রায় হৈল যত ব্রজজনে॥
সাক্ষাতে তাঁদের দেখি সে প্রকার।
অতি দুঃখি-মন হইল আমার॥
'অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ আনিব এথায়।'
এই ত প্রতিজ্ঞা করিয়া তথায়॥
বহুযত্নে প্রাণ তাঁদের রক্ষিয়া।
আইলাম তব নিকটে ধাইয়া॥
তুমিহ তথাপি স্বয়ং নাহি গিয়া।
বলদেবে পুন দিলে পাঠাইয়া॥
মম-আগমন-পরে দুঃখি-চিত্ত।
ব্যাকুলিত তব প্রাপ্তির নিমিত্ত॥
পরিত্যজ সব বিষয়ের ভোগ।
যে অবস্থা হৈল তাহাদের যোগ॥
নিজাগ্রজে তাহা করহ জিজ্ঞাসা।
কহিবারে আমি না পারি সে ভাষা॥
এত শুনি কৃষ্ণ ব্রজের বিচ্ছেদে।
হইলেন মগ্ন সিন্ধুতুল্য-খেদে॥
তা দেখি দৈবকী-রুক্মিণ্যাদি সবে।
অবনত-ম্লানমুখ কান্দে তবে॥
কৃষ্ণ যাবে ব্রজে,—বিরহে তাঁহার।
ভাবে মনে—নাহি বাঁচিবেক আর॥
কৃষ্ণচন্দ্র অতি সুকোমল-মন।
সস্নেহে তাঁদের দেখিয়া বদন॥
না হইলা শক্ত সঙ্গ ত্যজিবারে।
ব্যগ্রচিত্ত কিছু নারে কহিবারে॥
লিখিবারে তবে পত্র আশ্বাসন।
একখণ্ড-পত্র মসীর যাচন॥
সঙ্কেত-দ্বারেতে করেন তখন।
এইরূপ পত্র করিতে লিখন॥

যথা (বৃহদ্ভাগবতামৃত ৬।১৬)—
প্রস্তুতার্থং সমাধায়াত্রত্যানাশ্বাস্য বান্ধবান্।
এবোঽহমাগতপ্রায় ইতি জানীত মৎপ্রিয়াঃ॥ • ॥

উপস্থিত প্রয়োজন আছে যাহা।
কথঞ্চিৎ করি সমাধান তাহা॥
দ্বারকানিবাসী যত বন্ধুজন।
যাদবাদি সবা করি আশ্বাসন॥
এই আমি তথা সমাগতপ্রায়।
হে মৎপ্রিয়া! ইহা জানিবে বিধায়॥
এইরূপ প্রেমপত্র আশ্বাসন।
ব্রজমধ্যে কৃষ্ণ করিতে প্রেষণ॥
স্বহস্তেতে তাহা করিলা লিখন।
সে কেবল গাঢ়-প্রতীতি-কারণ॥
পত্র-প্রস্থাপন-মাত্র কৃষ্ণেহিত।
অভিপ্রায়ে জানি উদ্ধব নিশ্চিত॥
ব্রজবাসিজন-মনোভিজ্ঞবর।
অত্যন্ত বেদনা পাইল অন্তর॥
অতএব করি উদ্ধব রোদন।
শপথপ্রদানে কহেন তখন—॥
পরম মধুর অতি মনোহর।
তব পাদপদ্মযুগল সুন্দর॥
বৃন্দাবনে শুভ প্রয়াণ ব্যতীত।
প্রেমপত্রাদিক হইলে প্রেরিত॥
না বাঁচিবে কোনপ্রকারে নিশ্চিত।
নাহি ইচ্ছে অন্য কিছু কদাচিত॥
ইহা আমি করিলাম সুনির্ণয়।
জান প্রভো! ইহা কহিনু নিশ্চয়॥
এত শুনি কংসমাতা সে কুমতি।
মাথা হেলাইয়া হাস্য করি অতি॥
কহে হুংকারিয়া—বুঝিল-বুঝিল।
নির্বুদ্ধে দৈবকি! বৃত্তান্ত যে ছিল॥
শ্রীনন্দাদ্যা চির গোরস দিলেন।
উদ্ধবেরে বশীভূত করিলেন॥
তাহার সাহায্যে পুত্রেরে তোমার।
আনাইয়া গোকুলেতে পুনর্ব্বার॥
অতি ভয়ানক সুদুর্গম বনে।
ব্যাঘ্রাদি-সেবিত কণ্টক-বলনে॥
নিজ পশুসব করাবে রক্ষণ।
এ ইচ্ছা করিল ধূর্ত্ত গোপগণ॥
এ কুৎসিত বাক্য শুনিয়া তাহার।
রামমাতা—প্রিয়সখী যশোদার॥

সহিতে অশক্তা হইয়া তখন।
অতি-কোপান্বিতা কহেন বচন—॥
আঃ কংসমাতা সুকুমতিবরে!।
গোরক্ষায় কৃষ্ণে নিযুক্ত কি করে?॥
ক্ষণমাত্র কৃষ্ণ না করি দর্শনে।
ব্রজজন নাহি বাঁচয়ে জীবনে॥
বনশোভা কৃষ্ণ দেখিতে কচিত।
বৃক্ষ-মধ্যে যদি হয় অন্তর্হিত॥
ওহে সতি! শ্রীদামাদি সহচর।
রোদন-সহিত ব্যাকুল অন্তর॥
'কৃষ্ণঃকৃষ্ণ' বলি মহা উচ্চস্বরে।
ডাকিয়া বেড়ায়—অন্বেষণ করে॥
ব্রজস্থিত শ্রীরাধিকাদির 'দিন'।
হয় 'রাত্রি' যেন প্রলয়কালীন॥
কৃষ্ণ-অদর্শনে লবমাত্র কাল।
চতুর্যুগতুল্য মানেন বিশাল॥
মুহুর্মুহু রবি করেন দর্শন।
পশু-ব্রজ-পথ হেরেন তখন॥
বিকালে শুনিয়া কৃষ্ণবংশীরবে।
মহাপ্রেমময়ী দশা পান সবে॥
এ-সব-প্রকারে—'কৃষ্ণ গিয়া বন।
গোরক্ষা করুন'—এ ইচ্ছা কখন॥
তাঁহাদের মধ্যে না ঘটে কাহার।
সবিশেষ ইহা কহিলাম সার॥
ইহ বৃন্দাবন-নবীন-বিপিনে।
গোবর্দ্ধনে আর যমুনাপুলিনে॥
সহ-সহচর সর্ব্বত্র ভ্রমণ।
করিবারে অতি সকৌতুকমন॥
গোবৎসাদি-সঙ্গে রঙ্গে নিত্য বনে।
সহাগ্রজ স্বয়ং করেন গমনে॥
যে সব বিপিনে বহু সরোবর।
সুনির্ম্মল জল অতি মনোহর॥
চক্রবাক চক্রবাকী দ্বয়ে মেলি।
সারস-সারসী করে কত কেলি॥
ডাহুক-ডাহুকী-আদি পক্ষিগণ।
মত্ত হৈয়া তত্র করে বিহরণ॥
প্রফুল্লিত চারু কমল উৎপলে।
অলির আবলি কেলি কুতুহলে॥
করয়ে তাহাতে গন্ধ প্রসারিত।
চতুর্দিগ সব করে আমোদিত॥
তেমত-প্রকার যমুনা আছয়ে।
মহাশ্চর্য্য-বিচিত্রতাময়ী হয়ে॥
শ্রীব্রজভূমির সঙ্গিনী সুগতি।
অনির্ব্বচনীয় অতি শোভাবতী॥
তথা বিন্ধ্যগিরি-আদির সম্ভবা॥
মানসগঙ্গাখ্যা নদীগণ সবা॥
কলিন্দজা-তুল্য অতি শোভাবতী।
যে সব বিপিন-মধ্যে বিলসতি॥
যমুনাদি নদী আর সরোবরে।
অতি রম্য তট—দেখিতে সুন্দরে॥
কোমল-বালুকাচিত তব্যন্তর।
তৃণগণ নবীন সদা নিকর॥
স্বাভাবিক দ্বেষ ত্যজিয়া বিহরে।
নানা মৃগ পক্ষী অতি মনোহরে॥
দিব্য-পুষ্প-ফল-পল্লব-আবলী-।
ভারে নম্র লতা-বৃক্ষাদি সকলি॥
সুমত্ত-ময়ূর-পিক-শ্রেণী আর।
করে নাদ তথা বিবিধ-প্রকার॥
ব্রহ্মা যোড়-করে নানান-প্রকারে।
অতি স্তুতি নতি সে করে যাহারে॥

তথাহি—

যথোক্তং ব্রহ্মণৈব (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)—
তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যামিত্যাদি।

বৃন্দাবনে ব্রজে গোবর্দ্ধনে আর।
নাহিক হরণ-হিংসা-ব্যবহার॥
সেহেতু রক্ষক-অপেক্ষা ন তথা।
স-মহিষ্যাদি গাবীগণ সর্ব্বথা॥
যাই প্রাতঃকালে বিপিনে সকলে।
স্বচ্ছন্দে খাইয়া তথা ঘাস-জলে॥
পুন আস্তে গৃহে সন্ধ্যার সময়ে।
তথা নাহি ক্লেশ গোরক্ষা-বিষয়ে॥
পুনঃ কংসমাতা কহিছে—রে বলে!।
শুন রোহিণি রামমাতা বাচালে!॥
যদি রক্ষকাপেক্ষা নাহি তথায়।
তবে এক্ষণে কেনে গবাদি তায়॥
রক্ষক কৃষ্ণের অভাবেতে নষ্ট।
হইল সকল—শুনিতেছি স্পষ্ট?॥
শ্রীগোপালদেব শুনি বৃদ্ধার বচন।
হইলেন সম্ভ্রমেতে পীড়িত বিমন॥
চিত্তে তাপ জন্মি শুষ্ক মুখাজ বিপুল।
প্রিয়জন-অপবার্ত্তা-শঙ্কায় ব্যাকুল॥
মধুপুরী-আগমন-হইতে প্রাচীন।
তাহার পরেতে যেই হয় অর্বাচীন॥

ব্রজের বৃত্তান্ত সব বলদেব জানে।
অশ্রুযুক্ত চাহিলেন তাঁর মুখপানে॥
বুঝিয়া ভ্রাতার ভাব রোহিণীনন্দন।
ব্রজের বৃত্তান্ত সব করিয়া স্মরণ॥
স্বধৈর্য্য-রক্ষণেতে অশক্ত হইলেন।
উচ্চ সুস্বরেতে কান্দি এব্যক্ত কহেন—॥
গবাদি তোমার প্রতিপালিত-জীবন।
না হয় বিচিত্র কিছু তাদের মরণ॥
বৃন্দাবন-বনবাসি মৃগপক্ষিগণ।
তাণ্ডীর-কদম্ব-আদি যে বৃক্ষগণ॥
তৃণলতা-নিকুঞ্জ-পুঞ্জাদি স্বজীবন।
তোমাতে করিল তাহা সকলে অর্পণ॥
যমুনাখ্যা নদী আর গিরি গোবর্দ্ধন।
কৃশতা হইল প্রাপ্ত—সংশয়-জীবন॥
তোমার বিচ্ছেদে অতি দুঃখের প্রভবে।
মরিল অনেক ব্রজনিবাসি-মানবে॥
কতক মানব তব সত্য বাক্য জানি।
আশায় কেবল তারা ধরি আছে প্রাণী।
অতঃপর শুনিবারে ইচ্ছা নাহি কর।
মহানর্থাপত্তি হবে তাহাতে প্রখর॥
তুমি যদি অবশিষ্ট ব্রজবাসিগণে।
অনুকম্পা প্রকাশ না করহ এক্ষণে॥
তবে যম অনুগ্রহ তাদিগে ত্বরায়।
করিবেন, তাতে দুঃখ যাবে সমুদায়॥
নির্বিষ কালিয়হ্রদ করিলে আপনি।
তাহাতে বিপুল শোক জানয়ে এখনি॥
ত্যজিতেন বিষপানে ত্বরায় জীবন।
নির্বিষ-কালিয়হ্রদে দুঃখ একারণ॥
শুন অন্য হেতু শোকে—কলিন্দনন্দিনী।
হৈল স্বল্পজলা ব্রজভূমিসম্বন্ধিনী॥
শুষ্করসা—তাহাতে প্রবেশ নাহি হয়।
মরণের অনুপায় দেখি দুঃখময়॥
আপনি করিয়া যারে করেতে ধারণ।
স্বর্গপ্রাপ্ত কৈলে—সেই গিরি গোবর্দ্ধন॥
তোমার বিরহে হৈল নীচ অতিশয়।
অতএব তাহা হৈতে পতন না হয়॥
নাহি বাহিরায় অনশনেতে জীবন।
তব নামামৃত করে যেহেতু সেবন॥
কিন্তু আমি অনুমানি—শুষ্ক মহাবনে।
দাবাগ্নি উপায় হবে তাঁদের মরণে॥
এত শুনি কৃষ্ণ—পরদুঃখেতে কাতর।
কোমলস্বভাব হৈলা অতি দুঃখিতর॥
মহা-দীন-তুল্য বলরামকণ্ঠে ধরি।
অঙ্গের চন্দন অশ্রুধারে ধৌত করি॥
অতি উচ্চ সুস্বরেতে করিয়া রোদন।
পরে রাম-সহ ভূমে লুঠেন তখন॥
হইলেন মূর্চ্ছিত শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম॥
সম্বিৎ নাহিক—বাক্য হইল বিরাম॥
রোহিণী, উদ্ধব, আর দৈবকী, রুক্মিণী।
সত্যভামা-আদি যত পুরবাসী যিনি॥
তাদৃশ রোদন আর দুঃস্থতা মোহিত।
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে অত্যন্ত দুঃখিত॥
বিকল হইয়া সবে করেন রোদন।
এরূপ শুনিয়া যত পুরবাসিজন॥
বসুদেব-সহ উগ্রসেনাদি যাদব।
মহা আর্ত্তস্বরে কান্দি ধাবমান সব॥
সেইস্থানে আগমন করিয়া সকলে।
প্রভুরে তেমত দেখি হইলা বিহ্বলে॥
গর্গ-সান্দীপনি-আদি আর পুরজন।
এমত দেখিয়া সবে বিমোহিত-মন॥
শ্রীল সনাতন গোস্বামির সুবর্ণন।
প্রেমোদয় হয় যার করিলে শ্রবণ॥
তার সর্ব্ব অর্থ ব্যাখ্যা করে সাধ্য কার্?।
কিঞ্চিৎ কেবল কহি আত্ম শোধিবার॥
শ্রীগুরু-চরণপদ্ম ভাবিয়া অন্তরে।
শ্রীজয়গোবিন্দদাস মাগে প্রেম-বরে॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবদনুগ্রহভরপাত্র-নির্দ্ধারখণ্ডে

প্রিয়তমো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তমে ব্রহ্মণো যুক্ত্যা মোহে শান্তে স্বয়ং প্রভুঃ।
গোপীনাং পরমোৎকর্ষমাহাত্ম্যং হর্ষয়ন্মুনিম্ ॥০॥

পরীক্ষিৎ কহে—দেহ মাতা! মন।
পরিবার-সহ শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥
মহার্ত্তি-রোদন করিলেন যেই।
সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলেক সেই ॥
ঝঞ্ঝাবায়ু-শব্দ—নির্ঘাতোল্কাপাত।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া হৈল মহোৎপাত ॥
গুরু-পুরোহিত-প্রভৃতি মোহিত।
নাহি প্রবোধক কেহ সন্নিহিত ॥
ব্রহ্মা স্বয়ং তথা কৈলা আগমন।
বেদ-পুরাণাদি-বৃত দেবগণ ॥
দেখিলেন কৃষ্ণে মোহিতাদিপর ॥
প্রিয়তমজন-প্রণয়-কাতর ॥
নিগূঢ় আপন মাহাত্ম্যের ভর।
প্রকাশ করিতে উদ্ভত অন্তর ॥
পূর্ব্বে যে মোহাদি-দশা নাহি ছিল।
তেমত অপূর্ব্ব দশা নেহারিল ॥
চতুর্ম্মুখ—পিতা গুরু আপনার।
মহানারায়ণে দেখি চমৎকার ॥
ভক্তিপ্রেমোদয়ে ধৈর্য্য গেল দূর।
ক্ষণকাল ব্রহ্মা কান্দিল প্রচুর ॥
যত্নে ধৈর্য্যযুক্ত করি আপনারে।
স্বাস্থ্য প্রভুবরে তবে করিবারে ॥
হৃদয়েতে চিন্তা করিয়া উপায়।
পাইলেন নিজ মানসে তাহায় ॥
তত্র কৃষ্ণপার্শ্বে গরুড় মোহিত।
ছিল রোদনেতে অতি মগ্নচিত ॥
উচ্চভাষে ডাকি করি সচেতন।
চতুর্ম্মুখ তারে কহেন বচন— ॥
রৈবতপর্ব্বত-লবণসাগর-।
মধ্যস্থলে এই দ্বারকাভিতর ॥
বিশ্বকর্ম্মা করিলেন সুনির্ম্মাণ।
যে শ্রীবৃন্দাবন অতি শোভমান ॥
শ্রীনন্দ-যশোদা-আদি শ্রীরাধিকা।
তাঁহার সঙ্গিনী যতেক গোপিকা ॥
ইত্যাদি সকল ব্রজপরিকর।
প্রতিমারূপেতে শোভিত ভিতর ॥
ব্রজবর্ত্তি-তুল্য শ্রীকৃষ্ণপালিত।
গোযূথপ্রতিমা আছয়ে নির্ম্মিত ॥
পক্ষি-মৃগ-আদি যেন বৃন্দাবনে।
তা-সবার মূর্ত্তি আছয়ে রচনে ॥
'স্বয়ং বৃন্দাবন এইস্থানে যেন।
আসিয়াছে'—নিঃসংশয় মানি হেন ॥
সেইস্থানে কৃষ্ণে অগ্রজ-সহিত।
এইমত মোহ যেন হয় স্থিত ॥
বিনতানন্দন! তুমি যত্ন করি।
অল্পে-অল্পে লৈয়া যাহ পৃষ্ঠে ধরি ॥
সেখানে যাউন রোহিণী কেবল।
অন্যজন কেহ না যাবে বিরল ॥
ব্রহ্মার প্রযত্নে সেই খগেশ্বর।
সুস্থ হইলেন বিশারদবর ॥
অল্পে-অল্পে তবে কৃষ্ণ-বলরামে।
উঠাইয়া লইলেন পৃষ্ঠধামে ॥
বসুদেবাদিরে ব্রহ্মা প্রবোধিয়া।
দিলেন স্বকীয় স্থানে পাঠাইয়া ॥
গরুড় লইয়া চলিল যখন।
রাম-কৃষ্ণ সংজ্ঞা পাইলা তখন ॥
সাক্ষাতের তুল্য আছে বর্ত্তমানে।
শ্রীনন্দ-যশোদা-প্রভৃতি যেস্থানে ॥
তথা অল্পে-অল্পে পালঙ্কোপরি ত।
শ্রীনন্দনন্দনে করিলা স্থাপিত ॥
শ্রীদৈবকী পুত্রবাৎসল্যনিষেবী।
শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামা-আদি দেবী ॥
কংসমাতা পদ্মাবতী যারাখ্যানে।
উদ্ধব-সহিত আসিয়া সেস্থানে ॥
তেন-মত দশা কৃষ্ণের দেখিয়া।
নাহি পারিলেন যাইতে ত্যজিয়া ॥
সেস্থান হইতে পান দেখিবারে।
দাঁড়াইলা আসি সবে তথাকারে ॥
ব্রহ্মার প্রার্থনে দূরে বৃক্ষান্তরে।
লুক্কায়িত হৈয়া থাকিলেন পরে
শ্রীকৃষ্ণের মোহোৎপাদন-কারণ।
যেহেতু নারদ কৈলা উত্থাপন ॥

সেইহেতু মানিলেন বোধাকারে।
কৃতাপরাধির তুল্য আপনারে॥
দেবগণ আর যদুগণ-সঙ্গে।
গমন নাহিক করিলেন রঙ্গে॥
শ্রীকৃষ্ণচরিত-মাধুর্য্যানুভব।
করিবারে মুনি দর্শনপ্রভব॥
হৈয়া অন্তর্দ্ধান কুতূহল নীয়া।
বান্ধি যোগপট্ট থাকিলা বসিয়া॥
গরুড় আকাশে হৈয়া অপ্রত্যক্ষে।
প্রভুবরে ছায়া করি নিজ-পক্ষে॥
থাকিলেন সেবা করিয়া মানস।
দেখিবারে কৃষ্ণচরিত সুরস॥
তবে কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম ক্ষণে।
কিঞ্চিৎ সুস্থতা পাইয়া তখনে॥
কৃষ্ণস্বাস্থ্য-হেতু ব্রহ্ম-মন্ত্রণারে।
প্রাপ্ত সেইস্থানে জানি অভিপ্রায়ে॥
বিচক্ষণশিরোমণি শীঘ্র করি।
নিজ অনুজের মুখপদ্ম'পরি॥
ধূলি-আদি যাহা লাগিয়া আছিল।
প্রযত্নেতে সমার্জ্জন করি দিল॥
বস্ত্রোদর-মধ্যে বংশীর অর্পণ।
শিঙ্গা-বেত্র কক্ষে দিলেন তখন॥
নব-কদম্বের মালা কণ্ঠে ধরি।
ময়ূরপুচ্ছের চূড়া শিরোপরি॥
গুঞ্জামালা আর মকরকুণ্ডল।
অয়ে-অয়ে কর্ণে দিলেন শ্রীবল॥
বিশ্বকর্ম্মার কল্পিত দ্রব্যজাতে।
রচিলেন বন্য বেশ সব তাতে॥
আপনার বেশ করি সেপ্রকারে।
লাগিলা উঠাতে বলে ধরি তাঁরে॥
বলদেব অতি-উচ্চতর-স্বরে।
ডাকিতে লাগিলা জাগাবার তরে—॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ! উঠ উঠ ভাই!।
জাগ-জাগ কেন নিদ্রা ভাঙ্গে নাই?।
দেখ বেলা অদ্য অতিক্রান্তা হৈল।
পশুগণ বন-প্রবেশন কৈল॥
শ্রীদাম-প্রভৃতি সখাগণ যত।
অপেক্ষায় তব আছে বিশেষত॥
মাতাপিতা তোমা-প্রতি স্নেহচয়।
কিঞ্চিতো কহিতে নাহি শক্ত হয়॥
সাক্ষাদ্বর্ত্তমানা এই গোপীগণ।
তব মুখপদ্ম করিয়া দর্শন॥
কর্ণাকর্ণি কিছু কহে পরস্পর।
হাসয়ে সকলে তোমার উপর॥
এইমত বহু জল্পনা শতেক।
পৌনঃপুন্য তথা কহেন অনেক॥
'শ্রীকৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ শ্রীমান্'।।
নাম ধরি-ধরি করেন আহ্বান॥
মুখচুম্বনাদি-মধুরোক্তি-দ্বারে।
প্রশংসন করি ডাকেন তাঁহারে॥
বলে বলদেব কৃষ্ণহস্তে ধরি।
চালান উঠান বহু যত্ন করি॥
বহুক্ষণে কিছু পাইয়া চেতন।
শ্রীনন্দনন্দন হৈয়া জাগরণ॥
'শিবশিব' ইতি কহি সবিস্ময়ে।
উঠিলেন তবু মোহিত হৃদয়ে॥
নয়নকমল করি উন্মীলন।
অগ্রে শ্রীনন্দেরে করিয়া দর্শন॥
ঈষৎ হাসিয়া হৈয়া লজ্জান্বিত।
শ্রীনন্দেরে প্রণমিলা নিয়মিত॥
যশোদা স্নেহেতে শ্রীকৃষ্ণ-আননে।
দিছেন নিমেষ-রহিত ঈক্ষণে॥
তেমত প্রতিমা-স্বরূপে মানিয়া।
পার্শ্বে দেখি কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া—॥
ওগো মাতা! অদ্য প্রভাতসময়ে।
কতকত স্বপ্ন—চিত্র অতিশয়ে॥
জাগরণ-তুল্য আমি এইক্ষণে।
নাহি করিলাম সকল দর্শনে॥
ব্রজ হৈতে আমি মধুপুরী গিয়া।
কংসাদিক দুষ্ট-দানবে নাশিয়া॥
জরাসন্ধ-আদি ভূপে করি জয়।
করিলাম সুখী দেব-সমুদয়॥
নির্ম্মাণ সমুদ্রতীরে করিলাম—।
'শ্রীদ্বারকা মহাপুরী' যার নাম॥
ইবে তত্রা আছে যাইতে গোচারে।
অদ্য বৃত্ত নাহি পারি কহিবারে॥
তবে অনিমেষা তাঁহারে দেখিয়া।
নিজ-নিদ্রাধিক্য-দুঃখিতা মানিয়া॥
মোহেতে প্রকৃতা জানি প্রতিমায়।
কহেন সান্ত্বনা-হেতু প্রতি মায়॥
এই দীর্ঘ স্বপ্নবিম্ব চিত্তহরে।
না উঠিল অদ্য-দিন-মত পরে॥
এসব বিচিত্র কর্ম্ম বহুকালে।
আচরিত হয় অত্যন্ত বিশালে॥

ক্ষণে স্বপ্ন-মধ্যে দেখিলা কেমনে।
বলদেব মানে, হেন জানি মনে॥
কহেন—হে আর্য্য! মহাশ্চর্য্য সব।
যদি তুমি নাহি মান অসম্ভব॥
তবে বনমধ্যে করিয়া গমন।
কহিব বিস্তারি সকল কথন॥
এপ্রকার কৃষ্ণ কহিয়া মাতায়।
সাদরে প্রণাম করিলেন পায়॥
বনভোগ্য যোগ্য দধ্যোদন-সর।
চাহি কৃষ্ণ প্রসারিত কৈলা কর॥
এত দেখি অত্যভিজ্ঞ শ্রীরোহিণী।
নিজমনে কৈলা বিচারণ তিনি—॥
এই শ্রীযশোদাপ্রতিমা হয়েন।
কিছু দিতে কথা কহিতে নারেন॥
তবে ভোগ্যদ্রব্য. প্রতিবাক্য আর।
ইঁহা হৈতে নাহি পাবেন বিস্তার॥
তাহাতে 'প্রতিমা' এই বুদ্ধি হবে।
অধিক অনর্থ হইবেক তবে॥
তাহা সম্বরণ করিতে তখন।
শ্রীরোহিণী দেবী কহেন বচন—॥
ওরে বৎস! তব জননী এখন।
তব নিদ্রাধিক্য করিয়া দর্শন॥
'অস্বাস্থ্য-শরীর অদ্য' জানি মনে।
অতি দুঃস্থচিত্তা আছেন এখনে॥
তুমি মাত্র পুত্র একল যাঁহার।
চিন্তা কেনে নাহি হইবে তাঁহার? ॥
অতএব বহু কথোপকথনে।
ওরে বাছা! অদ্য নাহি প্রয়োজনে॥
কৃষ্ণ কহে—তবে গৃহেতে রহিব।
বনে গিয়া কিবা ভোজন করিব?॥
শ্রীরোহিণী কহে—অগ্রেতে গোধন।
গোপগণ-সহ করিলা গমন॥
তুমিহ কাননে করহ গমন।
আমিহ উত্তম ভোগ্যোপকরণ॥
আয়োজন করি পশ্চাৎ এখন।
করিতেছি বনমধ্যেতে প্রেরণ॥
সুস্নিগ্ধা রোহিণী কহে এপ্রকার।
শ্রীকৃষ্ণ বন্দিয়া চরণ তাঁহার॥
মাতৃ-করতলে স্থিত নবনীত।
চৌর্য্য-রূপে তাহা করিয়া হরিত॥
নিজজ্যেষ্ঠে ডাকে করিতে ভোজন।
না পাইয়া নাহি খাইলা তখন॥

অস্বাস্থ্য দেখিয়া অনুজের অতি।
আর শ্রীকৃষ্ণের গোপীর সংহতি॥
স্বচ্ছন্দ-ভাষণে সঙ্কোচ না হবে।
একারণ অগ্রে রাম গেলা তবে॥
দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ না পাইয়া তাঁরে।
না খাইলা সেই নবনীতসারে॥
যশোদা-রোহিণী-সন্তোষ-কারণে।
কাকুবাদ-সহ বিনয়-বচনে॥
মধ্যাহ্নের ভোগ্য প্রার্থনা করিয়া।
চলিলেন গোষ্ঠে নির্গত হইয়া॥
অগ্রে দেখি চন্দ্রাবলী-আদি গণ।
নর্ম্মোক্তিতে কৃষ্ণ করি সম্ভাষণ॥
মধুর বেণুর গানে গাবীগণে।
অগ্রেগতো তার করেন রোধনে॥
অগ্রে শ্রীরাধিকা—সহ সহচরী।
দাঁড়ায়্যা আছেন দেখিয়া শ্রীহরি॥
ঈষৎ হাসিয়া কৌশল-সহিত।
শ্রীনন্দনন্দন কহেন কিঞ্চিত—॥
ওহে প্রাণেশ্বরি! প্রাপ্ত রহঃস্থানে।
অনুরক্ত ভক্ত আমারে এখানে॥
কেনে অদ্য নাহি কর সংভাষণী।
তবে কি হয়েছে মানিনী আপনি॥
অপরাধ কিছু নাহি করিলাম।
তাহাতে নিশ্চয় ইবে জানিলাম—॥
আপনি সর্ব্বজ্ঞা—ওহে প্রাণেশ্বরি!।
শ্রীবার্ষভানবি শ্রীব্রজসুন্দরি!॥
অদ্যকার মম স্বপ্নের বৃত্তান্ত।
সকলি আপনি জানিলা নিতান্ত॥
ওহে প্রাণপ্রিয়ে! তোমারে ছাড়িয়া।
মথুরায় আর দ্বারকায় গিয়া॥
মরণে উদ্যতা রাজপুত্রীগণে।
অনেক বিবাহ করিনু তখনে॥
পুত্র-পৌত্র-আদি অনেক বিস্তার।
জন্মিলেক দূরবর্ত্তী সে আমার॥
সেসব বৃত্তান্ত মানিনীত্ব আর।
থাকুক এক্ষণে হে প্রিয়ে! তোমার॥
অগ্রে গেল গাবী-সহচর-গণ।
যাব সেকারণ শীঘ্রতর বন॥
সন্তোষ সে অদ্য প্রদোষ-সময়ে।
প্রমোদ তোমার দিব হে নিশ্চয়ে॥
এইমত কথা কহি শ্রীরাধারে।
পুষ্পগণ ফেলি মারিয়া তাঁহারে॥

তবে চতুর্দিগ দেখিয়া তখন।
চুম্বনের সহ করি আলিঙ্গন ॥
অপূর্ব্ব রাধার প্রেমের গরিমা।
অনির্ব্বচনীয়—নাহি যার সীমা ॥
যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া মোহিত।
বাহ্যশূন্য—অতিশয় মুগ্ধচিত ॥
প্রতিমা রাধার করিয়া স্পর্শন।
ভ্রান্তি তবু নাহি করিল গমন ॥
এইমতে কৃষ্ণ গো-গোপ-সহিত।
অগ্রেতে গেলেন অতি মুগ্ধচিত ॥
ব্রজবেশ—পূর্ব্ব নহে দৃষ্টচর।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য মহা-মনোহর ॥
মধুর-মুরলী-রবেতে অন্বিত।
দেখিলেন যবে দৈবকী বিদিত ॥
স্নেহভরে তবে হইল বাহির।
বৃদ্ধাবস্থাতেও স্তনে হৈতে ক্ষীর ॥
শ্রীরুক্মিণী, মিত্রবিন্দা, জাম্ববতী।
সত্যা, ভদ্রা, আর লক্ষ্মণাখ্যা সতী ॥
দেখি ব্রজবেশ মহা-প্রেমোদয়।
হইল, কখনো যাহা নাহি হয় ॥
তাহে ধৈর্য্যহানি—কম্পাদি দেহেতে
মোহিতা হইয়া পড়িলা ভূমেতে ॥
পদ্মাবতী আর সত্যভামা পরে।
মহামত্তা হৈলা কামবেগ-ভরে ॥
মুহুর্মুহু আলিঙ্গনানুকরণ।
করিলেন করি বাহুপ্রসারণ ॥
চুম্বানুকরণে অধর-চালন।
করি হরি ধরিবারে ধাবমান ॥
কালিন্দীপূর্ব্বেতে কৃষ্ণ-বন্যবেশে।
দেখিয়াছিলেন ব্রজের নিবেশে ॥
প্রাজ্ঞবরা তাহে ধৈর্য্যাবলম্বন।
করিয়া, সহিত উদ্ধব তখন ॥
সত্যভামা, আর বৃন্দারে প্রবোধে।
বলে আকর্ষিয়া করিলা নিরোধে ॥
শ্রীগোবিন্দদেব গোচার-কারণে।
তথা হৈতে অগ্রে করিলা গমনে ॥
লবণসমুদ্রে করি নিরীক্ষণ।
তাহারে ‘যমুনা’ মানিয়া তখন ॥
সেইস্থানে করি বিহার-কামনা।
প্রমোদে হইলা ঔৎসুকিত-মনা ॥
মধুরোচ্চ-স্বরে নিজসখাগণে।
আহ্বান করেন শ্রীকৃষ্ণ তখনে— ॥
কোথা গেলে সখা শ্রীদাম সুবল ! ।
স্তোককৃষ্ণার্জ্জুন হে মধুমঙ্গল ! ॥
সবে আপনারা হৈয়ে ধাবমান।
হর্ষেতে ত্বরায় আইসহ এস্থান ॥
মধুর নির্ম্মল সুশীতল জল।
বহয়ে যমুনা অতি সুবিমল ॥
তাহে গাবীগণে জল পীয়াইয়া।
আপনারা অবগাহন করিয়া ॥
যথাসুখে আজি করিব বিহার।
সখাগণ ! নাহি বিলম্বন আর ॥
এইপ্রকারেতে গোগণ-সহিত।
সমুদ্র-নিকটে হৈলা উপস্থিত ॥
তরঙ্গের মহা কল্লোলমালার।
মহাকোলাহল-বিশিষ্ট তাহার ॥
তবে ইতস্তত করি নিরীক্ষণ।
সমুদ্রের তীরে প্রকট আপন ॥
করি মহাপুরী দ্বারকা দর্শন।
বিস্মিত হইয়া আপনা-আপন।
শ্রীকৃষ্ণ তখন কহেন বচন— ॥
কিবা ইহা সমুদ্রাদিক কি হয়।
মহাপুরীযুক্তা ব্রজভূমি নয় ॥
তবে কোথা আমি আছিয়ে এখন।
দ্বারকায় ?—ইহা নাহি লয় মন ॥
শ্রীনন্দনন্দন আমি কদাচন।
ব্রজবিনান্যত্র না করি গমন ॥
তবে অন্য কেহ হইবেক এই।
কেবা আমি—নাহি বুঝি হেতু সেই ॥
কিবা দ্বারকাতে রাজরাজেশ্বর।
অতি-বিলক্ষণ-বেশাদিক-পর ॥
তাহা নহি আমি—এ যে বন্যবেশ।
কেবা আমি—নাহি করিয়ে নিবেশ
এইত প্রকার সহ চমৎকার।
কহেন বিস্ময়ে কৃষ্ণ বারম্বার ॥
মহাসিন্ধু আর পুরী সে আপন।
পুনঃপুন হেরি করে বিচারণ ॥
তবে বলরাম কহেন তাঁহারে।
ব্রজপ্রেমে অনাবেশ করিবারে— ॥
ওহে মম প্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর ! ।
আপনারে অনুসন্ধান যে কর ॥
ব্রহ্মাদিক-দেবগণ-প্রার্থনায়।
ভূভার-হরণে অবতীর্ণ তায় ॥
সত্য সে শ্রীনন্দনন্দন আপনে ॥

তথাপিহ কিছু কহিয়ে বচনে ॥
বৈকুণ্ঠ হইতে আমার সহিত ।
যেহেতু আইলে—কর সম্পাদিত ॥
যদ্যপি আইলা গোলোক-হইতে ।
বৃন্দাবনে গূঢ় প্রেম আস্বাদিতে ॥
সে তত্ত্ব কহিলে হবে মোহাপত্তি ।
পুনর্ব্বার সেই হইবে বিপত্তি ॥
একারণ রাম তাহা আচ্ছাদিয়া ।
কহেন তাহারে অন্যথা করিয়া ॥
শ্রীগোলোকেশ্বর-আদিক বচন ।
না কহিলা রাম সেই যে কারণ ॥
দুষ্টের সংহার—শিষ্টের পালন ।
করহ হে প্রভু ! সব সম্পাদন ॥
ধর্ম্মরাজ পৈতৃষস্রেয় তোমার ।
এবে কর যজ্ঞ তাহার বিস্তার ॥
সার্ব্বভৌমপতি রাজা যুধিষ্ঠির ।
যজ্ঞ করিবারে করিল সুস্থির ॥
মহাবিক্রমেতে অনুশাল্বাদির ।
কিন্তু ভয়যুক্ত আছে যুধিষ্ঠির ॥
এমতে মধুর পরম কোমল ।
প্রেমবস ত্যাগ করাত্যে শ্রীবল ॥
রৌদ্ররসে ক্রোধ জন্মাইতে তাঁর ।
কহেন কিঞ্চিৎ অন্যথা-প্রকার— ॥
হস্তিনাতে গিয়া সহ যদুগণে ।
দুষ্ট দৈত্য সব করহ হননে ॥
বৈরতাতে তারা তব নিজজনে ।
বহুমত পীড়া দেয় অনুক্ষণে ॥
রসান্তর নীয়া এই ত প্রকারে ।
নিজ অনুজের স্বাস্থ্য করিবারে ॥
যে কহিলা বলরাম নানামত ।
শুনি কৃষ্ণ হৈলা ভাবান্তর-গত ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া কৃষ্ণ কহেন তখন— ।
ওহে ভাই ! অনুশাল্বাদিকগণ ॥
বরাকেরো মধ্যে তারা নাহি হয় ।
একা গিয়া আমি করি ইবে ক্ষয় ॥
আপনি প্রত্যয় কর এবচন ।
প্রতিজ্ঞা-সহিত করিল কথন ॥
এইমত প্রসঙ্গের সঙ্গতিতে ।
ত্যজিলেন প্রেমরসময়-চিত্তে ॥
পূর্ব্বমত স্বাস্থ্য হইল তখন ।
চতুর্দ্দিকে মুহুঃ করি আলোকন ॥
তবে যাদবেন্দ্র দ্বারাবতীশ্বর ।
আপনারে জানিলেন 'পরেশ্বর' ॥
প্রাসাদ-ভিতরে সুতিয়া ছিলেন ।
স্মরণ সকল বৃত্ত করিলেন ॥
বংশী করস্থিতা—বন্যবেশ সার ।
দেখিলা নিজের অগ্রজের আর ॥
করিলা প্রয়াণ পুরীর বাহিরে ।
গো পালেন যেই সমুদ্রের তীরে ॥
দেখি ভাবে—কোথা হৈতে বন্যবেশ ।
কে রচিল, ইথে বিস্ময়নিবেশ ॥
ইহা সত্য, কি অসত্য স্বপ্ন-সম ।
পাইলেন তাথে সংশয় বিষম ॥
তাহার কারণ হৃদয়ে ভাবিয়া ।
হাসিলেন অনুসন্ধান করিয়া ॥
তবে হলধর ঈষৎ হাসিয়া ।
হৃদয় প্রসন্ন কৃষ্ণের জানিয়া ॥
মোহ তাঁর আর ব্রহ্মার উপায়ে ।
গরুড়ের দ্বারা বহিঃ প্রাপ্ত তায়ে ॥
কহিলেন রাম হেতু-সমন্বিত ।
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলা লজ্জিত ॥
নিজ-জ্যেষ্ঠমুখ করিয়া লোকন ।
ঈষদ্ধাস্যযুক্ত হৈল শ্রীবদন ॥
তবে বলরাম সমুদ্রেতে নীয়া ।
স্নান করাইলা ধূলি ধোয়াইয়া ॥
সেইকালে শ্রীগরুড় মহামতি ।
জানি কৃষ্ণভাব—অন্তঃপুর-গতি ॥
আইলা, তাহাতে করি আরোহণ ।
অলক্ষিতে গেলা মন্দিরে আপন ॥
কৃষ্ণ-মৌগ্ধ্য-লীলা-অপগম সব ।
প্রসাদাগমন জানিয়া উদ্ধব ॥
দৈবকী-রোহিণী-আদি দেবীগণে ।
নানামতে তবে করিয়া চেতনে ॥
কৃষ্ণগমনাদি বৃত্তান্ত কহিলা ।
অন্তঃপুরে তাঁর নিকটে আনিলা ॥
বৃদ্ধা বার্ত্তাহারিণীরে অন্যস্থানে ।
তাঁরা সব করাইলেন প্রস্থানে ॥
হইবেক যে প্রসঙ্গ তথাকারে ।
পরম অযোগ্যা বৃদ্ধা থাকিবারে ॥
এহেতু অন্যত্র তাঁরে পাঠাইলা ।
শ্রীরুক্মিণী-আদি সকলে থাকিলা ॥
মাতা শ্রীদৈবকী রোহিণী দুজনে ।
আশীর্ব্বাদ বহু করিয়া নন্দনে ।
তৎকালে তাহাতে থাকা নহে যোগ্য ॥

জানি, সম্পাদন করিবারে ভোগ। ।
গত হয় কাল কৃষ্ণের ভোজন ॥
জানি দুহে শীঘ্র করিলা গমন ॥
বলদেব ভাই-ভাবে বিজ্ঞবর ।
স্নান ছলে গেলা মন্দিরে সত্বর ॥
রুক্মিণী-প্রভৃতি সব কৃষ্ণপ্রিয়া ।
তত্তাদির আড়ে থাকিলেন গিয়া ॥
সত্যভামা কৃষ্ণপার্শ্বে না আইলা ।
উদ্ধবেরে কৃষ্ণ সেহেতু পুছিলা ॥
হরিদাস শ্রীউদ্ধব কহে তবে— ।
রৈবত-নিকটে বৃন্দাবনে যবে ॥
প্রভুর বিজয় হইল, তখন ।
নন্দপ্রতিমাদি করিয়া দর্শন ॥
অনির্ব্বচনীয় যে প্রেমবিশেষ ।
অপ্রেমরসজ্ঞ-ভ্রামক নিঃশেষ ॥
শ্রীরুক্মিণী-আদি দেবীর সহিত ।
দূরেতে থাকিয়া হৈয়া লুক্কায়িত ॥
সে ভাব দেখিয়া সু-খলা দুর্ম্মতি ।
কহিতে লাগিলা তবে পদ্মাবতী— ॥
অরে পুণ্যহীনে দৈবকি বিরামে ! ।
রে রে রুক্মিণী দুর্ভগে সত্যভামে ! ॥
হে জাম্ববত্যাদি অর্ব্বাচীনা সব ! ।
দেখ-দেখ এই স্নেহের বৈভব ॥
অতঃপর নিজ নিজ অভিমান ।
ত্যাগ কর, নাহি দেহ' দেহে স্থান ॥
শ্রীযশোদা-শ্রীরাধিকাদি গোপীর ।
কামনা করিয়া দাসীত্বপ্রাপ্তির ॥
তপস্যা করহ উত্তমপ্রকার ।
কহিলাম আমি এই বাক্যসার ॥
বৃদ্ধার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিলা ।
প্রথমে দৈবকী অভিজ্ঞা কহিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত-জগত-আধার ।
যিনি হন পুন আধার তাঁহার ॥
সে দৈবকী ক'ন—মূর্খে ! শুন এই ।
নন্দাদিবিষয় কৃষ্ণপ্রেম যেই ॥
নহে সেই অসম্ভাবনা কখন ।
তাহাতে আশ্চর্য্য কিবা মান মন ? ॥
পূর্ব্বজন্মে বসুদেবের সহিত ।
করিলাম বহু তপস্যা নিশ্চিত ॥
ভগবান্-তুল্য পুত্র আমাদের ।
জন্মুক'—কামনা করিয়া মনের ॥
বরদগণের ঈশ্বর ইহাতে ।
আমাদের পুত্র হইলেন তাতে ॥
নন্দ-যশোমতী ব্রহ্মারে প্রার্থনা ।
কৈলা 'কৃষ্ণে ভক্তি—প্রেমের লক্ষণা' ॥
ব্রহ্মা ভক্তশ্রেষ্ঠ—তাঁর দত্ত বর ।
কৃষ্ণদত্ত বর হইতে প্রবর ॥
তাহাতে শ্রীনন্দ যশোমতী আর ।
সহ ব্রজবাসী নিজ-পরিবার ॥
আমাদেরো হৈতে মহিমার সীমা ।
পাইলেন তাঁরা জগতে গরিমা ॥
শ্রীনন্দ যশোদা অতি-স্নেহভরে ।
কৃষ্ণের পালন বহুযত্নে করে ॥
এহেতু কৃষ্ণের তাঁহাদের'পর ।
এতাদৃশ ভাব উপযুক্ততর ।
মম প্রিয় সেই হয় অতিশয় ।
কহিলাম তত্ত্ব তোরে যে নিশ্চয় ॥
শ্রীরুক্মিণীদেবী হর্ষের সহিত ।
কহিতে লাগিলা করি সবিদিত ॥
ভক্তসকলের যে-বাক্য শ্রবণে ।
প্রেমবৃদ্ধি হয় শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥

যথা শ্রীরুক্মিণীবাক্যং, বৃহদ্ভাগবতামৃত ৭।৭০—

যা ভর্ত্তৃপুত্রাদি বিহায় সর্ব্বং,
লোকদ্বয়ার্থান্ অনপেক্ষমাণাঃ ।
বাসাদিভিস্তাদৃশবিভ্রমৈস্ত,
দ্রীত্যাভজংস্তত্র তমেনমার্ত্তাঃ ॥৩॥

যে গোপিকাগণ সকল ত্যজিয়া ।
স্বামি-পুত্র-মিত্র-প্রভৃতি করিয়া ॥
ইহ-পরলোক যতেক সাধন ।
তাহার অপেক্ষা না করিয়া মন ॥
অতি ব্যগ্রা—বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে ।
এই কৃষ্ণে সুমধুর-বিভূষণে ॥
পরম রহস্য—অযোগ্য প্রকাশে ।
এমতপ্রকারে মধুরিত আশে ॥
অনির্ব্বচনীয় রাসাদিবিলাসে ।
ভজিলেন সবে কৃষ্ণসুখ-আশে ॥

তথা (বৃহদ্ভাবতামৃত ৭।৭১)—
অতো হি যা নো বহুসাধনোত্তমৈঃ,
সাধ্যস্য চিন্ত্যস্য চ ভাবযোগতঃ ।
মহাপ্রভোঃ প্রেমবিশেষপালিভিঃ,
সৎসাধনধ্যানপদত্বমাগতাঃ ॥৩ ॥

আমাদের বহু উৎকৃষ্ট সাধনে।
সাধ্য,—ভাবযোগে চিন্ত্য সর্ব্বক্ষণে॥
সে কৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমের।
শ্রেণীতে করিয়া উৎকৃষ্টতরের॥
সাধ্য-সাধনের পদত্বপ্রাপিকা।
তাদৃশ ভজনে হইলা গোপিকা॥

তথাচ (বৃহদ্ভাগবতামৃত ৭। ৭২)—
তন্ত্বৈতস্য হি ধর্ম্মকর্ম্মসুতপৌত্রাগারকৃত্যাদিষু,
ব্যগ্রাভ্যোঽস্মদথাদরৈঃ পতিতয়া সেবাকরীভ্যোঽধিকঃ
যুক্তো ভাববরো ন মৎসরপদক্ষোহ্যাহভাগ্ভ্যো ভবেৎ,
সংশ্লাঘ্যোথচ মৎপ্রভোঃ প্রিয়জনাধীনত্বমাহাত্ম্যকৃৎ॥

গোপীগণ হৈতে অন্তর অনেক।
আমাদের আছে, শুনহ প্রত্যেক—॥
গোপীগণ হন ইহ-পরকাল।
অশেষ-অপেক্ষা-রহিত নিশ্চাল॥
আমরা সুব্যগ্রা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সুত-।
পৌত্রাগার-গৃহ-কার্য্যাদি-সংযুত॥
তাঁরা রাসক্রীড়া-আদি সুবিলাসে।
ভজিলেন কৃষ্ণে অতি প্রেম-আশে॥
আমরা স্বামিত্বে করিয়া আদর।
সেবামাত্র তাঁর করিয়ে অন্তর॥
ঔপপত্যভাবে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে।
নানা বিলাসেতে ভজেন আনন্দে॥
আমরা বিধানমত বিবাহিতা।
গার্হস্থ্যধর্ম্মেতে ভজিয়ে বিদিতা॥
অতএব গোপীগণে ভাববর।
শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় নিরন্তর॥
আমাদেরো হৈতে অধিক যে হয়।
উপযুক্ততম সেই সুনিশ্চয়॥
অতএব তাহে মাৎসর্য্যবিষয়।
আমাদের কদাচিত নাহি হয়॥
অতি-শ্রেষ্ঠ-সহ নিকৃষ্টজনের।
সপত্নীত্বভাব হইবে কিসের?॥
স্বামিনীগণের সহিত যেমন।
দাসীসকলের না হয় বিমন॥
অথচ সে-ভাব-বর শ্লাঘনীয়।
নিরন্তর হয় অনির্ব্বচনীয়॥
আমার প্রভুর প্রিয়জনাধীন।
মাহাত্ম্যকারক যে হয় প্রবীণ॥
তবে জাম্ববতী-আদি দেবীগণ।
শুনি শ্রীরুক্মিণীদেবীর বচন॥

'সাধু সাধু সাধু' বলিয়া তখন।
করিলেন সকলে অনুমোদন॥
সত্যভামামাত্র তাহা না সহিলা।
মানগৃহে শীঘ্র প্রবেশ করিলা॥
শ্রীউদ্ধব এইপর্য্যন্ত কহিয়া।
রহিলেন তবে বিরাম করিয়া॥
শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা সক্রোধিত।
তাহাতে শরীর হইল কম্পিত॥
শ্রীমদ্গোপীজনা প্রাণনাথা যাঁর।
তাঁদের প্রেমের হয় আজ্ঞাকার॥
সেই গোপীজনে মাৎসর্য্য-বচন।
সহিবারে নারে শ্রীকৃষ্ণ কখন॥
অতএব সত্যভামার মাৎসর্য্যে।
কহিতে লাগিলা অতিক্রোধচর্য্যে—॥
মূর্খরাজ সত্রাজিত নরপতি।
তাহার কন্যার সেইমত মতি॥
যাহ ওরে দাসীসকল! ত্বরায়।
ধরিয়া তাহারে আনহ এথায়॥
শ্রীগোপালনারী-রতিতে রসিক।
স্বামীরে দিবারে আনন্দ অধিক॥
'পরম-বিদগ্ধ-চূড়ামণি তায়ে।
প্রিয়ামানভঙ্গে সুখী' অভিপ্রায়ে॥
করিয়াছিলেন অভিমান রামা।
বিদগ্ধা-মধ্যেতে শ্রেষ্ঠা সত্যভামা॥
দাসীদের প্রতি সেমত আদেশ।
কৃষ্ণের শ্রবণ করিয়া বিশেষ॥
মান-সময়াদি অভিজ্ঞা তখন।
বিচক্ষণা ত্যজি ভূমির শয়ন॥
উঠি অঙ্গধূলি করিয়া মার্জ্জন।
শীঘ্র করিলেন তথা আগমন॥
অসময়ে মানে প্রবৃত্ত্যে লজ্জিতা।
স্বামির ক্রোধেতে হৈয়া ভয়ান্বিতা॥
স্তম্ভ-আড়ে নিজদেহ লুকায়িতা।
রহিলেন সত্যভামা অবিদিতা॥
সৌরভ্যবিশেষ-লক্ষণেতে জানি।
ক্রোধাবেশে কৃষ্ণ ব্যক্ত কহে বাণী—॥
অরে সত্রাজিত-দুর্বুদ্ধির সুতে!।
অরে অতিশয় ক্ষীণচিত্তযুতে!॥
সুরতরু হৈতে পুষ্প পারিজাতে।
নারদ আনিয়া দিলেন আমাতে॥
সে কুসুম আমি রুক্মিণীরে দিলে।
সেকারণ মান যেমত করিলে॥

শ্রীরাধিকা-আদি ব্রজজন'পরে।
আমাদের প্রেম হয় ত নির্ভরে ॥
সে অতি প্রণয় হইতেও মান।
করিতেছ তুমি তেমত বিধান ॥
না জানহ কিবা আমারে অবরে ! ॥
ব্রজজনেচ্ছানুসারী নিরন্তরে ॥
তোমা-আদি-দারাপুত্রাদি-ত্যজনে।
ভদ্র নাহি মানে ব্রজজন মনে ॥
যদি মানে ভদ্র ত্যজিলে সকল।
তোমারি শপথ করিয়ে প্রবল ॥
সত্যসত্য কহি তবে এইক্ষণে।
করি আমি শীঘ্র সকল ত্যজনে ॥
স্তুতি করি ব্রহ্মা যে কহিল চয়।
বৃদ্ধ-প্রামাণিক-বাক্য মিথ্যা নয় ॥

তথাচ দশমস্কন্ধে (ভাঃ ১০।১৪।৩৫)—
এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা,
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥ ০ ॥

তাঁদের প্রত্যুপ্রকারে শক্ত নই।
অতএব মহা-ঋণী আমি হই ॥
যদ্যপি তাঁদের প্রীতের কারণে।
গমন করিয়া থাকি বৃন্দাবনে ॥
তথাপিহ কিছু স্বাস্থ্য যেই হয়।
বিচারিয়া হেন মনে নাহি লয় ॥
আমার দর্শন-মাত্রে সুগম্ভীর।
প্রেমের উদয় হইবেক স্থির ॥
তাহাতে পরম-সম্ভ্রমে বিকলে।
হইবেন সুনিশ্চিত সে সকলে ॥
স্বেদকম্পাদিক সাত্ত্বিক-বিকার।
অতিশয় দেহে হইবে প্রচার ॥
তাহাতে অত্যন্ত মোহিত হইবে।
বাহ্যবৃত্তি মাত্র কিছু না রহিবে ॥
মূর্চ্ছাতেহ নাহি স্ফূর্ত্তির বিরাম।
শ্রীগোপীগণের,—সত্য কহিলাম ॥
আপনারে, দেহদৈহিকাদি আর।
পতি, পুত্র, গৃহকার্য্যের প্রকার ॥
গোপীজন সব কিছুই না জানে।
সে-সম্বন্ধি অন্য কার্য্য কোন্ খানে ॥
অতএব বিনা বাহ্যানুসন্ধানে।
স্বাস্থ্য তাঁহাদের নাহি হবে প্রাণে ॥

যদি কহ—মোহে নহে অজ্ঞান।
মম স্ফূর্ত্তিমাত্র থাকয়ে সন্ধান ॥
স্ফূর্ত্তিদ্বারে বাহে হত ত দর্শন।
বিগাঢ়-প্রেমের এইত লক্ষণ ॥
ফলাধিকতর তোমার দর্শনে।
অবশ্যই স্বাস্থ্য হবে গোপীজনে ॥
সত্য বটে, তথাপিহ তাহাদের।
দুঃখবিশেষ-বিশিষ্ট মানসের ॥
সদ্য স্বাস্থ্যচিত্ত নিশ্চিত না হয়।
কিম্বা ভাবি-বিরহের শঙ্কা রয় ॥
দেখিলেহ মোরে করি অনুভব।
শাম্য কভু নাহি হবে সেইসব ॥
আমার বিচ্ছেদে যেই চিন্তাগণ।
তাহে আকুলিত তাহাদের মন ॥
যেমত বহুল-উপবাস-পর।
ক্ষীণধাতু—অতি ক্ষুধাতুর নর ॥
অন্ন পাইলেই অস্বাস্থ্য-না যায়।
কিন্তু তাহা ভোজনেতে শান্তি পায় ॥
সদ্য নহে,—তাহাতেই ক্রমে হয়।
সেইমত দৃষ্টিমাত্রে স্বাস্থ্য নয় ॥
ক্রীড়াদিক-দ্বারে চির-সুমিলনে।
তাহাদের দুঃখশান্তি হয় মনে ॥
আবশ্যক নানাকৃত্য-সমুচ্চয়ে।
ব্যগ্রহেতু মোর চির বাস নয়ে ॥
ভাবি-বিরহের করিয়া চিন্তনে।
তাঁহাদের স্বাস্থ্য নাহি হবে মনে ॥
তাঁহাদের হর্ষনিমিত্ত বিধান।
যাহাযাহা আমি করিয়ে নির্ম্মাণ ॥
তাহে শ্রীরাধাদি-গোপিকাগণের।
সদ্য হয় দুঃখ দ্বিগুণ মনের ॥
না দেখিলে আমারে ত সুনিশ্চয়।
প্রদীপ্ত-বিরহবহ্নি জ্বালা হয় ॥
তাহাতে বিকলা হইয়া নিশ্চিত।
মোহে মৃতাতুল্য হয়ে কদাচিত ॥
কখন উন্মাদ-হতা ইব হয়ে।
বহুবিধ ভাব মধুর ভজয়ে ॥
আমার পরম-স্নিগ্ধামল-শ্যাম-।
কান্তির সদৃশ অন্ধকারধাম ॥
শ্রীগোপিকাজন দেখেন যখন।
আমা-বুদ্ধি তাহে করিয়া তখন ॥
সচুম্বন তাহে করে আলিঙ্গন।
যাহে নিরন্তর সপ্রণয় মন ॥

আমার লীলায় ভক্তি কোন্ জনে।
যদি বি,—অযোগ্য সকলে শ্রবণে ॥
অতএব বৃন্দাবনে মম স্থিতি।
জানিয়ে সতত সমান অস্থিতি ॥
মম সন্দর্শনে হয়েন বিকলে।
অন্তর্দ্ধান হই তাহাতে বিরলে ॥
অদর্শনে পুন ব্যাকুল দেখিয়া।
সাক্ষাৎকার হই সত্বর করিয়া ॥
কোনমতে স্বাস্থ্য শ্রীগোপীজনার।
না করিতে পারি—অস্বাস্থ্য আমার ॥
অতএব মহা ঋণিত্ব আমার।
সুপ্রসিদ্ধ আছে শ্রীগোপীজনার ॥
অতএব ব্রজে না করি গমন।
শুন তোমাদের বিবাহে কারণ—॥
শ্রীগোপিকাগণ-বিরহে যখন।
মথুরানগরে কৈলুঁ নিবসন ॥
বিবাহকরণে তথা কোন-ক্ষণে।
কোন ইচ্ছা মম নাহি হৈল মনে ॥
ওহে মানিনি! নতুবা মথুরায়।
করিতাম আমি বিবাহ তথায় ॥
তবে অতি-ব্যগ্র মানস হইয়া।
স্বয়ম্বরে ভীষ্মনন্দিনী হরিয়া ॥
করিলাম সে বিবাহ যে-কারণ।
তাহা কহি ব্যক্ত, করহ শ্রবণ—॥
আমারে না পায়্যা শ্রীমতী রুক্মিণী।
প্রাণত্যাগে বাঞ্ছা করিলেন ইনি ॥
আপন আর্ত্তির বিজ্ঞপ্তি-লিখন।
করিলেন বিপ্রহস্তেতে প্রেরণ ॥
মমজ্ঞাতে পত্রী পঢ়িলা ব্রাহ্মণ।
শুনি যাত্রা করিলাম সেইক্ষণ ॥
জরাসন্ধ-শিশুপাল-আদি করি।
মহাদুষ্ট-নৃপশ্রেণী-দর্প হরি ॥
রুক্মি-প্রভৃতিরে যুদ্ধে করি জয়।
দেখিতেছে যত নরপতিচয় ॥
তার মধ্যে হৈতে হরিয়া ইহায়।
কুণ্ডিন হইতে আনি দ্বারকায় ॥
আবশ্যক-কৃত্যে করিলুঁ বিবাহ।
নহে মনঃপ্রীতিহেতু সে নির্ব্বাহ ॥
শ্রীগোপীগণের সাদৃশ্য কিঞ্চিত।
রুক্মিণীতে আমি দেখিয়া বিদিত ॥
মহা-শোকার্ত্তি-জনক সে দর্শনে।
আধিক্যেতে স্মৃতি হৈল গোপীগণে ॥

তাহাতে পরম-আকুলিত-মন।
হইলাম অতি ব্যগ্র সর্ব্বক্ষণ ॥
ষোড়শ-সহস্র শতাধিক যত।
নন্দব্রজকুমারিকাগণ যত ॥
পতিত্বে আমারে প্রাপ্তির কারণ।
কাত্যায়নীব্রত কৈলা আচরণ ॥
তাঁহাদের কিছু দেখি নিদর্শন।
কিছু সুস্থ করিবারে নিজ মন ॥
তোমাদিগে তাবতেরে দ্বারকায়।
করিলাম আমি বিবাহ এথায় ॥
অহো হে ভামিনি! শুনহ বিদিত।
ব্রজের সে সব সুখ সুনিশ্চিত ॥
মহিমার সহ আমারে ত্যজিল।
নিজোচিত-স্থানে ব্রজেতে রহিল ॥
পরমানির্ব্বাচ্য পরম-মোহন।
শ্রীমন্নন্দ-আদি ব্রজবাসিজন ॥
তাহাদের সঙ্গে যে সব বিহার।
চিত্র-হৈতে-চিত্র—চিত্ত-চমৎকার ॥
তাহাতে আনন্দসাগর-তরঙ্গে।
মন মগ্ন নিত্য থাকিত সুরঙ্গে ॥
ব্রজভূসম্বন্ধি তত্রকালে স্থিত।
দিবারাত্রি কিছু না জানি বিদিত ॥
পুতনা-প্রভৃতি দুষ্ট দৈত্যগণ।
অবহেলে আমি করিল মারণ ॥
মহা ভয়ানক কালিয় দমন।
করি, হ্রদে-হৈতে কৈলুঁ নিঃসারণ ॥
অতি উচ্চতর গিরি গোবর্দ্ধন।
বামহস্তে আমি করিলুঁ ধারণ ॥
বাল্যক্রীড়া-কৌতুকেতে এসকল।
করিলাম—যাহে আনন্দ প্রবল ॥
অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ-সাগরে।
আমি হইলাম নিমগ্ন নির্ভরে ॥
ব্রহ্মা-ইন্দ্র-নারদাদি আসি সবে।
করিলে আমারে নানাবিধ স্তবে ॥
তাদের দর্শনে আর সম্ভাষণে।
দুঃখ মানি দেব-কার্য্য-বিস্মরণে ॥
সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-রূপ নিরুপমে।
মদনমোহন বেশের সুষমে ॥
পূর্ব্বে যাহা কভু না কৈলুঁ বিদিত।
তাহে সর্ব্বাংশে কৈলুঁ সংক্ষোভিত ॥
মহাপ্রেমভরে মোহিলুঁ জগত।
সমাধিসুখেতে নহে অভিমত ॥

সদা-অনুরাগরসাস্বাদ-মন।
দূরেতে থাকুন ব্রজবাসিজন॥
গোপসব আর শ্রীগোপিকাগণ।
প্রেমভরে করি রূপাদি দর্শন॥
বিমোহিত তাঁরা হয়েন উচিত।
তাহা কিবা আমি কহিব বিদিত॥
আকাশ-বিমানে বিধি রুদ্র আর।
ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ সুবিস্তার॥
মুনি ঋষি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ।
বিদ্যাধর-সহ অপ্সরের গণ॥
গাবী বৃষ বৎস মৃগ পক্ষী সব।
বৃক্ষ গুল্ম লতা তৃণ নবোদ্ভব॥
নদী গিরি বন—যত চরাচর।
সচেতন অচেতন সবিস্তর॥
তথায় আকাশে স্থিত জলধর।
বায়ু-বশগত বায়ু সে অপর॥
সবে প্রেমপ্রবাহোত্থিত বিকারে।
রুদ্ধিত হইয়া বিবিধ-প্রকারে॥
ত্যজি নিজনিজ স্বভাব সকলে।
পরিবৃত্তিগুণ পাইলা প্রবলে॥
ব্রহ্মা-আদি দেব অতি জ্ঞানবান্।
অনিশ্চিততত্ত্ব হৈয়া মোহ পান॥
পশুসকল পরম জ্ঞানিভাব।
পাইল যেমত সমাধিপ্রভাব॥
স্থাবর কম্পেতে জঙ্গমের গুণ।
জঙ্গম চেতন হরি স্থির পুন॥
যমুনার জল হয় শিলাময়।
শিলা দ্রবীভূত হৈয়া জল হয়॥
করিতেছি আমি স্তুতি প্রেমভরে।
না মানিহ এইপ্রকার অন্তরে॥
সত্য কি অসত্য এসব কথন।
এই কালিন্দীরে কর জিজ্ঞাসন॥
ব্রজজন-সহ স্বচ্ছন্দ-বিলাস-।
আনন্দের যিনি সাক্ষিণী প্রকাশ॥
সম্প্রতিক পরিহাসবাক্য আর।
নানাক্রীড়া—সিন্ধুজলাদ্যে বিহার॥
কুতূহল এথা করিয়া অনেকে।
নিজ-জ্ঞাতি-যদুগণেরে প্রত্যেকে॥
ব্রজবাসিতুল্য প্রেম অসাধারে।
নাহি হই শক্ত প্রাপ্ত করাবারে॥
গোপিকার মান—চিত্ত-আকর্ষক।
যাহাতে আনন্দ বাঢ়ে বিশেষত॥

তোমাসকলের মানের ভঞ্জন।
দুষ্কর আমারে হইল এখন॥
অতএব আমি বাধিত লজ্জায়।
অতি প্রিয়া বংশী ত্যজিলুঁ এথায়॥
ইথে বুঝ—যথা-স্থানে সে আমার।
আবির্ভাব হয় মহিমা-বিস্তার॥
লীলাকরণেচ্ছা তেমত-প্রকার।
স্থানবিশেষেতে হয় ত প্রচার॥
হায়হায় আমি শ্রীব্রজভুবনে।
যেইসব লীলা কৈলুঁ আচরণে॥
দূরেতে থাকুক সেই লীলাগণ।
অশক্ত করিতে এথা নিরূপণ॥
যদি কহ—তাহা বিনা-নিরূপণ।
কদাচন নাহি হয় ত শ্রবণ॥
তাহাতে সুপ্রেমরস-বিস্তারণ।
তব অবতার-মুখ্য-প্রয়োজন॥
কলিতে সম্পন্ন হইবে কেমনে?।
তাহার উত্তর করহ শ্রবণে—॥
সুপ্রসিদ্ধ এক ব্যাসের নন্দন।
ব্রজলোকতুল্য মম প্রিয় জন॥
ব্রজবাসি-সম মহাপ্রেমভর-।
প্রভাবেতে অতি-গদ্গদ-অন্তর॥
মম বাল্যলীলা-প্রভৃতি কিঞ্চিতে।
কহিবেন শিষ্যবরে পরীক্ষিতে॥
করিলুঁ যাহার জীবন রক্ষণ।
নিরূপম তার হয় গুণগণ॥
এমতে পরম গোপনীয় ভায়।
হইবেক কলিকালেতে প্রকাশ॥
যেইস্থানে বক্তা-শ্রোতা সে-প্রকারে।
হইবেক প্রভাবেতে তথাকারে॥
কলিকালেতেও কোনকোনস্থানে।
সে-রস-সঞ্চার হবেক আখ্যানে॥
এইমত ব্রজভাগ্যের বৈভব।
ক্রোধাবেশে কহিতেছেন মাধব॥
'মহার্ত্তি-রোদন-ভাব পুনর্ব্বার।
পূর্ব্বমতে কিবা হইবেক তাঁর॥
এ আশঙ্কা মনে করি মন্ত্রিবর।
মহিষীগণেরে সঙ্কেতিলা-পর॥
সত্যভামা-সহ রুক্মিণী-প্রভৃতি।
তথা হৈতে করিলেন অভিস্থিতি॥
উদ্ধব প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রোদনের সহ বিনয় করিয়া॥

নানাপ্রকারেতে তবে স্তবিলেন।
অল্পে-অল্পে তাঁরে শান্ত করিলেন॥
প্রভুর ভোজন-নিমিত্তে ত্বরিতে।
অন্ন-পান-আদি-দ্রব্যাদি-সহিতে॥
শ্রীদেবকী শ্রীরোহিণী দেবী আরে।
আনিলেন শ্রীউদ্ধব তথাকারে॥
কৃতস্নান বলদেবে ততঃক্ষণ।
সেইস্থানে করাইলা প্রবেশন॥
বিজ্ঞাপন তবে প্রভুরে করেন—।
'দ্বারান্তে নারদ দাঁড়ায়্যা আছেন॥'
শুনি সর্ব্ব-অন্তর্যামী প্রভুবর।
নারদের সব জানিয়া অন্তর॥
অনর্থোদয়ক চেষ্টা নারদের।
তাহে নাহি হৈল উৎপন্ন ক্রোধের॥
নন্দব্রজজন-মহিমাতিশয়-।
প্রকট-করণে যেহেতু আশয়॥
শ্রীনন্দনন্দন কহেন হাসিয়া—।
অন্ত কে রাখিল তাঁরে নিরোধিয়া ?॥
প্রত্যহ যেমত অবারিতদ্বার।
নারদ আসেন নিকটে আমার॥
তেমত না আস্তে কেনে এথাকারে ?।
দ্বারী কেহ নাহি নিবারিবে তাঁরে॥
শ্রীউদ্ধব তবে ঈষৎ হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রাঞ্জলি হইয়া—॥
অপরাধভয়ে নিরুদ্ধ আছয়ে।
অতিপ্রেমভরে সুলজ্জিত হ'য়ে॥
তবে শ্রীব্রহ্মণ্যদেব অগ্রে গিয়া।
আনিলা নারদে হস্তেতে ধরিয়া॥
কহিতে লাগিলা শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র—।
হে আমার প্রীতি-উৎপাদনে ব্যগ্র!॥
ওহে শ্রীনারদ মহা-সুহৃত্তম!।
করিলে আপনি অতি হিত মম॥
হে রসিকোত্তম! লজ্জা নাহি কর।
এ স্বভাব রসিকের নিরন্তর॥
যদি কহ—মহামোহ-উৎপাদনে।
বন্ধুদুঃখ দিলে—হিত কোন্ ক্ষণে ?॥
তাহে শুন,—প্রিয়জনের বিরহে।
দাবানলতুল্য বেগ সুদুঃসহে॥
দুরন্ত-শোকের আবেশেতে হয়।
অন্তরে সন্তাপ জন্মে প্রেমময়॥
দুঃখমত বৈক্লব্যতা অতিশয়।
প্রথমে যদ্যপি সুগাঢ় জন্ময়॥

তথাপিহ সেই দুঃখের পশ্চাতে।
অথবা তাহার পরিপাক-সাতে॥
যে প্রমোদরাশি-স্ফূর্ত্তি হয় তায়।
মিলনের সুখ হৈতে শ্লাঘ্য পায়॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ।
নিরন্তর হয় তাহে মম প্রেষ্ঠ॥
সুনিশ্চিত মনোরম অতি প্রিয়।
তাদৃশ-রসিকজন-জ্ঞাপনীয়॥
বিরহজ-শোক-দুঃখ-শান্তি-পরে।
চিত্ত সুপ্রসন্ন সম্পূর্ণতা ধরে॥
সংপ্রাপ্ত-সম্ভোগ-মহাসুখে যেন।
সম্পন্নের তুল্য থাকে সদা তেন॥
সেইমত ভাব বাঞ্ছে পুনর্ব্বার।
দুঃখমধ্যে সুখ মানে বহুবার॥
প্রিয়তম-বিরহিজনের মনে।
সে-ভাব-অভাব না হয় কখনে॥
কোনমতে যদ্যপি অভাব হয়।
পরম দুঃখিত চিত্ত তাহে রয়॥
হিমে জাড্যতম পদাদি শরীরে।
অগ্নিস্পর্শজ্ঞান হিমে হয় ধীরে॥
মিথ্যা সে অনল-স্পর্শন-প্রত্যয়।
পরমজাড্যতা মাত্র সত্য হয়॥
সেইমত মিথ্যা দুঃখের প্রতীতি।
সুখের সমূহ তাহে জান নিতি॥
যাহাদিগে নাহি আমার বচন।
রুচে, তাহাদের মতেও—কথন॥
বিরহে ভাবনা সে প্রিয়তমের।
স্মরণদ গাঢ় উপকারী হের॥
কোনমতে প্রিয়জনের স্মরণ।
জীবনদানের পরম কারণ॥
প্রাণাধিক-প্রিয়গণ-বিস্মরণ।
কখন হৈলে সে সুনিন্দ্য মরণ॥
আপন জীবনতুল্য প্রিয়জনে।
কদাপি সম্ভব নহে অস্মরণে॥
তথাপিহ কোন বিশেষ কারণ।
স্মৃতি হয় অতি হর্ষের জনন॥
যেন মহোৎসব-সহিত জীবন।
প্রকৃষ্ট হর্ষের হয় ত কারণ॥
মহোৎসব-আদি-সুখেতে রহিত-।
জীবনে না হয় প্রহর্ষ নিশ্চিত॥
দারিদ্র্যাদিদুঃখে অতিশয় শোক।
জীবনেতে প্রাপ্ত হয় যত লোক॥

সেইমত প্রেম বিনা সুনিশ্চিত।
প্রিয়জনগণ-স্মরণ বিদিত॥
এপ্রকার অন্য মহা উপকার।
করিলে আপনি—সম নাহি যার॥
অতি প্রেমসহ গোপীর স্মরণ।
করাইলে তুমি আমারে এক্ষণ॥
সে-কারণে আমি অতিশয় প্রীত।
তোমার উপর হইলুঁ নিশ্চিত॥
ওহে শ্রীনারদ! শুনহ বচন।
নিজাভীষ্ট বর করহ গ্রহণ॥
পরীক্ষিত কহে—শুন গো জননি।।
শুনি মুনি এই বাণী ততঃক্ষণি॥
জয়জয়জয় কহি উচ্চস্বরে।
সুমধুর বীণাগীতে স্তব করে—॥
শ্রীগোকুলজন-মনোমহোৎসব।
শ্রীযশোদানন্দকুমার কেশব॥
শ্রীগোপ-গোপিকাজন-প্রিয়তর।
শ্রীরাধিকা-আদি-গোপী মনোহর॥
মুরলীবাদন-সুস্মিত বদন।
পীতাম্বর, বনমালাসুশোভন॥
শ্রীরাধিকা-মান-ভঞ্জন কারণ।
নিরন্তর অতিশয় ভীতমন॥
রাধাকুণ্ডতীর-কানন-বিলাসী।
গোপীগণ-মন-চোর মৃদুহাসি॥
শ্রীরাধারমণ মদনমোহন।
শ্রীরাসবিলাসী বহ্না-বিধারণ॥
ইত্যাদি শ্রীব্রজক্রীড়াতে উত্থিত।
গুণ-নাম-আদি সুখদ নিশ্চিত॥
উচ্চমিষ্টস্বরে করিয়া কীর্ত্তন।
বরপ্রদ কৃষ্ণে করিলা স্তবন॥
স্বয়ং প্রয়াগের দশাশ্বমেধীয়-।
তীর্থাবধি দ্বারাবতী-পর্য্যন্তীয়॥
সহ বিপ্রাদির সম্ভাষ-বিষয়ে।
করিলা ভ্রমণ অতি ব্যগ্র হ'য়ে॥
শ্রীমদনুগ্রহে পূর্ণার্থতা পাই
সাক্ষাৎ কৃষ্ণমুখে শুনিবারে চাই॥
পরম উত্তম দাতা শ্রেষ্ঠতরে।
মুনীন্দ্র মাগিলা অতি হৃষ্ট বরে॥

তথাহি বরঃ (বৃহদ্ভাগবতামৃত ৭।১১৫)—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কস্যাপি তৃপ্তিরস্তু কদাপি ন।
ভবতোঽনুগ্রহে ভক্তৌ প্রেম্নি চানন্দভাজনে॥০॥

হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! কখন কাহার।
তৃপ্তি নাহি হকু কৃপাতে তোমার॥
ভক্তি আর প্রেমে—আনন্দভাজনে।
কারো তৃপ্তি নাহি হকু কদাচনে॥
এত শুনি কৃষ্ণ কহিছেন পুন—।
বিদগ্ধ-সবার আচার্য্য হে! শুন॥
কিবা বর তুমি করিলা প্রার্থন?।
অনর্থক ইহা,—শুনহ কারণ॥
মম কৃপা-ভক্তি-প্রেমের স্বভাব।
ঐরূপ নিত্য হয় ত প্রভাব॥
শ্রীপ্রয়াগতীর্থ আরম্ভ করিয়া।
ইতস্ততো বহু ভ্রমিয়া-ভ্রমিয়া॥
সর্ব্বক্ষেত্রে আর দ্বারকাভুবনে।
যে দেখিলা আর করিলা শ্রবণে॥
সকলে সংপ্রাপ্ত সর্ব্ব অর্থ হয়।
জগতজনার নিস্তারকাশয়॥
সকলে আমার কৃপার বিষয়।
কিছু তারতম্য কেবল আশ্রয়॥
পূর্ব্বপূর্ব্ব হৈতে সে উত্তরোত্তর।
জানিহ ক্রমেতে হয় শ্রেষ্ঠতর॥
এমতে সকল হইতে শ্রেষ্ঠতা।
শ্রীরাধিকাদিতে পর্য্যবসিততা॥
তারতম্য থাকিতেহ স্ব-স্ব-রস-।
জাতীয় সুখেতে পূর্ণিত-মানস॥
তথাপি তাঁদের মধ্যে কোনজন।
কোনমতে তৃপ্তি না পায় কখন॥
নিজনিজ অসৌভাগ্যের বর্ণনে।
করে সবে নিজ-ন্যূনতা-স্থাপনে॥
অতএব বুঝ করিয়া বিচার।
কৃপাদিতে তৃপ্তি নাহিক কাহার॥
এহেতু অভীষ্টতর বরগণ।
আমা হৈতে মুনি! করহ গ্রহণ॥
শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে তাঁর ভক্তগণ।
কদাচিত নাহি হয় তৃপ্তি-মন॥
সাক্ষাৎ কৃষ্ণমুখে এই সুবচন।
শুনি মুনিবর হৈলা হর্ষমন॥
নৃত্য করি,—বস্ত্র প্রসারি যেমত।
অন্নাদিক মাগে ভিক্ষুক, তেমত॥
অঞ্জলি বান্ধিয়া সাধু বরদ্বয়।
চাহি দাতাশ্রেষ্ঠে নারদ কহয়—॥
হে নিজ-পর্য্যন্ত দানেও অতৃপ্ত!।
ভক্তজনে অতি কৃপাসার-দৃপ্ত!॥

অধ্যয়নাদিক আমার আয়াস।
কিবা প্রয়াগাদিভ্রমণ-প্রয়াস॥
সকল সফল ইদানী হইল।
তব মহা কৃপাপাত্রে সে জানিস॥
তব কৃপাসার-করুণার পাত্র—।
মহাভগবতী গোপীগণ মাত্র॥
সাক্ষাৎ করিলুঁ অনুভবোদিত।
এই বর প্রাপ্ত হইলুঁ নিশ্চিত॥
অনুগ্রহ এই উত্তম আমারে।
জানিলাম যেই তব কৃপাসারে।
তথাপি হৃদয়ে চিরকাল স্থিত।
ওহে উদারেন্দ্র! মাগিয়ে কিঞ্চিত॥

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ৭।১২২)—
প্রায়ং প্রায়ং ব্রজজনগণপ্রেমবাপীমরাল,
শ্রীমন্নামামৃতমবিরতং গোকুলাব্ধ্যুত্থিতং তে।
তত্তদ্বেশাচরিতনিকরোজ্জ্বম্ভিতং মিষ্টমিষ্টং,
সর্ব্বান্ লোকান্ জগতি রময়ন্মত্তচেষ্টো ভ্রমাণি॥১০॥

বৃন্দাবন-জন-গণ-প্রেমসার-।
দীর্ঘিকার রাজহংস সুবিহার।॥
অবিরত তব শ্রীমন্নামামৃত।
গোকুলসাগর হইতে উত্থিত॥
অনির্ব্বচনীয় বেশ-আচরিত-।
সকল হইতে যেই উজ্জৃম্ভিত॥
অর্থাৎ শিখিপিচ্ছমৌলি বিহরণ।
গুঞ্জা-অবতংস—কদম্বভূষণ॥
পূতনাপ্রাণপ শকটভঞ্জন।
যশোদাবৎসল শ্রীনন্দনন্দন॥
ব্রজজনানন্দ গোপীমনোহর।
ইত্যাদিক নাম অমৃতসঙ্কর॥
অন্য নামাদিক হৈতে মিষ্টমিষ্ট।
নিরন্তর পান করিকরি ইষ্ট॥
জগতে সকল লোকে সুখ দিয়া।
মত্তচেষ্টা যেন বেড়াই ভ্রমিয়া॥

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ৭।১২৩)—
ত্বদীয়াস্তাঃ ক্রীড়াঃ সকৃদপি ভুবো বাপি বচসা,
দৃশা শ্রুত্যাঙ্গৈর্বা স্পৃশতি কৃতধীঃ কশ্চিদপি যঃ।
স নিত্যং শ্রীগোপী-কুচকলসকাশ্মীর-বিলস-,
ত্বদীয়াঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বে কলয়তুতরাং প্রেমভজনম্॥১১॥

বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী ক্রীড়া তব।
বাক্য-চক্ষু-কর্ণ-অঙ্গ-দ্বারা সব॥
নিশ্চয় বিশ্বস্ত-মতি যেইজন।
একবার তাহা করয়ে স্পর্শন॥
বাক্যদ্বারা স্পর্শ—ক্রীড়ার কীর্ত্তন।
চক্ষুদ্বারা—ক্রীড়াস্থানের দর্শন॥
শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণাদি যেই।
বৃন্দাবনক্রীড়া-বিজ্ঞাপক সেই॥
তার স্পর্শ অঙ্গে—ক্রীড়ার স্পর্শন।
বারেক ভক্তিতে করে যেইজন॥
শ্রীরাধাদি-কুচকলস-কাশ্মীরে।
শোভিত ত্বদীয় পদদ্বন্দ্বে চিরে॥
প্রেমের সহিত ভজন সে জন।
নিশ্চল প্রত্যহ করুক লভন॥
ততঃপরে কৃষ্ণ শুনি এসকল।
আদরে প্রসারি শ্রীহস্তকমল॥
'এবমস্তু' ইতি সানন্দে সত্বর।
গোপীনাথ কহিলেন দিয়া বর॥
তাহে মহাপরানন্দের সাগরে।
অতিশয় মগ্ন হৈয়া মুনিবরে॥
বহুবিধ করি নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণেরে করিলেন সুখিমন॥
নারদমুনিরে লইয়া তখনে।
শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ বসিলা ভোজনে॥
পরমান্ন পেয়দ্রব্যাদি সহিত।
দৈবকী-রোহিণী-দৃষ্ট মিষ্টামিত॥
শ্রীরুক্মিণী পরিবেষণ করেন।
সত্যভামাদেবী তাঁরে সম্বীজেন॥
'তব প্রিয় ইহা করহ ভোজন।'
উদ্ধব এরূপে করান স্মরণ॥
জাম্ববতী-আদি মহিষীসকল।
অর্পণ করেন সুশীতল জল॥
ভোগদ্রব্য-প্রশংসন সুবীজন।
অগুরুধূমাদ্যে করেন রঞ্জন॥
এইমতে সুখে করিয়া ভোজন।
করিলেন সকলেতে আচমন॥
গন্ধমাল্যে কৈলা মুনিরে মণ্ডিত।
নানামত অলঙ্কারেতে ভূষিত॥
সমাদর বহু তাঁরে করিলেন।
তবে মুনি শ্রীমাধবে কহিলেন—॥
প্রয়াগে আছেন মোর অপেক্ষায়।
মুনিগণ করি বিলম্ব তথায়॥
তথা যায়্যা তাহাদিগে কৃতার্থিব।
যদ্যপি প্রভুর অনুজ্ঞা পাইব॥

তাহে কৃষ্ণ তাঁরে আজ্ঞা প্রচারিলা।
প্রণমিয়া মুনি বিদায় হইলা ॥
প্রয়াগাদি নানা স্থানে ভ্রমি সব।
যে ভক্তিমাহাত্ম্য কৈলা অনুভব ॥
সেইসব মুনি আনন্দসহিতে।
বীণার তানেতে গাইতে-গাইতে ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তিরসেতে রসিক।
গমন করিলা সহর্ষে অধিক ॥
প্রয়াগে ছিলেন পথনিরীক্ষণে।
সার-সংগ্রাহি যতেক মুনিগণে ॥
পূর্ব্বোক্ত সকল মহামহাদ্ভুত।
নারদের মুখে সব হৈয়া শ্রুত ॥
জ্ঞানকর্ম্ম-আদি অশেষ তখনে।
ত্যজিলেন ভক্তি দঢ়াইয়া মনে ॥
নারদ-শিক্ষাতে করিলা গ্রহণ।
কেবল পরম দৈন্যাবলম্বন ॥
শ্রীযুত-মদনগোপাল-চরণ-।
উপাসনা যত্নে করে মুনিগণ ॥
পরীক্ষিত উপাখ্যান সমাপিয়া।
নিজমাতা প্রতি কহে সম্বোধিয়া— ॥
ওগো মাতা! সেই শ্রীগোপকিশোর।
রাসরসসিন্ধু—প্রণয়ে বিভোর— ॥
শ্রীগোপিকাগণে আবৃত সর্ব্বতঃ।
ভজহ ভজহ শ্রীকৃষ্ণ যত্নতঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মোহিতা আভীরী।
রহেন যাঁহারে নিরন্তর ঘিরি ॥
গোপিকাগণের দাস্য ইচ্ছা ক'রে।
গোপীসম প্রেমভঙ্গির প্রসরে ॥
কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-পরায়ণা।
হইয়া কর গো মাতা! উপাসনা ॥
গোপিকাগণের সকল মহিমা।
ব্রহ্মাস্তনন্ত নাদিতে নারে সীমা ॥
তার মধ্যে কোন-এক মহিমারে।
শক্ত নহি নিজমুখে করিবারে ॥
সুমেরুপর্ব্বতে মক্ষিকা যেমন।
নাহি পারে গ্রাসিবারে কদাচন ॥
শ্রীকৃষ্ণের রসে নিত্যাবিষ্ট-মন।
শ্রীগুরু আমার—ব্যাসের নন্দন ॥
কৃষ্ণ আর তার প্রিয়া শ্রীরুক্মিণী।
প্রভৃতির নাম-গুণ গায়েন তিনি ॥
বিস্তৃত আশ্চর্য্য অতি ব্যক্ততর—।
প্রেমাগ্নিজ্বালায়ে দগ্ধ নিরন্তর— ॥
শ্রীগোপীগণের নামের কীর্ত্তনে।
তাঁদের হইবে বিশেষ স্মরণে ॥
সে-অগ্নিশিখাগ্র-কণিকা-স্পর্শনে ॥
সদ্য হন মহাব্যাকুলিত-মনে ॥
গোপিকাগণের নাম কদাচনে।
শক্ত নাহি হন করিতে বদনে ॥
এইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যানে।
শ্রীরাধিকাদির নাম কোনস্থানে ॥
প্রকাশিয়া তিঁহ নাহি কহিলেন।
কিন্তু হৃদে সদা ভাবনা করেন ॥
'নাম নাহি লৈলা পরম-গৌরবে।'
এই কথা নাহি মানি মোরা সবে ॥
ওগো মাতা! বল্লবীর প্রাণনাথ।
শ্রীরাধিকা-আদি গোপীগণ-সাথ ॥
ভজ উপাসনা-শাস্ত্রের বিধানে।
প্রেমেতে আশ্রয় লৈয়া সাবধানে ॥
সত্য সত্য সত্য বল্লবীনাথের।
প্রসাদেতে আর বল্লবীগণের ॥
বল্লবীগণের মহিমা কিঞ্চিত।
তুমিও জানিতে পারিবে নিশ্চিত ॥
এই গ্রন্থ মহাখ্যানশ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণকৃপাসারপাত্রের নিশ্চয় ॥
যেজন আশ্রয় করেছে ইহারে।
শ্রদ্ধায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রকারে ॥
সেইজন শীঘ্র কৃষ্ণে প্রেমচয়।
যেইমত পায়—নাহিক সংশয় ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ ধন্য
অদ্বৈত-আচার্য্য আর।
সবার চরণ, সাবধান-মন,
বন্দিয়ে করিয়ে সার ॥
শ্রীগুরুচরণ, ভক্তি বিতরণ,
যাহা হৈতে সদা হয়।
যাঁহার কৃপায়, নাহিক অপায়,
সম্পদ সর্ব্বদা রয় ॥
গুরুরূপে হরি, ক্ষিতি অবতরি,
অনুগ্রহ প্রকাশিয়া।
সুপথ দেখান, ভব হৈতে ত্রাণ,
করেন বিজ্ঞান দিয়া ॥
ভূমি লোটাইয়া, সশ্রদ্ধ হইয়া,
করিয়ে অসঙ্খ্য নতি।
ত্রিভুবনে সার, যাহা বিনা আর,
নাহি অধমের গতি ॥

ভাগবতামৃত, গোপনীয় কৃত,
গ্রন্থ সুকঠিন হয়।
যে পদ ভাবিয়া, ভাষা প্রবন্ধিয়া,
রচিল এ দীনাশয় ॥

শ্রীলসনাতন,— গোস্বামিচরণ,
বন্দি সাবধানে অতি।
শ্রীজয়গোবিন্দ, ভাষায় নির্ব্বন্ধ,
পূর্ব্বখণ্ড পরিণতি ॥

কৃষ্ণস্মরণপাশাত্ত্বং নির্যাতো ধ্যানরজ্জুভিঃ।
গ্রাহস্তাভ্যশ্চ নির্যাতো নামকীর্ত্তনশৃঙ্খলৈঃ ॥
ত্বদ্ভক্তিলোলিতেনাস্ত ন ময়া জাতু মোক্ষ্যসে।
ধৃতো ধৃতোসি গাঢ়ং ত্বং পীতকৌষেয়বাসসি ॥ * ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাসার-নির্দ্ধারখণ্ডে পূর্ণো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

॥ * ॥ সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমখণ্ডঃ ॥ * ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

তত্রাদ্যে ভূত্তরাপ্রশ্নোত্তররূপেতিহাসতঃ।
বক্ষ্যং গোলোকমাহাত্ম্যং ভূর্লোকমহিমোচ্যতে ।*॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।
জয়জয় নিত্যানন্দ প্রভু বলরাম ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভু সদাশিবাখ্যান।
জীবপ্রতি মোর অতি করুণানিধান ॥
জয়জয় গুরুদেবচরণারবিন্দ।
যাঁহার কৃপায় পাই ব্রজে শ্রীগোবিন্দ ॥
জয় শ্রীলসনাতন-শ্রীরূপচরণ।
জয়জয় শ্রীজীবগোস্বামিপদধন ॥

জয়জয় ভট্টদ্বয় রঘুনাথদাস।
সবার চরণে মোর সদা রহু আশ ॥
জয়জয় ভক্তগণ। চরণে প্রণতি।
দ্বিতীয়খণ্ডের কথা কর অবগতি ॥
অত্যন্ত নিগূঢ়তর গ্রন্থ অতি সার।
বুদ্ধিমতে লিখি—দোষ না লবে আমার ॥
কহেন জনমেজয় গুরুসন্নিধান।
শ্রুত-বাক্যামোদে করি হর্ষের প্রদান—॥

কৃষ্ণভক্তিপর ভাগবতাদি পুরাণ।
সে-সবার সার অতি দুর্লভ-বিধান ॥
গোপনীয় মম পিতা অতি সংগৃহীত।
নিজ মায়ে কৈলা কৃষ্ণপ্রেমে প্রকাশিত ॥
শ্রীযুক্ত ভগবৎপর শাস্ত্র যে সাগর।
তাহা হৈতে উদ্ধৃত অমৃত সারতর ॥
কৃপাসারনির্দ্ধারণোপাখ্যানে কথিত।
তব মুখপদ্মের সৌরভ্যে সুবাসিত ॥
ওহে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইহা সব পান করি।
না হয় আমার তৃপ্তি—কি কব বিবরি ॥
অতএব কৃপাপাদপদ্মে লুব্ধ-মন—।
সেই দুই মাতা-পুত্র—অতি বিচক্ষণ ॥
সুধাসারময় জন্য তাঁদের সম্বাদ।
কহ কহ তত্ত্ববেত্তা! শুনিতে আহ্লাদ ॥
এতেক শুনিয়া শ্রীজৈমিনি মুনিবর।
কহেন—শুনহ মহারাজ! গূঢ়তর ॥
গোলোকমাহাত্ম্য-উপাখ্যানাদিপ্রকার।
শ্রীমদ্ভাগবতসিন্ধুপীযূষ-সুসার ॥
ভূত-ভবিষ্যতি-বর্ত্তমান-কাল-জ্ঞানী।
আর ব্রহ্মানুভবিক হয় যেই প্রাণী ॥
তাঁহাদের দুর্জ্ঞেয় আপন-শক্তিদ্বারে।
জানিতে বলিতে ইহা কেহ নাহি পারে ॥
যদি কহ—মহদুপাখ্যান কিপ্রকার।
কহিলে?—শুনহ কহি উত্তর তাহার— ॥
শ্রীমৎ শুকদেব কৃষ্ণভক্তিরসার্ণব।
তাঁহার প্রসাদে আমি কৈলুঁ অনুভব ॥
পরীক্ষিদুত্তরাপার্শ্বে বসিয়া তখন।
শুনিয়াছি সাক্ষাতে সকল বিবরণ ॥
শ্রীগোলোকমহিমা সুগোপনীয় অতি।

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।১।৬)
পরং গোপ্যমপি স্নিগ্ধে শিষ্যে বাচ্যমিতি শ্রুতি ॥১০॥

তাতে শুন মহাভাগ! কহিয়ে সম্প্রতি ॥
শ্রীকৃষ্ণকরুণাসারপাত্রের নির্দ্ধার।
আদ্যোপান্ত সুধাসার সৎকথাবিস্তার ॥
হইলেন শ্রবণ করিয়া সেই সব।
পরম আনন্দে পূর্ণ পিতামহী তব ॥
সেই ভক্তি গোপীকান্ত-পাদপদ্মদ্বয়ে।
তাহার বিশেষ ফল-শ্রবণেচ্ছু হ'য়ে ॥
আর তার ভোগস্থান—'বৈকুণ্ঠ হইতে।
হইবেক সাধুতম'—মানিয়া স্বচিতে ॥
হৃদয়ে ভাবিয়া—না করিতে পারি স্থির।
পুছিলা উত্তরা পরীক্ষিতে সুগভীর ॥

গোপীনাথপাদাব্জে পরম-প্রেমবান্।
সেই সব—তাহাদের প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ স্থান।
ইতর-সবার প্রাপ্য হইতে উত্তম।
উত্তম সে হয়—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্তোত্তম ॥
সর্ব্ববিলক্ষণ তাহা জিজ্ঞাস্য কারণ।
বিবিধের প্রাপ্য পদ করে নির্দ্দেশন— ॥
যে গৃহস্থ ফলপ্রাপ্তি-বাঞ্ছা করি মনে।
নিত্যনৈমিত্তিক-পুণ্যকর্ম্ম আচরণে ॥
ভূর্ভুবস্বর্লোকনাম-ত্রিলোকে নিশ্চয়।
তাহাদের প্রাপ্য স্থান আছয়ে নির্ণয় ॥
নিষ্কাম-গৃহস্থে যারা স্বধর্ম্মনিষ্ঠিত।
নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করে সাবহিত ॥
মহর্জনস্তপঃ সত্য—লোক-চতুষ্টয়।
তাহাদের প্রাপ্য স্থান হয় ত নিশ্চয় ॥
ভোগান্ত হইলে সকামিক সবজন।
মুহুর্মুহু করে ভবে গমনাগমন ॥
নিষ্কাম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ যেই সব জন।
মহর্লোকাদিক-মধ্যে করে নিমগন ॥
তার মধ্যে কতক ভোগি' ভোগচয়।
মহাপ্রলয়েতে ব্রহ্মাসহ মুক্ত হয় ॥
কতজন অর্চ্চিরাদি-পথে নিজেচ্ছায়।
ভুঞ্জি বহুভোগ ক্রমেক্রমে মুক্তি পায় ॥
ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ যতিসমুদয়।
দেহান্ত হইলে সদ্যমুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥
কামনাসহিত যেই কৃষ্ণভক্তগণ।
ভোগাভিলাষেতে ভজে প্রভুর চরণ ॥
বিক্রম-তিতিক্ষা-শূর যদি গুণ দিলা।
ইক্ষ্বাকু-আদির অনুবর্ত্তী যে করিলা ॥
দিগ্বিজয়ে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতীতীরে।
গাবী-বৃষ-রূপী ভূমি ধর্ম্ম এদুইরে ॥
হিংসা করে কালি—ইহা করি বিলোকন।
কলির নিগ্রহ করিলাম ততক্ষণ ॥
বিখ্যাপিত আমারে ত করিলেন যেই।
সম্পন্ন করিলা রাজশ্রী অদ্ভুত সেই ॥
শৃঙ্গির শাপের দান করিয়া বিদিত।
রাজশ্রী হইতে করিলেন নির্বেদিত ॥
শমীকের শিষ্যরূপে প্রিয় সে আমার।
শাপ শুনাইয়া মন করিয়া সুসার ॥
গৃহ-অন্ধকূপ হৈতে করি আকর্ষণ।
বাসুদেব গঙ্গাতীরে আনি ততঃক্ষণ ॥
'মরণপর্য্যন্ত ভক্ষ্যপেয়-বিবর্জনে।'
শাস্ত্রেতে 'প্রায়োপবেশ' আছে নিরূপণে ॥

বিশুদ্ধ তাহারা—বহু সুখভোগ যত।
আপন ইচ্ছায় ভোগ করিয়া সম্মত ॥
তাহারা করেন লাভ ভগবত-স্থান।
মুক্তের দুর্লভতর—বৈকুণ্ঠ-আখ্যান ॥
নিবিড়-আনন্দ-জ্ঞানময় বর্ত্তমান।
নিষ্কামী তাঁহার ভক্ত সদ্য তাহা পান ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জে সাক্ষাৎ সেবাসুখ।
যে সুখ করয়ে তুচ্ছ সদা মোক্ষসুখ ॥
অনুভব বহুবিধ করিয়া তথায়।
পরম-নিবিড়ানন্দে বিলসে সদায় ॥
মোক্ষ-তুচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদি-জ্ঞান।
তাহে মিশ্র ভক্তি হৈলে জ্ঞানভক্ত্যাখ্যান ॥
ভরতাদি যেমত তাহার পাত্র হয়।
কতজন শুদ্ধভক্ত করে পাদাশ্রয় ॥
কর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যে অযুক্ত—ভক্তিময়।
ভক্তিমাত্রকামী—অম্বরীষ-আদি হয় ॥
প্রেমের সহিত ভক্তিমন্ত কতজন।
প্রিয়তমপ্রভু-পাদসেবামাত্রেক্ষণ ॥
যেমন শ্রীহনুমান্-আদি মহাশয়।
পরে প্রেমপরা—শ্রীপাণ্ডবগণ হয় ॥
প্রেমসম্পত্ত্যে বিহ্বল—প্রেমাতুর যত।
শ্রীউদ্ধব-আদি প্রেমে হৃষ্টাশয় মত ॥
জ্ঞানভক্ত শুদ্ধভক্ত প্রেমভক্ত আর।
প্রেমপর প্রেমাতুর—যে হয় বিস্তার ॥
ভাবভেদে প্রেমতারতম্য কল্পনীয়।
কিন্তু শ্রীবৈকুণ্ঠে তাহা নহে যোজনীয় ॥
যদি কহ—কেহ নিকটের সেবা পায়।
কেহ বা দূরেতে থাকি ধার পালে তায় ॥
এইরূপে তারতম্যবিশেষ কহিয়ে ?।
ইহার উত্তর কহি—শুন মন দিয়ে—॥
সারূপ্য-সামীপ্যাদিক যেই প্রাপ্ত হয়।
তুল্যত্বে পর্য্যবসান—কিছু ভেদ নয় ॥
বৈকুণ্ঠের অধিক কিঞ্চিৎ প্রাপ্য স্থান।
অপর না শুনি কিছু ইহার বিধান ॥
নিজনিজ ভাবোচিত বৈকুণ্ঠপ্রদেশে।

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।১।১৬টীকায়াম্)—
যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ।
তাস্তথা সান্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ ॥১০। ইতি

স্বস্বপ্রিয়বস্তুর সংপ্রাপ্তির বিশেষে ॥
সকলের সুখপ্রাপ্তি হউক তাহায়।
রস-জাতীয়োচিত পরম শ্রেষ্ঠতায় ॥

শ্রীরাসবিহারী গোপীনাথ বংশীধারী—।
চরণকমলযুগ্ম যেই সেবাকারী ॥
সে সব ভক্তের হইবেক কিবা গতি।
সর্ব্বসাধারণ ফল প্রাপ্য,—যুক্ত অতি ॥
শ্রীমন্মদন-গোপালপ্রিয়া শ্রীরাধার।
দাসী হৈতে বাঞ্ছে যেইসব ভক্তসার ॥
সদা সাধারণ-প্রেমে পরিপূর্ণ-কায়।
অত্যন্ত আহ্লাদে শ্রীযুগলনাম গায় ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধা-মুরলীবদন।
রাধাপ্রাণপতি রাধা-মদনমোহন ॥
রাধাকৃষ্ণ রাধানাথ রাধাদামোদর।
রাধাশ্যামসুন্দর শ্রীরাধাগিরিধর ॥
ইত্যাদিক নাম সদা করে সঙ্কীর্ত্তন।
অতএব তাঁহারা নহেন সাধারণ ॥
প্রাপ্য হৈলে তাঁহাদের অন্যের প্রকার
তাহাতে হৃদয় তৃপ্তি না পায় আমার ॥
গোপীনাথপাদপদ্ম-প্রসাদ-প্রভাবে।
মহাপ্রেমসিদ্ধি সাধিলেক ভক্তিভাবে ॥
সে সব ভক্তের তাদৃশী গতিতে স্থিত।
যদ্যপিও সহিবারে পারি কদাচিত ॥
তথাপি শ্রীনন্দযশোদাদি ব্রজজনে।
কদাপি তাদৃশী গতি না যায় সহনে ॥
অসংখ্য বিবিধ মহিমার অন্ত্যসীমা।
যাহাতে পর্য্যবসান হয় ত গরিমা ॥
সবনদীগণ যেন সমুদ্রে মিলয়ে।
নন্দাদির তেমত মহিমাগণ হয়ে ॥
তাঁহাদের নিমিত্ত উচিত যোগ্য স্থান।
অবশ্য বৈকুণ্ঠোপরে থাকিবে বিধান ॥
মগ্ন হইয়াছি আমি সংশয়সাগরে।
উদ্ধার' আমারে সব কহিয়া সত্বরে ॥
পৃথিবীর মধ্যে যদ্যপিহ বিরাজিতি।
সর্ব্বস্থানশ্রেষ্ঠা শ্রীমথুরা ভগবতী ॥
নন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসির সহিত।
শ্রীনন্দনন্দন অতি সুখে বিরাজিত ॥
তথাপিহ প্রপঞ্চান্তর্গতের কারণ।
দেহবিকারাদি দেখি অর্ব্বাচীনগণ ॥
মায়িকত্ব-প্রসঙ্গ আশঙ্কা করে মনে।
কিন্তু তাহা অভক্তের বঞ্চন-কারণে ॥
আর নিজভক্তগণ-হর্ষণার্থ হয়।
যেন কৃষ্ণ দেখি অভক্তের সুখ নয় ॥
পরম-নিগূঢ়-হেতু সর্ব্বলোকে শ্রুত।
মাহাত্ম্যবিশেষ তার স্ফূর্ত্তি নহে শ্রুত ॥

করিলা উত্তর; হেন প্রশ্ন সে-কারণ।
গোলোকমাহাত্ম্য যাহে হইবে কথন॥
কিন্তু কালবিশেষেতে শ্রীনন্দনন্দন।
অখিল রূপাদি আর সহ নিজগণ॥
অন্যত্র অলভ্য ক্রীড়াবিশেষকারণে।
স্বয়ং অবতরেন মথুরা-বৃন্দাবনে॥
তাহে শ্রীগোলোক হৈতে মাহাত্ম্য ইহার।
শ্রীনারদোক্তিতে অগ্রে হইবে বিস্তার॥
কেবল ব্রহ্মাণ্ড-ত্রৈলোক্যের নাশে আর।
অন্তর্দ্ধান হইবে শ্রীযুতা মথুরার॥
গোলোকের সহিত হয়েন ঐক্যাপত্তি;
নিত্য বৃন্দাবন শ্রীগোলোক-অন্তর্বর্ত্তি॥
গোলোক মথুরা দুই ধামে ভেদ নাই।
দুইর মাহাত্ম্য বেদপুরাণাদি গাই॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রকটকাল শ্রীগোলোকধাম;
প্রকট হয়েন—শ্রীমথুরা-ব্রজ-নাম॥

মাতার এ মহারম্য প্রশ্নের শ্রবণে।
সুত পরীক্ষিত হৈলা আনন্দিত মনে॥
প্রণমিয়া তাঁরে অশ্রু-রোমাঞ্চ-সহিত।
প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভিলা সাবহিত—॥
শ্রীকৃষ্ণজীবিতে! অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে।
ব্রহ্মাস্ত্রে পাইলা প্রাণ—স্বগর্ভ রক্ষিতে॥
শ্রীকৃষ্ণবিরহাগ্রহে মাতঃ কৃষ্ণে মন!।
তব যোগ্য প্রশ্ন এ—না কৈল কোনজন॥
কৃষ্ণপ্রিয়সখা যিহ—শ্রীসুভদ্রাপতি।
শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়—খ্যাত ত্রিজগতি॥
তাঁহার পৌত্রত্বে তব উদরে আমার।
যাঁহার কৃপায় জন্ম হইল বিস্তার॥
চক্র গদা ধরি যিহ গর্ভের ভিতরে।
দ্রৌণির ব্রহ্মাস্ত্র হৈতে অতি যত্ন ক'রে॥
সহ-মহাশ! রক্ষা করিলা আমারে।
বাহ্যে নিজ-রূপ দেখাইলা কৃপাধারে॥
পরম শ্রীভাগবতগণের উচিত।
বারবার কৃষ্ণ-রূপ-পরীক্ষণ-নীত—॥
প্রজার পালন, ব্রহ্মণ্যতা, সত্যসন্ধ।
দাতা-শরণ্যাদি গুণে মহত্তানুবন্ধ॥
সেই ব্রতে সুরধুনীতীরে দিলা মতি।
শুকদেবরূপে ভয় দূর করি অতি॥
মুনীন্দ্রসভার মধ্যে উপবেশি তত্ত্ব।
প্রদান করিলা মোরে প্রমোদ-মহত্ত্ব॥
কৃষ্ণের স্বপ্রিয়া মাতঃ! তব সন্দানে।
করিলেন সুতৃপ্ত স্বকথামৃতপানে॥
সেই নিরুপাধি-কৃপাকর-কৃষ্ণ-পায়।
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আমি করি শতধায়॥
বিপ্রের বচন করি আদরে গ্রহণ।
নিজ অন্তকাল যাতে কৈলু সংবর্দ্ধন॥
একমনে সকলবৈষ্ণবশাস্ত্রসার।
কহিয়ে উত্তর হবে প্রশ্নের তোমার॥
শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যসব যথাশ্রুতার্থেতে।
তাৎপর্য্যবৃত্তিতে—পরম্পরায় মর্ম্মেতে॥
ব্যাখ্যা করি প্রশ্নোত্তর প্রবোধি তোমারে।
যদ্যপি সক্ষম আমি সন্তোষ দিবারে॥
তথাপি স্বগুরু শুকদেবের প্রসন্নে।
প্রাপ্ত ইতিহাস এক অত্র উপপন্নে॥
যাহাতে তোমার হয় সংশয় ছেদন।
আদৌ ব্যক্তহেতু কহি—করহ শ্রবণ॥

কামরূপদেশে—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর-গ্রামে।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক করিত বিশ্রামে॥
অধ্যয়ন শ্রবণ শাস্ত্রার্থ নাহি ছিল।
অতি মূর্খ—স্বধর্ম্মাদি নাহি আচরিল॥
ধনকামে তত্রস্থিতা শ্রীকামাখ্যা দেবী।
শ্রদ্ধাদ্বারে অনুদিন ভজে তাঁরে সেবি॥
তুষ্টা হৈলা দেবী—তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ।
স্বপ্নে দশাক্ষরি-মন্ত্র লভিল তখন॥
মদনগোপাল-পাদপদ্মোপাস্য যায়।
ধ্যানাদি-বিধান-যুক্ত মহানিধিপ্রায়॥
স্বপ্নজ্ঞানে বিপ্র তাহা না করে জপন।
পুনঃ স্বপ্নে দেবী তারে আদেশে তখন॥
তাতে সেই মন্ত্র সদা জপিয়া নির্জ্জনে।
ধনবাঞ্ছা গেল—পাইল সুনির্বৃতি মনে॥
বস্তুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ সেই ত ব্রাহ্মণ।
অন্য পারলৌকিকাদি যে সাধ্যসাধন॥
সকল সে মন্ত্রজপপ্রভাবে নিশ্চিত।
বর্ত্তমান মানিলেক যেন সম্পাদিত॥
গৃহচেষ্টা-আদি পরিত্যজিয়া সকল।
তীর্থেতে ভ্রমণ বিপ্র করয়ে একল॥
ভিক্ষার দ্বারেতে করে দেহনির্ব্বাহন।
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে করিল গমন॥
পথমধ্যে গঙ্গাতটে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ।
অনেক দেখিল—স্বীয় ধর্ম্মে রত-মন॥
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষের গণ।
ছন্দের বিচিতি, আর নিরুক্ত-লক্ষণ॥
এই ছয় অঙ্গ, চারি বেদ, সে পুরাণ।
মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর, ধর্ম্মশাস্ত্রাখ্যান॥

এই-চতুর্দ্দশবিদ্যা-বিশারদ সবে।
প্রায় সকলেতে গৃহী কৈল অনুভবে॥
নিত্যনৈমিত্তিক-আদি-সদাচার ধর্ম্ম।
অবশ্য কর্ত্তব্য আর কাম্য যত কর্ম্ম॥
সেইসকলের ফল—স্বর্গভোগসুখে।
শুনিলেক সেই-সব-বিপ্রগণমুখে॥
অনেক সংকল্প গঙ্গাস্নানাদি-বিষয়।
সদাচার-অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা বিলোকয়॥
জাতশ্রদ্ধ করে কর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়া।
গঙ্গাতটবাসী বিপ্র হইতে শিক্ষিয়া॥
দেবীর আজ্ঞায় প্রতি করিয়া আদর।
রহঃস্থলে নিত্য মন্ত্র জপে বিপ্রবর॥
সে-মন্ত্র প্রভাবে সেইসব-কর্ম্ম-দ্বারে।
অন্তরে সন্তোষ নাহি হইল তাহারে॥
বিরক্ত হইয়া কাশী করিল গমন।
সন্ন্যাসিবহুল জন কৈল বিলোকন॥
অদ্বৈতব্যাখ্যাতে তাঁরা ব্রহ্মনিরূপণে।
পরস্পর বিবাদ করয়ে সর্ব্বজনে॥
আদৌ বিশ্বেশ্বরদেবে প্রণাম করিয়া।
যতিগণে নমস্করি প্রতিমঠে গিয়া॥
যতিগণ-সহ সম্ভাষণ আচরিল।
তাহাদের পার্শ্বে বিপ্র বিশ্রাম করিল॥
শুদ্ধবুদ্ধি তাহাদের বাদের বচনে।
করতলস্থিতপ্রায় মোক্ষ বুঝি মনে॥
তাহাদের মত বিপ্র মানিলেক সার।
প্রশংসিল মনেমনে তাদের আচার॥
সন্ন্যাস-উৎকর্ষপর বেদান্তবচন।
তাহাদের মুখে বিপ্র করয়ে শ্রবণ॥
মণিকর্ণিকাতে গঙ্গাস্নান আচরিয়া।
বিশ্বেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া॥
তাহাদের সঙ্গেতে অপ্রয়াসে ব্রাহ্মণ।
মিষ্ট ইষ্ট ভোগে সব করয়ে ভোজন॥
সন্ন্যাস করিতে ইচ্ছা করিলেক মনে।
শ্রদ্ধাহানি হৈল নিজমন্ত্রে ততঃক্ষণে॥
কামাখ্যাদেবীর বাক্য-গৌরবে ব্রাহ্মণ।
অন্তঃসুখলাভে মন্ত্র না করে ত্যজন॥
স্বমন্ত্রদেবতা শ্রীমন্মদনগোপালে।
দর্শন করিল বিপ্র স্বপ্নে এককালে॥
তাঁর পরম সৌন্দর্য্য বশীকৃত-মন।
পরম-আনন্দযুক্ত হইল ব্রাহ্মণ॥
সেই-মন্ত্র-জপ ভিন্ন সন্ন্যাসাদিকর্ম্মে।
প্রবৃত্তিতে নাহি পায় চিত্তোৎসাহ-শর্ম্মে॥

সন্ন্যাস কর্ত্তব্য—নিজ মন্ত্রজপ কিবা?।
নিশ্চয় করিতে নারে ভাবি রাত্রি-দিবা॥
সন্ন্যাসিসহিত সদা তদ্বাক্যশ্রবণে।
মনের চাঞ্চল্যে নারে কৃত্যনিরূপণে॥
মনের অস্থিরে একদিন নিদ্রা যায়।
কামাখ্যা-সহিত শিব স্বপ্নে আসি তায়॥
কহেন—না কর মূর্খ! সন্ন্যাসগ্রহণ।
শীঘ্র শ্রীমথুরাধামে করহ গমন॥
তথা বৃন্দাবনে বিপ্র যখন যাইবে।
পূর্ণ সর্ব্বমনোরথ অবশ্য হইবে॥
উৎকণ্ঠাসহিত বিপ্র মথুরা যাইতে।
'মথুরা-মথুরা' সদা কীর্ত্তয়ে গাইতে॥
মথুরাদেশের দিগে করিতে গমন।
উপস্থিত পথমধ্যে প্রয়াগে ব্রাহ্মণ॥
সেই তীর্থরাজে বিষ্ণুভক্তিপ্রদা তাতে।
শ্রীমাধবপাদপদ্ম শোভমান যাতে॥
ভক্তিতে সংগতা যমুনাতে গঙ্গা যথা।
অতি মনোহর স্থান হয় ত সর্ব্বথা॥
দেখিলেক সেইস্থানে সাধু শতশত।
মাঘমাসে প্রাতঃস্নানহেতু সমাগত॥
গীত-নৃত্য-স্তবাদিতে বিষ্ণুপূজোৎসব।
নানা উপচারে আচরেন সাধুসব॥
বিষ্ণুনামসঙ্কীর্ত্তন বাদন নর্ত্তন।
প্রেম আর্ত্তনাদ রোদনেতে শোভমান॥
অপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসয়ে ততঃক্ষণ—।
ওরে দণ্ডপ্রায়-নমস্কারকারিগণ!॥
ওরে বন্দিগণ! হে নর্ত্তক! হে বাদক!।
ওরে রামকৃষ্ণবাদি-সব হে গায়ক!॥
হে রম্য-তিলক! মনোহর-মালাধর!।
স্থির হও ক্ষণেক, কোলাহল নাহি কর॥
কি কর্ম্ম বিধান কর, কোন্ দেবার্চ্চন।
সাদরে আচর?—কহ, করিয়ে শ্রবণ॥
এ কথা শুনিয়া তত্রস্থিত অন্য জন।
উপহাস করি কত কহিল বচন॥
কেহ কহে ওরে মূঢ়! থাক চুপ করি।
কহেন বৈষ্ণবগণ কৃপা দীনোপরি—॥
বিপ্র মূঢ় জেহাজ বুদ্ধি! কিছু নাহিন।
যাহায় কিছুমাত্র নাহি তব জ্ঞান?॥
বিষ্ণুভক্তে হেন সম্বোধন নাহি কর।
এমত জল্পনা পুনর্ব্বার না আচর॥
এই মোরা সকলেতে বিষ্ণুভগবানে।
উপাসনা করিয়ে—যেমত আছে জ্ঞানে॥

গুরু হৈতে করি বিষ্ণুদীক্ষার গ্রহণ।
যথামন্ত্র যথাবিধি করিয়ে অর্চ্চন॥
কেহ শ্রীনৃসিংহতনু—কেহ রঘুনাথ।
কেহ শ্রীগোপালদেব শ্রীরাধিকানাথ॥
চতুর্ভুজ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন
যার যেই ভাব মত করিয়ে পূজন॥
এত শুনি সেই বিপ্র হইয়া লজ্জিত।
হর্ষে সবিনয়ে জিজ্ঞাসয়ে সাবহিত—॥
কোথায় থাকেন,—কিবা রূপ তিঁহ হন।
কিবা অর্থ-দানে ক্ষম—কহ ত কথন?॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য করুণা করিয়া।
কহেন তাঁহার প্রতি কিছু বিবরিয়া—॥
বাহ্ অন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা হন স্থিত।
কাল, দেশ, বস্তু—তিন পরিচ্ছেদাতীত॥
প্রপঞ্চমধ্যেতে, আর প্রপঞ্চ অতীতে।
থাকেন কোথায়?—কেহ না পায় দেখিতে॥
অন্তর্য্যামী—সকলের হৃদয়ে বসতি।
সব জগদীশ্বরের ঈশ্বর নিয়তি॥
নিগূঢ় সচ্চিদানন্দ মনোরম অতি।
বৈকুণ্ঠলোকে প্রকট সদা বসতি॥
চতুর্বর্গ,ভক্তি, বা বৈকুণ্ঠবাসাদিক।
আপনাপর্য্যন্ত দেন সেবকে অধিক॥
যার স্তব করে সদা শ্রুতিস্মৃতিগণ।
তাঁহার মহিমা কেবা করিবে বর্ণন?॥
এথা হইতেছে যত পুরাণপঠন।
মুহুর্মুহু সেই সব করহ শ্রবণ॥
জগৎপ্রভুর প্রতিরূপ—শ্রীমাধব।
দর্শন করিয়া নমস্কার সহ-স্তব॥
তাহাতে কথিত অকথিত মহিমার।
বৃত্তান্ত ত্বরায় তুমি জানিবে তাঁহার॥
ততঃপরে শ্রীমাধব করিয়া দর্শন।
শ্রদ্ধান্বিতে নমস্কার করিল ব্রাহ্মণ॥
ধ্যানে অবলম্ব করি জপের সময়ে।
শ্রীমদনগোপালদেবের কতিপয়ে॥
মুখনেত্রাদির তাঁতে সারূপ্য দেখিল।
বৈষ্ণবসহিত কিছু পুরাণ শুনিল॥
বিবিধ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি পূজেন বৈষ্ণব।
দর্শন করয়ে বিপ্র তথা সেইসব॥
তথাপি চিত্তের অগোচর সে তাঁহার।
না হয় প্রত্যভিজ্ঞান—বুঝিলাম সার॥
ইহঁ মম দেব জগদীশ শ্রীমাধব
সাধুসকলের প্রভু—অসংখ্য-বৈভব॥

এই সাধুসকলের উপাস্য নিশ্চিত।
ভারত জগদীশ্বর অত্র অধিষ্ঠিত॥
আমি যাঁর উপাসনা করি—তিঁহ হন?।
অন্য কেহ?—এই মনে ভাবয়ে ব্রাহ্মণ॥
কিংহ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বিভূষিত।
মাধব হবেন কিসে মদ্দেব প্রতীত?॥
নরসিংহ-রূপধারী মম প্রভু নন।
মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন নাহি হন॥
শ্রীরাম কোদণ্ডপাণি—রাজার লক্ষণ।
নহেন আমার প্রভু—বুঝিল এখন॥
ইহাঁদের মধ্যে কোন সুজন-অর্চ্চিত।
গোপালের তুল্য বা থাকুন সুনিশ্চিত॥
তথাপি মানিয়ে আমি করিয়া বিচার—
না হন জগদীশ্বর দেব সে আমার॥
মাঘমাহাত্ম্যাদিতে যেহেতু সে লক্ষণ।
নাহি করিলাম আমি এথায় শ্রবণ॥
আমার প্রভুর হয় আশ্চর্য্য আকার।
মনোহরতর রূপ—গলে মণিহার॥
নিজ-সখাগণ-গোপবালক-সহিত।
গোচারণ বনেতে করেন হর্ষান্বিত॥
ময়ূরপিচ্ছের চূড়া—বৈজয়ন্তীহার।
গৈরিক-তিলক—কদম্বের মালা আর॥
গুঞ্জা-অবতংস, নানা পুষ্পে বিভূষণ।
মধুর মধুর বংশী করেন বাদন॥
শ্রীরাধিকা-আদি গোপাঙ্গনার সহিত।
বিলাসে লম্পট সদা বশীভূত-চিত॥
সাধুগণ-ধর্ম্ম পরদারে-পরিহার।
ইতরজনের তুল্য লঙ্ঘেন তাহার॥
ধর্ম্মের লঙ্ঘনে বনমধ্যে গোচারণে।
প্রকট জগদীশতা না হয় সঘনে॥
আরাধনে কিংহার আনন্দলাভ হয়।
কামাখ্যাদেবীর এই প্রভাব নিশ্চয়॥
অতএব না ত্যজিব কদাপি বিস্তার।
মদনগোপালমন্ত্র দশাক্ষর আর॥
এইমত বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ।
পূর্ব্বমত জপে, মন্ত্র নির্জনে আপন॥
চিত্তশুদ্ধি সাধুসঙ্গ-প্রভাবে হইল।
সাক্ষাতের মত নন্দকিশোরে দেখিল॥
তাঁর তত্ত্ব আলোচনা নাহি অনুভাব।
কিন্তু সর্ব্বানন্দক তদ্দর্শনস্বভাব॥
তাহে প্রায় কখন আনন্দমূর্চ্ছা হয়।
উঠি জপকাল গত দেখিয়া শোচয়—॥

এই কোন্ উপদ্রব আমার হইল ?।
তাহে মহাবিঘ্ন আসি নিশ্চয় জন্মিল॥
অদ্যকার জপ মোর সমাপ্ত নহিল।
কি করি উপায়—রাত্রি আগতা হইল॥
এই অচেতন কিবা নিদ্রাতে প্রভব ?।
কিবা হইল আমারে ভূত-অভিভব ?॥
হাহা মম দুঃস্বভাব জানিনু নিশ্চয়।
শোকস্থানে হৃদয়ের সুখ যাহে হয়॥
একদিন উক্তমতে করিয়া শোচন।
নিদ্রিত হইল বিপ্র না করি ভোজন॥
স্বপ্নে আদেশেন শ্রীমাধব স-সান্ত্বন—।
কিকারণ বৃথা শোক করহ ব্রাহ্মণ।॥
উপবাসে মোরে আপনারে দেহ' ক্লেশ।
শীঘ্র সিদ্ধ হৈবে তব মানস অশেষ॥
উমাপতি-বিশ্বেশ্বর-কথিত বচন।
আপনার চিত্তে তাহা করহ স্মরণ॥
যমুনার তীরপথে ত্বরায় ব্রাহ্মণ!।
যাহ তুমি অনির্বচনীয় বৃন্দাবন॥
আমার প্রসাদে সেস্থান অসাধারণ।
তোমার হইবে লাভ হর্ষ বিলক্ষণ॥
পথমধ্যে কোনমতে বিলম্ব কখন।
কুত্রাপি না করি শীঘ্র করহ গমন॥
শ্রীমাধবাদেশে প্রাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ।
হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল ততক্ষণ॥
পথগতিক্রমে যায়্যা শ্রীমন্মথুরায়।
স্নান করি বিশ্রামতীর্থেতে যমুনায়॥
শ্রীযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ততঃপর।
নিজ জপে ধ্যায়মান যত পরিকর॥
গো-গোপ-কদম্ববৃক্ষ প্রভৃতি সুন্দর।
প্রায় দেখি হৈল অতি আনন্দিততর॥
সেই গো-ভূষিত বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ।
কোনজনে না দেখি ভ্রময়ে অভিমত॥
শ্রীকেশিতীর্থের পূর্ব্বদিগেতে ব্রাহ্মণ।
হঠাৎকারে শুনিবারে পাইল রোদন॥
সেইদিগে গিয়া—প্রেমে নামসঙ্কীর্ত্তন।
শুনি বারম্বারে—তারে করে অন্বেষণ॥
নিবিড়ান্ধকার বনে না দেখিয়া কারে।
কোথা হৈতে আস্থে শব্দ ?—অন্বেষয়ে তারে॥
সেই সঙ্কীর্ত্তনধ্বনিস্থানে নিরূপিয়া।
যমুনার তীরে বিপ্র উপনীত গিয়া॥
কদম্বনিকুঞ্জমধ্যে করিল দর্শন—।
গোপবেশ বেণু-শৃঙ্গ-বেত্রাদিধারণ॥
কিশোর সুকুমারাঙ্গ পরমসুন্দর।
সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠবযুক্ত অতি মনোহর॥
নিজেষ্টদেবতাভ্রমে সে গোপকুমারে।
মহাহর্ষে গোপালেতি সম্বোধিয়া তাঁরে॥
প্রণমিয়া দণ্ডতুল্য ক্ষিতিতে পড়িল।
তাহাতে তাঁহার বহির্দৃষ্টি সে জন্মিল॥
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি শ্রীগোপকুমার।
জানিল—মাথুরবিপ্রকুলে জন্ম তার॥
কামাখ্যাদেবীর কামরূপনামে দেশ।
তথায় নিবাস বিপ্র করয়ে বিশেষ॥
শ্রীমদনগোপালের উপাসনা করে।
দূর হৈতে আসিয়াছে এথা সমাদরে॥
কুঞ্জে হৈতে বাহিরিয়া করি উত্থাপন।
নমস্করি আলিঙ্গিয়া বসাল্য তখন॥
করিলেন সন্তোষ আতিথ্য-ব্যবহারে।
শ্রীগোপকুমার করি করুণা তাঁহারে॥
দেবী-আরাধনাবধি ব্রজে আগমন।
পর্য্যন্ত যে অনুভব করিল ব্রাহ্মণ॥
হাসিয়া সংক্ষেপে তাহা কহিলা তখন।
নিজ বক্ষ্যমাণ বাক্যে বিশ্বাসকারণ॥
বুঝিয়া ব্রাহ্মণ গোপকুমার তাঁহায়।
অতি হর্ষে আপনার প্রিয়জনে পায়॥
বিশ্বাসী জানিয়া তাঁরে আপন বৃত্তান্ত।
সকল কহিল বিপ্র যত আদ্যোপান্ত॥
'সত্তম গোপনন্দন সর্ব্বজ্ঞের বর।'
জানিয়া তাঁহারে বিপ্র হইয়া কাতর॥
বিনয়াবনত দৈন্যসহিত তখন।
পুনর্ব্বার বিশেষিয়া কহেন বচন—॥
স্বর্গ-মোক্ষ-আদিরূপ সাধ্য নানামত।
তাহার সাধন—কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি যত॥
গঙ্গাতীর-বারাণসী-আদিস্থানে আর।
বহু-বাদ-শ্রবণ হইল যে আমার॥
তার মধ্যে প্রাপ্য কিবা করণীয় হয় ?।
আমিহ না পারি তাহা করিতে নির্ণয়॥
দেবীর আজ্ঞায় যে কিঞ্চিত অনুষ্ঠান।
নিত্য করি, তার তত্ত্ব নাহি মোরে জ্ঞান॥
কিবা তার ফল, কিবা কম্ম প্রয়োজন—।
ধর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি ?—ইহা না জানি কখন॥
সাধ্য আর সাধন নির্ণয়াভাবে মনে।
বিফল মানিয়ে জন্ম—বাঞ্ছিয়ে মরণে॥
কেবল কামাখ্যা-শিব-মাধবকৃপায়।
জীবন ধরিয়ে আমি প্রবল আশায়॥

আমার উপাস্য শ্রীগোপালদেবপ্রায়।
দয়ালু সর্ব্বজ্ঞ তুমি সদ্গুণী তাহায় ॥
অত উক্ত দেবতার কৃপায় তোমারে।
পাইয়া হইনু হৃষ্ট প্রশ্ন বিস্তারে ॥
সংশয়সাগরে মগ্ন পীড়িত আমার।
কৃপা করি মহাশয়! করহ উদ্ধার ॥
সাদরে বিপ্রের বাক্য শ্রীগোপকুমার।
শুনিয়া আপন মনে চিন্তেন বিচার— ॥
মদনগোপালদেবোপাসক এজন।
কৃতকৃত্য এই শুদ্ধ মাথুরব্রাহ্মণ ॥
জন্মিয়াছে পূর্ণ মনোরথ সে ইহার।
নিশ্চয় ইহাতে নাহি সন্দেহ আর ॥
কেবল তাঁহার পাদপদ্মের সাক্ষাতে।
দর্শন আছয়ে অবশিষ্ট মাত্র তাতে ॥
কিন্তু আসক্ত তাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তনে।
যোগ্য হয়, কিন্তু নহে জপের সাধনে ॥
শ্রীমদনগোপালের দুই শ্রীচরণ।
বাঞ্ছাতীত-ফলপ্রদ হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল' এ প্রভৃতি।
মধুরস্বরেতে সঙ্কীর্ত্তন যে বিস্তৃতি ॥
সেই প্রায় বহুল নিশ্চয় যাহে হয়।
ইতি উপাসনার লক্ষণ সুনির্ণয় ॥
তাঁর লীলাস্থলশ্রেণী যে আছয়ে তায়।
শ্রদ্ধা সন্দর্শন আর আদর-দ্বারায় ॥
সম্পাদ্যমান যেই হয় অতিশয়।
অর্থাৎ তাহাতে ভক্তি-কারণ নিলয় ॥
সে চরণ-উপাসনা হইতে সাধন।
শ্রেষ্ঠ নাহি কিছুমাত্র—নিশ্চয় কথন ॥
মদনগোপাল-পাদপদ্ম-উপাসনা।
চতুর্বর্গে তুচ্ছরূপে করে বিড়ম্বনা ॥
যাহা হৈতে সম্যক্ জন্ময়ে প্রেমধন।
তৎপাদাব্জ-বশীকার-দ্রব্যরূপ হন ॥
তাহা ভিন্ন সাধ্য বস্তু কিছু নাহি আরে।
এই সাধ্য-সাধন তাহারে বুঝাবারে ॥
সকলসংশয়চ্ছেদী আপন বৃত্তান্ত।
প্রথমে বর্ণন করি সব আদ্যোপান্ত ॥
কৃষ্ণকথামৃত পান হইবে ইহার।
মম অনুভূত অর্থ শুনিবেক আর ॥
তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইবে যখন।
সাধ্য-সাধনাদি-জ্ঞান জানিবে তখন ॥
'স্বপ্রশংসা এবো মৃত্যুঃ' শাস্ত্রের বচন।
নহে সাধুসম্মত- -স্বমাহাত্ম্যকথন ॥

অন্যের আখ্যান শুনে নাহিবেক হিত।
শুনিবেক মমাখ্যান শ্রদ্ধায় নিশ্চিত ॥
তাহাতে নিরাশ হবে অশেষ সংশয়।
হইবে ইহার সর্ব্বহিতের উদয় ॥
শ্রীমতী রাধার আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া।
আসিয়াছি এথায় এ বিপ্রের লাগিয়া ॥
যাহে শীঘ্র হিত হয়—সেই ত উচিত।
অতএব দোষ নাহি ইহাতে বিদিত ॥
নিশ্চয় করিয়া মনে এই ত প্রকার।
মহানুভাবক সেই শ্রীগোপকুমার ॥
শ্রদ্ধায় শুনিতে করি বিপ্রে সাবধানে।
পৌরাণিক ঋষি যেন কহেন পুরাণে ॥
সেইমত নিজ অনুভূত সমাচার।
হইলেন প্রবৃত্ত সকল কহিবার ॥
এই সাধ্য-সাধনের-তত্ত্ব-নিরূপণে।
বিদ্যমান আছে বহু ইতিহাসগণে ॥
তথাপি আপন সব বৃত্তান্ত নিশ্চিত।
স্মরণ করিয়া কহি—শুন শ্রদ্ধান্বিত ॥
প্রেম-ভাবোদয়ে যদি মোহ প্রাপ্ত হই।
তথাপি তোমারে সব আদ্যোপান্ত কই— ॥
গোবর্দ্ধনবাসী বৈশ্য, বৃত্তি গোপালন।
তাহার নন্দন আমি—বালক এমন ॥
বিংশতি-যোজনাত্মক জগত-বিখ্যাত।
শ্রীমথুরামণ্ডল প্রদেশ-মধ্যে জাত ॥
যমুনার তীরে গোবর্দ্ধনে বৃন্দাবনে।
এইস্থানে আর অতিরম্য মহাবনে ॥
বালকগণের সহ নিজ গাবীগণ।
করিতাম বিপ্রবর! পূর্ব্বেতে চারণ ॥
বনমধ্যে করিতাম প্রত্যহ দর্শন।
দিব্যমূর্ত্তিধর এক বিরক্ত ব্রাহ্মণ ॥
ইতস্তত কখনো করেন পর্য্যটন।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' মুহুর্মুহু করেন কীর্ত্তন ॥
কখনো জপেতে রত, কখনো বা ধ্যানে।
কখনো করেন নৃত্য—কোনকালে গানে ॥
কদাপি হাসেন আর তথা বিক্রোশন।
কখনো ভূমির 'পরে হয় ত পতন ॥
উন্মত্তের তুল্য লুঠে পড়িয়া ভূমিতে।
উচ্চৈঃস্বরে কখনো বা লাগেন কান্দিতে ॥
শ্লেষ্ম লালা অশ্রুধারা হইয়া নির্গম।
গোপথের রজ সব করেন কর্দ্দম ॥
পড়িয়া থাকেন কখনো বা অচেতন।
কদাপি মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্টবচন ॥

আমরা বালকসব কৌতুক করিয়া।
সেই সাধুবরে সদা দেখিতাম গিয়া॥
আমরা-সকলে গোপকুমারে পাইয়া।
নমস্কার করিতেন অতি আদরিয়া॥
গাঢ় আলিঙ্গিয়া প্রেমে সর্ব্বাঙ্গে চুম্বন।
পরিত্যাগ করিতে না পারে কদাচন॥
বহুদিনান্তরে প্রিয়বন্ধুরে পাইয়া।
যেন নাহি তজে, তেন মোদিগে ধরিয়া॥
দধিদুগ্ধদান, জলপাত্র-আহরণ॥
সমীপবর্ত্তিত্ব-আদি অনেক সেবন।
করিয়া আমিহ তাঁরে প্রসন্ন করিল॥
কৃপা করিবার তরে উন্মুখী হইল।
একদিন পাইয়া মোরে যমুনার তীরে॥
আলিঙ্গিয়া কহিতে লাগিলা ধীরেধীরে—॥
সকল-অভীষ্টসিদ্ধ বৎস হে! তৎক্ষণ।
যদ্যপি করহ ইচ্ছা— শুনহ বচন॥
আমা হৈতে জগদীশ-প্রসন্ন-কারণ।
কেশিতীর্থে স্নান করি করহ গ্রহণ॥
এমত কহিয়া মহামন্ত্র দশাক্ষরী।
তুমি যাহা উপাসনা কর শ্রদ্ধা করি॥
পূর্ণকামানপেক্ষ দয়ালুশিরোমণি।
সেই দ্বিজোত্তম নিজচিত্তে কৃপা গণি॥
স্নানোত্তরে করিলেন আদেশ আমারে।
পূজাবিধি ন্যাসধ্যানাদিক শিক্ষাবারে॥
জপে ধ্যেয় মদনগোপাল-রূপসার।
উচ্চারণ জিহ্বাগ্রে করিয়া একবার॥
বিরহিণী নারী প্রেমবিরহার্ত্তা হ'য়ে।
স্মরণে বিহ্বলা যাতে যেমত যেমত কান্দয়ে॥
সেইমত প্রেমাকুলচিত্তেতে রোদন।
করি হইলেন দ্বিজোত্তম অচেতন॥
কতক্ষণ পরে পুনঃ পাইলা চেতন।
ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসিতে নারিলুঁ বচন॥
প্রেমভরাবিভাবেতে বিমনস্ক-মন।
আপনিও কিছু নাহি করিলা কারণ॥
কোথায় গেলেন,—অন্বেষিয়া পুনর্ব্বার।
নাহি পাইলাম আমি দর্শন তাঁহার॥
কি ইহা পাইলু—ফল বা কিবা ইহার।
যদি মন্ত্র হয়—সাধনীয় কিপ্রকার॥
কিরূপে বা সর্ব্বসিদ্ধ হইবে উদিতে?।
ইহা কিছু না পারিলু আমিহ জানিতে॥
সেই মহানুভাবের বাক্যের গৌরবে।
কৌতুকেতে নিরন্তর অলক্ষিত সবে॥

কেবল মুখেতে সেই মন্ত্র জপ করি।
অতি বিরলেতে লোকলজ্জা পরিহরি॥
তত্ত্বজ্ঞানাভাবেতেও মহাপুরুষের।
প্রভাবেতে, আর দ্বারা সে মন্ত্রজপের॥
চিত্তশুদ্ধি হৈল—কামক্রোধাদিনিবৃত্তি।
হইল মন্ত্রের জপে শ্রদ্ধার প্রবৃত্তি॥
'জগদীশপ্রসাদ গ্রহণ কর' যেই।
শ্রীগুরুর বাক্য, অনুসন্ধানিয়া সেই॥
সেই মন্ত্র জগদীশ্বরের সুসাধক।
মানি তোষ পাইয়া হেন জপ-প্রকারক॥
কীদৃশ শ্রীজগদীশ,—কিবা রূপ তাঁর?।
কবে বা হইবে দৃষ্টিগোচর আমার?॥
ইহাতে লালসাযুক্ত অত্যন্ত হইয়া।
জাহ্নবীর তীরে গেলুঁ গৃহাদি ত্যজিয়া॥
দূরে হৈতে শঙ্খধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
ধ্বনিস্থানে পুলিনেতে করিলুঁ গমন॥
শালগ্রামশিলার্চ্চক ব্রাহ্মণে দেখিয়া।
করিলাম প্রণাম নিকটে তাঁর গিয়া॥
কিহে কে,—কাহার পূজা করিতেছ স্বামি!।
ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসা যবে করিলাম আমি॥
হাসিয়া কহিল তবে—না জান বালক!।
কিহে জগদীশ্বর—জগৎপ্রপালক॥
তাহা শুনি হইলাম সুসংভ্রান্ত-বিধি।
দরিদ্র মানব যেন পাইলেক নিধি॥
মৃতবন্ধুজনে যেন বান্ধব পাইল।
সেমত পরম হর্ষ আমার হইল॥
শালগ্রাম-রূপি-জগদীশে বারবার।
দেখি প্রীতে করি দণ্ডবত-নমস্কার॥
বিপ্রের কৃপায় কিছু নির্মাল্যসহিত।
পাদোদক পাইলাম—পরম-হর্ষিত॥
সেই বিপ্র গৃহে যাত্যে উদ্যত হইয়া।
শালগ্রামে করণ্ডে রাখিল শোয়াইয়া॥
জগদীশে এইমত দেখিয়া পীড়িত।
করিনুঁ প্রলাপ বহু রোদন-সহিত—॥
হায়হায় করণ্ডমধ্যে অযোগ্যস্থানে।
নিক্ষেপ করিল পরমেশ্বরে কি-জ্ঞানে?॥
দ্রব্যাদি সকল আছে—কিছু না খাইলা!
ক্ষুধায় কি-মতে নিদ্রাযুক্ত সে হইলা?॥
এই শালগ্রাম হৈতে কোন বিলক্ষণ।
কোথায় জগদীশ্বর আছেন কেমন?॥
প্রকৃত না জানি আমি ইহা সর্ব্বথায়।
মাথুর-ব্রাহ্মণোত্তম! কহিয়ে তোমায়॥

অকৃত্রিমসন্তাপি-বিলাপেতে পীড়িত।
আমারে দেখিয়া বিপ্র হইলা লজ্জিত॥
প্রেমবিশেষদর্শনে বিনয়ে অন্বিত।
সান্ত্বনা করিয়া বিপ্র কহিল কিঞ্চিত—॥
হে নববৈষ্ণব! শালগ্রামের পূজন।
মন্ত্রলোভে ক্রিয়মান না কৈলা দর্শন?॥
কিবা পূজা করিবারে পারিবে নির্ধন।
জগদীশে করি মাত্র স্বভোগ্য-অর্পণ॥
যদি জগদীশ্বরের পূজার উৎসব।
দেখিবারে চাহ,—আর তাঁহার বৈভব॥
এই গঙ্গাতীরবর্ত্তিদেশের নৃপতি।
বিষ্ণুপূজা-অনুরাগী মহা সাধুমতি॥
নিকটে তাঁহার পুরী—করহ গমন।
সাক্ষাৎ সকল তথা করিবে দর্শন॥
প্রকট-সর্ব্বাঙ্গশোভা-চারু-বিশেষক।
সুদর্শ জগদীশ্বর হৃদয়পূরক॥
ভোগদ্রব্য-পর্য্যঙ্ক-মন্দিরাদি দেখিবে।
গীত-স্তুতি নানামত তথায় শুনিবে॥
মহানন্দ সংহথা করিবে অনুভব।
হইবে মানস তব সন্তোষিত সব॥
যদ্যপিহ শালগ্রামরূপী ভগবান্।
তথাপি সর্ব্বাঙ্গ-শোভা অভাবেতে জান॥
আর মম দারিদ্রে অভাব পূজোৎসব।
প্রেমভক্তে নাহি হয় সুখ অনুভব॥
তথায় সকল তুমি করিবে দর্শন।
হইবে তোমার বহু আনন্দিত মন॥
ইদানী আমার গৃহে করি আগমন।
বিষ্ণুনিবেদিত কিছু করহ ভোজন॥
তাঁর বাক্যে আনন্দিত হইলাম অতি।
উপবাসী—না গেলাম তাঁর গৃহ প্রতি॥
বাক্যলঙ্ঘনাপরাধ-ক্ষমার নিমিত্তে।
পুনঃপুন প্রণমিয়া সন্তোষিত চিত্তে॥
তাঁর উদ্দেশিত পথে যাইয়া ত্বরিত॥
উক্ত রাজপুরে হইলাম উপস্থিত॥
অন্তঃপুরে দেবতামন্দিরে সুবিপুল।
জগদীশার্চ্চনধ্বনি অপূর্ব্ব তুমুল॥
দূরে হৈতে শুনি জিজ্ঞাসিলাম মানবে—
কোথা জগদীশ,—কিবা শব্দ এইসবে?॥
ধ্বনির কারণ তার স্থান জানি, পরে।
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর দেখিবার তরে॥
কোন দ্বারিগণ হৈতে অবারিতগতি।
দেবের মন্দিরে প্রবেশিনু বেগে অতি॥

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শোভে পদ্মকরে।
দেখিনু সমক্ষে চতুর্ভুজ-রূপধরে॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরতর অতি মনোহর।
নবমেঘসম-কান্তি, সুবিম্ব-অধর॥
পট্ট-পীতাম্বর, বনমালা-বিরাজিত।
সুবর্ণরচিত-মণিভূষণে ভূষিত॥
অবর্ণ্য কিশোর মূর্ত্তি,পূর্ণেন্দু-বদন।
ঈষৎ হাস্যসুধা তাহে. পঙ্কজ-নয়ন॥
নানাবিধ সেবাকার্য্যে অনুরক্তমন।
বহু পরিচারক করয়ে সুসেবন॥
স্তব নৃত্য গীত অগ্রে যে হয় তাঁহার।
অনিমেষদৃষ্টে দেব করেন স্বীকার॥
আছেন বসিয়া স্বর্ণসিংহাসনবরে।
পরিচ্ছদসমূহ আছয়ে সুষ্ঠুতরে॥
পরম আনন্দে পূর্ণ আমি হইলাম।
দণ্ডবৎ প্রণাম মুহুর্মুহু করিলাম॥
চিন্তিলাম—যেবা ছিল দেখিতে ইচ্ছিত।
করিলাম অত্র আমি দর্শন নিশ্চিত॥
জন্মের সাফল্য ফল পাইনু এখন।
এথা হৈতে কোনস্থানে না যাব কখন॥
পাইয়া বৈষ্ণবগণ-কৃপা-সমুদয়ে।
করিনু নিবাস সুখে সেই দেবালয়ে॥
বিষ্ণুর নৈবেদ্য নিত্য করিয়ে ভোজন।
পূজা-মহোৎসব সুখে করিয়ে দর্শন॥
পূজাদিমাহাত্ম্য নিত্য তথা শুনিতাম।
গোপনীয়স্থানে যত্নে মন্ত্র জপিতাম॥
গোপক্রীড়াসুখ—ব্রজভূমির শ্রী আর।
কখনো না যায় মনে হইতে আমার॥
এইমত কতদিন আনন্দ-হৃদয়ে।
থাকিলাম তথাকারে সন্তোষিত হ'য়ে॥
পূর্ব্বের কথিত পূজাবিধানে আমার।
পরমা লালসা মনে জন্মিল বিস্তার॥
কতদিনান্তরে সেই অপুত্র নৃপতি।
বৈদেশিক আমি—তবু প্রিয় করি অতি॥
সুশীল দেখিয়া মোরে পুত্রত্বে কল্পিয়া।
অচিরকালেতে গেল শরীর ত্যজিয়া॥
আমি সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তথায়।
পূর্ব্বহৈতে বহুক্ষণ প্রবর্ত্তি পূজায়॥
বিষ্ণুর প্রসাদ-অন্নে আমি প্রতিদিন।
করাইতু ভোজন বৈষ্ণব সুপ্রবীণ॥
রাজ্যপ্রাপ্তিপূর্ব্বে যেন ছিনু অকিঞ্চন।
রাজ্য পাইয়াও থাকিলাম সে তেমন॥

জপি নিজ মন্ত্র,—দেহ নির্ব্বাহ-কারণ।
করিতাম প্রসাদান্ন কেবল ভোজন॥
মৃত-নৃপতির সেই ছিল পরিবার।
তাহাদিগে বাঁটিয়া দিলাম রাজ্যভার॥
তথাপি রাজ্যসম্বন্ধে বহুধা প্রকার।
নিরন্তর দুঃখবোধ হইল আমার॥
কদাচিত অন্য রাজা হৈতে ভয় হয়।
কখনো বা চক্রবর্ত্তী নৃপতি যে হয়॥
বিবিধ-আদেশগণ-পালনে তাহার।
নিরন্তর নহে বশীভূত আপনার॥
'জগদীশ্বরের সেবা-সিদ্ধের কারণ।
সহিবারে হয়'—যদি বলহ বচন॥
তাহার উত্তর কহি—করহ শ্রবণ।
জগদীশ্বরের প্রসাদান্ন যেই হন॥
অন্য স্থানে যদ্যপিহ কেহ লয়্যা যায়।
কোনক্রমে অন্য জন স্পর্শ কৈল তায়॥
জগন্নাথদেব-মহাপ্রসাদ ব্যতীত।
অন্যস্পৃষ্ট খাদ্যে নাই—এ করি নিশ্চিত॥
কোন সজ্জন তাহা না করেন ভোজন।
এই মর্ম্মশৈল্য কৈল হৃদে প্রবেশন॥
তাহাতে সে-রাজ্যে মহা-বৈরাগ্য জন্মিল।
কিন্তু শীঘ্র সেই রাজ্য ত্যজিতে নারিল॥
তাহে হেতু—জগদীশসেবা সুখময়।
রাজ্যত্যাগে তাঁহারো সেবার ত্যাগ হয়॥
এমতসময়েতে তৈর্থিক সাধুবর।
মম পুরে আগমন করিলা বিস্তর॥
কহিলেন—লবণসাগরতীরে ধাম।
নীলাচলক্ষেত্র—পুরুষোত্তম যে নাম॥
তাহে বিরাজিত দারুব্রহ্ম জগন্নাথ।
শ্রীসুভদ্রা-শ্রীরাম-শ্রীলক্ষ্মীদেবী-সাথ॥
ভগবান পরমবৈভবযুক্ত হন।
উৎকলের রাজ্য স্বয়ং করেন পালন॥
সেবকগণের প্রতি অতি স্নিগ্ধমন।
আপন মাহাত্ম্য সদা করে প্রকাশন॥
লক্ষ্মীদেবী অন্নাদিক করেন রন্ধন।
স্বয়ং মহাপ্রভু তাহা করেন ভোজন॥
দেবতাগণের তাহা সুদুর্ল্লভ হয়।
আপন সেবকগণে দেন দয়াময়॥
নাম 'মহাপ্রসাদ'—সুপবিত্র হন।
স্পর্শাস্পর্শ্যদোষ তাহে নাহি কদাচন॥
যেবা-কোনস্থানে নীত—না করি বিচার।
ভোজন করিলে সর্ব্বপাপেতে নিস্তার॥

আশ্চর্য্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহিমা।
অনন্ত অনন্তমুখে দিতে নারে সীমা॥
গর্দ্দভাদি চতুর্ভুজ যেখানে সদায়।
প্রবেশমাত্রেতে অনায়াসে মুক্তি পায়॥
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ দেখিলে তথায়।
আশ্চর্য্য অশ্রুত নিজজন্মফল পায়॥
এতেক শুনিয়া হৈল ইচ্ছা দেখিবার।
তাহে অভিভূত জ্ঞান জন্মিল আমার॥
সেইক্ষণে রাজ্য-ধন-জনাদি বৈভব।
বাহ্য-অন্তরেতে করি পরিত্যাগ সব॥
'জগন্নাথ জগন্নাথ' করি সঙ্কীর্ত্তন।
ওড্রদেশদিগে শীঘ্র করিলুঁ গমন॥
সেই ক্ষেত্র অচিরকালেতে পাইলাম।
ক্ষেত্রবাসিজনসবে করিলুঁ প্রণাম॥
পরমবৈষ্ণব সেই সবার কৃপায়।
প্রবেশ করিলুঁ পুরমধ্যেতে তথায়॥

তথাহি (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।১।১৫২)—

দূরাদদর্শি পুরুষোত্তমবক্ত্রচন্দ্রো,
ভ্রাজদ্বিশালনয়নো মণিপুণ্ড্রভালঃ।
স্নিগ্ধাভ্রকান্তিবরুণাধরদীপ্তিরম্যো,
ঽশেষপ্রসাদবিকসৎস্মিতচন্দ্রিকাঢ্যঃ॥ ॥

দূরে হৈতে দেখিলাম অতি শোভাতর।
শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম-বদনেন্দুবর॥
সুপ্রকাশমান অতি বিশাল নয়ন।
তিলক-সমান মণি ভালে বিভূষণ॥
কান্তি অতি স্নিগ্ধ—সহ-জল জলধর।
অরুণ-অধর-দীপ্তি কিবা মনোহর॥
অশেষ জনের প্রতি প্রসন্নতাচিত।
তাহে বিকসিত মন্দহাস্য-জ্যোৎস্নান্বিত॥
দর্শন করিয়া প্রেমে হইলাম হত।
কম্পেতে নিরুদ্ধ দেহ হইল বিতত॥
রোমাঞ্চসমূহে যুক্ত হইলুঁ তখন।
অশ্রুতে মুদ্রিত তবে মম দুনয়ন॥
গমনে মানস—কিন্তু নাহি শক্তি তায়।
গরুড়ের স্তম্ভ পাইলাম কষ্টতায়॥
ততঃপর নিকটেতে করিয়া গমন।
করিলাম বিশেষপ্রকারেতে দর্শন॥
দিব্য বস্ত্রালঙ্কার সুমালা বিরাজন।
মনোলোচনের করে হর্ষবিবর্দ্ধন॥
লীলাক্রমে সিংহাসনোপরেতে সুস্থিত।
ভোজন করিয়া মহাভোগ মনোনীত॥

প্রণাম নর্ত্তন স্তুতি বাদ্য গীত আর।
যেইসব লোক করে ভক্তিপুরস্কার॥
বিলোকেন তাহাদের প্রতি প্রেমসাথ।
মহামহিমার পদ—প্রভু জগন্নাথ॥
করিয়া দর্শন হইলাম মোহযুত।
পড়িলাম ভূমিতলে হৈয়া অভিভূত॥
কতক্ষণপরে তবে পাইয়া চেতন।
চাহি পুনর্ব্বার তাঁরে করিয়া দর্শন॥
হইলুঁ উন্মত্ততুল্য,—ধরিবারে তাঁরে।
বেগে ধাইলাম অগ্রে দুবাহু প্রসারে॥
চিরকাল হৈতে দৃষ্ট—ইষ্ট প্রভুবর।
এই জগদীশ অদ্য পাইলুঁ সত্বর॥
পাইলুঁ জীবন অদ্য পাইলুঁ জীবন।'
এই কথা অগ্রে কহি যাইতে তখন॥
দ্বারী বেত্রাঘাতে তবে কৈল নিবারিত।
বিচার জন্মিয়া হইলাম সলজ্জিত॥
'এই নিবারণ হৈল প্রভুর কৃপায়।'
ইহা অনুমানি আইলাম বাহিরায়॥
কোন জন দয়ালু হইয়া কৃপাবান।
আমারে করিল মহাপ্রসাদান্ন দান॥
সেই মহাপ্রসাদান্ন করিয়া ভোজন।
ভগবন্মন্দিরে পুন. করিলুঁ গমন॥
প্রবেশ করিয়া যাহা হইল দর্শন।
হৈল প্রমোদের পদ আশ্চর্য্যজনন॥
হৃদয়ে করিতে তাহা শক্তি নাহি হই।
অনন্ত-হেতুক কিপ্রকারে মুখে কই?॥
এইমতে সমস্তদিবস দেবালয়ে।
থাকিলাম আনন্দানুভব-পূর্ণাশয়ে॥
রাত্রি প্রহরেক গতে অতি মহোৎসব।
বিচিত্র বেশাদি বৃহচ্ছৃঙ্গার সম্ভব॥
হইলে সংপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলিমহোৎসব।
আইলাম বাহিরেতে সানন্দবিভব॥
নূতননূতন আনন্দেতে সাধু-সঙ্গে।
দিবারাত্রিজ্ঞান নাহি প্রমোদপ্রসঙ্গে॥
বৃন্দাবন-অদর্শনে শোক ছিল যত।
সে সকল আমাহৈতে হইল বিগত॥
'সেবকগণের প্রতি উত্তম করুণা।'
জগন্নাথদেবের সর্ব্বত্র যায় শুনা॥
'সেবকের ইচ্ছা প্রভু করেন পালন।'
করিলুঁ এ কৃপা অনুভব বিলক্ষণ॥
সর্ব্বদা শ্রীজগন্নাথদর্শন ব্যতীত।
অন্য কিছু আমারে না রোচে কদাচিত।
দেবালয়মধ্যে বহু পৌরাণিকগণ।
করেন প্রভুর বহু মাহাত্ম্য বর্ণন॥
তাহাও শুনিতে ইচ্ছা নাহি হয় মন।
প্রভুর দর্শনে সদা পাই সুখতম॥
যদি কিছু দৈহিক চৈত্তিক দুঃখ হয়।
দেখিলে পুণ্ডরীকাক্ষ—সদা পায় ক্ষয়॥
'পাইলাম মন্ত্রজপফল' ইহা মানি।
থাকিলাম বহুদিন অতি সুখ জানি॥
কতদিনপরে মহাপ্রভুর সেবায়॥
জন্মিল আমার রুচি একদিন তায়॥
বহুযত্ন করি সেই সেবা না ঘটিল।
তাহাতে মানসে তাপ আমার জন্মিল॥
ক্ষেত্র-পুরুষোত্তমের রাজা চক্রবর্ত্তী।
প্রভুর সেবক মুখ্য—সেবা-অনুবর্ত্তী।
রথযাত্রা-আদি মহোৎসবের সময়ে।
শ্রীমুখ দেখিতে যান নৃপ মহাশয়ে॥
উত্থানাদি ভঙ্গ হয় হস্ত্যশ্বাদিপাতে।
সজ্জন-সবার হয় দর্শন-বিঘাতে॥
রাজগণে জনে পথ হয় নিবারিতে।
হান মোরা নাহি পাই স্বচ্ছন্দ দেখিতে॥
এইমতে বহু দুঃখ জন্মিল হৃদয়ে।
নিজ গুরুদেবে দেখিলাম এসময়ে॥
জগন্নাথদেবাগ্রে বিহ্বল প্রেমে অতি।
মহানুভাবক—ভাবে বিভাবিত-মতি॥
জগন্নাথ-শ্রীমুখ হরিল মম চিত।
সংভাষণা করিতে হইল বিলম্বিত॥
করিলেন অলক্ষিত-গমন কোথায়।
ইতস্ততঃ অন্বেষিয়া না পাইলুঁ তাঁয়॥
অন্যদিন সমুদ্রের তীরে মহাশয়।
আনন্দে কীর্ত্তন-নৃত্য করেন সংশয়॥
একক পাইয়া তাঁরে দণ্ডের সমান।
করিলাম প্রণাম পড়িয়া ভূমিস্থান॥
দেখি আশীর্ব্বাদপূর্ব্ব দিয়া আলিঙ্গন।
অনুগ্রহে করিলেন সর্ব্বজ্ঞ বচন—॥
মনোবচনাদি-দ্বারা সে সঙ্কল্প করি।
জপিবে আপন মন্ত্র—সযত্ন আচরি॥
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সব সঙ্কল্পিত।
প্রাপ্তি হইবেক—আরো ফল বাঞ্ছাতীত॥
জগন্নাথদেবের সেবানুরূপ হয়।
এই মন্ত্রজপ তুমি জানিহ নিশ্চয়॥
এমত জানিবে, আর বিশ্বাস করিবে।
নিজমন্ত্রজপ কদাচিত না ত্যজিবে॥

বহুরূপ বহুনিষ্ঠা বহুভোগচয়।
বহুকালে ক্রমে সেইসব সিদ্ধ হয়॥
এই জন্মে সিদ্ধ হবে কেমতপ্রকারে?।
এই আশঙ্কায় আশীর্ব্বাদ করে সারে—॥
মন্ত্রজপপ্রভাবেতে চিরজীবী হও।
এই গোপশিশুরূপে চিরকাল রও॥
এই মন্ত্রজপের যে ফলনিরূপণ।
শ্রীমদনগোপালের সাক্ষাৎ দর্শন॥
ক্রীড়াকৌতুকাদিরূপ যেই ফল যার।
তার প্রাপ্তিযোগ্য মন হউক তোমার॥
পূর্ব্বের অনুক্ত মন্ত্রসাধন যে হয়।
যথা-অবসর-স্থান কর সমুদয়॥
আমারে কখনো এইস্থানেতে দেখিবে।
কদাপি বা বৃন্দাবনে দর্শন পাইবে॥
এইমত অনুজ্ঞা করিয়া ততক্ষণ।
করিলেন কোন্ স্থানে সহসা গমন॥
তাঁহার বিয়োগে হৈয়া দীনতর-মন।
জগন্নাথ দেখিবারে করিলুঁ গমন॥
দেখিয়া পাইলুঁ শান্তি—দুঃখ গেল দূর।
কেবল মন্ত্রের জপে যত্ন সে প্রচুর॥
এই ব্রজভূমির দর্শনোৎকণ্ঠাচয়।
যখন আমার মনে হয় অতিশয়॥
তখন শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা।
আমার উপর স্ফূর্ত্তি হয় ত গরিমা॥
সেই ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপবন।
স্ফুর্ত্তি হয় আমারে—যেমত বৃন্দাবন॥
যমুনারূপেতে বোধ হয় ত সাগরে।
গোবর্দ্ধনরূপ স্ফুরে নীলগিরিবরে॥
এইমতে সুখে তথা করি নিবসন।
প্রাতঃকালে করি মহাপ্রভুর দর্শন॥
পশ্চাৎ আপন বাসে করি আগমন।
জগন্নাথসেবাপ্রাপ্তি করি সঙ্কল্পন॥
তার সিদ্ধিহেতু গুরুচরণাজ্ঞামতে।
নিজমন্ত্রজপ নিত্য করি অবিরতে॥
কতদিনপরে চক্রবর্ত্তী নৃপবর।
কালপ্রাপ্তে দেহত্যাগ করিল সত্বর॥
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অতি বিরক্ত সম্ভক্ত।
প্রভুর দর্শন বিনা অন্যে নহে সক্ত॥
না করিল কোনমতে রাজ্য অঙ্গীকার।
জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার॥
এইহেতু নিয়মপূর্ব্বক মন্ত্রিগণ।
জগন্নাথদেবস্থানে কৈল নিবেদন॥

আজ্ঞা হৈল—গোবর্দ্ধনবাসী সাধুতর।
এক গোপকুমার—আমার ভক্তবর॥
মহারাজচিহ্ন দক্ষহস্তে চক্র হয়।
দুইপদে পদ্মকোষ তাহার আছয়॥
তারে কর অভিষেক ত্বরাযুক্ত হৈয়া।
এত শুনি পরীক্ষিয়া গেল মোরে লৈয়া॥
অভিষেক করিল আমারে নৃপাসনে।
সার্ব্বভৌমরাজ্য করিলেক সমর্পণে॥
আমারে হইল যেই রাজ্য সমর্পিত।
মহাপূজামহোৎসব হইল বর্দ্ধিত॥
বিশেষত মহাযাত্রা দ্বাদশ প্রভুর॥
বাড়াইলুঁ অতিশয় করি যত্নপুর॥
সর্ব্বযাত্রা হইতে গুণ্ডিচাযাত্রা শ্রেষ্ঠ।
পৃথিবীর যত সাধু জানিয়া সদেষ্ট॥
আসি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যত নর।
নৃত্য-গীত-আনন্দ করয়ে নিরন্তর॥
রাজ্য আর রাজ্যোপভোগীয় দ্রব্যচয়।
প্রভুর পদাব্জে সমর্পিয়া সমুদয়॥
যখন যে সেবা হয় ইচ্ছা আপনার।
তখন করিয়ে সেবা সেই ত প্রকার॥
নিজপ্রিয়তম-নিত্যসেবকসহিত।
ক্রীড়াকৌতুকাদি প্রভু করেন বিদিত॥
লীলাক্রমে মৌনভাবে হয়েন কখন।
নানামত বিনোদ কৌতুক আচরণ॥
সেইসেই লীলা অনুসারি ভক্তগণ।
প্রভুর আশ্চর্য্যভাবে সুকৌতুক-মন॥
নীলাচলক্ষেত্রবাসী ভক্তগণ যত।
প্রভুসহ কৌতুকাদি করয়ে যেমত॥
সেই-সেই ভাবে হয় আমারো আশয়।
তাহাতে হৃদয়ে দুঃখ আমার জন্ময়॥
আগন্তুক আমি—নহি সেবক বিরল।
নীলাচলনাথে নাহি নিষ্ঠা ত নিশ্চল॥
অতএব সে প্রসাদভাগী কিসে হব?।
তথাপি উৎকলবাসী ভক্ত যেইসব।
তাঁদের নর্ম্মগোষ্ঠ্যাদি সৌভাগ্য-ভাবনে।
জন্মিয়া আশয় হয়,—তাহে দুঃখ মনে॥
কিন্তু 'শ্রীমথুরানাথ গোবর্দ্ধনধর।
বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীরাধিকামনোহর।
বংশীধারী' ইত্যাদিক নাম সংকীর্ত্তিত।
স্তোত্র পৌরাণিক আর কবি-বিরচিত॥
স্বরতালাদিকযোগে গাঁথা সব গান।
মথুরাস্মারক প্রভু-অগ্রে গীয়মান॥

শুনি মথুরাগমনে উৎকণ্ঠা বাঢ়িয়া।
হইত অত্যন্ত উপতাপযুক্ত হিয়া॥
সাধুসঙ্গবলে গিয়া রাজীবলোচন।
দেখি সর্বশোক দূর হইত তখন॥
ইচ্ছা না হইত মন কুত্রাপি গমনে।
তথাপি সাম্রাজ্যসম্পর্কেতে মম মনে॥
জগন্নাথদেবের দর্শনানন্দ যত।
সম্যক্ উদয় নাহি হয় পূর্বমত॥
যাত্রামহোৎসবে নিজেচ্ছায় নানামত।
পথসম্মার্জনাদি বিবিধ সেবা যত॥
রাজগণে আবৃত হইয়া সব করি।
তথাপি মানসে সুখ না হয় বিস্তরি॥
রাজার সন্তান আর পাত্রমিত্রগণে।
রাজ্যকার্য্যভার করিলাম সমর্পণে॥
পূর্বেতে ছিলাম উদাসীন যেইমত।
তেমত থাকিলুঁ রাজ্যে হইয়া বিরত॥
ততঃপরে রহঃস্থানে সুখে জপ করি।
প্রভুপদাব্জসমীপে সেবা ত আচরি॥
তথাপি রাজসম্বন্ধে যত সব নর।
করয়ে আমার প্রতি সম্মান-আদর॥
সেহেতু না পায়্যা সুখ পূর্বতুল্য মনে।
তথায় থাকিতে হৈলুঁ বিরক্ত তখনে॥
তবে চিত্তে হৈল যাইবারে বৃন্দাবনে।
কিন্তু প্রভু-আজ্ঞা বিনা যাইব কেমনে॥
করিয়া চিন্তন মনে এমতপ্রকারে।
গেলাম প্রভুর অগ্রে আজ্ঞা মাগিবারে॥
শ্রীমুখ দেখিয়া পূর্ব যত দুঃখ ছিল।
ব্রজে গমনেচ্ছা আদি সব বিস্মরিল॥
এইমতে সম্বৎসর হইল যাপন।
আইল তথায় মাথুরিক কতজন॥
তাহাদের বাচনিক করিলুঁ শ্রবণ।
মথুরা শ্রীবৃন্দাবন আর গোবর্দ্ধন॥
গো গোপ-গোপিকা মৃগ-পক্ষী-বৃক্ষাদির।
বিশেষ বৃত্তান্তে মন হইল অস্থির॥

শোক আর দুঃখে অতি হইয়া কাতর।
রাত্রিতে শয়ন করি আছি শয্যা'পর॥
জগন্নাথদেব পরদুঃখেতে কাতর।
আমারে করিলা আজ্ঞা অনুগ্রহপর—॥
হে গোপনন্দন! শুন বাক্য সমীহিত।
ব্রজভূমিবাস তব হয় ত উচিত॥
এই ক্ষেত্র আমার যেমত প্রিয় হয়।
জন্মভূমিহেতু শ্রীমথুরা প্রিয়চয়॥
নিবাস করিয়ে আমি যেমত এথায়।
সেইমত বৃন্দাবনে থাকি সর্বদায়॥
বিশেষ বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর বয়সে।
নানা অনির্বচনীয় লীলা সুনির্দ্দেশ॥
নিরন্তর নানাবিধা লীলা নিয়মিতা।
তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনভূমি বিভূষিতা॥
কি কারণে তুমি মতি হইয়া অস্থির।
অনুতাপ করিতেছ—যেমত অধীর?॥
সেই বৃন্দাবনে তুমি করহ গমন।
নিশ্চয় আমার রূপ মদনমোহন॥
যথাকালে অবশ্য পাইবে দেখিবারে।
আর শোক কখনো না হইবে তোমারে॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা এমত প্রকারে।
প্রাতঃকালে উঠি বসি আছি নিজাগারে॥
জগন্নাথদেবের পূজক বিপ্রগণ।
আজ্ঞামালা আনি মোরে কৈল সমর্পণ॥
সেই মালা কণ্ঠে বান্ধি—দেখি চক্রবর।
প্রণমিয়া প্রস্থান করিলুঁ ততঃপর॥
উৎকণ্ঠিত-মতি অতি করিয়া প্রয়াসে।
এই বৃন্দাবনে আইলাম সহুতাশে॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দি সাবহিতে।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রেমরস চিতে॥
শ্রীজয়গোবিন্দদাস মাগে এই বরে—।
ভক্তিদান দেহ তব শ্রীচরণ'পরে॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
বৈরাগ্যং নাম প্রথমোধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনৌ জয়তাম্ ।
দ্বিতীয় আদি মাহাত্ম্যং স্বর্গাদীনাং যথোত্তরম্ ।
সমাবেশ্চ বহির্দৃষ্টৈস্তথা ভক্তৈশ্চ মুক্তিতঃ ॥ • ।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম ।
জয় নিত্যানন্দ রৌহিণেয় বলরাম ॥
জয়জয়াদ্বৈতচন্দ্র প্রণমিযে পায় ।
শ্রীচৈতন্যগুণ গাই যাহার কৃপায় ॥
জয় রূপ সনাতন—বন্দিয়ে চরণ ।
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গের কায়ব্যূহ দুইজন ॥
জয় গৌরপ্রিয়বর্গ সাধুভক্তগণ ।
যাঁহাদের কৃপায় পাই গৌরাঙ্গচরণ ॥
তবে গোপকুমার কহয়ে বিবরণ— ।
হে মাথুরশ্রেষ্ঠ বিপ্র ! শুনহ কথন ॥
যমুনায় বিশ্রামঘাটেতে করি স্নান ।
বৃন্দাবনমধ্যে তবে করিনু প্রয়াণ ॥
বৃন্দাবন, যমুনাপুলিন, তালবন ।
ভাণ্ডীরগহন, মধুবন, মহাবন ॥
রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন ।
ইচ্ছামত সর্ব্বস্থলে করিয়ে ভ্রমণ ॥
করিয়া গোরস-পান আমি কদাচিত ।
পূর্ব্ববন্ধুগণের হইয়া অলক্ষিত ॥
নিজ জপনীয় মন্ত্র করিয়া ভজন ।
করিলাম সুখে কতদিবস যাপন ॥
এই বৃন্দাবনে নিত্য সন্নিহিত হরি ।
নিরন্তর রাধাসহ ফিরেন বিহরি ॥
কিন্তু সে-সময়ে কৃষ্ণকৃপা নাহি ছিল ।
বিশেষ ব্রজের তত্ত্ব তাহে না জানিল ॥
সেইহেতু শূন্যমত দেখি বৃন্দাবন ।
পুরুষোত্তমক্ষেত্র মনে হইল স্মরণ ॥
জগন্নাথে দর্শনের উৎকণ্ঠা জন্মিল ।
পুনর্ব্বার ওড্রদেশে প্রস্থান করিল ॥
পথে গঙ্গাতীরে দেখিলাম ততক্ষণ ।
ধর্ম্মাচারপরায়ণ কত দ্বিজগণ ॥
বিচিত্র শাস্ত্রের বিজ্ঞ সেই সবজন ।
করিনু তাদের মুখে আশ্চর্য্য শ্রবণ— ॥
আছে উর্দ্ধে অন্তরীক্ষে—স্বর্গ-নামে দেশ ।
দেবতাগণের বাসস্থান সবিশেষ ॥
বাতাস-উপরে আছে যে সব বিমান ।
তাহে শোভাযুক্ত—ভয় দুঃখ বর্জ্যমান ॥
জরা-শোক-রোগ-মরণাদি দোষ যত
তাহাতে রহিত—মহাসুখময় তত ॥
ভূমণ্ডলে পুণ্যকর্ম্ম উত্তম যে করে ।
সেইজন সুখবাস করে স্বর্গ'পরে ॥
শ্রীবামনদেবের যে জ্যেষ্ঠ সহোদর ।
স্বর্গের হয়েন রাজা—সেই পুরন্দর ॥
যদ্যপিহ বিলস্বর্গ—যুক্ত শোভাজাল ।
সুতলে আছেন বিষ্ণু বলি-দ্বারপাল ॥
সপ্তম-পাতালেতে আছেন শেষরাজ ।
বিতলেতে বর্ত্তমান শ্রীকপিলরাজ ॥
রাবণের মদধ্বংসী দাসীক অতলে ।
রুদ্র-আদি দেবগণে শোভিত নিশ্চলে ॥
ভূমিস্বর্গে সপ্তদ্বীপ নববর্ষ আর ।
সপ্তসিন্ধু নদনদী অনেক বিস্তার ॥
বিচিত্ররূপেতে কৃষ্ণপূজার উৎসব ।
নানাস্থানে নানামতে শ্রীবিগ্রহ সব ॥
তাহে শোভমান ভূমিস্বর্গ অতিশয় ।
তথাপিহ উর্দ্ধতর দেবস্বর্গ হয় ॥
বিল-ভূমি-স্বর্গ হৈতে হয় ত বিশিষ্ট ।
দুইর উপরে যেন মুকুট গরিষ্ঠ ॥
যাহাতে শ্রীজগদীশ অদিতিনন্দন ।
ইন্দ্রের উপরে ইন্দ্র আছেন বামন ॥
'উপেন্দ্র' তাঁহার খ্যাতি সেইহেতু হয় ।
অদ্ভুত তাঁহার বার্ত্তা বিলক্ষণোদয় ॥
গরুড়ের উপরি করিয়া আরোহণ ।
ইতস্তত ক্রীড়ারূপে করেন ভ্রমণ ॥
অসুরসকলেরে করেন বিনাশন ।
মনোহরতর লীলা আর যে বচন ॥
তাহে দেবগণে সুখ দেন নিরন্তর ।
নিজভ্রাতৃতায় ইন্দ্র করেন পূজন ॥
এত শুনি মনোরথ তাহার দর্শনে ।
হইলাম তাহে অতি ব্যাকুলিত মনে ।
স্বর্গে শীঘ্র উপেন্দ্রের দর্শন-কারণ ।
সঙ্কল্পপূর্ব্বক করি স্বমন্ত্রজপন ॥
স্বল্পকালে বিমানে করিয়া আরোহণ ।
হর্ষে স্বর্গপুরে আমি করিনু গমন ॥

পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে—নরপতির আগারে।
প্রতিষ্ঠা যাঁহার দেখিলাম তথাকারে॥
সেই বিষ্ণু—সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য অতিশয়।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মচয়॥
শ্যামকান্তি—বহুতর ভূষণে ভূষিত।
চতুর্দ্দিগে দেবতাগণেতে আবরিত॥
নিবিড় সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি মহাশয়।
রুচির গরুড়স্কন্ধ-সিংহাসনে হয়॥
নারদ বীণায় গান মধুরমধুর।
তাঁহারে সম্মান প্রভু করেন প্রচুর॥
পাইতে উচিত যাহা—পাইয়া তথায়।
দেখিলাম—অভিলাষ দেখিতে যাঁহায়॥
দূরে হৈতে পুনঃপুন দণ্ডের সমান।
করিলাম প্রণাম হইয়া ভক্তিমান্॥
তবে অনুগ্রহ মোরে করি শ্রীবামনে।
নিকটে আহ্বান কৈলা সুস্নিগ্ধবচনে—॥
ভালভাল আগমন করিলা এথানে।
হে গোপনন্দন! এথা মম সন্নিধানে॥
দণ্ডতুল্য প্রণাম তোমার ব্যর্থ হয়।
গৌরব দেখিয়া মম না করিহ ভয়॥
করিলেন বিষ্ণু আজ্ঞা ইন্দ্রের উপর—।
আন গোপকুমারের করিয়া আদর॥
আজ্ঞা-অনুসারে ইন্দ্র করিয়া প্রেরণ।
দেবগণে আনাইলা আমারে তখন॥
অগ্রেতে সাদরে যত্নে বসাল্যা আসনে।
করাইলা অমৃতাদিদ্রব্যেতে ভোজনে।
নন্দনবনেতে বাস দিলেন আমার।
মনে অতিশয় হর্ষ পাইলাম তায়॥
দেখিলাম—কোন ভয় নাহিক তথায়।
শোক রোগ মৃত্যু গ্লানি পীড়া জরা তায়॥
স্পর্দ্ধাদি কতক দোষ যে আছে নিহিত।
তাহা আমি গণনা না করিয়ে কিঞ্চিত॥
যেহেতু শ্রীজগদীশ্বরের সন্দর্শনে।
অনির্ব্বচনীয় সুখ করিলুঁ ভজনে॥
ভ্রাতা আর ঈশ্বর শরণ ইহা জানি।
স্নেহ আর গৌরব আদর বহু আনি॥
সুধা-পারিজাত-আদি দ্রব্যে পুরন্দর।
পূজন করেন নিত্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বর॥
করিতাম মনে ইহা আমি নিরন্তর—।
অহো ভাগ্যবান্—ধন্যধন্য পুরন্দর॥
যারে শ্রীবামনদেব করিয়া সাধন।
যত উপদ্রব করি সুদূরীকরণ॥
করিলেন ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য অর্পণে।
তাহা পায়্যা দেবরাজ অতি হর্ষ মনে॥
এই ভগবানে অতি সন্তোষিতমনে।
দিব্য উপচারচয়ে করেন পূজনে॥
স্বয়ং শ্রীবামনদেব হৈয়া তুষ্টমন।
গ্রহণ করেন হস্ত করি প্রাসারণ॥
এইমত ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য বভব।
হইবেক আমার সম্পদ আদি সব॥
তাহে শ্রীবামনদেব সাদরে পূজিব।
স্নেহেতে লক্ষ্মীশ তাহা গ্রহণ করিব॥
এইমত কৃপা কি করিবে ভগবান?
এইরূপ কামনা করিয়া অনুমান॥
করিয়া সঙ্কল্প—ইষ্টমন্ত্র আপনার।
থাকিয়া তথায় জপ করি অনুবার॥
এক মুনিবরের প্রিয়ারে ইন্দ্ররাজ।
গোপনে দূষিয়া তারে পাইলেন লাজ॥
শাপভয়ে পদ্মের মৃণাল-মধ্যে গিয়া।
লুক্কায়িত থাকলেন গোপিত হইয়া॥
দেবতাসকলে করি বহু অন্বেষণ।
ইন্দ্রের না পাইলেন কুত্রাপি দর্শন॥
অরাজকহেতু অসুরাদির উৎপাতে।
ত্রিলোকের মধ্যে হৈল অনেক ব্যাঘাতে॥
পরে শ্রীউপেন্দ্রমহাশয়ের আজ্ঞায়।
শচী-অদিতি-আদির অনুমতি তায়॥
দেবগণ শ্রীগুরুর আজ্ঞা-অনুসারে।
ইন্দ্রত্বতে অভিষিক্ত করিল আমারে॥
ইন্দ্রত্ব পাইলুঁ পদ—তথাপি আমার।
নহুষাদি মত নাহি হৈল অহঙ্কার॥
শচী, অদিতি, শ্রীগুরু, আর বিপ্রগণে।
করিতাম আমি নিত্য পূজা-সম্মানে॥
নববিধ বিষ্ণুভক্তি ত্রিলোকভিতর।
সযত্নেতে প্রবর্ত্তন করি নিরন্তর॥
স্বর্গরাজ্য পাইয়াও ভক্তির প্রভাবে।
থাকিলাম পূর্ব্বমত অকিঞ্চনভাবে॥
নিরন্তর বাস করি নন্দনাখ্য বনে।
নিজ জপ ত্যাগ নাহি করি কদাচনে॥
বাঞ্ছাসিদ্ধ হৈলে ত্যাগ করিলে সাধন।
হয় অকৃতজ্ঞত্ব—এহেতু সে জপন॥
শ্রীমদনগোপালের করিয়া স্মরণ।
তাঁর ক্রীড়ামাধুর্য্যাব্ধে সদা মগ্ন মন॥
সেইহেতু এই ব্রজভূমি কদাচন।
শক্ত নাহি হইলাম হৈতে বিস্মরণ॥

ব্রজের বিচ্ছেদ শোক-দুঃখ অতিশয় ॥
অনুতাপ করি শুষ্কবদনতা হয় ॥
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর তাহা ত দেখিয়া।
আমা প্রতি বারম্বার কৃপা প্রকাশিয়া ॥
করপদ্মস্পর্শ—আর অমৃতবচন।
নানামত কহিয়া করেন সন্তোষণ ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতৃসম্বন্ধের যেই আচরণ।
গৌরবাদি ব্যবহার হয় ত করণ ॥
সেইমত করি মম তোষের কারণ।
মদ্দত্ত সামগ্রী লৈয়া করেন ভোজন ॥
তাহে ব্রজবিরহজ-দুঃখ-বিস্মরণ।
অপূর্ব্বপ্রকারে তাঁর করিয়া পূজন ॥
স্নেহভাবে শ্রীবামনে কনিষ্ঠের ন্যায়।
যত্নপূর্ব্ব করিতাম লালন তাঁহায় ॥
এইমতে স্বাস্থ্যচিত্ত করিয়া আমায়।
নিজস্থানে বৈকুণ্ঠান্তে গেলেন কোথায় ॥
লক্ষ্মীর সহিত হইলেন অন্তর্দ্ধান।
নিরন্তর নাহি পাই দর্শনবিধান ॥
তাঁর অদর্শনে হয় শোক অতিশয়।
তাহাতে মনেতে হয় সর্ব্বদা আশয় ॥
পৃথিবীতে আসি—নীলাচলে জগন্নাথ।
বলরাম সুভদ্রা শ্রীলক্ষ্মীদেবী সাথ ॥
দেখিবারে ইচ্ছা আমি করি মনেমনে।
তাহাতে দুঃখিত চিত্ত হয় সর্ব্বক্ষণে ॥
মধ্যেমধ্যে প্রাদুর্ভব হৈয়া শ্রীবামন।
কৃপা প্রকাশিয়া পূজা করেন গ্রহণ ॥
তাহে সর্ব্ব মনঃপীড়া বিনাশিত হয়।
পুনঃপ্রাপ্তীচ্ছায় বিরহজদুঃখক্ষয় ॥
এমতপ্রকারে স্বর্গে নিবাস করিয়া।
ত্রিলোকপালনাদি ইন্দ্রত্ব আচরিয়া ॥
দেবমানে গণনেকে এক সম্বৎসর।
গত হৈল তথাকারে অতি সুখভর ॥
অকস্মাৎ ভৃগু-আদি মহাঋষিগণ।
মহর্লোক হৈতে করিতেছেন গমন ॥
পৃথিবীতে গঙ্গাদিক তীর্থ যে রয়েন।
মহাপাতকির স্পর্শে মালিন্য হয়েন ॥
তাঁহাদিগে পাদস্পর্শে পবিত্রীকরিতে।
কৃপা করি গমন করেন পৃথিবীতে ॥
গতিক্রমে স্বর্গে হইলেন উপস্থিত।
দেখিয়া সকলে হৈলা সসম্ভ্রমান্বিত ॥
সর্ব্ব-দেব-ঋষিগণ গুরুর সহিত।
অভ্যুত্থান করি বসাইলেন ত্বরিত ॥

শ্রীব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণু যাঁদিগে আদর।
করেন, তাঁদিগে দেখি চমৎকারতর ॥
নূতন আগত আমি মহাঋষিগণে।
নাহি জানি কিবা দেবঋষি কোন্ জনে ॥
বিষ্ণুসেবানন্দে হৃত আমার অন্তর।
কোনদিগে নাহি ছিল সন্ধান বিস্তর ॥
সেহেতু প্রথমে আমি পূজিতে নারিল।
পরে গুরু-আদি-মুখে শুনিয়া পূজিল ॥
শুভাশীর্ব্বাদে তাঁরা করি অভিনন্দন।
যথাসুখে করিলেন পৃথ্বীতে গমন ॥
তাঁহাদের মহিমা শুনিতে হৈল চিত।
কিন্তু বিষ্ণু-অগ্রে অন্য বার্ত্তা অনুচিত ॥
পরে শ্রীউপেন্দ্র হইলেন অন্তর্দ্ধান।
দেবগণে প্রশ্ন তবে করিলুঁ আখ্যান— ॥
মনুষ্যলোকের পূজ্য হন দেবগণ।
দেবতার পূজ্য ইঁহারা বা কোন্ জন? ॥
মহাতেজোময় নিবসেন কোন্ স্থানে?।
কীদৃশ মাহাত্ম্য?—কহ বিশেষ আখ্যানে
মনেতে হইল এই মানস-বিধান—।
ইঁহাদের বাসস্থান হৈলে পরে জ্ঞান ॥
তথাকার পূজ্য যেই শ্রীঈশ্বরবর।
দর্শনার্থে তাঁহার করিব যত্নতর ॥
কিন্তু মম প্রশ্নবাক্য করিয়া শ্রবণ।
সাহজিক মহা-অভিমানী দেবগণ ॥
মৎসরতাযুক্ত-চিত্ত হইলা তখন।
পরের উৎকর্ষ-বাক্যে নিজাপকর্ষণ ॥
বৃত্তান্ত না কহিলেন লজ্জাযুক্ত চিতে।
তবে গুরু কৃপা করি লাগিলা কহিতে— ॥
স্বর্গোপরি মহর্লোক বিদ্যমান হয়।
ত্রিলোকবিনাশে তার নাশ নাহি হয় ॥
বিমুক্তির অধিকারিগণের সে স্থান।
ব্রহ্মার আয়ুঃপর্য্যন্ত থাকে বিদ্যমান ॥
স্বর্গের প্রাপক পুণ্য হইতে অধিক।
যাগ-যোগ শুদ্ধকর্ম্ম যেই সশ্রদ্ধিক ॥
করয়ে, তাহার প্রাপ্য সেই লোক হয়।
ভূমিস্বর্গ হৈতে স্থান অতি সুখময় ॥
সকল পৃথ্বীর রাজ্যসুখ হৈতে হয়।
কোটিগুণে অধিক—ইন্দ্রত্বসুখচয় ॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে সুখ সেস্থানের।
প্রজাপতি-ভৃগু-আদি মহর্ষিগণের ॥
সেই সুখে মহর্লোকে সদা নিবসেন।
কোথাও কোনকারণে গমন করেন ॥

সাক্ষাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা যজ্ঞেশ্বর।
তথাকারে স্থানেস্থানে প্রকটিততর॥
সেই ত প্রভুরে ভৃগু-আদি মুনিগণ।
মহামহাযজ্ঞে নিত্য করেন পূজন॥
এতেক গুরুর উক্ত শুনিয়া বচন।
হইল ইন্দ্রত্বপদে বিরক্ত তখন॥
মনুষ্যলোকের পূজ্য হন দেবগণ।
তাহাদের পূজ্য—ভৃগু-আদি ঋষিজন॥
তাঁহারা পূজেন যেই মহাপ্রভুবরে।
তাঁরে দেখিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে॥
মর্ত্ত্যে পূজ্যমান বিষ্ণু হইতে স্বর্গেতে।
মধুর বৈভব দেখিলাম প্রত্যক্ষেতে॥
স্বর্গে পূজ্যমান বিষ্ণু হৈতে এইমত।
মহর্লোকে থাকিবে মাহাত্ম্য বিশেষত॥
তথায় যাইয়া দেখিবারে যোগ্য হয়ে।
আরম্ভিলুঁ জপ এই সঙ্কল্পনিশ্চয়ে॥
অচিরকালেতে তবে চড়িয়া বিমানে।
উপস্থিত হৈলুঁ ঊর্দ্ধ মহর্লোকস্থানে॥
তাবত শ্রীভৃগু-আদি ঋষিগণ যত।
তীর্থ হৈতে হইলেন ভবনে আগত॥
ভৃগুর আশ্রমে তবে করিয়া গমন।
অপরূপ মহর্লোকে কৈলুঁ দর্শন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য-পাতালেতে যেই সুখ নাই।
সেই সুখ বৈভব-ভজন তথা পাই॥
হইলে ব্রহ্মার রাত্রি ত্রিলোকের নাশে।
তথাকার সুখাদির না হয় উদাসে॥
স্পর্দ্ধাদিরহিত-হেতু অতুঃশকারণ।
আছয়ে, এমত সুখ-বৈভব-ভজন॥
সেইসব নির্বচন করা নাহি যায়।
এমত ভজন-সুখ বৈভব তথায়॥
ভৃগু-আদি মহাঋষিগণ ভক্তিপর।
মহাযজ্ঞ সহস্রশঃ করেন বিস্তর॥
যজ্ঞাগ্নিমধ্যেতে প্রভু হইলা স্থিত।
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞভাগভোক্তা ক্রীড়ান্বিত॥
বিরাজিত যজ্ঞাগ্নি হইতে তেজোময়।
যজ্ঞমূর্ত্তি—রবিকোটি জিনি তেজশ্চয়॥
জগতের মনোহারি-সুসুন্দরকায়।
হস্ত প্রসারিয়া চরু লয়েন তথায়॥
সন্তুষ্ট হইয়া প্রিয়তর বরগণে।
প্রদান করেন সে যাজ্ঞিকবিপ্রগণে॥
তাহার দর্শনে হৈল সম্ভ্রম বিস্তর।
হর্ষে নমস্কার করিলাম তৎপর॥

যজ্ঞেশ্বর আমাপ্রতি হৈয়া দয়াবান্।
মিষ্টবাক্যে করিলেন নিকটে আহ্বান॥
আপন উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ আমারে।
স্বহস্তে দিলেন প্রভু করুণা-প্রচারে॥
তাহাতে পরমানন্দ অপূর্ব্ব পাইল।
ত্রিভুবনমধ্যে যাহা না অনুভবিল॥
প্রভুর করুণা অতিশয়ের কারণ।
সংসিদ্ধ হইল মম অশেষ বাঞ্ছন॥
দয়ালু-মহর্ষিগণ সহ বাস করি।
মহর্লোকে স্থানেস্থানে ভ্রমণ আচরি॥
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর করিয়া দর্শন।
কৃতার্থের পরিপাক মানিল তখন॥
নিবাস করিয়ে সদা আনন্দসংযুত।
কহিলেন ভৃগু-আদি মহর্ষি প্রভৃত—॥
গোরক্ষক বৈশ্যপুত্র! শুনহ বিষয়।
মহলোকস্বভাবেতে বিপত্ব জন্ময়॥
আমরা দিতেছি এবে বিপ্রত্ব তোমার।
অতি শীঘ্র তাহা তুমি করহ স্বীকার॥
মহর্ষিসকলমধ্যে হৈয়া একজন,
আমাদের সঙ্গে করি যজ্ঞ-আচরণ॥
কর তুমি এই জগদীশের পূজন।
যাঁরে দেখিবারে তব বাঞ্ছা সর্ব্বক্ষণ॥
এতেক শুনিয়া চিত্তে করিলাম সার—।
বৈশ্যরূপে মহাসুখ হইবে আমার॥
যজ্ঞেশ্বররূপিজগদীশের সেবন।
তাঁর ভক্ত এ বিপ্রগণের উপাসন॥
বৈশ্যত্বে যেমত হবে—ব্রাহ্মণত্বে নয়।
অতএব বৈশ্যত্ব আমার শ্রেয়ো হয়॥
সদ্‌গুরুর উদ্দেশিত মম মন্ত্রবর।
সৎফল যাহার দেখিতেছি বহুতর॥
হেন মন্ত্রজপে মান্দ্য হইবে আমার।
এ বিপ্রগণের সহ ঐক্য হৈলে আর॥
এ বিপ্রগণের নিষ্ঠা যেন যজ্ঞে সার।
হইবেক তেমতি আমার ব্যবহার॥
তাহে আবশ্যক নিজমন্ত্রের জপনে।
শৈথিল্য হইবে মম, সেই ত কারণে॥
এ বিচারে বিপ্রত্ব না করি অঙ্গীকার।
করিলাম তাঁহাদিগে সম্মত ইহার॥
স্বতোজাত পূর্ব্বোক্ত সকল সুখভরে।
বাস করিলাম সেই মহার্লোক'পরে॥
স্পর্দ্ধা-মৎসরতা-কাম-ক্রোধাদিক দোষ।
শক্র হৈতে পরাজয়, শোক, দেহশোষ॥

ত্রিলোক-নাশে পতনাদিশঙ্কা-ভয়।
কিছু নাহি তথাকারে বিদ্যমান হয়।
যজ্ঞেশের প্রীতে যজ্ঞ-উৎসব ব্যতীত।
সেইলোকে অন্য কর্ম্ম নাহিক কিঞ্চিত॥
কিন্তু যজ্ঞসমাপন হৈলে সেসময়।
প্রভু অন্তর্দ্ধান হন—তাহে দুঃখ হয়॥
পুনর্যজ্ঞান্তরে প্রভু হৈলে প্রাদুর্ভূত।
সুখ হয়, কিন্তু থাকে মন দুঃখযুত॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এ চতুষ্টয়।
যুগের-সহস্র-মানে—ব্রাহ্ম দিন হয়॥
মহর্লোকে সেইমত দিবস-গণন।
ব্রহ্মার দিনান্তে হয় ত্রিলোকদাহন॥
তাহাতে উত্তাপ মহর্লোকে ব্যপ্ত জান।
সেইকালে জনলোকে ভৃগু আদি যান॥
রজনীর ন্যায় হৈলে যজ্ঞ নিবারণ।
জনলোকে যজ্ঞেশের হয় অদর্শন॥
সঙ্কর্ষণমুখাগ্নিতে ত্রিলোক দহয়।
তাহা হৈতে সেই দুঃখ সহে অতিশয়॥
সেইহেতু অক্ষয়বটের ছায়াশ্রিতে।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া স্থিরিতে॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীজগন্নাথ করিয়ে দর্শন।
এই মনে অভিরুচি হয় সেইক্ষণ—॥
মহর্লোকে থাকিতেহ স্বমন্ত্রজপনে।
এই শ্রীমথুরাভূমি হইয়া ত মনে॥
নীলাচলপতি-প্রিয় বিলাসের স্থান।
মাথুর শ্রীব্রজভূমি মনোহরাখ্যান॥
তাহার দর্শন-ইচ্ছা হইয়া আমার।
পূর্ব্বমত শোক মনে জন্মায়ে অপার॥
যদ্যপি শ্রীভগবান্ দয়ার নিধান।
প্রাদুর্ভূত আমা হৈতে হৈয়া পূজ্যমান॥
প্রীতহ্বারা আমারে ত করিয়া আহ্বান।
মম দত্ত ভোগদ্রব্য কৃপা করি খান॥
তবে ত আমার সর্ব্বদুঃখনাশ হয়ে।
যেন অন্ধকার ক্ষয় পায় সূর্য্যোদয়ে॥
দিবাতে প্রভুর সন্দর্শন পূজোৎসব।
তাঁহার করুণা সদা করি অনুভব॥
কুত্রাপি গমনে শক্তি ইচ্ছাও না হয়ে।
রাত্রিতেও যজ্ঞেশের পূজা দাবষয়ে॥
আশারূপ রজ্জুতে হইয়া বদ্ধ-মন।
কোথাও গমনে শক্তি না হয় তখন॥
মহর্লোক জনলোক—দুই ত সমান।
কিঞ্চিত বিশেষ মাত্র হইল আখ্যান—॥
ত্রিলোকদহনে তাপ মহর্লোকে হয়।
জনলোক'পরি সেই তাপ নাহি রয়॥
তাহা অনুভবিলাম রাত্রে তথা গিয়া।
পুনর্দিনে মহর্লোকে থাকিলুঁ আসিয়া॥
সেইস্থলে একদিন এক দিগম্বর।
মহত্তেজঃপুঞ্জরূপময় কলেবর॥
পঞ্চ ষষ্ঠবৎসরের বালক-সমান।
কতজন-সঙ্গে উর্দ্ধ হৈতে উপস্থান॥
মহর্ষিগণ যজ্ঞকর্ম্ম ত্যাগ করি।
ভক্তিতে উঠিয়া প্রণমিলেন আদরি॥
যজ্ঞেশ্বরতুল্য তাঁহাদিকে পূজিলেন।
তাঁরা ধ্যাননিষ্ঠ—বাক্য নাহি কহিলেন॥
যথা-অভিলাষ তাঁরা করিলে গমন।
মহর্ষিগণেরে করিলাম জিজ্ঞাসন—॥
কোথায় থাকেন, বা হয়েন কোন্ জন?।
তেজঃপুঞ্জ—বয়ঃক্রম বালক যেমন॥
দেবতার পূজ্য আপনারা মহাশয়।
প্রত্যক্ষ শ্রীযজ্ঞের পূজ্য নিশ্চয়॥
যজ্ঞেশ্বরপূজাকার্য্য করিয়া ত্যজন।
আপনারা কিকারণে করিলা পূজন?॥
মহার্ষিগণ তবে কহেন বিস্তার—।
নাম 'সনৎকুমার' সে হয় ত ইঁহার॥
আমরা-সকল যেই ব্রহ্মার নন্দন।
আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সত্তম হন॥
আত্মারাম আপ্তকাম সেইসব জন।
তাহাদের আত্মাচার্য্য মার্গপ্রদর্শন॥
সুনৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠব্রতধর।
সূর্য্যের সমান তেজঃপুঞ্জকলেবর॥
ইহার উপরে আছে যেই জনলোক।
তাহার উপরি আছে—নামে 'তপোলোক'॥
এই সনৎকুমার থাকেন সেইঠাঁই।
সনক সনন্দ সনাতন—তিন ভাই॥
সহ নিবসেন, আরো তুল্য আপনার।
যোগীশ্বর—করি হার অন্তরীক্ষ আর॥
প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন প্রভৃতি তথায়।
বৃহদ্ব্রতধর যোগীশ্বর যাহা পায়—॥
উর্দ্ধরেতাগণযোগ্য সুখ যত্র হয়।
নিরন্তর মঙ্গল যাহাতে নিবসয়॥
মহর্জনলোকে প্রজাপতিগণ যত।
তাঁহাদের অনুভব সুখ যেইমত॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে সুখাধিক হয়।
সেই তপোলোকে নিরন্তর ক্ষেম রয়॥

এই সনৎকুমার পরমভাগবত।
পরমেশ্বরের অবতার অভিমত॥
অতএব বিষ্ণুর যেমত পূজা হয়।
সেইমত পূজিবারে সদা যোগ্যাশ্রয়॥
আবশ্যক নিজ কৃত্য করিয়া ত্যজন।
গৃহস্থের মত যোগ্য করিতে পূজন॥
এতেক শুনিয়া করিলাম আমি মনে—।
তথায় আশ্চর্য্য সুখ হয় বা কেমনে?॥
ইঁহার সমান বা আছেন কতজন?।
ইঁহাদের পূজ্য বিষ্ণু কীদৃশ বা হন?॥
এত চিন্তি সেইসব-দর্শন-আশায়।
ধ্যাননিষ্ঠ হৈয়া জপ করিলাম তায়॥
পরম তেজস্বী আমি হৈয়া সেকারণ।
সেই তপোলোকে শীঘ্র করিনু গমন॥
দেখিলাম—শ্রীমান্ সনক সনন্দন।
আর সনৎকুমার, চতুর্থ সনাতন॥
তাঁহাদের তুল্য তপোলোকে যতজন।
মান্যমান অত্যন্ত করেন আচরণ॥
সুখে ইষ্টগোষ্ঠী তাঁরা করেন বিস্তার।
আমাদের বোধগম্য না হয় যাহার॥
অতএব বিবেচিয়া বুঝ সমুদায়।
মুক্তি-ভক্তি-আদি জ্ঞান নাহিক তথায়॥
যদ্যপিহ তপোলোকে সনকাদি চারি।
হয়েন নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিবেশধারী।
ব্যক্ত ভগবানের যে হয় ত লক্ষণ।
পরমেশ্বরত্ব চতুর্ভুজাদি গণন॥
নাহি অসাধারণ, তথাপি সন্দর্শনে।
মহামোদ জন্মিল আমার স্বতো মনে॥
তপোলোকে দর্শনে আনন্দ হৈল যত।
মহর্লোকে তাঁরে দেখি না হইল তত॥
সেই তপোলোকের মাহাত্ম্যে ইহা হয়।
দেশ-কাল-অধিকারী সর্ব্বত্র যোজয়॥
ততঃপর ধ্যাননিষ্ঠ সেই ঋষিগণ।
করিলেন নিজনিজস্থানেতে গমন॥
কোথায় আছেন বিষ্ণু করিয়া ভাবন।
জিজ্ঞাসেতে অবসর না পায়্যা তখন॥
করিলাম সেইলোকে সর্ব্বত্র ভ্রমণ।
ইতস্তত কোনস্থানে নহিল দর্শন॥
তবে মহামুনিগণে করিনু জিজ্ঞাসা—।
'কোথায় শ্রীজগদীশ—কহ সত্য ভাষা?॥'
করিলাম অগ্রে বহু প্রণাম-স্তবন।
তথাপি না করিলেন তাঁরা আলোকন॥

প্রায় সবে নিরন্তর সমাধিতে রত।
ঊর্দ্ধরেতা—নৈষ্ঠিক করেন সদা ব্রত॥
পূর্ণকাম অনন্তে করেন সবে রতি।
সেবে অণিমাদি-সিদ্ধিগণ মূর্ত্তিমতী॥
ভগবদ্দর্শন-আশা সুমহতী যেই।
তথায় ফলিতা না হইল মম সেই॥
কিন্তু আত্মারামগণ-সঙ্গ-স্বভাবেতে।
সেই আশা হৈল মম বিরামপ্রায়েতে॥
তথাপি সেস্থানে আমি কৈলু নিবসন।
তাঁদের প্রভাবসব-দর্শন-কারণ॥
গৌরব করিয়া নিজগুরুর বচন।
আর তার সারফল হৈয়াছে দর্শন॥
এইহেতু নিজমন্ত্রজপ না ত্যজিয়া।
থাকি, কিন্তু পূর্ব্বতুল্য প্রীতি না করিয়া॥
স্থানের স্বভাবহেতু হইল সে জাত।
চিত্তের প্রসন্নতায় আনন্দসম্পাত॥
সেকারণে সম্পন্ন অধিক জপ করি।
বিষ্ণুদর্শনেচ্ছা মম বাঢ়িল বিস্তরি॥
জগন্নাথদেব নীলাচলে বিরাজিত।
তাঁর দর্শনেচ্ছা সদা হয় ত নিশ্চিত॥
এমত বুঝিয়া নবযোগেন্দ্রপ্রধান।
ঋষভদেবের পুত্র মহামতিমান্॥
করিয়া করুণা কিছু আমারে তখন।
কহিতে লাগিল পিপ্পলায়ন বচন—॥
প্রাজাপত্যসুখ-কোটিগুণ সুখচয়।
সম্পদহেতুক শ্রেষ্ঠ এই স্থান হয়॥
ঊর্দ্ধরেতা যোগীন্দ্রগণের এই স্থান।
ছাড়িয়া অন্যত্র কেনে যাত্যো ইচ্ছাবান্?॥
নেত্রাদির অগোচর সে পরমেশ্বর।
দেখিবারে তাঁরে কেনে ভ্রম' নিরন্তর?॥
সমাধিতে যুক্ত কর আপনার মন।
অনায়াসে পাইবে সে তাঁহার দর্শন॥
যেমত দর্পণ আত করিলে মার্জ্জন।
সুখে প্রতিবিম্বে মুখ হয় নিরীক্ষণ॥
অন্তর্বাহ্য সদা সর্ব্বত্র সাক্ষাতকার।
দেখিয়ে, ভ্রমণ, মিথ্যা কর অনিবার॥
পরমাত্মা বাসুদেব—চিত্তে অধিষ্ঠাতা।
বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ—সর্ব্বফলদাতা॥
নিতান্ত শোধিত চিত্তে অংশু স্ফুরয়।
পরব্রহ্মঘন ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত হয়॥
চিত্তে ভগবান্ স্ফূর্ত্তি হইবে যখন।
না থাকিবে অন্তর্দ্ধ তাহাতে কখন॥

সুসিদ্ধ হইবে তবে মানসে দর্শন।
নেত্রের দর্শন হৈতে অতি সুশোভন॥
মনের হইলে সুখ—আপনা হইতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ সুখ পায় সুবিহিতে॥
চক্ষুঃশ্রবণাদির যে-সব বৃত্তি হয়।
মনোবৃত্তি-মধ্যবর্ত্তী সে-সব নিশ্চয়॥
ইন্দ্রিয়সবার বৃত্তি হয় যে-সকল।
মনোবৃত্তি বিনা তাহা নিতান্ত নিষ্ফল॥
যদ্যপি ইন্দ্রিয়গণ করয়ে বাসনা।
চিত্তবৃত্তি বিনা তাহা বিফল কামনা॥
ভক্তবাৎসল্যহেতুক যদি কদাচিত।
হয়েন চক্ষুর প্রভু গোচর বিহিত॥
সেই জ্ঞানদৃষ্টি-দ্বারা দর্শন নিশ্চয়।
পরিচ্ছিন্নেন্দ্রিয়ে তাঁর গ্রহণ না হয়॥
'চক্ষু-দ্বারা করিলাম প্রভুর দর্শন।'
এই অভিমান মাত্র করে জীবজন॥
তাঁহার করুণাশক্তি অত্যন্ত প্রবর।

তথাহি—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।০।

তাহে যদি হন চর্ম্মচক্ষুর গোচর॥
তথাপি দর্শনানন্দ হৃদয়ে জন্ময়।
যাহে সুখদুঃখজন্মস্থান হৃদি হয়॥
নেত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়,—দর্শনজ সুখ তায়।
কিন্তু সে পর্য্যবসান মনোমধ্যে পায়॥
যেমত নৃপের মহাপাত্র যেই নর।
দ্রব্যবিশেষের উপযুক্ত সে প্রবর॥
সেইমত সব সুখ গ্রহণে উচিত।
মহাপাত্র হন 'মন'—জানিহ নিশ্চিত॥
'মন পরিচ্ছিন্ন,—সুখ কিমতে বিস্তর?'
ইহা যদি কহ, তার শুনহ উত্তর—॥
শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা হইলে উদয়।
যত পরিমাণ সুখ বিবর্দ্ধিত হয়॥
সূক্ষ্মরূপে আত্মার আকার-হেতু মন।
তত পরিমাণে বাঢ়িবারে শক্ত হন॥
অন্তরেতে ধ্যানযোগে দেখিলে প্রভুরে
সাক্ষাৎ-দর্শন-তুল্য করুণা প্রচুরে॥
করেন তাহার প্রতি বিশেষপ্রকার।
পদ্মযোনি ব্রহ্মা হন প্রমাণ ইহার॥
নাভিপদ্মমধ্যে ব্রহ্মা জন্মিয়া সত্বর।
আজ্ঞামতে করিলেন সমাধি বিস্তর॥
পরিতুষ্ট হৈয়া তবে দেব ভগবান্।
দিয়া নিজ দর্শন—করিলা বরদান॥
সাক্ষাৎ-দর্শনে ভক্তগণ সুখী হয়।
কংস-দুর্য্যোধনাদির ভয় দোষচয়॥
শ্রীনন্দনন্দন-মুখচন্দ্রের দর্শনে।
নন্দাদির প্রেমরস হইল বর্দ্ধনে॥
সেই রঙ্গমধ্যে কংস করে আলোকন।
ভয়-ক্রোধ তাপে পূর্ণ হৈল তার মন॥
কৌরবসভায় কৃষ্ণে করিয়া দর্শন।
ভীষ্ম-বিদুরাদি হৈলা অতি সন্তোষণ॥
সেই-কুরুবংশ-জাত রাজা দুর্য্যোধন।
হৃদয়ের তাপে পূর্ণ হইল তখন॥
শ্রীমন্নারায়ণ-রূপ—যুক্ত শোভাচয়।
ঘনীভূত-পরম-আনন্দ-পূর্ণময়॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে গুণে করেন রঞ্জন।
এমত আশ্চর্য্য রূপ করিয়া দর্শন॥
মধুকৈটভাদি যত দুরাত্মাগণের।
অপগত না হইল দুষ্টতা মনের॥
সে দুষ্টতা সকল যে পীড়ার আকর।
আর সর্ব্বজগতের হয় পীড়াকর॥
শ্রীমন্নারায়ণদেব পরম ঈশ্বর।
দুর্বিতর্ক্যঅত্যন্ত-বিচিত্র-শক্তিধর॥
আনন্দস্বভাব ভক্তে করিতে হর্ষিত।
আর দেখাবারে ভক্তিমাহাত্ম্য নিশ্চিত॥
দুর্ঘট যে কার্য্য—নাহি ঘটে কদাচন।
তাহাও কয়েন প্রভু নিশ্চয় কখন॥
নববিধা ভক্তি যেই হয় ত প্রধান।
কীর্ত্তনান্তে চাহি সদা মনের প্রদান॥
সকল-ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ হয় যেই 'মন'।
তার বৃত্তি সমর্পণে কহিয়ে 'স্মরণ'॥
অতএব সর্ব্বভক্তিমধ্যেতে 'স্মরণ'।
শ্রেষ্ঠতম,—ইহাতে নাহিক সংশয়ন॥
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি অন্তরঙ্গ সে সাধন।
তাহা হৈতে অন্তরঙ্গ—প্রেমভক্তি হন॥
সমাহিত হৈল মন—সেই প্রেমভক্তি।
রুচি-অনুসারে নরে পায় অভিব্যক্তি॥
পদার্থ প্রেম-সংজ্ঞক—অতি সুখময়।
অশেষ সাধন-দ্বারা সাধ্যবস্তু হয়॥
চতুর্ব্বর্গ হৈতে শ্রেষ্ঠ—বিষ্ণু-উপাসন।
তার ফলরূপ-হেতু অধিক সে হন॥
ভগবানে বশীকারকরণে সমর্থ।
অদ্বিতীয় সুগাঢ় উপায় এই-অর্থ॥

তাঁর মুখ্য প্রসন্নতা হৈতে লাভ হয়।
ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ মহানিধিময় ॥
বিচিত্র পরমানন্দগণে যে মাধুর্য।
অতিশয়েতে তাহার পূর্ত্তিতে প্রাচুর্য ॥
পরিচ্ছিন্নরহিত মহৎ অনির্ব্বাচ্য।
'মাহাত্ম্য'—পরম-রসবংশ্য নির্বাচ্য ॥
চিত্তের বৃত্তির পরিণামবশেতে।
সেই প্রেম প্রকাশিত হয় উদয়েতে ॥
ইহাতে তাৎপর্য হৈল—মন-সমাধানে
সর্ব্বত্র দর্শন পায় শ্রীল ভগবানে ॥
মন সমাধান যদি মানহ দুষ্কর।
নেত্রের সাফল্যকামে দর্শনেচ্ছা কর ॥
তবে ত ভারতবর্ষে যাহ সেইস্থান।
আমাদের ঈশ্বর তথায় রাজমান ॥
গন্ধমাদনপর্ব্বতে শ্রীনারায়ণ।
নরসখদেবে তত্র করহ দর্শন ॥
আমরাসকলে সমাধিতে পরায়ণ।
অন্তরে-বাহ্যেতে তাঁরে করিয়ে দর্শন ॥
অতএব বিচ্ছেদের দুঃখ নাহি হয়।
এইহেতু তথা গেলা প্রভু মহাশয় ॥
ধনুর্বিদ্যাগুরু কোনগুরুমণ্ডিত কর।
ব্রহ্মচারিবেশ—মস্তকেতে জটাধর ॥
লোকসকলেরে তপশ্চর্যা শিক্ষা দিবে।
করেন তথায় মহা তপস্যা-আচারে ॥
  এতেক শুনিয়া গন্ধমাদনে যাইতে
হইলাম উদ্যত আমি ত্বরিতে ॥
তবে সনকাদি মহাঋষি চারিজন।
'তাঁরে দেখ এখানে' কহিয়া এবচন ॥
শ্রীল ভগবানের মূর্তির বহুরূপ।
আমারে দর্শন করাইলেন স্বরূপ ॥
একজন হৈলা নারায়ণ,—অন্য নর।
কেহ হৈলা উপেন্দ্র বিষ্ণুর মূর্তিধর ॥
মহর্লোকে যজ্ঞেশ্বর যে কৈলু দর্শন।
কেহ সেই রূপ তথা করিলা ধারণ ॥
নৃসিংহ-বামন-আদি বহু অবতার।
হইলেন ক্রমে ক্রমে সে-সব আকার ॥
এত দেখি হইলাম ভয়ে কম্পমান।
প্রণমিয়া করযোড়ে কহিলু বিতান — ॥
দৃঢ় অপরাধ আমি করিলাম ইবে।
হে দীনবৎসল-সব! দয়ায় ক্ষমিবে ॥
মম মস্তকেতে স্পর্শ করিলা কৃপায়।
চিত্তের একাগ্রতা সমাধি পাইয়া তায় ॥

স্বর্গাদিতে দৃষ্ট ভগবানের যে রূপ।
সমাধিতে দেখিলাম সাক্ষাত স্বরূপ ॥
বহির্দৃষ্টে সমাধিভঙ্গেতে কদাচিৎ।
ধ্যানবেগে সমীপে দেখিয়ে প্রত্যক্ষিত ॥
সমাধিতে আর বিষ্ণু দর্শন-স্মরণে।
সুখে মম জপে নিষ্ঠা স্বতো হৈল মনে ॥
জপের কালেতে মনে করিতে স্মরণ।
মনে হৈয়া এই নিত্যসুখ বৃন্দাবন ॥
এই ব্রজভূমির মাধুরী সুবিপুল।
আমার মানস অতি হইল ব্যাকুল ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি লোপ—সমাধির দশা।
কদাচিত নিদ্রাপ্রায় করয়ে বিবশা ॥
তাহা হৈতে হয় মম জপে অন্তরায়।
আর বিষ্ণুমূর্ত্তির দর্শনে বিঘ্ন তায় ॥
তাহে আমি বিলাপ করিয়ে অবিরত—।
'অহো মম কি দৌর্ভাগ্য উপদ্রব কত ॥'
তাহাতে কামনা মম হয় নিরন্তরে।
নীলাচলে জগন্নাথ দেখিবার তরে ॥
এত দেখি তত্রবাসিসকলে আমারে।
জিজ্ঞাসিল সে বৃত্তান্ত সান্ত্বনা-আচারে ॥
শোকের সহিত দশা সকল কহিল।
শুনি সনকাদি সবে মোরে প্রশংসিল— ॥
আশ্চর্য ইহার এইমত সে হইল।
পরমদুর্লভ দশা বিশুদ্ধা জন্মিল ॥
  আমি তাঁহাদের ভাব না করিলু জ্ঞান।
কেবল নিশ্চয় দুঃখ হয় অনুমান ॥
অভ্যাসবলেতে দেখি বাহিরে-অন্তরে।
প্রত্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত রূপ শ্রীজগদীশ্বরে ॥
কদাচিত সনকাদি ধ্যানপরায়ণ।
ভাব অনুরূপ রূপ করেন ধারণ ॥
চিন্তাভিনিবেশে সদা করিয়া চিন্তন।
সেই-সেই স্বরূপ হয়েন ততক্ষণ ॥

  তথাহি (ভাঃ ৭।১।২৭)—

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ • ॥

সেইসব রূপ আমি করিয়া দর্শন।
পরম-আহ্লাদযুক্ত হইতাম মন ॥
সে-রূপ দর্শনের রহিত কালে প্রায়।
বিঘ্ন নহিতু পুন দর্শন-আশায় ॥
এইরূপে চিরদিনে সুখেতে তথায়।
থাকিলাম, কোনদিন দুঃখ মনে তায় ॥

একদিন চতুর্ম্মুখ কৃপা করি চিতে।
পুষ্করদ্বীপে স্বভক্তগণেরে দেখিতে॥
গমন করিয়াছিলা হংস-আরোহণে।
সেই তপোলোকে করিলেন আগমনে॥
সেই বৃদ্ধ—পরম ঐশ্বর্য্যেতে সম্পন্ন।
দেখি সনকাদি সবে হইলা প্রসন্ন॥
ভক্তিতে হইয়া সকলেতে নম্রমান।
সম্ভ্রমে প্রণমি পূজিলা সবিধান॥
আশীর্ব্বাদে সকলেরে করিয়া বর্দ্ধন।
স্নেহেতে আঘ্রাণ শিরে করিলা তখন॥
বিষ্ণুভক্তি-মহিমা শিক্ষায় বারবার।
পুষ্করদ্বীপেতে গেলা করিলা প্রসার॥
না জানিয়া আমি তাঁর তত্ত্ব-বিবরণ।
সনকাদি সবারে করিনু জিজ্ঞাসন॥
বিশেষে হাসিয়া তাঁরা কহিলা বচন—
করিয়াছ এতকাল এথা আগমন॥
পরম প্রসিদ্ধ হন এই মহাশয়।
ওহে গোপবালক! না জানহ বিষয়?॥
প্রজাপতি ভৃগু-আদি যতেক আছেন।
তাঁহাদের পালক জনক সে হয়েন॥
ইঁহ আমাদের পিতা—বিশ্বসৃষ্টিকারী।
পরমেষ্ঠী—শ্রেষ্ঠতম পদ-অধিকারী॥
স্বয়ম্ভূ—শ্রীবিষ্ণুনাভিপদ্মেতে জনন।
জগতের করেন পালন সংহারণ॥
বেদ-প্রবর্ত্তনে ধর্ম্ম শিক্ষায় শাসন।
করেন বৃত্ত্যা দানে জগত-পালন॥
সর্ব্ব লোক—আর এই লোকের উপরি।
বৈসেন সত্যাখ্যালোকে ইঁহ নিরন্তরি॥
শতজন্মকৃত শুদ্ধ স্বধর্ম্মের বলে।
সেইলোক-লাভ হয় মানব বিরলে॥
সেই লোকে বৈকুণ্ঠ-নাথেতে লোক হয়।
যাহাতে সহস্রশীর্ষা সেই মহাশয়॥
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর অনির্ব্বচনীয়।
সদা মহাপুরুষ থাকেন শোভনীয়॥
তাঁর পুত্রতুল্য ব্রহ্মা—করিয়ে শ্রবণ।
কিন্তু ভেদজ্ঞান কিছু না জানি কারণ॥
লীলায় ব্রহ্মাই তথা ধরি দুই মূর্ত্তি।
বিরাজেন আমাদের মত এই স্ফূর্ত্তি॥
এত শুনি আমি সেই লোকে যাইবারে।
আর সেই মহাপুরুষেরে দেখিবারে॥
জপ করি তপোলোকে হইয়া নিবিষ্ট।
সমাধিতে অন্তর্ম্মন করি সমাবিষ্ট॥

মুহূর্ত্ত-অন্তরে চক্ষু করি উন্মীলন।
আপনারে ব্রহ্মলোকে হৈনু অবলোকন॥
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরবর যে তাঁহারে।
করিলাম দর্শন আমিহ তথাকারে॥
শ্রীমন্ত সহস্র ভুজ শীর্ষ পদ আর।
নীল-মেঘ-আভা—বৃহৎ প্রমাণ আকার॥
অঙ্গ অনুরূপ বিভূষণেতে অর্চ্চন।
তেজোনিধি—নাভি হৈতে কমল উত্থিত॥
অনন্তদেবের ভোগে করিয়া শয়ন।
অভিরাম অখিলজনের চক্ষু মন॥
করেন শ্রীলক্ষ্মীদেবী পদ সম্বাহন।
বদ্ধাঞ্জলি গরুড়ে করেন আলোকন॥
আপন বৈভবে বিধি ভক্তিযুক্ত-মন।
পৌনঃপুন্য সযত্নেতে করেন পূজন॥
শ্রীকরকমলস্পর্শ করিয়া তাঁহারে।
করিছেন লালন সুসঙ্গত প্রকারে॥
নারদের প্রণয়সংযুক্ত নৃত্যগীতে।
হর্ষান্বিত হইয়া তাহাতে দত্তচিতে॥
নিজভক্তিমার্গ—বেদার্থের তত্ত্বসার।
কমলাসনেরে প্রভু করিয়া বিস্তার॥
মহা রহস্যহেতুক অতি অল্পরবে।
উপদেশ দেন প্রভু অতি স্নেহভরে॥
আশ্রয়গণের শ্রেষ্ঠ নিজ সুশোভিত।
তার মধ্যে লীলাক্রমে প্রভু বিরাজিত॥
ততঃপরে ব্রহ্মা শুনি সেই তত্ত্বসার।
প্রমোদসম্পদে হৈয়া বিবশ আকার॥
অঙ্গে অঙ্গে কহি তাহা অনুমোদমান।
চরণবন্দন বহু করেন সম্মান॥
এতেক দর্শন করি প্রেমানন্দবেগেতে।
চেতনরহিত হৈয়া পড়িনু ভাগেতে॥
দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মী অগ্রে করি আগমন।
নিজ শিশু-ন্যায় বহু করিয়া লালন॥
করস্পর্শাদিতে সচেতন করিলেন।
আপন ভর্ত্তার পার্শ্বে তবে আনিলেন॥
মুহুর্ম্মুহুঃ ভগবানে করিয়া দর্শনে।
প্রণমিয়া কহিলাম তবে নিজমনে—
অদ্য পালো নিজাভিলাষের অন্ত্য স্থল।
স্থির হৈয়া হর্ষ ভূমি—হও ত নিশ্চল॥
সত্যলোক-নামে শ্রেষ্ঠ লয় এই স্থান।
নানা-শোক-ত্রাস দুঃখহীন—শোভমান॥
পরম বিভূতি যার পরম আনন্দে।
ব্যাপ্ত, যার পূজা করে জগতের বৃন্দে॥

ওহে মন! জগদীশে উচিত যাদৃশ।
এই স্থানে সুপ্রকাশ আছেন তাদৃশ॥
আকৃতি-সৌন্দর্য্য-গুণ-বৈভবাদি যেই।
নানা মহত্ত্বের সীমা প্রাপ্ত ব্যক্ত সেই॥
চৈতন্যপ্রাপণ-লালনাদিরূপ সব।
শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্নেহ কর অনুভব॥
তপোলোকাদিতে দেখিয়াছ যেই ঈশ।
তাহে বিলক্ষণ—নেত্রে দেখ জগদীশ॥
মাথুর শ্রীবৃন্দাবন-ভূমির বিরহ।
ত্যজ শোক—নীলাচলে গয়েছ ত্যজহ॥
ব্রহ্মত্বাধিকারপ্রাপ্তে ব্রহ্মার উপরে।
জগদীশ্বরের যেন অনুগ্রহভরে॥
সেইমত লালন যদ্যপি ইচ্ছা কর।
তবে ত আমার বাক্য ওহে মন! ধর॥
সেই মহাপুরুষের আদিষ্ট মন্ত্রের।
শক্তি-দ্বারা ফলিবেক—ইতে নাহি ফের॥
নিদ্রালীলা অবলম্ব কৈলা প্রভু পরে।
যদ্যপি চিদ্‌ঘনরূপে নিদ্রা দূরতরে॥
প্রভুর নাভিজলোক-পদ্মে ব্রহ্মা তবে।
তদ্দ্বারা সৃষ্টির বিধি শিক্ষা করি সবে॥
ব্রহ্মাণ্ডের চর্য্যা নিজাবশ্য প্রয়োজনে।
তথা হৈতে বাহে ব্রহ্মা কৈলা আগমনে॥
আমি সে প্রভুর মহাদ্ভুত রূপসার।
পরম মহত্তাতে প্রসিদ্ধ দেখি আর॥
নাভিপদ্মে চতুর্দ্দশ ভুবন জগত।
সূক্ষ্মরূপে হেরিলাম একদা একতঃ॥
গূঢ়ভক্তিরহস্যের যেই উপদেশ।
কহিলেন ভগবান্ ব্রহ্মারে বিশেষ॥
তাহা শুনি ব্রহ্মার যে প্রেমের প্রবাহ।
দেখিয়া সুখেতে বাস করিলু তথাহ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এ চারি গণি।
তাহার সহস্রে দিন, তেমত রজনী॥
ব্রহ্মার দিবস রাত্রি এইমত হয়।
প্রভাতে করেন সৃষ্টি, সন্ধ্যাকালে লয়॥
ব্রহ্মার দিনান্তে যবে তিন লোক নাশে।
জলময় হয় সব—একার্ণবে ভাসে॥
শেষোপরি ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত।
শয়ন করিয়া প্রভু থাকেন নিশ্চিত॥
জন-তপঃ-সত্যলোকবাসি-ঋষিগণ।
বিচিত্র বাক্যে বিষ্ণুর করেন স্তবন॥
ব্রহ্মলোকপ্রভাবেতে আমি থাকি তথা।
সেই মহা কৌতুক দেখিয়ে সুখ যথা॥

অন্তর্দ্ধান হইয়া যদ্যপি ভগবান্।
কদাচিত গমন করেন কোন স্থান॥
শোক হয় পুনঃ প্রভু কৈলে আগমন।
মূলের সহিত ক্ষয় পায় ততক্ষণ॥
এইমতে ব্রহ্মার কতক দিন গত।
প্রাতঃকালে একদিন ব্রহ্মা কৌতুকতঃ॥
মহাপ্রলয়ার্ণবেতে ফেনপুঞ্জজাত।
স্পর্শ করিলেন ব্রহ্মা তখনি সাক্ষাত॥
তাহে মহাবলী এক জন্মিল অসুর।
ব্রহ্মারে মারিতে যায় সেই দুষ্ট ক্রূর॥
লুকাইলা ব্রহ্মা কোনস্থানে তার ভয়ে।
ভগবান্ করিলেন সেই দৈত্য ক্ষয়ে॥
তবু ভয়ে বিধি না করিলা আগমন।
ব্রহ্মত্বে আমারে প্রভু কৈলা নিয়োজন॥
আমি ভগবানের ভক্তির বৃদ্ধিহেতু।
সৃজিলাম বৈষ্ণবসকল ধর্ম্মসেতু॥
তবে ত সর্ব্বত্রেতে বৈষ্ণবসবাকারে।
করিলাম নিযুক্ত সকল অধিকারে॥
অশ্বমেধ-আদি মহাযজ্ঞে ইতস্ততঃ।
জগদীশ্বরের পূজা করিয়ে সম্মত॥
সমূহ আহ্লাদ আর চিত্তসন্তোষণে।
করিলাম ব্রহ্মাণ্ডসকল প্রপূরণে॥
মূর্ত্তিধর বেদ যজ্ঞ আগম পুরাণ।
ইতিহাস তীর্থ মহাঋষিগণাখ্যান॥
ব্রহ্মঋষিগণ বহু স্তব মম করে।
তাহে মহা মত্ততায় ব্যাপ্ত কলেবরে॥
সর্ব্ব হৈতে মহত্তম ব্রহ্মত্বাধিকার।
হৈল সে পরমৈশ্বর্য্য যদ্যপি আমার॥
নিজ অকিঞ্চনতা না ত্যজি কদাচন।
তথাপি ব্রহ্মার যেই করণীয়গণ॥
তদ্রূপ-সমুদ্র যেই অনন্ত গভীর।
তাহার তরঙ্গে মগ্ন হইলু অস্থির॥
তদনুসন্ধানেতে ব্যাকুল হৈল মন।
পূর্ব্বমত ভক্তিসুখ না হয় প্রাপণ॥
দ্বিপরার্দ্ধ আয়ু নিজ করিলে শ্রবণ।
কাল হৈতে ভয়াতুর হয় নিজ মন॥
নিজমন্ত্র জপি যদি নাশিবারে ভয়।
এই ব্রজভূমির বিরহে দুঃখ হয়॥
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর পুত্রের সমান।
করেন লালন মম মহাসুখ-দান॥
তাহা অনুভব করি আমার নিশ্চয়।
চিত্তের বৈকল্যতা সকল নাশ হয়॥

পিতৃবুদ্ধে করিতাম আমি যে সেবন।
অত্যন্ত নৈকট্য তাহে হইয়া কারণ॥
কদাপিহ অপরাধ জন্ময়ে আমার।
ক্ষেমেন করিয়া কৃপা প্রভু দোষভার॥
তথাপি অন্তরে হয় মহোদ্বেগভার।
মহালক্ষ্মীদেবী করি কৃপা ত প্রচার॥
জননীসমান স্নেহ করেন প্রকাশ।
তাহে হৃষ্ট হৈয়া কৈনু চিরকাল বাস॥
একদিন মুক্তিপ্রাপ্ত দেখি কোন জনে।
সত্যলোকবাসি-সবে করে প্রশংসনে॥
আমি তাহা শুনি মানি পরম অদ্ভুত।
জিজ্ঞাসিনু—'কিবা মুক্তি, কহ ত প্রস্তুত?॥
'মুক্তি অতি উৎকর্ষ—দুর্লভতরবর।'
তাঁহাদের মুখে আমি হইয়া গোচর॥
সর্ব্বজ্ঞসকলকে সে মুক্তিপ্রাপ্তীচ্ছায়।
প্রশ্ন করিলাম মুক্তি-সাধন-উপায়॥
বহু উপনিষৎ শ্রুতি স্মৃতি সে কহয়—।
'অদ্বয়জ্ঞানেতে মুক্তি সাধ্য সুনিশ্চয়॥'
বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্ত্তনে চতুর পুরাণ।
পঞ্চরাত্র্যাদি আগম হৈয়া একতান॥
অক্ষোভত্ব-গাম্ভীর্য্য-সহিত তবে কন—।
'মোক্ষ জ্ঞানসাধ্য' যেই কহিলা বচন॥
সত্য, কিন্তু সেই অতিশয় দুঃখসাধ্য।
বিষ্ণুভক্তিদ্বারা তাহা সুখে হয় বাধ্য॥
কিম্বা সেই ভক্তি যদি নিষ্কামে নিঃসঙ্গে।
অনুষ্ঠিলে, তবে মোক্ষ সুলভ প্রসঙ্গে॥
কোন-কোন শ্রুতি স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রগণ।
বিষ্ণুপর যাহাদের তাৎপর্য্যবচন॥
উক্ত বাক্যে করিলেন তাঁহারা সম্মতি।
অর্থাত্তাৎপর্য্যবৃত্ত্যে ভক্তিঃ সুসিদ্ধ্যতি॥

যথা পাদ্মে (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৪৮ টীকা)
অপত্যং দ্রবিণং দারা হারা হর্ম্ম্যং হয়া গজাঃ।
সুখানি স্বর্গমোক্ষৌ চ ন দূরে হরিভক্তিতঃ।
ন দূরে ভবন্তি, অপি তু নিকটএব,
ইতি তাৎপর্য্যোক্তিঃ।

এতেক শুনিয়া তবে হৈয়া ক্রোধভর।
মহোপনিষদ বিষ্ণুমাহাত্ম্যতৎপর॥
আপনার অনুবর্ত্তী আগম পুরাণ—।
সহিতে কহিতে তবে লাগিলা আখ্যান—॥
কেবল শ্রীবিষ্ণুভক্তি করিলে সাধন।
মোক্ষ হয় সুলভ—এ ধ্রুব উক্ত বচন॥

যথা বৃহন্নারদীয়ে (ঐ ২।২।১৪৯ টীকা)—
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ।
হরিভক্তিপরাণাং বৈ সম্পত্তন্তে ন সংশয়ঃ॥ *॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ভগবৎস্তুতৌ (ঐ)—
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥-ইতি

কোন উপনিষদ্গণ বিষ্ণুভক্তিপর।
পরম রহস্যরূপ সুদুর্লভতর॥
কোন-কোন গূঢ় মহাগমের সহিত।
সাত্বত-সিদ্ধান্ত তন্ত্র বৈষ্ণব নিশ্চিত॥
ভাগবত-আদি মহাপুরাণসংহতি।
এঁহারা সকলে ঈষৎ হাসিলেন অতি—॥
পরম আশ্চর্য্য বিষ্ণুমায়ার বৈভব।
ব্যক্ত তত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞেরো নহে অনুভব॥
যেই শ্রীভক্তির হয় মহিমা অপার।
মুক্তিদাতৃত্ব মাহাত্ম্য জানিতেছে সার॥
অতএব অসদৃশ এই সব হয়।
ইহাদের সহিত কথন যোগ্য নয়॥
আর ভক্তিতত্ত্ব সুরহস্য কথন।
যোগ্য নহে সভামধ্যে তার নিরূপণ॥
এতক বিচার তাঁরা করি মনে-মন।
মৌনে রহিলেন কিছু না কহি কথন॥
'মোক্ষের সুসিদ্ধি বিষ্ণুমন্ত্রের জপনে।
হয় কি না হয়'—এই সংশয়-বচনে॥
কোন বেদ ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণেতিহাস।
সহিত বিবাদ আগমাদিতে বিকাশ॥
উৎকট হইল তাহে বচনাবচন।
কলহ লাগিল দুই দলেতে তখন॥
উপরোক্ত সন্দেহ না সহিতে পারিয়া।
শ্রীমদ্ভাগবতাদিক ত্বরায় উঠিয়া॥
গূঢ়োপনিষদ-সহ কর্ণ আচ্ছাদিয়া।
সভা হৈতে বাহিরেতে গেলেন চলিয়া॥
তবে মহাপুরাণোপনিষদের গণ।
মধ্যস্থস্বরূপে করিলেন বিচারণ—॥
'বিষ্ণুমন্ত্র-জপমাত্রে মোক্ষ হয় সিদ্ধ।'
সুষ্ঠুরূপে এই পক্ষ হইল সুসিদ্ধ॥
আগমগণের তাহে হইল সে জয়।
তাহা মন্ত্রজপপর মম প্রিয় হয়॥
তবে আমি ঈষদ্ধাস্যগাম্ভীর্য্যের ভাব।
গূঢ় অভিপ্রায় সব করি অনুভাব॥

ভাগবত-সাত্তসিদ্ধান্ত-আলোচয়ে।
সভামধ্যে আনিলাম করি অনুনয়ে ॥
স্তবপাঠে বশীভূত তাঁহাদিগে করি।
জিজ্ঞাসিনু সাদরেতে শুনিতে বিবরি— ॥
ঈষদ্ধাস্যে থাকি কেনে মৌনাবলম্বনে।
কর্ণ আচ্ছাদয়া কেনে করিলে গমনে ॥
মোক্ষের যাথার্থ্য তত্ত্ব কিবা মত হয়?।
কৃপা করি কহ মোরে সব মহাশয়! ॥
এত শুনি সাত্বত-সিদ্ধান্তাগমপর।
সহ শ্রুতিশিরোধার্য গূঢ়োপনিষদ ॥
আমা প্রতি অনুগ্রহ তবে প্রকাশিলা।
ভক্তিশাস্ত্রগণ পরে কহিতে লাগিলা— ॥
ভক্তব্রহ্মাধিকার হে! জিজ্ঞাসিলে যাহা।
মহানিধি হইতেও মহাগোপ্য তাহা।
ব্রহ্মারেও ইহা কহিবারে না যুয়ারে।
কহিব তোমার প্রতি কিবা অভিপ্রায়ে ॥
তব ভক্তিলীলাদি সন্দানুসন্ধ্যে।
চঞ্চল হইয়া কহি—শুন মহাশয়ে! ॥
বিষ্ণুভক্তিপর আমরা সব হই।
মোক্ষনিরূপণ কথা আমরা না কই ॥
কচিৎ নিন্দি বিশেষেতে জ্ঞানের সহিত।
ত্যাগ করাইতে মোক্ষ করি নিরূপিত ॥
কোনস্থানে মোক্ষের করিয়ে প্রশংসন।
শ্রবণ করহ কহি তাহার কারণ— ॥
প্রথমত মোক্ষের প্রশংসা করি চয়।
এমত পরমোৎকৃষ্ট মোক্ষসুখ হয় ॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে মহামহিময়।
বিষ্ণুভক্তিসুখ ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
অন্তর্নিদর্শনাভাবে নহে নিরূপণ!
এ-হেতু মোক্ষের কিছু করিয়ে বর্ণন ॥
মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকারী যে জন হইবে।
তাদের মতানুসারে ইহাও জানিবে ॥
সাধ্যফলরূপে নাহি কহি সে কখন।
সুখগন্ধ মোক্ষেতে নাহিক যেকারণ ॥
আরোগিতে রোগাভাব যেন সুখ হয়।
সুষুপ্তিতে নিদ্রাভাবদুঃখ নাহি রয় ॥
সেইমত মোক্ষে সর্বশূন্যরূপময়।
জন্মমরণাদি দুঃখহীন সুখ হয় ॥
কেবল অজ্ঞানসংজ্ঞ হয় ত বাচক।
অনভিজ্ঞ সকলের সুরুচিকারক ॥
তথাপি 'তাহার কিবা হয় ত সাধন?'।
ইহা যদি জিজ্ঞাসহ, করহ শ্রবণ— ॥

ভগবন্নামের সেবা থাকুক তাহাতে।
নামের আভাস—শব্দ প্রতিবিম্বিতে ॥
যদি পরিহাসে অবহেলনে সঙ্কেতে।
একবার কোনমতে কহয়ে মুখেতে।
কিম্বা কোনমতে যদি কর্ণে প্রবেশয়।
অনায়াসে সেজনের মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ॥

যথা ষষ্ঠস্কন্ধে (ভাঃ ৬।৪।২৪)—

বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি।
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥ ইতি ॥

এ মুক্তিকে মুক্তিবাঞ্ছাকারী যত জন।
'পরম পুরুষার্থ' বলি করেন গণন ॥
কিন্তু চাতুর্যাতিশয় কিসে বিচারণ।
মনোহর হয়—কহ এ অবধারণ ॥
মোক্ষের প্রাধান্য যেই বেদ-পুরাণোক্ত।
হয় ত প্রমাণ সেই মোক্ষমাহাত্ম্যোক্ত ॥
একবিংশতিপ্রকার দুঃখের বিনাশ।
নৈয়ায়িকমতে মোক্ষ হয় ত প্রকাশ ॥

তদুক্তং নৈয়ায়িকৈঃ (বৃঃ ভাঃ ১।২।১৬১ টীকা)—

আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির্মুক্তিরিত্যাদি ॥

কর্ম আর অবিদ্যার ক্ষয়—'মোক্ষ' হয়।
কোন বৈদান্তিক দেশীয়ের মতে কয় ॥
মায়া দ্বারা কৃত যেই অন্য স্বরূপ।
সংসারিত্ব কিবা তার ভেদ অনুরূপ ॥
ত্যজি আত্মস্বরূপ ব্রহ্মানুভব যেই।
বিবর্তবাদি বেদান্তি-মুখ্যমত সেই ॥

যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ২।১০।৬)—

মুক্তিহিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরিতি।

তাতে আদ্য পক্ষদ্বয়ে মোক্ষের বিস্তার—।
দুঃখাভাব, তাহার কারণাভাব আর ॥
তাহাদের মতে সিদ্ধ হৈল এই মত।
সুখ নাই মোক্ষে ইহা বুঝ হৈয়া রত ॥
আত্মস্বরূপানুভবে তুচ্ছ সুখ হয়।
বিবর্তবাদির মতে এই ত সাধয় ॥
জীব যাঁর স্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন।
স্বয়ংভগবান সর্বেশ্বরেশ্বর হন ॥
তাঁহার পদারবিন্দ সেবে অনুভব।
ভক্তিসুখসাগর যে লাভ হয় সব ॥

তদপেক্ষা মোক্ষেতে অত্যল্প সুখ হয়।
দুঃখাভাব কেবল মোক্ষেতে সুনিশ্চয়॥
যদি কহ—ব্রহ্ম 'পরিচ্ছেদশূন্য' কয়।
তদনুভবে অপরিচ্ছিন্ন সুখ হয়?॥
তাহার উত্তর কহি, করহ শ্রবণ—।
শুদ্ধ পরমাত্মা তত্ত্বরূপ যেই হন॥
তাঁহাকেই 'ব্রহ্ম' বলে তত্ত্ববেত্তা জন।
কারুণ্যাদিগুণহীন সেই ব্রহ্ম হন॥
নিরন্তর ভক্তজনসঙ্গাদিরহিত।
চিত্তার্দ্রতা-আদি নাহি বিকার কচিত॥
বিচিত্র-শ্রীমূর্ত্তি-বৈভবাদি-বিরহিত।
বিচিত্র-মধুর-লীলা-হীন যে নিশ্চিত॥
এবং ভগবত্তাভাবে অনুভবে তাঁর।
সুখো সেইমত অল্প হয় ত প্রচার॥
যদ্যপি বলহ—সান্দ্র সুখ অনুভবে।
হইবেক কি প্রকারে? শুন কহি তবে॥
ভগবদ্ভক্তিতে হয় সম্পন্ন তাহার।
সেই বাক্য কহি শুন করিয়া বিস্তার॥
সাক্ষাত পরমব্রহ্ম ভগবান্ যিঁহ।
সর্ব্বজীব-অন্তর্য্যামী পরমাত্মা তিঁহ॥
ব্রহ্মাদিরো নিয়ন্তা শ্রীবৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতা।
পরম পরমেশ্বর সর্ব্বফলদাতা॥
সুঘন সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি।
অচিন্ত্য আশ্চর্য্য মহিমাসাগরপূর্ত্তি॥
সগুণত্ব-অগুণত্ব-আদি বিরোধার্হ।
তাঁহাতে প্রবেশে যেন সমুদ্রে প্রবাহ॥
নিঃসঙ্গ-সঙ্গিত্ব নির্ব্বিকার সবিকার।
নিরীহত্ব ঈহাবত্ত্ব নির্ব্বিশেষ আর॥
বিশেষত্ব-আদি যত বিরোধ বিশেষ।
তাঁহাতে সকল যাই করয়ে প্রবেশ॥
ব্রহ্মত্বহেতুক নির্গুণত্বাদি সকল।
তাঁহাতে বৈসয়ে বুঝ হইয়া নিশ্চল॥
পরমাত্মা পরমেশ্বরত্বের কারণ।
সগুণত্বাদিক তাঁহে কর বিবেচন॥
অনাম-অরূপত্বাদি যে কর শ্রবণ।
তাহার বিশেষ আছে নিশ্চয় বচন॥

তথাহি (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৬৪ টীকা)—
অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোঽয় উদীর্য্যতে॥ *॥

নির্গুণ যে ব্রহ্ম উপাসয়ে যোগিগণ।
তত্ত্ব ভগবানের করয়ে উপাসন॥

সেই দুই পৃথক্ না জান কদাচিত।
শ্রীবিষ্ণুর তেজ সেই হয় ত নিশ্চিত॥
ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহা বিভূতি ইঁহার।
ব্রহ্ম ভগবানের ত ভেদ এপ্রকার॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি,
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ *॥

তাথে ভগবানের শ্রীপাদাম্বুজদ্বয়॥
শ্রীপরমশোভাযুক্ত ঘনসুখময়॥
ভক্তিদ্বারা অনুভব যেই করে মনে।
নিশ্চয় নিবিড়সুখ পায় সেই জনে॥

যথা বিষ্ণুপুরাণে (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৬৬ টীকা)—
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥ *॥

গীতায়াঞ্চ (১৪।২৭)—
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্ব সুখের আধার।
সুখরূপ—শর্করার পিণ্ডের আকার॥
ব্রহ্মসুখ কেবল নহে ত সুখাধার।
শ্রীকৃষ্ণরূপের তেজ হয় ব্রহ্মাকার॥
জীবস্বরূপ নিশ্চয় যেই বস্তু হয়।
সেই যদি পরংব্রহ্ম হয় ত নিশ্চয়॥
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্।
তাঁহারি স্বরূপ তাহা জানিহ আখ্যান॥

যথা প্রথমস্কন্ধে (ভাঃ ১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে

এপ্রকার হইলেও জীবের স্বরূপ।
সেই পরমব্রহ্মের হয় অংশরূপ॥
পরাশর-আদি তত্ত্ববেত্তা মুনিচয়।
তাঁহাদের এই মত জানিবে নিশ্চয়॥
ঘন তেজঃসমূহ আদিত্য যেইমত।
তেজঃসব তাঁর অংশ হয় প্রকাশত॥
মায়াদ্বারা জীবতত্ত্ব ভিন্নানেক হন।
মোক্ষ হৈলে মায়া গেলে অভেদ তখন?॥
এমত না হয়, শুন তাহায় উত্তর—।
তত্ত্ববাদি-মতানুসারেতে বাক্যবর॥

পরব্রহ্ম হৈতে জীব অংশত্বে প্রসিদ্ধ।
অতএব ভেদপ্রাপ্তি হয় নিত্যসিদ্ধ॥
মায়া দ্বারা ভ্রমেতে নহে ত উৎপাদিত।
তাহাতে দৃষ্টান্ত শুন কহিয়ে বিদিত—॥
সূর্য্যের কিরণ যেন হৈয়া সমবেত।
ভিন্নত্বে ত নিত্যসিদ্ধ খ্যাত বিশেষে ত॥
আর যেইমত হয় স্ফুলিঙ্গ অগ্নির।
তরঙ্গসকল যেন হয় বারিধির॥
মায়া বিনা সদা ভেদ নহে ত সম্ভব ?।
এমত না কহ, শুন বিবরণ সব—॥
বিষ্ণুর যে শক্তি মহাযোগমায়া নাম।
চিদ্বিলাসস্বরূপা অনাদি সিদ্ধকাম॥
তাঁহাদ্বারা জীব সদা হয় ত ভেদিত।
অর্থাদংশরূপে পৃথক্‌কৃত সুবিদিত॥
তাথে জীবস্বরূপের অনাদিসিদ্ধত্ব।
নিশ্চয় জানিবে—এই কহিলাম তত্ত্ব॥
এইহেতু পরব্রহ্ম হৈতে ভিন্ন নয়।
ভিন্ন হইয়াও—এই সাধুমত হয়॥
সচ্চিদানন্দত্ব-ব্রহ্মসাধর্ম্ম্যে অভিন্ন।
রবির কিরণ-মত অংশত্বে ত ভিন্ন॥
মুক্ত হইলেও এইমত ভেদপ্রায়।
থাকয়ে নিশ্চয় দৃঢ় বুঝিবে তাহায়॥

যথা শ্রীশঙ্করাচার্য্যবচনম্ (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৭১ টীকা—
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং
ভজন্তীতি।—
যথাচ মহাপুরাণবচনম্।—
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।

অন্যথা মুক্তিতে ঐক্য হৈলে ব্রহ্মে লয়ে।
লীলায় বিগ্রহ করা কিরূপেতে হবে॥
নারায়ণপরায়ণ কেমতে বা হয়।
যেহেতুক মোক্ষে যদি পৃথক্‌ত্ব না রয় ?॥
না বলিহ এবচন জীবন্মুক্তপর।
শ্রবণ করহ কহি তাহার উত্তর—॥
জীবন্মুক্তদের দেহ থাকে বিদ্যমান।
সংগত না হয় দেহকরণ-ব্যাখ্যান॥
কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে আছে শ্রীপদ্মপুরাণে—।
শত মহামুনি হৈয়া লয় ভগবানে॥
পুন হৈল নারায়ণরূপে প্রাদুর্ভাব।
তথা বৃহন্নারসিংহে কয় অনুভাব॥
নরসিংহচতুর্দ্দশীব্রততে কথিত।
আছয়ে, সংক্ষেপ তার কহিয়ে বিদিত—
বেশ্যা সহ বিপ্র করি সুসাধনচয়।
নিজকর্ম্মফলে হৈল ভগবানে লয়॥
পুনর্ব্বার ভার্য্যা সহ প্রহ্লাদরূপেতে।
আবির্ভাব হইলেন ভক্তপ্রকারেতে॥
এই অভিপ্রায়ে 'প্রায়'-পদ শ্লোকে দান।
কভু বিষ্ণিচ্ছায় পায় সাযুজ্যনির্ব্বাণ॥
যদি কহ—মুক্তিতেও ভেদ যদি রয়ে।
তবে বহুজন্মকৃত প্রয়াসনিচয়ে॥
সাধ্যমানা মুক্তি হৈতে হৈল কিবা ফল ?।
তাহার উত্তর কহি শুনহ নিশ্চল॥
শ্রীকৃষ্ণমায়ায় অনাদি অবিদ্যা হয়।
তাহাতে সচ্চিদানন্দরূপ জীবচয়॥
পরমব্রহ্মের অংশভূত নিজ তত্ত্ব।
বিস্মৃতি সন্ধানহীন হয় বিশেষত্ব॥
তাতে সংসারিত্বরূপ ভ্রম উপজয়।
ইহার যাথার্থ্য এই হয় মহাশয়!॥
অবিদ্যাহেতুতে যেই সংসারিত্ব হয়।
ভ্রমাত্মক কেবল সে জানিবে নিশ্চয়॥
মুক্তি হৈলে নিজ তত্ত্বজ্ঞান যবে হয়।
মায়া নাশ পাইলে ত ভ্রম নিবর্ত্তয়॥
ঘনানন্দ-ব্রহ্মাংশ যে আত্মার স্বরূপ।
বিশেষত হয় তার অনুভবরূপ॥
মুক্তিতে সুখাংশপ্রাপ্তি সিদ্ধ এই হৈল।
ভক্তগণে ঈদৃশস্বরূপ যদি কৈল॥
তথাপিহ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভজনে।
অনুভব হয় সদা তাঁহার চরণে॥
তাহে ভক্তিসুখপ্রাপ্তি নিত্যানন্দময়।
মুক্ত হৈতে বিশেষ ভক্তের এ নিশ্চয়॥
যেমত সাধন করে—সদৃশ তাহার।
ইহ-পরলোকে ফল সিদ্ধ হয় তার॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৭৪ টীকা)—

নহি সংপরশুনা সাধ্যং কর্ত্তরিকয়া সিদ্ধ্যেৎ॥
সেহেতু ব্রহ্মাংশভূত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে।
সাধ্য মোক্ষে অল্পসুখ জান পরিমাণে॥
কেনে তবে—'মোক্ষে সুখপরাকাষ্ঠা হয়'।
কেহ কেহ কহে ? তার শুনহ বিষয়—॥
জন্মমরণাদি যেই হয় ত সংসার।
তার যাতনাতে চিত্ত উদ্বিগ্ন যাহার॥
রস আর চিত্তাদ্র্কারক দ্রব্যহীন।
মুক্তিবাঞ্ছাকারী যত হৈয়া অতি দীন॥
তাঁহারা করেন স্তব—'অতি সুখময়।
মোক্ষে' ইত্যাদিক কহি বচননিচয়॥

স্বর্গকামী জন যেন স্বর্গস্তব করে।
পতনাদিভয় তাহে যদ্যপি বিহরে ॥
পরাকাষ্ঠা সুখের ভক্তিতে সুনিশ্চয়।
আপনা হইতে সিদ্ধ অনায়াসে হয় ॥
সুখপরাকাষ্ঠাময় শ্রীকৃষ্ণচরণ।
সেবা দ্বারা অনুভব করে যেইজন ॥
তাহার সাধনোচিত সুখ প্রাপ্ত হয়।
যাদৃশ সাধন—সাধ্য তাদৃশ ফলয় ॥
পরমাতিশয়-প্রাপ্ত যে মহত্ত্ব হয়।
তাহার বোধনজন্য 'পরাকাষ্ঠা' কয় ॥
তাহে অনন্তসুখের সীমা কভু নাই।
যতেক সাধয়ে তত সুখ সদা পাই ॥
প্রতিক্ষণ নূতন মধুর শ্রীচরণ।
ভক্তির দ্বারায় করিলে অনুভবন ॥
অনন্ত ভক্তিজ সুখ—পরম মহত।
নিরন্তর বৃদ্ধি পায়—নাহি সীমা তত ॥
মুক্তি-প্রাপ্তে ব্রহ্মসুখ বৃদ্ধি নাহি পায়।
যেহেতুক সীমাযুক্ত আছয়ে তাহায় ॥
ইথে 'পরব্রহ্ম আর পরমাত্মা গত।
সজাতীয় ভেদ আছে'—না কহ এমত ॥
সর্বজীব-অন্তর্যামী পরমাত্মা যিনি।
নিশ্চয় জানিবে পরব্রহ্মরূপ তিনি ॥
তিনিই হয়েন পরমেশ্বর নিশ্চয়।
গুণ-লীলা-ভেদে বহু-রূপ তাঁর হয় ॥
পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের।
আর তাঁহা হৈতে প্রকাশিতাবতারের ॥
ভিন্নত্বপ্রত্যয়ে ঐক্য-হেতু ভেদ নয়।
অতএব সজাতীয় ভেদ নষ্ট কয় ॥
পরিচ্ছিন্নত্বাদি ভেদ যে বিজাতীয়ত্ব।
তাহা-প্রাপ্ত জীবসকলেরো বুঝ তত্ত্ব ॥
ব্রহ্মাংশহেতুক অংশিসহ ভেদ নয়।
ইথে বিজাতীয়রূপ ভেদ নষ্ট হয় ॥
এই উক্তপ্রকার সিদ্ধান্তবিশেষেতে।
বহুভক্তিপর- আমাদের সুসম্মতে ॥
বিচারেতে ব্যাখ্যা দ্বারা হৈলে প্রকাশিত।
উক্তানুক্ত-সর্ব্ব-ভক্তিমার্গবিষয়ী ত ॥
ব্যাখ্যা নির্গত-দোষ—নির্দ্দোষ তাহে হয়।
যেহেতু সন্দেহ গণমাত্র নিরসয় ॥

তথাহি (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৮১ টীকা)—

এবমেব ব্রহ্মণ এবোৎপদ্যন্তে তস্মিন্নেব লীয়ন্তে।

ইহাতে 'ব্রহ্মের সহ অভেদ জীবের'।
যে কেহ মানয়ে—দেখ মতে তাহাদের ॥
ব্রহ্মের অশেষ-স্বরূপানুভবাভাবে।
মুক্তিতেও অল্প সুখ সিদ্ধ অনুভাবে ॥
যেন সমুদ্রের একদেশ হৈতে হয়।
তরঙ্গসকল পুন একদেশে লয় ॥
জলময়-হেতু সিন্ধু হইতে অভিন্ন।
রত্ন-গাম্ভীর্য্যাদি-গুণাভাবে হয় ভিন্ন ॥
সিন্ধুজলে লয় হেতু পৃথক্ নাহি রয়।
ঐক্য হৈয়া 'সমুদ্রত্ব-প্রাপ্ত' ইহা কয় ॥
তেন স্বকারণে ব্রহ্মাংশেতে জীবগণ।
মোক্ষ-লয়ে 'ব্রহ্মে ঐক্যগত' ইহা কন ॥
কিন্তু স্বভাবেতে জীব পরিচ্ছিন্ন হয়।
ব্রহ্ম সে অপরিচ্ছিন্ন সুখঘনময় ॥
জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি কখন না হয়।
তাতে ব্রহ্ম হৈতে জীব ভিন্ন সদা রয় ॥

যথা শঙ্করাচার্য্যেণোক্তম্ (ঐ টীকা)—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ • ॥

মায়াকৃত জীবত্বের ভেদ নষ্ট হয়।
তদীয়স্বরূপে পুনর্ব্বার ভেদ রয় ॥
যদি কহ—ঐক্যাপত্তি হয় অতিশয় ?।
তবে 'নাথ তবাহং' এ বাক্য নাহি রয় ॥
যেন নদীপ্রবাহাদি সমুদ্রে মিলায়।
বহির্বিদ্যমানত্ব নদীর তাহে যায় ॥
বিচিত্র-অপরিচ্ছিন্ন-সুরত্নাদিময়-।
সমুদ্রত্ব নদীদের কদাপি না হয় ॥
এমত বিচারে মোক্ষে কেবল অভাব।
দীপনির্ব্বাণের ন্যায় কয় অনুভাব ॥
মুক্তি হইলেহ ভেদ থাকে পরিমাণ।
পূর্ব্বমত একদেশে করে অবস্থান ॥
আত্যন্তিক-প্রলয়েতে এমতপ্রকার।
মোক্ষ হয়, জীব পুনঃ সৃষ্টিতে প্রচার ॥
'মোক্ষে সুখ অতি ভক্তিপরায়ণ-মত।'
এরূপ না কহ, শুন উত্তরাভিমত—॥
সর্ব্বদা প্রমাণভূত আমরা যে হই।
শ্রীমদ্ভাগবতাদিক শাস্ত্রগণ কই ॥

যথা (ভাঃ ১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

(ভাঃ ৩।২৫।৩১)—

ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥
ইত্যাদীনি বহূনি সন্তি ॥

মহত—শ্রীনারদ প্রহ্লাদ হনুমান্।
চতুঃসন ব্যাস শুক আদি সমাখ্যান ॥
তাঁহাদের বাক্য বহু আছয়ে প্রমাণ।
ভক্তির অগ্রেতে মুক্তি অতি তুচ্ছাখ্যান ॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৮২ টীকা)—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥
মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাদিতি
বেদান্তে চ (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২) ॥

সেইমত সাধুদের দেখ ব্যবহার।
ভগবান্ মুক্তি দিলে না করে স্বীকার ॥
অতএব এইসব ইহাতে প্রমাণ।
অন্যপ্রমাণাপেক্ষা নাহিক পরিমাণ ॥
মোক্ষাধিক ভক্তির মাহাত্ম্যনিরূপণে।
অনুকূল পুরাবৃত্ত আছে অগণনে— ॥
দ্বারকানিবাসি-ব্রাহ্মণের পুত্রগণ।
মুক্তিপ্রাপ্ত হৈয়াছিল ত্যজিয়া জীবন ॥
কিন্তু বিপ্র আকুল হইয়া শোকে তার।
রক্ষক পার্থের নিন্দা করিল বিস্তার ॥
অর্জ্জুন হইয়া তাহে বিষাদিত-মন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কৈল অন্বেষণ ॥
কোথাও না পায়্যা পতি বিষণ্ণবদন।
শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসি কহিল কথন ॥
শ্রীকৃষ্ণ আপনি লৈয়া অর্জ্জুনে তখন।
উত্তর-দিশাতে প্রভু করিলা গমন ॥
সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করি।
স্বর্ণময়ী আর অন্ধকারময়ী হরি ॥
পশ্চাতে রাখিয়া কারণার্ণবের তীরে।
উপস্থিত হৈয়া ঝাঁপ দিলেন সে নীরে ॥
অর্জ্জুন জলের মধ্যে পড়িয়া তখন।
অপরূপ স্থান এক করিল দর্শন— ॥
অনন্তশয্যায় হরি আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী করিতেছেন শ্রীপদসম্বাহনে ॥
বহুতর স্তব তবে তাঁহার করিল।
জিজ্ঞাসানুসারে পার্থ সকল কহিল ॥
বিপ্রসুত মুক্ত হৈয়া সুদেহ-ধারণে।
প্রভুকে করিতেছিল চামরব্যজনে ॥
অর্জ্জুনের স্তবে প্রভু হৈয়া সন্তোষণ।
বিপ্রসুতে লৈয়া যাত্যে কৈলা আজ্ঞার্পণ ॥
তাঁরে লৈয়া পুন ভগবানের সহিত।
দ্বারকায় আসি বিপ্রে করিলা অর্পিত ॥
মুক্ত বিপ্রসুত আসি পুন দ্বারকায়।
ভক্তি আচরণ বহু করিলা তথায় ॥
ইত্যাদি অনেক আছে বৃত্ত পুরাতন।
পাবে মহাপুরাণ করিলে ত শ্রবণ ॥
সেই-হেতু ইহাতে সঙ্গত নাহি হয়।
অর্থবাদত্বকল্পনা শুন মহাশয়! ॥
অর্থবাদ-কল্পনা সে যে করে আচার।
যাহা হৈতে নাস্তিকত্ব হয় ত বিস্তার ॥
কল্পনাকর্ত্তা মানব হয় সে পতিত।
দুস্তর নরক ঘোরে জানিহ নিশ্চিত ॥
অতএব কুতর্ককর্কশ মিথ্যাচয়।
প্রৌঢ়িবাদ-আদি ত্যাগ করিয়া নিশ্চয় ॥
মোক্ষ হৈতে ভক্তির মাহাত্ম্য সবিশেষ।
এই পক্ষ করিবেক স্বীকার নিঃশেষ ॥
অন্যথা নরকপাত অবশ্য হইবে।
এই কথা সুসিদ্ধান্ত নিশ্চয় জানিবে ॥
মোক্ষ কোনপ্রকারেতে শ্লাঘ্য নাহি হয়।
অসুরগণেরো দেখিতেছি মুক্তিচয় ॥
গোবিপ্রাদিঘাতী কংসাদিক দৈত্যগণ।
মুক্তিপর-শাস্ত্রে করে তাদের নিন্দন ॥
সেইসব অসুর শ্রীকৃষ্ণহস্তে মরি।
মুক্তিপদ পাইলেক আয়াস না করি ॥
সাধুত্ব—শ্রীকৃষ্ণপদে ভক্তির আচার।
অসুরত্ব—নিরন্তর দ্বেষ করে তাঁর ॥
গুণ-কর্ম্ম-প্রভৃতিক অশেষপ্রকারে।
বৈপরীত্য নিরন্তর দুইতে প্রচারে ॥
অতএব তাহাদের সাধ্যসাধনেতে।
বৈপরীত্য নিশ্চিত উচিত বিধানেতে ॥
সাধুদের কৃষ্ণপদোপাসন সাধন।
দৈত্যদের অদ্বৈতাত্মতত্ত্বজ্ঞানে মন ॥
সাধুসকলের সাধ্য 'প্রেমভক্তি' হয়।
দৈত্যদের তার বিপরীত 'মুক্তি' কয় ॥
ভগবানে দ্বেষাদি করিলে আচরণ।
সমফল একত্রে যে আছয়ে গণন ॥

যথা সপ্তমস্কন্ধে (ভা ৭।১।২৯)—

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥
ইত্যাদি ॥

সে কেবল জন্মমরণাদিক সংসার-।
প্রবাহের অভাবেতে সমতা-আকার ॥
জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গৌণ-সাধুত্বনিশ্চয়।
পরমসাধুত্ব কৃষ্ণভক্তি দ্বারা হয় ॥
যেহেতুক সেই ভক্তি পরম সাধন।
শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বপ্রাপ্তির কারণ ॥
ভক্ত্যারম্ভে কর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সব।
তদঙ্গহেতুক গৌণ হয় ত সম্ভব ॥
অতএব তাহে সাধ্য পরম সুফল।
শ্রীযুক্তশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণযুগল ॥
পর-পুরুষার্থ যেই মোক্ষ বস্তু হয়।
তদধিক বলি ভক্তি 'সাধন' সে নয় ॥
অতএব সে-ভক্তির ফলত্ব উচিত ? ।
সত্য এই কথা, শুন উত্তর বিদিত— ॥
শ্রীকৃষ্ণপদাব্জদ্বন্দ্বে যেই ভক্তি হয়।
তাহাতে রসিক যেই-যেই মহাশয় ॥
কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ সমগ্র হয় জ্ঞান।
তাঁহাদের সাধ্যফলরূপা ভক্তি জ্ঞান ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দদ্বন্দ্ব-মরকন্দ।
সারভূত-মধুগন্ধি-রস—পরানন্দ ॥
তদাত্মিকা সেই ভক্তি হয় সুনিশ্চয়।
ইহার তাৎপর্য্য কহি, শুন মহাশয় !— ॥
শ্রীল ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।
দর্শনমাত্রে যাদৃশ সুখ উপচয় ॥
তাহার অধিকাধিক তদীয় সেবায়।
সুখপ্রাপ্তি আর ভক্তি নিত্যফল পায় ॥
আত্মারাম জীবন্মুক্ত সিদ্ধ যতজন ॥
মুক্ত-সহ দুঃখাভাবমাত্র প্রাপ্ত হন ॥
শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠগত হয়।
কিবা পাঞ্চভৌতিক-শরীরধারী হয় ॥
তাহাদের সান্দ্রসুখ-বিশেষানুভাব।
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে হয় সব ॥
স্বধর্ম্মাচরণ-আদি 'কর্ম্মেতে' আখ্যান।
আত্ম-অনাত্মের তত্ত্ববোধ হয় 'জ্ঞান' ॥
বিষয়েতে বিতৃষ্ণাকে 'বৈরাগ্য' কহয়ে।
ইহাসবে অপেক্ষা আসক্তি যার হয়ে ॥
তাহার সে ভক্তি কভু সিদ্ধ নাহি হয়।
শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেবল সুসিদ্ধয় ॥
ভক্তিমাত্রাপেক্ষক যেজন সুনিশ্চিত।
সেই কৃপা তার প্রতি হয় প্রকাশিত ॥
অতএব ভক্তির বিরুদ্ধ কর্ম্মাদিক।
ভক্তিপর জন ত্যজিবেক সার্ব্বদিক ॥

ভক্তিবিক্ষেপক 'কর্ম্ম' হয় সর্ব্বক্ষণ।
নানা-ব্যাপার-শতেতে করয়ে চালন ॥
'বৈরাগ্য' তদ্বিষয়ক রসের শোষক।
অর্থাত্তৎসম্বন্ধীয়-রাগ নিবারক ॥
ভগবৎসেবায় হয় নির্বিঘ্নতা তায়।
বৈরাগ্যেতে এই সব দোষ ব্যক্ত পায় ॥
'জ্ঞান' হয় সেই ত ভক্তির হানিকর।
তাহে ভক্তি ক্ষীণতা পায়েন নিরন্তর ॥
আত্মতত্ত্বাদিক বোধ হইয়া বিস্তীর্ণ।
ভক্তিতে প্রবৃত্তি অতিশয় করে শীর্ণ ॥
সেই কর্ম্মাদিক যদি হয় ভক্তিপর।
তবে ত সার্থক কিছু করিয়ে গোচর ॥
কর্ম্ম করি তার ফল করি নিরসন।
কেবল ভগবৎপ্রীতে করে তদর্পণ ॥
বৈরাগ্যেতে—মোক্ষেতেহ বিতৃষ্ণা করিয়া।
কৃষ্ণসেবারাগে থাকে সে অনুবর্তিয়া ॥
জ্ঞানেতে—অদ্বৈততত্ত্ববোধ ত্যাগ করি।
কেবল 'ভগবদীয় আত্মা' মনে ধরি ॥
এইরূপে কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য যদি ত।
তত্তন্মলহীন হৈয়া হয় ত শোধিত ॥
তবে ত ভক্তির হয় অনুবর্ত্তমান।
অর্থাৎ প্রথমসাধনাঙ্গতা বিধান ॥
আত্মারামগণ হৈয়া কৃষ্ণানুগৃহীত।
ভক্তসঙ্গে ব্রহ্মনিষ্ঠা করিয়া ত্যজিত ॥
কৃষ্ণগুণমহিমাতে আকৃষ্ট হইয়া।
ভজয়ে বহুধা ভক্তিমার্গে প্রবেশিয়া ॥
প্রাপ্তে মোক্ষ ব্রহ্মলয়,—নাহি কলেবর।
কিমতে ভজয়ে ? তার শুনহ উত্তর— ॥
যোগমায়া-বিষ্ণুশক্তিদ্বারা মুক্তসব।
পাইয়া সচ্চিদানন্দময়-দেহ-ভব ॥
পরমাকর্ষকগুণ শ্রীল ভগবানে।
তাদৃশ ইন্দ্রিয় দ্বারা ভজয়ে নানানে ॥
'ভক্তি বিনা কিছুমাত্র নাহি সিদ্ধ হয়।'
ভক্তিপর-সকলের মত এ নিশ্চয় ॥
ব্রহ্মলোকাদিক মহাবিভূতির চয়।
প্রাপ্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ আত্মারামত্ব সে হয় ॥
ভক্তি বিনা তাহা সিদ্ধ কিপ্রকারে হয় ? ।
'ভক্তিদ্বারা হয়' যদি কহ মহাশয় ! ॥
তবে উপপন্ন নাহি হয় কদাচন।
'আত্মারাম ভক্ত হৈয়া ভজে' এ বচন ॥
যেহেতু তাদের ভক্তি পূর্ব্ব হৈতে হয়।
'ভক্ত হৈয়া' এবচন উৎপন্ন নয় ॥

যদি কহ—'ভক্তি হৈতে হয় সিদ্ধগতা।
পরমপুরুষার্থরূপ যে আত্মারামতা ? ॥'
তাহাতেও বিষয়ের বাসনার ন্যায়।
ভক্তির বাসনা তথা নিবর্ত্ত না পায় ॥
তাহাতেহ ভক্তির প্রকৃত-ফলাভাব।
সেইহেতু পুনর্ব্বার প্রবৃত্তি-সম্ভাব ॥
বাসনাস্বভাবে ঘটে অনুবৃত্তি তাঁর।
কৃষ্ণগুণমহিমার এই চমৎকার ॥
আত্মারামত্ব ভক্তির ফল মাত্র নয়।
মুক্তিও ভক্তির অবান্তর ফল হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে প্রেমের সম্পত্তি।
এই মুখ্যফল দান করেন সে ভক্তি ॥
'মহাত্মারামতা তাহে বিরুদ্ধ প্রচার ?।'
ইহা আশঙ্কিয়া করিছেন পরিহার— ॥
অহঙ্কার-ত্যাগ-মাত্রে সে আত্মারামত্ব।
সিদ্ধ হয়, ভক্তির নাহিক অপেক্ষত্ব ॥
সেই অহঙ্কারত্যাগ হয় ত সুকর।
তত্ত্ববেদিসব ইহা কহেন বিস্তর ॥

তথাচ বাশিষ্ঠে (বৃঃ ভাঃ ২।২।১১৩ টীকা)
অপি পুষ্পাবদলনাদপি নেত্রনিমীলনাৎ।
সুকরোহংকৃতিত্যাগো মতস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥

'সকল কর্ম্মের মূল হয় অহঙ্কার।
তদ্গতে ভক্তিপ্রবৃত্তি হয় কিপ্রকার ? ॥'
এমত না কহ, শুন তাহার সিদ্ধান্ত।
যাহাতে সন্দেহ দূর হইবে নিতান্ত— ॥
কৃষ্ণশক্তিবিশেষে সচ্চিদানন্দময়-।
দেহযুক্ত হয় ভক্ত, নাহিক সংশয় ॥
'শ্রীকৃষ্ণের দাস এ সচ্চিদানন্দময়।'
অহঙ্কারবিশেষের উপলব্ধি হয় ॥
তাহা হইতে সুতরাং ভক্তি সিদ্ধ হয়।
এই সুসিদ্ধান্ত ইথে জানিহ নিশ্চয় ॥
'আত্মারামত্ব ভক্তের আছে কিবা নয় ?।'
এই জিজ্ঞাসায় শুন উত্তর যে হয়— ॥
মোক্ষ আত্মারাম যোগ সিদ্ধি জ্ঞানাদিক।
অবান্তর ফল সে ভক্তির নিরূপিক ॥
রন্ধনার্থে প্রজ্বলিত অগ্নিতে যেমত।
শীত-অন্ধকার-আদি হয় ত বিহত ॥
তেমত ভক্তির অবান্তর ফল হয়।
মোক্ষাদিক, এই তত্ত্ব জানিহ নিশ্চয় ॥
তথাপি আত্মারামত্ব ভক্তগ্রাহ্য নয়।
যেহেতুক প্রেমের বিরোধী সেই হয় ॥

ভক্তির পরম ফল 'প্রেম' সর্ব্বদায়।
'তৃপ্তির অভাব' হয় স্বভাব যাহায় ॥
অতএব প্রেমে আর আত্মারামতায়।
অত্যন্ত বিরোধ ব্যক্ত, বুঝহ ইহায় ॥
অবান্তর-ফল-সব-মধ্যেতে নিশ্চিত।
অতি হেয় হয় আত্মারামত্ব বিদিত ॥
অতি পরিহরণীয় সেই ত সতত।
সাধু ভক্তিরসিকগণের এই মত ॥
ভক্তি না থাকিলে আত্মারামত্ব-সিদ্ধিতে
মন-অসন্তোষ নাহি হয় ত নিশ্চিতে ॥
দোষাভাব বরং মহাগুণযুক্ত সেই।
শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবেন্দ্রগণের মত এই ॥
'ভক্তি বিনা আত্মারামতার সিদ্ধি নয়।'
এইকথা অযুক্ত সর্ব্বতোভাবে হয় ॥
'মহারত্ন বিনা প্রাপ্তি নহে তুষকণ।'
পণ্ডিতের অসম্মত সদা এ বচন ॥
তবে 'ভক্তি ব্যতিরেকে কিছু সিদ্ধ নয়'।
কোন বৈষ্ণবের মত এহো সত্য হয় ॥
তাহার সিদ্ধান্ত শুন করি নিবেদন—।
চিত্তশুদ্ধি আত্মারামত্বের সে কারণ ॥
সেই চিত্তশুদ্ধি হয় স্বধর্ম্মাচরণে।
আত্মারামত্বের প্রতি প্রবল সাধনে ॥
স্বধর্ম্মাচরণে আজ্ঞা কৈলা ভগবান্।
তৎপারপালনে হয় ভক্তিতে আখ্যান ॥
স্বধর্ম্মাচরণরূপ অল্প ভক্তি তায়।
আত্মারামত্বক অতি তুচ্ছ ফল পায় ॥
শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভক্তি যে আশ্চর্য্য।
পরোৎকৃষ্ট ফল প্রেমসম্পত্তি প্রাচুর্য্য ॥
হৈলে আত্মারামত্বের সিদ্ধি যেই জন।
কৃষ্ণকৃপাহেতু তাহা করিয়া ত্যাজন ॥
কৃষ্ণপাদদ্বন্দ্ব করে ভক্তিতে ভজন।
নির্ব্বিঘ্নেতে মহাসুখে সিদ্ধ সেইক্ষণ ॥
কেহ কহে—'ভক্তি করিবারে আচরণ।
উত্তমাধিকারী হয় আত্মারামগণ ? ॥'
তাহা নহে, ভক্তিতে সকলে অধিকারী।
যেমত গঙ্গার স্নানে নাহিক বিচারি ॥
বর্ণাশ্রমাচারপ্রভৃতির কোন রীতে।
অপেক্ষা নাহিক সেই ভক্তি আচরিতে ॥
আমাদের মতে—যেইজনের উপর।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-কৃপা হয় বহুতর ॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দমাত্রাপেক্ষা করে।
সুখেতে সম্পন্ন ভক্তি হয় সেই নরে ॥

তত্র ভক্তিসুখানুভাবক—'ভক্তগণ'
আর অনুভবনীয়—'শ্রীকৃষ্ণচরণ'॥
অনুভবক্রিয়া—'সর্ব্ব-করণ-সাধন'।
বহুমতে প্রকর্ষতে হয় ত স্ফুরণ॥
'অহং দাস সেবাকারী' ইত্যাদিপ্রকার।
অনুভাবকের স্ফূর্ত্তি বহুধা বিস্তার॥
বিচিত্র মধুর রূপ মধুর বিলাস।
অনুভবনীয়-স্ফূর্ত্তি এ আদি প্রকাশ॥
শ্রবণকীর্ত্তনাদিক স্ফূর্ত্তি করণের।
তাহাতে বৈচিত্রস্ফূর্ত্তি অনুভূতিয়ের॥
সমাধিতে চিত্তাদিক ইন্দ্রিয় সবার।
বৃত্তির অভাব হয়—শূন্যতা-আকার॥
সেহেতু কেবল একরূপ সুখ হয়।
ইন্দ্রিয়ের বৃত্ত্যভাবে বিস্তৃত সে নয়॥
সেই ত অস্ফুট হয় শূন্যের সমান।
অনুভবাভাবহেতু সর্ব্বশূন্যাধ্যান॥
ভক্তিতে ইন্দ্রিয়গণে বাহ্যান্তঃকরণে।
কোটি চিত্র বৃত্তি বর্ত্তমান অনুক্ষণে॥
বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য সুখ সবিশেষ।
স্বয়ং সম্পন্ন তাহাতে হয় ত অশেষ॥
সমাধিতে যেই ছিল অস্ফুট আকার।
সেই ত ভক্তিতে হৈলে বৃত্তি সত্ত্বাকার॥
স্ফূর্ত্তি পায় অধিক হইয়া দীপ্তমান।
তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখ সাক্ষাৎ প্রমাণ॥
সূর্য্যাদির তেজ যেন আকাশমণ্ডলে।
ততোধিক দীপ্তমান স্ফাটিক অচলে॥
অতএব সমাধিতে অনুভূয়মান।
যত সুখ হয় আত্মতত্ত্ব কৈলে জ্ঞান॥
ততোধিকাধিক-সুনিবিড় সুখময়।
শ্রীচরণপদ্মদ্বন্দ্ব-ভজনে নিশ্চয়॥
প্রতিক্ষণ নূতন বিচিত্র ব্যাহ্যান্তরে।
স্ফূর্ত্তি হয় সে পদারবিন্দ নিরন্তরে॥
সেহেতু অধিকাধিক সর্ব্বাহ্লাদময়।
সম্পন্ন পরম সুখ নিরন্তর হয়॥
সমাধিজ মোক্ষসুখ হৈতে এপ্রকারে।
পরম মহৎসুখ ভক্তির আচারে॥
কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য-কৃপার মাধুর্য্য।
হইতে বর্দ্ধিত সদা সে সুখপ্রাচুর্য্য॥
পরব্রহ্মরূপ-হেতু সদা একরূপ।
কৃষ্ণৈশ্বর্য্যবিশেষ অদ্ভুত বর্ষ-রূপ॥
বিশিষ্টা সাযুজ্যরূপা সেই মুক্তি হয়।
তার সুখ হৈতে বিপরীত আচরয়॥

মোক্ষসুখ এক-রূপ, বহু-রূপ ইহ।
তার সীমা আছে, সীমারহিত এনিহ॥
পরিপূর্ণ-হেতু তৃপ্তিজনক সে হয়।
তৃপ্তিনিরাশক এই—তৃপ্তি কভু নয়॥
শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাসমাধুরী।
তার অতিশয়াত্মক এই সুখপুরী॥
ভক্তিবিলাস-মাধুরী-সুখ যে না জানে॥
তাহাদের তর্কের গোচর নহে স্থানে।
সদা একরূপ হইয়াও বিষ্ণু তায়।
অভক্তের দুর্ব্বিতর্ক্য স্বশক্তি মায়ায়॥
আপনার তথা নিজ ভক্তির সে আর।
অনুক্ষণ নবনব বিচিত্রপ্রকার॥
শত শত মাধুর্য্য করেন প্রকটন।
ভক্তি দ্বারা কৃত যত সেইরূপ হন॥
নবনব বিচিত্র মাধুর্য্য অনুক্ষণ।
জনন হেতুক পারব্রহ্মানিরূপণ॥
মধুরমধুর রূপ বিলাস বৈভব।
পরমেশ্বরতা যেই সেই এই সব॥
ভক্তসব প্রতি যেই করুণা প্রবর।
তাহার সীমার অন্ত্য প্রকটনতর॥
ভক্তদের নিবিড় মধুর যে আনন্দ।
তার সমূহের অনুভব সুখস্কন্দ॥
তাহার চরম সীমা স্বভাব কথিত।
ব্রহ্মানুভবিক সুখ যাহাতে তুচ্ছিত॥
স্বভক্তগণের পরমানির্ব্বচনীয়।
বিবিধ মধুর আনন্দের লহরীয়॥
তার নিরন্তর সম্পত্তির সে কারণ।
বহুতর বিশেষ করেন বিস্তারণ॥
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বে যত ভক্তগণ।
একরূপ হয়, তবু আছে বিশেষণ॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রভৃতির পরায়ণে।
ভক্তেদের বহু ভেদ হয় বিস্তারণে॥
নানা বিশেষ স্বভাব রহিত আপনে।
নিত্য একরূপ, কার্য্যে হন বিস্তারণে॥
সেইমত ভক্তেদের বিচিত্র অনেক॥
ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিভব হয় বিস্তরেক॥
নিত্যাদ্বৈত ব্রহ্মরূপ কৃষ্ণ কৃপাময়।
নিত্য-নানা-বিশেষ-সৌন্দর্য্য-গুণালয়॥
নিত্যৈশ্বর্য্য নিত্যশ্রীক নিত্যভক্তিময়।
নিত্যভৃত্যসহ সঙ্গ প্রকৃষ্ট অব্যয়॥
নিত্য যার লোক,—কভু নাহিক অপায়।
ভক্তিবিঘ্ন হৈতে রক্ষা করুন তোমায়॥

এই বিষ্ণুভক্তিরূপ মহারস হয়।
অতি সুকোমল তাহে পণ্ডিতনিচয়॥
কর্কশ তর্ককণ্টক রোগ নাহি করে।
অন্যথা মূর্খতা পুনঃ হয় ত বিস্তরে॥
তথাপি নির্ব্বাণরত যতেক নরের।
প্রবৃত্তি-নিমিত্তে ইথে হেতু বিস্তারের॥
দৃঢ় যুক্তি বিনা মুক্তি ত্যাগ না করয়ে।
ভক্তিমার্গে তাহাদের প্রবেশ না হয়ে॥
কণ্টকে কণ্টক বিদ্ধ করয়ে নির্গত।
কহিনু কিঞ্চিৎ তর্ক ইথে সেইমত॥
হৃদয়ে মুক্তি-কণ্টক লাগিয়াছে যার।
এই তর্ক বিচারিলে হয় ত উদ্ধার॥
আর যত নবীন শ্রীবিষ্ণুভক্তজন।
অর্থাৎ অপ্রাপ্তনিষ্ঠা যাহাদের মন॥
মুক্তি হৈতে ভক্তির মাহাত্ম্য সবিশেষ।
শুনি তাঁহাদের হবে আহ্লাদ অশেষ॥
আপনি যদ্যপি মনে বিচারিয়া সব।
'মোক্ষ অতি তুচ্ছ' ইহা করি অনুভব॥
বিশুদ্ধ প্রেমলক্ষণা যেই বিষ্ণুভক্তি।
তার নিষ্ঠাসম্পত্তি ইচ্ছহ আনুরক্তি॥
তবে তব গুরুর আদিষ্ট মন্ত্রবর।
নিজোপাস্য ভজন করহ নিরন্তর॥
সেই মোক্ষে এই মহা নিগূঢ় বচন।
ভক্তের হৃদয়ঙ্গম করহ শ্রবণ—।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিপঞ্চাশযোজন।
তাহার বাহেতে আছে অষ্ট আবরণ॥
মহী জল তেজ বায়ু আকাশাহঙ্কার।
মহৎ প্রধান—অষ্ট কারণ প্রকার॥
অতিক্রম করি শেষ অষ্ট আবরণ।
কার্য্য-কারণাদি সব করি বিলোপন॥
মহাকালপুর নাম—নির্ব্বাণের স্থান।
প্রপঞ্চাতিরিক্ত অনশ্বর তাহা পান॥
ঈশ্বরস্বরূপ—নহে বাক্যের গোচর।
কেবল জ্ঞানেতে যত পণ্ডিতপ্রবর॥
কোনপ্রকারেতে করে বর্ণন তাঁহার।
কেহ ত সাকার কেহ কহে নিরাকার॥
কিন্তু পরব্রহ্ম হন পুরুষ-আকার।
সুন্দরশরীর—কোটিসূর্য্যতেজঃসার॥
ভক্তি দ্বারা ভক্তদের নির্ভয় লোচন।
সেই ত স্বরূপ সুখে করে নিরীক্ষণ॥
শুষ্কজ্ঞানিগণ সেই তেজে অন্ধ হয়।
আকার না দেখি তারা 'নিরাকার' কয়॥

ভগবৎসেবকগণ আপন ইচ্ছায়।
সেই পদে গমন করিয়া সুখাশায়॥
ঘনীভূত ব্রহ্মরূপ মনোহরাকার।
সাক্ষাৎ দর্শন করে কেবল তাহার॥
অতএব সেস্থানে নিশ্চয় আপনার।
দীর্ঘবাঞ্ছা যেই আছে কৃষ্ণ দেখিবার॥
তার মহাফল হবে সাক্ষাৎ সম্পন্ন।
স্বীয় মহামন্ত্রপ্রভাবেতে সুনিষ্পন্ন॥
এই ব্রহ্মলোকগত রাগী যতজন।
হয় সেইসকলের পুনরাবর্ত্তন॥
বিরক্তসবার মহাপ্রলয়সময়ে।
দ্বিপরার্দ্ধপরে ব্রহ্মাসহ মুক্তি হয়ে॥
বহুকাল বিলম্ব হইবে এপ্রকার।
না কর যদ্যপি তুমি অপেক্ষা তাহার॥
তবে শ্রীমথুরামধ্যে অতি মনোহর।
নিজপ্রিয়া ব্রজভূমি গমন যে কর॥
ভক্তির মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক বচন।
তাহাদের এইসব করিয়া শ্রবণ॥
প্রভুপাদপদ্মে ভক্তি হৈল বৃদ্ধিগত।
হৃদয়েতে বিচার জন্মিল এইমত—॥
'ঈদৃশী মুক্তিদাসিকা ভক্তি হয় যাঁর।
সাক্ষাত পাইনু সেই প্রভু পিত্রাকার॥
তারে পরিত্যাগ আমি করি এইক্ষণে।
অন্যত্র যাইব আমি হাহা কি কারণে?॥'
এইমত উদ্বিগ্ন দেখিয়া মোর মন।
সেই ভগবান্ কৃপাকারী তৎক্ষণ॥
সকলের অন্তরাত্মবৃত্তিজ্ঞ আপনে।
সমাদেশ করিলেন শ্রীমুখ-বচনে—॥
অনির্ব্বচনীয় মম পরম ক্রীড়ন।
রাসাদিক লীলা তার স্থলী-শ্রেণীগণ॥
তাহে বিভূষিতা—নিজ প্রিয়তমা অতি।
মাথুরিক-ব্রজভূমে তুমি কর গতি॥
সেইস্থানে ব্রহ্মা তৃণজন্ম বাঞ্ছা করে।
ব্রহ্মপদ হৈতে তথাবাস প্রিয়তরে॥
করিয়াছ পূর্ব্বে তুমি যাদৃশ দর্শন।
বহুকালগতেও তাদৃশ ধাম হন॥
আমার পরমপ্রিয় নিজগুরুবরে।
পাবে পুনর্ব্বার সেই বৃন্দাবনান্তরে॥
তাঁহার কৃপায় তুমি সর্ব্বতত্ত্বসার।
নিশ্চয় জানিবে বৎস। তথা সবিস্তার॥
মহাকালপুরে মুক্তিপদে ততক্ষণ।
আমারে সম্যক্ শীঘ্র করিবে দর্শন॥

এই স্থান হৈতে অতি আনন্দ উত্তম।
পাইবে চিত্তপূরক নিজ মনোরম॥
আমার প্রসাদ-প্রভাবেতে যথাকাম।
অষ্ট-আবরণ-মুক্তিপদে অবিরাম॥
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকাদিতে করিবে ভ্রমণ।
অনুভবিবে পরমাশ্চর্য্যশতগণ॥
কতককালেতে পুত্র! শ্রীগোলোকধামে।
শ্রীমদনগোপালের দর্শনাভিরামে॥
পরিপূর্ণ সর্ব্ববাঞ্ছা হৈয়া বৃন্দাবনে।
আমাসহ ক্রীড়িবে সে নিজ-ইচ্ছা-মনে॥

এই ত প্রকার শ্রীমদ্ভগবদাজ্ঞায়।
হইলাম হর্ষশোকে আবিষ্ট তথায়॥
তাঁর সহ ক্রীড়া-আশে হৈল হর্ষ-মন।
তদ্বিরহ-জাত-শোক হরল চেতন॥
তবে এই শোভাযুক্ত শ্রীমদ্বৃন্দাবনে।
মনোবেগ-তুল্য আইলাম সেইক্ষণে॥
প্রণমিয়া শ্রীল সনাতনের চরণ।
দ্বিতীয়-অধ্যায়-ভাষা হৈল সমাপন॥
শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম সদা অভিলাষ।
ভক্তি মাগে শ্রীজয়গোবিন্দ বসু দাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে জ্ঞাননামা
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

তৃতীয় অধ্যায়

অষ্টাবরণতো মুক্তিপদে প্রাপ্তে শিবাগ্রতঃ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদৈক্যং তৃতীয়ে ভক্তিলক্ষণম্॥০॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয়জয় নিত্যানন্দ সদয়-হৃদয়॥
জয়জয়াদ্বৈতাচার্য্য করুণার সার।
যাঁহা হৈতে অবনীতে চৈতন্যাবতার॥
জয়জয় শ্রীগুরুপদারবিন্দ সার।
তৃতীয়-অধ্যায়কথা কহিয়ে বিস্তার॥
মাথুরব্রাহ্মণে তবে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিলা গোপকুমার তখন—॥
ব্রহ্মলোক হৈতে এই পৃথ্বীতে আসিয়া।
দেখিলুঁ আশ্চর্য্য সবদিগ নেহারিয়া॥
পূর্ব্ব দেব-মনুষ্যাদি যেস্থানে যে ছিল।
কোথাও তাহার গন্ধমাত্র না দেখিল॥
কেবল শ্রীমথুরা সে পূর্ব্বের সমান।
তরু-গুল্ম-লতা-গিরি-আদি বিদ্যমান॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কালিন্দীপুলিন।
পশুপক্ষিমনুষ্যাদি কানন প্রবীণ॥
পূর্ব্বে যেইস্থানে যাহা ছিল যেপ্রকার।
সেইরূপ বিরাজিত—নহে অন্যাকার॥
শ্রীমদ্ভগবদাজ্ঞা করিয়া সুস্মরণ।
বৃন্দাবনমধ্যে আমি করিয়া ভ্রমণ॥

অন্বেষণ করি এই কুঞ্জেতে আইলুঁ।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত নিজ গুরুরে দেখিলুঁ॥
জলসেচনাদি বহু প্রয়াস করিয়া।
সুস্থ করিলাম তাঁরে বহুত সেবিয়া॥
প্রণত দেখি আমারে কৈলা আলিঙ্গন।
মম বাঞ্ছা বুঝিলেন সর্ব্বজ্ঞ তখন॥
নিভরপ্রেমাবিভাবে প্রেম অশ্রুজল।
ব্যাপ্ত ছিল কলেবর—দেখিলা সকল॥
যমুনাতে স্নান করি হৈলা পরিষ্কার।
আমারে করিয়া তবে করুণার সার॥
স্বদত্ত-মন্ত্রের ধ্যান-ন্যাস-মুদ্রাদিক।
উদ্দেশ দিলেন যথা বিধি বিশেষিক॥
মুখেতে কিঞ্চিৎ, কিছু সঙ্কেতদ্বারায়।
শিক্ষা করাইলেন সকল সকৃপায়॥
কহিলেন—নিজ এই সর্ব্বপ্রকরণ।
প্রিয়তম তুমি, তাহে দিলাম এক্ষণ॥
ইহার প্রভাবে আরো অনুক্ত সকল।
জানিবে, পাইবে ইথে মনোমত ফল॥
মহাহর্ষে আমি তাঁর পড়িলুঁ চরণে।
অন্তর্দ্ধান হইয়া কোথায় সেইক্ষণে॥

গেলেন শ্রীগুরুদেব হৈয়া অলক্ষিত।
তাঁহার বিচ্ছেদে মন হইল পীড়িত॥
যত্নে স্থির করি মন প্রভু আজ্ঞামত।
স্বমন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হৈলুঁ আদরতঃ॥
মন্ত্রের প্রভাবে হৈল অতিক্রম সার।
পাঞ্চভৌতিকত্বা হৈতে শরীর আমার॥
অর্থাৎ শরীরত্যাগ-বিনা ততক্ষণে।
চিন্ময় পাইয়া দেহ মন্ত্রের জপনে॥
মুক্তিদ্বার রবির মণ্ডল নির্ভেদিয়া।
চতুর্দ্দশ ভুবন দেখিলুঁ উর্দ্ধে গিয়া॥
সকল ভুবন বহুদোষেতে দূষিত।
বিনা পরমার্থ সুখাভাসেতে ভূষিত॥
মায়াময়—মনোরথে স্বপ্নে দৃষ্ট যেন।
বিশেষ অনিত্য সব দেখিলাম তেন॥
পূর্ব্বে বহুকালে ক্রমে আয়াস করিয়া।
সংপ্রাপ্ত হইল যেই লোকসব গিয়া॥
এক্ষণে মনের-বেগ-সমান গমনে।
একেবারে নিমেষে সকল উল্লঙ্ঘনে॥
ততঃপরে পাইলাম আবরণগণ।
ব্রহ্মলোক হৈতে সুখে কোটিগুণ হন॥
দশদশগুণাধিক উত্তর-উত্তরে।
সেইমত বৈভবেতে হয় মহত্তরে॥
কার্য্যের উপাধি অতিক্রম যে করিল।
ক্রমে মুক্তি প্রাপ্তব্যতা যাহার হইল॥
সেই জীব—জীবত্বের উপাধি-কারণ।
লিঙ্গদেহ অতিক্রম করিতে তখন॥
পৃথিব্যাদি-আবরণরূপে প্রবেশয়।
যথা-অভিলাষ তত্তৎস্থানে ভোগ হয়॥
পৃথিবী-আদিতে যত দ্রব্য উপজয়।
তার সম্পূর্ণ-সুখ-সবার সারময়॥
কহিলুঁ সামান্যে এই আবরণগণ।
ইবে শুন বিশেষেতে কহিয়ে কথন—॥
সেইসব আবরণমধ্যেতে প্রথমে।
পৃথিব্যাবরণে আমি গেলাম অশ্রমে॥
শ্রীমহাশূকররূপী প্রভু ভগবানে।
দেখিলাম আমি বিরাজিত যেইস্থানে॥
তাঁর প্রতি-লোমে ভ্রমে ব্রহ্মাণ্ডবৈভব।
চতুর্দ্দশভুবনেতে যুক্ত সেইসব॥
তথাকার ঐশ্বর্য্যাধিকারিণী ধরণী।
মূর্ত্তিমতী শ্রেষ্ঠ দ্রব্যে করেন পূজনী॥
এইসবকারণেতে বুঝহ নিঃশেষ।
ব্রহ্মলোক হৈতে সর্ব্বমতেতে বিশেষ॥

তথা কারণস্বরূপ সেই ধরণীতে।
কার্য্যরূপ এ জগত আছয়ে প্রণীতে॥
ঘটের মৃত্তিকা যেন কারণোপাদান।
দেখিলাম সকল তথায় স্ফূর্ত্তিমান॥
পূজা ভগবানের করিয়া সমাপন।
করিলেন আতিথ্যে আমারে সংমানন॥
কহিলেন—কথোদিন থাকি এইস্থানে।
চিত্তের সুখেতে কর ভোগ সুবিধানে॥
কিন্তু আমারে যেমন আকর্ষণ করে।
মুক্তিপদপ্রাপক সাধন শীঘ্রতরে॥
সেইহেতু ধরণীর অনুজ্ঞা লইয়া।
পৃথিব্যাবরণ তবে অতীত হইয়া॥
পাইলাম ক্রমেক্রমে ছয় আবরণ।
মহারূপধর বারি তেজঃ সমীরণ॥
গগনাহঙ্কার মহৎ—এই আবরণ।
তাতে ছয় বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজ্যমান হন—॥
মৎস্য সূর্য্য প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
বাসুদেব—ক্রমে এই ছয়ের অর্চ্চন॥
পূজ্য—মৎস্যাদিক, আর জলাদি—পূজক।
ভোগ শ্রী মহত্ত্ব সর্ব্বসুখের বাঞ্ছক॥
তাহে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব হৈতে উত্তর-উত্তর।
অধিক-অধিক সুখ সুশিষ্টতর॥
পূর্ব্বমত আতিথ্য ভোগ্যাদিক সৎকার।
সর্ব্ব আবরণে মোরে দিলেন বিস্তার॥
থাকিতে কহিলা সবে, কিন্তু না থাকিয়া।
ক্রমেতে গেলাম সং-অনুজ্ঞা লইয়া॥
ক্রমে অতিক্রম আমি করিয়া তখনে।
উপস্থিত হৈলুঁ যায়্যা প্রকৃত্যাবরণে॥
পরমাবরকস্বভাবা যেই প্রকৃতি।
তার পরিণামরূপ তমোময় অতি॥
সুনিবিড়-শ্যাম কান্তি-স্বরূপেতে তাঁর।
নেত্র-মনোহর করিল যে আমার॥
শ্রীমদনগোপালের যেই শ্যামধাম।
তার তুল্য বর্ণ তথা দেখি অভিরাম॥
অত্যন্ত হইয়া হৃষ্ট তথা হৈতে আর।
গমন করিতে ইচ্ছা না হয় আমার॥
শ্রীমোহিনীমূর্ত্তিধর ঈশ্বর আপন।
করিলা প্রকৃতি তাঁর পূজা সমাপন॥
সুপ্রহৃষ্ট-মূর্ত্তি তিঁহ আমার গমনে।
অর্ঘ্যাদিকহস্তে দেবী আইলা তখনে॥
অণিমাদি মহাসিদ্ধি করি আনয়ন।
আমার অগ্রেতে তবে দিয়া উপায়ন॥

পৃথিব্যাদিক্রমে দেবী মম অবস্থিতি।
করিলেন প্রার্থনা তখন যথারীতি॥
স্নেহের সহিত কথা কহিল তখন—।
যদ্যপি করহ তুমি মুক্তির ইচ্ছন॥
তবে তাঁর দ্বাররক্ষাকারিণী আমারে।
অনুগ্রহ কর, এই কহিলুঁ বিস্তারে॥
যবে আমি পরিত্যাগ করিব তোমারে।
তবে ত প্রবেশ শীঘ্র হবে মুক্তিদ্বারে॥
শ্রীবিষ্ণুর দাসী আমি—তদধীনা আর।
যশোদাগর্ভজা-হেতু ভগিনী তাঁহার॥
শক্তিরূপা ভক্তিদাত্রী আমারে ভজন।
করহ কৃপায়, ভক্তি বাঞ্ছ বা এখন॥
এতেক শুনিয়া তার উক্ত বাক্যগণ।
আর উপানীত দ্রব্য না করি গ্রহণ॥
বিষ্ণুশক্তি তিঁহ—এই-বুদ্ধিতে তখন।
নমস্কার করিলাম করি আদরণ॥
প্রাকৃতাবরণ নেই বর্ণ মনোহর।
দেখিবারে ইতস্তত ভ্রমিলুঁ বিস্তর॥
হেতুরূপা-প্রকৃতিময় যে জীবগণ।
তাঁহারা ভজয়ে—অতি মনোরম হন॥
স্থূলসূক্ষ্ম কার্য্য আর কারণ হইতে।
সর্ব্বমাহাত্ম্যাধিক্যে ত স্বয়ং বিলসিতে॥
যদ্যপি নাহিক তাঁর স্বয়ংপ্রকাশিতা।
আবরিকারূপে তথা হয়েন শোভিতা॥
বহুরূপ দুর্বিভাব্য অচিন্ত্যপ্রচার।
মহামোহকারিণী সে বিভূতি যাঁহার॥
কার্য্য আর কারণের সমূহ যে হয়।
তাহাদেরো সেব্যমান হন জগন্ময়॥
পরম সুন্দর বর্ণ দেখিয়া তাঁহার।
অতিক্রমে ইচ্ছা নাহি ছিল সে আমার॥
তথাপি ঈশ্বরেচ্ছায় দুস্তরাতিঘন।
করিলাম প্রকৃতিজ-তম উল্লঙ্ঘন॥
ততঃপরে দেখিলাম তেজঃপুঞ্জঘন।
যাহার দর্শনে চক্ষু হয় নিমীলন॥
পরম ভক্তিতে যত্ন করিয়া তখন।
করিলাম অগ্রে আমি দৃষ্টিপ্রসারণ॥
তথায় পরমেশ্বর করিলুঁ দর্শন।
কোটিসূর্য্যসম দীপ্ত, রূপ বিলক্ষণ॥
মনোনয়নের হর্ষবিশেষ বাঢ়ান।
বিচিত্র-মাধুর্য্য-বিভূষণ-ব্যাপ্তমান॥
দ্বাত্রিংশত যেই মহাপুরুষলক্ষণ।
তাহাতে অন্বিত বিভু ব্যাপক সে হন॥

মায়া-আবরণাভাবে সদা দীপ্যমান।
পরব্রহ্মময় মহাদ্ভুত ভগবান্॥
পরব্রহ্মহেতু প্রকৃতিজ-গুণাতীত॥
ভক্তবাৎসল্যাদি অতি সদ্‌গুণে অন্বিত॥
প্রাকৃত আকার তাঁর রহিত সতত।
লোকমনোরমাকৃতি হয় অভিমত॥
প্রকৃত্যধিষ্ঠানরূপে বিলাসী অদ্ভুত।
প্রাকৃত-সম্বন্ধস্পর্শ-বিহীন অচ্যুত॥
এ রূপ দেখিয়া হৈলুঁ বিবশ পরেতে;
মহাসংভ্রম-সংত্রাস-প্রমোদভরেতে
কি করিব—সেইকালে কর্ত্তব্যতা যাহা।
জানিতে নারিলুঁ কোনপ্রকারেতে তাহা।
যদ্যপি পরমেশ্বর স্বয়ংপ্রকাশিত।
সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে অতীত॥
তথাপি তাঁহার করুণার প্রভাবেতে।
দেখা দেন সৌন্দর্য্যাদি প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে॥
নিশ্চয় করিতে ইহা নারিলুঁ তখন।
চক্ষুদ্বারা কিম্বা চিত্তে করিয়ে দর্শন॥
কিম্বা বাহ্যান্তর যত ইন্দ্রিয়সকল।
তার বৃত্তি অতিক্রম করিয়া বিরল॥
কোন অনির্ব্বচনীয় চেতনাবিশেষে।
দর্শন করিয়ে—এহো ভাবি মনে শেষে॥
অতি-তেজোময়-হেতু বিশেষগ্রহণ।
নাহি হয়—কিম্বা মুক্তিপদস্বভাবন?॥
নিরাকারমত তাঁরে ক্ষণেক দেখিয়ে।
নীলাচলনাথ-কৃপা স্মরণ করিয়ে॥
ক্ষণপরে মহাতেজঃপুঞ্জ পূর্ব্বমত।
সাকার দেখিয়া হর্ষ হৈল অবিরত॥
সেই-স্থান-স্বভাবেতে আমিহ্ কখন।
সেই তেজঃপুঞ্জে লীন হই সেইক্ষণ॥
কভু নিজ পাদপদ্মনখের কিরণ।
স্পর্শহেতু প্রভু করি কৃপা বিতরণ॥
পূর্ব্বমত শরীরসহিতে আমাপ্রতি।
করেন অবলোকন কৃপায় সম্প্রতি
কদাপি সংসিদ্ধমুক্তি যত জীবগণ।
তদংশকারণে ভিন্ন-অভিন্ন-কথন॥
মুক্তি-হেতু ব্যক্তরূপে অপৃথগ্দর্শন।
সূক্ষ্মমূর্ত্তি-হেতু যেন সূর্য্যের কিরণ।
ভক্তগণতুল্য তাঁর চতুর্দ্দিগে বৃত॥
কদাপি দেখিয়া হয় মনঃপ্রীতিকৃত॥
সেবাদিক নাহিক সেই মুক্তিপদস্থানে।
সূর্য্যতেজোমত মাত্র আছে বিদ্যমানে॥

এপ্রকারে আনন্দের-সমূহ-সাগরে।
হইয়া নিমগ্নবুদ্ধি থাকিলাম পরে ॥
আত্মারামন্যায় কিবা পূর্ণকামন্যায়।
হইলাম সে প্রভুর দর্শনবিধায় ॥
তর্কেতে আশ্রিত করি সমূহ বিচার।
জানিলাম—এই মহাকালপুর সার ॥
পরংপদ অন্তা-সীমাপ্রাপ্ত ইহা হয়।
অন্তেতে পরম ফল মানিলুঁ নিশ্চয় ॥
'শ্রীমদনগোপালদেবের উপাসক।
জানিয়াহ সৌন্দর্য্য শ্রীমূর্ত্তিবিষয়ক ॥
এতাদৃশ হৈল কেন কহ ত নিতান্ত?'
এমত পুছহ যদি, শুনহ বৃত্তান্ত— ॥
স্থানস্বাভাবিক যেই আনন্দতরঙ্গ ॥
তার ক্ষোভে বিহ্বলিত চিত্ত অনুষঙ্গ ॥
তাহে 'সেই স্থান—কি সে ঈশ্বর হইতে।
অন্য কিছু নিজ প্রাপ্য আছয়ে পাইতে' ॥
সেই জ্ঞান আমার হইল অন্তর্দ্ধান।
কিন্তু মম শরীরের রহিল সংস্থান ॥
শ্রীমন্মহাভাগবত-গুরু-উপদেশে।
সন্মন্ত্রের সেবাদল তাহাতে বিশেষে ॥
নিজ পূজ্য দেবতা শ্রীমদনগোপাল।
তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অতি সুরসাল ॥
তাঁহার সাক্ষাৎ-অবলোকন-লালসা।
লীনা নাহি হৈল, কভু জাগি অন্তর্দ্দশা ॥
মুক্তিপদ-অধিষ্ঠাতা সেই তেজোময়ে।
পুরুষের চিরকাল অবলোকাশ্রয়ে ॥
নিজেষ্ট-দেবতা শ্রীমন্মদনগোপালে।
সাক্ষাৎ দর্শনে যেই লোভ চিরকালে ॥
বরং তাহা বিশেষেতে হইল বর্দ্ধিত।
প্রকর্ষেতে স্মৃতিপথে যেন হৈল নীত ॥
তেকারণে সেই মুক্তিপদাধিষ্ঠাতায়।
সাকার-রূপেতে ব্যক্ত দেখিয়া তথায় ॥
তথাপিহ পূর্ব্বমত প্রীতি নাহি পায়।
অর্থাৎ পূর্ব্বেতে যেন দেখিয়া তাঁহায় ॥
নিজেষ্টদেবস্মরণে যেন হৈত প্রীত।
ইদানী তেমত নাহি হয় কদাচিত ॥
'সে স্থান-স্বভাবে পাছে নিজ লয় হয়।'
এই আশঙ্কায় হৈলুঁ বিষণ্ণ নিশ্চয় ॥
অতএব 'এই ব্রজভূমিতে আসিয়ে।
স্ববাঞ্ছিত-ইষ্টদেব-দর্শন সাধিয়ে ॥'
এইমত মনে বিচারিয়া সমুদয়।
কিছু অগ্রে গিয়া মহাপুরুষ-আজ্ঞায় ॥

গীতবাদ্যাদির ধ্বনি অদ্ভুত সেস্থানে।
শুনিলাম, হেন কভু না শুনিয়ে কাণে ॥
চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিপাত করিতে তখন।
দেখিলাম কোন বৃষারূঢ় বিলক্ষণ ॥
উপরিস্থিত প্রদেশ হইতে তখন।
সেই মুক্তিপদে করিছেন আগমন ॥
কর্পূরের সম শ্বেত—দেব সুললিত।
দিগম্বর—অর্দ্ধচন্দ্র মস্তকে ভূষিত ॥
গঙ্গাজলে অম্লান যে জটার আবলী।
করেন ধারণ শিরোপরি কুতূহলী ॥
ত্রিশূলী—অঙ্গেতে ভস্ম আছে বিলেপিত।
মৃত-বৈষ্ণব-শিরের মালাতে ভূষিত ॥
গৌরী তাঁর ক্রোড়াশ্রিতা—তাহে সুশোভিত।
দিব্য হৈতে দিব্য চামরাদিতে কলিত ॥
নিরুপম সেইসব পরিচ্ছদ হয়।
অথবা শিবের উপযুক্ত যে নিশ্চয় ॥
মনোহর আকার চেষ্টিত সুলক্ষণ।
হেন পরিবারগণ করেন সেবন ॥
তাঁরে দেখি পাইলাম পরম বিস্ময়।
হইল হর্ষও, চিত্তে এই চিন্তা হয়— ॥
কেবা তিঁহ নিজ পরিবারেতে অন্বিত।
মুক্তিপদোপরি যে আছেন বিরাজিত ॥
জগদ্বিলক্ষণ নিরুপমৈশ্বর্য্যাদিক।
মুক্তবর্গসব হৈতে হয়েন অধিক ॥
দিগম্বর হইয়াও প্রিয়া-আলিঙ্গনে।
অতিক্রান্ত সদাচার হয় ত লক্ষণে ॥
মহাবিষয়েতে-যুক্তন্যায় ত সাক্ষাতে।
বিচিত্রবিভূতিমান দেখিয়ে যাহাতে ॥
ধর্ম্মপরিপালক যে পরম ঈশ্বর।
পরম মুক্ত স্বভাব সুবিদিততর ॥
তাহার বিষয়ভোগ করিয়া দর্শনে।
বিতর্ক হইল নানাবিধ মম মনে ॥
সেই গৌরীপতিকে করিয়া আলোকন।
পরম আনন্দভরাক্রান্ত হৈল মন ॥
সহ-পরিবার তাঁরে কৈলুঁ নমস্কার।
কৃপায় করিলা অবলোকন আমার ॥
সে গৌরীপ তর গণাধ্যক্ষ নন্দীশ্বর।
নিকটে গেলাম হর্ষবেগে শীঘ্রতর ॥
করিলাম জিজ্ঞাসা—'কহিবে সমুদায়।
কে তিঁহ, থাকেন কোথা, যায়েন কোথায় ?' ॥
হাস্য করি কহিলেন তিঁহ বিশেষক— ।
গোপালোপাসনাপর হে গোপবালক! ॥

শ্রীশিব জগদীশ্বরে তুমিহ না জান ?।
তাহে সদাচারত্যাগে দোষ নাহি মান ॥
ভোগমুক্তিদাতা—কৃষ্ণে ভক্তিবিবর্দ্ধন।
মুক্তগণপূজ্য—বৈষ্ণবের প্রিয় হন ॥
শিব-কৃষ্ণে অপৃথগ্‌দৃষ্টি ভক্তি যেই।
তাহে লভ্য নিজলোক উপযুক্ত যেই ॥
তাহা হৈতে সখা কুবেরের বশীভূত।
এই নিজ-প্রিয়তমা-পার্ব্বতী-সংযুত ॥
অল্প প্রিয় পরিবার লইয়া সংহতি।
কৈলাসপর্ব্বতে যাইতেছেন সম্প্রতি ॥
এত শুনি হইলাম অত্যন্ত হর্ষিত।
কোন প্রসন্নতা তাঁর যাহা মনোনীত ॥
সেই মহেশ্বর হৈতে ইচ্ছা পাইবারে।
করিলুঁ মানসে সে অভেদজ্ঞান-দ্বারে ॥
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি জানি মহেশ্বর।
করিলেন আদেশ সে নন্দীশ্বর'পর ॥
নন্দীশ্বর আমারে দিলেন উপদেশ।
তাহাতে সুখেতে স্বয়ং স্ফুরিল বিশেষ ॥
শ্রীমন্মদনগোপাল স্বপ্রাণেষ্টদেব।
তাহাতে নহেন ভিন্ন এই মহাদেব ॥
শ্রীমদনগোপালের যুগলচরণে।
বিশেষ করেন প্রীত ভক্তি-বিবর্দ্ধনে ॥
শিবগণমধ্যে সুখে হইলুঁ প্রবিষ্ট।
শিবভক্তসব মোরে করিলেন হৃষ্ট ॥
শ্রীনন্দী হইতে তথা করিলুঁ শ্রবণ।
কথ্যমান বৃত্তান্তসকল বিলক্ষণ—।
শিব ভগবান্ সদা একরূপ হন।
নিজলোকে প্রকট করেন নিবসন ॥
শিবলোকবাসে তুষ্ট যত প্রিয়জন।
তদেকনিষ্ঠসকলে করয়ে দর্শন ॥
শ্রীমদ্ভগবানের সে ভক্ত-অবতার।
বটেন শ্রীশিব, তাহে নহে ভিন্নাকার ॥
তাহে নিজ হইতে অভিন্ন ভগবান্।
তাঁর ভক্তিবিষয়ক-রসিকতা-দান ॥
দিবারে স্বভক্তগণে করান রমণ—।
কৃষ্ণনামগীতনৃত্যাদিতে অনুক্ষণ ॥
শেষমূর্ত্তি ভগবান্ সহস্রবদন।
তম-অধিষ্ঠাতা-হেতু নিজ-প্রিয় হন ॥
হইয়াও জগতের ঈশ্বর আপনে।
প্রেমে দাস-মত নিত্য করেন অর্চ্চনে ॥
এমত শিবলোকের মাহাত্ম্য অশেষ।
সর্ব্ব হৈতে অধিক শুনিয়া সবিশেষ ॥

পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইলুঁ তখন।
কিন্তু পূর্ণ না হইল তাহে মম মন ॥
তাহার নিদান নাহি বুঝিয়া তখনে।
পরামর্শ করিলাম আপনার মনে ॥
শ্রীমদ্‌গুরুপ্রসাদেতে প্রাপ্ত দশাক্ষরী।
মহামন্ত্র, তাঁর সেবাপ্রভাবে সত্বরি ॥
সেইক্ষণে পারিলাম আমি জানিবারে ॥
যেইহেতু হৃষ্ট নহে মন বারেবারে— ॥
শ্রীমন্মদনগোপাল ব্রজেন্দ্রনন্দন-।
পাদপদ্মদ্বয়ের যেসব লীলাগণ ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির যেই অনুভব।
তাহার অভাব মোরে পীড়া দেয় সব ॥
মম মন বুঝি করিলেন শ্রীমহেশে।
লীলাবিশেষবৈচিত্রী স্ফূর্ত্তিবিশেষে ॥
প্রবোধ দিলেন বহু আমারে তখন।
তাহাতেও স্বাস্থ্য নাহি হৈল মম মন ॥
এইমত যখন আমিহ দেখিলাম।
আপনার চিত্তপ্রতি তবে কহিলাম— ॥
যদি করিতেছ এই শিবে অনুভব।
তাঁর গুণলীলামাধুর্য্য প্রভৃতি সব ॥
তথাপি ত্বরায় দীর্ঘবাঞ্ছাতে তোমার।
সিদ্ধ হইবেক অনুগ্রহেতে ইহার ॥
ওহে মন! মান ইহা করিনু নিঃশেষ।
যেহেতুক তোমাপ্রতি প্রসাদাবিশেষ ॥
এমত প্রবোধে হইলাম তুষ্ট-মন।
তবে কোন কারণেতে মহেশ তখন ॥
সেই মুক্তিপদে করিলেন বিশ্রামণ।
তাঁর পার্শ্বে সুখে থাকিলাম এবক্ষণ ॥
সেইক্ষণে দূরে কোন সব মহাত্মার।
অত্যন্ত মধুর সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি সার ॥
আবির্ভাব হৈল—মহেশ্বর শুনিলেন।
পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইলেন ॥
মহাপ্রেমবিকারেতে হৈয়া বশীভূত।
নাচিতে প্রবৃত্ত স্বয়ং হইলা অদ্ভুত ॥
পতিব্রতোত্তমা সেই দেবী ভগবতী।
নন্দ্যাদির সহ উঠিলেন ত্বরাবতী ॥
বাদ্য-সংকীর্ত্তন-আদি করিয়া তখন।
করিলেন প্রভুর সে উৎসাহবর্দ্ধন ॥
সেইক্ষণে সেইস্থানে কৈলা আগমন।
চারু চতুর্ভুজগণ,—করিনু দর্শন ॥
শ্রীযুক্ত কৈশোরমূর্ত্তি অতি সুশোভিত।
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিভবেতে বিভূষিত ॥

ভূষণের ভূষণ সে অঙ্গের কিরণে।
আচ্ছাদিত করিলেন সব শৈবগণে॥
নিজেশ্বর বৈকুণ্ঠনাথের মহাকীর্ত্তি-।
গানানন্দরসে মগ্ন,—নাহি পরিচ্ছিত্তি॥
অনির্ব্বাচ্যতম রূপ-গুণাদিক সব।
চিত্তহারি-সর্ব্ববস্ত্রালঙ্কারবিভব॥
পূর্ব্বে তপোলোকে যাঁরে করিনু দর্শন।
সনকাদি-চারি-ঋষি-সহিত মিলন॥
তাঁহাদের দর্শন-স্বভাবেতে উত্থিত।
প্রকৃষ্ট হর্ষেতে মনো হইল হর্ষিত॥
অন্তর্বাহে কিছু অন্য নিজ প্রিয় আর।
নাহি হইলাম তাহে শক্ত জানিবার॥
ক্ষণকালপরে তবে পাইয়া চেতন।
মনেতেও তাঁহাদের দাসত্বযাচন॥
করিতে নারিনু ভয়লজ্জার কারণ।
সুদুর্ঘট সেই পদ হয় সর্ব্বক্ষণ॥
উচ্চপদ-প্রার্থন নীচের যোগ্য নয়।
তাহে অপরাধে ভয়-লজ্জা সম্ভবয়॥
আমি দাস্য-প্রার্থনে অশক্ত দীনমন।
নিশ্চয় এ লালসা বাধয়ে অনুক্ষণ—॥
'শিবের কৃপায় এই চতুর্ভুজগণ।
একবার করিবে কি মম সংভাষণ?॥
কোথায় থাকেন, কেবা হয়েন ইঁহারা।
কৃপাপাঙ্গে রক্ষা মোরে করিবে কি পারা?॥'
'ইঁহারা পরম মহত্তম কোনজন।
হইবেন নিশ্চয়' সে জানিনু তখন॥
'যাঁহাদিগে আলিঙ্গন করি অতিশয়।
হইলেন রুদ্রদেব প্রেমমূর্চ্ছাময়॥'
ইত্যাদি আমার মনোবৃত্ত যেই ছিল।
শিবানুবর্ত্তিনী উমাদেবী সে জানিল॥
সঙ্কেত গণেশ-প্রতি দেবী করিলেন।
তবে ত আমারে গণপতি কহিলেন—॥
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের।
পার্ষদ ইঁহারা হন, নিকটেতে হের॥
তাঁহার সমান রূপ হইলা প্রাপণে।
নিশ্চিত বৈকুণ্ঠ হৈতে কৈলা আগমনে॥
দেখহ করেন এই পার্ষদের গণ।
চতুর্মুখ-ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডেতে গমন॥
তাহাতে দ্বিগুণ অষ্টমুখ ব্রহ্মা জান।
শতকোটিযোজন ব্রহ্মাণ্ডপরিমাণ॥
তাহে ঐ পার্ষদগণ যান বেগবান্।
তাহার দ্বিগুণ ষোলমুখ ব্রহ্মা মান॥
তাহে ঐ পার্ষদগণ করেন গমন।
এইমতে কোটিকোটি ব্রহ্মা অগণন॥
কোটিকোটি মুখপদ্ম অতি গুরুতর।
তাদৃশ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদিগের বিস্তর॥
সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ সবিভব।
মনোনেত্র হরণ করেন রূপে সব॥
সকলে গমন করিতেছেন লীলায়।
গণেশ অনেক দেখাইলেন আমায়॥
এসব পার্ষদগণ আপন ইচ্ছায়।
ভ্রমেন সর্ব্বত্র,—পরতন্ত্রতা না ভায়॥
মৃত্যুকালেতেও জিহ্বাগ্রেতে যে জনার
শ্রীকৃষ্ণের নামাভাস হয় ত উচ্চার॥
কিম্বা কোনপ্রকারেতে যদি একবার।
শ্রবণে প্রবিষ্ট হয় কৃষ্ণনাম যার॥
সর্ব্ব-বিঘ্ন-ভয় হৈতে সেই ভক্তগণে।
করেন পার্ষদসব সর্ব্বথা রক্ষণে॥
উচ্ছ্বসা বিশুদ্ধা ভক্তি করেন বিস্তার।
যেহেতুক ভক্তি এক প্রিয়া এসবার॥
সনকাদি এই চারি নৈষ্ঠিক-উত্তম।
বৈকুণ্ঠনাথের ভক্ত-অবতারাগম॥
অতএব শ্রীপতির পার্ষদের ন্যায়।
লোকের হিতার্থে মাত্র ভ্রমেন সদায়॥
তপোলোকে ঊর্দ্ধরেতা যোগিগণ যত।
শ্রীমন্নারায়ণ বিনা অনাথের মত॥
তাহাদের মঙ্গলার্থে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
করি তপোলোকে বাস করেন কখন॥
সম্প্রতিক বৈকুণ্ঠেতে করিয়া গমন।
তথা সর্ব্বাকর্ষক-সদাগুণ নারায়ণ॥
ভগবানে দেখি যেই আনন্দ অপার।
মোক্ষবিষয়কানন্দে করয়ে ধিক্কার॥
তাহা প্রাপ্ত্যা করিয়া আত্মার সংযোজন।
হরিভক্তি-মহারস পিয়ে অনুক্ষণ॥
তদীয় কীর্ত্তন-গানামৃতরস-পানে।
ভক্তগণসহ আইলেন এইস্থানে॥
বৈকুণ্ঠলোকের সে কহিব কি মহিমা।
শক্ত নাহি হই যার কহিবারে সীমা॥
নিত্য পরিচ্ছেদহীন মহাসুখ যেই।
তার অন্ত্য-পরিপাক-বিশিষ্ট ত সেই॥
সেপ্রকার পরিচ্ছদ আর পরিবার।
গণনারহিত নিত্য বৈভব যাহার॥
সাক্ষাৎ শ্রীরমানাথপদপঙ্কজের।
ক্রীড়াভরে সদা বিভূষিত অজস্রের॥

সেই রমানাথের যে জন প্রেমভক্ত।
তাহার সুলভ সেই লোক অতি ব্যক্ত॥
আত্মসহ ভগবানে অভেদ-বাসনা।
নিশ্চয় জানিহ সেই হয় দুর্ব্বাসনা॥
তাহার দ্বারায় যেই মুক্তির বাঞ্ছন।
সুবিদ্ধ সর্ব্বদা হয় যাহাদের মন॥
তাহাদের মনেরো দুর্লভ সেই স্থান।
মনোরথেতেও শক্ত নহে ত প্রয়াণ॥

যথা বাশিষ্ঠে (বৃঃ ভাঃ ২।৩।৮৬ টীকা)—
অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানরকজালেষু তেনৈব বিনিযোজিতঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ (ঐ)
বিষয়স্নেহসংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ।
কল্পকোটিসহস্রাণি নরকে স তু পচ্যতে॥

যদি তোমাপ্রতি এই আমার পিতার।
আত্যন্তিক করুণা সে হয় ত বিস্তার॥
তবে ত বৈকুণ্ঠে হবে গমন তোমার।
অনুভবিবে তথায় মহিমা তাহার॥
গণেশের মুখে শুনি এ সব কথন।
ওহে দ্বিজ! শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির কারণ॥
মহতী লালসা ত জন্মিল অতিশয়।
সেহেতু চিন্তাসাগরে অপার যে হয়॥
তাহার তরঙ্গরূপ যেই রজস্বলী।
তাহাতে নর্ত্তিত আমি হইলুঁ একলী॥
মনেতে বিচার তথা বহু করিলাম।
বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিতে নিজাযোগ্য দেখিলাম॥
শোকের বেগেতে উচ্চ করিয়া রোদন।
মোহ প্রাপ্ত হৈয়া পড়িলাম সেইক্ষণ॥
তবে মহাদেব মহা দয়ালু ঈশ্বর।
পরদুঃখাসহী বৈষ্ণবৈকপ্রিয়বর॥
উঠাইয়া আমারে করিয়া আশ্বাসন।
কহিতে লাগিলা কিছু করুণাবচন—॥
ওহে শ্রীবৈষ্ণব! শুন কহিয়ে প্রকাশ।
সেই বৈকুণ্ঠলোকেতে সর্ব্বদা নিবাস॥
আমিও তোমার মত পার্ব্বতী-সহিত।
করিয়ে কামনা, ইহা জানিহ নিশ্চিত॥
সেই লোক বৈকুণ্ঠ দুর্লভ অতিশয়।
মুক্তসকলের প্রার্থনীয় সুনিশ্চয়॥
ভৃগু-আদি ব্রহ্মপুত্র সাধনা করেন।
তথাপিহ তাহাদের সাধিত নহেন॥
ব্রহ্মা আর আমার সে-লোক সাধ্য হয়।
বিশেষ কহিয়ে তত্ত্ব, শুনহ নিশ্চয়—॥
নিষ্কাম বিশুদ্ধ স্বীয় ধর্ম্মে যেই নর।
নিষ্ঠাপরিপাক প্রাপ্ত হয় বহুতর॥
শ্রীহরির যত কৃপা তার প্রতি হয়।
তার শতগুণ হৈলে ব্রহ্মত্ব লভয়॥
তার শতগুণ কৃপা হয় যদি নরে।
তবে মম ভাব সে শিবত্ব প্রাপ্তি করে॥
আমার উপরেতে যাদৃশ-পরিমাণ।
অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ভগবান্॥
তার শতগুণা কৃপা হয় যদি নরে।
তবে ত বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয় পরে॥
হে বৈষ্ণব! তুমি বট মথুরেশভক্ত।
মদনগোপালদেবমন্ত্রেতে আসক্ত॥
তাঁর একা ভক্তি প্রিয়তম যার হয়।
হেন ব্রাহ্মণের শিষ্য তুমি মহাশয়॥
গোবর্দ্ধনে গোপপুত্র! কহিলুঁ তোমারে।
তথাপি ত তুমি যোগ্য হও পাইবারে॥
সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সাযুজ্য লিখয়।
এই চতুর্বিধ মুক্তি জানিহ নিশ্চয়॥
সাযুজ্যের স্থান এই পায় যতিগণে।
অদ্বৈতব্রহ্মভাবনা ভাবে যারা মনে॥
মহাসংসারের দুঃখ অগ্নিজ্বালাচয়ে।
অতিশয় শুষ্ক চিত্ত তাদের আছয়ে॥
অন্তরেতে সারাসার-বিবেক-রহিত।
অসারগ্রাহী সে সব জানিবে নিশ্চিত॥
শ্রীকৃষ্ণের আদেশে আমিহ সুনিশ্চিত।
তাহাদিগে ভবার্ণবে করিলুঁ পাতিত॥

তদুক্তং তেনৈব পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডে—
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫ টীকা)—
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥
ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্ব জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে॥

তথাচ বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রারম্ভে—
(পাদ্মোত্তরখণ্ড ৭২।১০৭)—
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
ইত্যাদি।

যেহেতুক নিজপাদাম্বুজ-প্রেমভক্তি।
সংগোপনে শ্রীকৃষ্ণের ছিল আসুরক্তি॥
তাহে আজ্ঞা করিয়াছিলেন আমা প্রতি।
সেহেতু অদ্বৈতমার্গে পাড়িলাম যতি॥

শ্রীকৃষ্ণভজনানন্দ-অমৃতরসের।
একমাত্র অপেক্ষা আছয়ে সে দাসের ॥
তাঁহাদের উপেক্ষিত হয় এই স্থান।
ভক্তিবিঘ্নতুল্য—ত্যাগ কর হে সুজ্ঞান !
দ্বারকানিবাসী বিপ্র ইহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণভক্তিরসাশ্রী পরম ভক্তিমান্ ॥
স্বচাতুর্য্যবিশেষ করিয়া প্রকাশন।
এথা হৈতে দ্বারকায় লৈল পুত্রগণ ॥
তোমাপ্রতি সদাশুকর কৃপা যে আছয় ।
শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে ইচ্ছা-ভাব তাহে হয় ॥
তাহে এই মুক্তিপদে করিলা দর্শনে।
সুন্দর-আকার ভগবান্ স্বনয়নে ॥
এইরূপ শঙ্করের প্রসাদকারণ।
পাইলাম পরানন্দভব সেইক্ষণ ॥
ইচ্ছিয়া পার্ষদগণ-সহ সম্ভাষণ।
লজ্জায় কহিতে কিছু নারিলু কথন ॥
বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ শ্রীউমাপতির।
কথিত বচন সব শুনিয়া সুস্থির ॥
কৃষ্ণপ্রেমবিশেষাবির্ভাবের কারণ।
শোকাকুল দেখিয়া শ্রীশিবে ততক্ষণ ॥
সাদরে প্রণমি প্রীতে করিতে সান্ত্বন।
বিনয়সহিত বাক্য কহেন তখন— ॥
বৈকুণ্ঠনাথের সহ ওহে ভগবান্!।
নাহিক তোমার কিছু ভেদ বিদ্যমান ॥
লক্ষ্মীসহ গৌরীর যেমত ভেদ নাই।
তাঁদের ভক্তাবতার তোমরা দুইহাই ॥
অতএব সেই লোকে বাস আপনার।
যুক্ত হয় সুনিশ্চয় দেবী-সহকার ॥
শ্রীমদ্ভগবানের আপনি প্রিয়তর।
মহা অবতার তাঁর,—কি কব বিস্তর ॥
কহিলেন তথাপি এক্ষণে যে কিঞ্চিত।
কৃষ্ণপ্রিয়তমত্বের স্বভাব-উচিত ॥
তাঁর ভক্তিরস-সমূহের প্রবর্তক।
বৈষ্ণবগণের স্তুত ভক্তিপ্রচারক ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের যত অবতার।
সব হৈতে মহিমা অধিক সে তোমার ॥
শুনি মহাদেব নিজ স্তুতি এইমত।
তুষ্ণী হৈয়া থাকিলেন প্রভু লজ্জাগত ॥
তবে ভগবানের যে পার্ষদের গণ।
নির্হেতুক-কৃপাকারি-মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন ॥
কৃপা প্রকাশিয়া—দিয়া সবে আলিঙ্গন।
কহিতে লাগিলা আমাপ্রতি সুবচন— ॥

আমাদের ঈশ্বরের মন্ত্রোপাসক।
ওহে উমাপতিপ্রিয় হে গোপবালক ! ॥
ভক্তসাম্প্রদয়িকের মধ্যে আপনারে।
গণিয়ে, আমরা জান নিশ্চয় ইহারে ॥
গঙ্গাতটে জন্ম গৌড়ে—উত্তম ব্রাহ্মণ।
মাথুর জয়ন্ত-নামে খ্যাত যিঁহ হন ॥
হয়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মহা অবতার।
তিঁহ ত তোমার গুরু জানিবে প্রচার ॥
সত্য জান—এইস্থানে তোমার কারণ।
করিলাম আমরাসকলে আগমন ॥
শুন কহি তব নিজকৃত্য যেই হিত—।
বৈকুণ্ঠ যদ্যপি ইচ্ছা করহ নিশ্চিত ॥
যজ্ঞতপাদি-আসক্তি পরিত্যজি সব।
কেবল যজ্ঞরূপে সে লাভ অসম্ভব ॥
প্রেমের সহিত ভক্তি যে নবপ্রকার।
কর শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া অনুষ্ঠান তার ॥
তাহার জ্ঞাপক ভজ শাস্ত্র ভাগবত।
লীলাকথা কৃষ্ণের শুনত নিত্য ততঃ ॥
কর্ণপথে প্রণবেতে প্রবেশি সে সব।
সদ্য হরিপদ দিতে হয় ত প্রভব ॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৪।৪০)—
সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো,
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেণ,
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য ।

দ্বিতীয়েঽপি (ভাঃ ২।২।৩৭)—
পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং,
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং,
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ।

যে নবপ্রকারমধ্যে একই প্রকার।
সমুদায় সাধনের মধ্যে হয় সার ॥
তাহা হৈতে সুসিদ্ধ হয়ে ত অভিরাম।
সাধ্যের সত্তম সেই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥
ফলব্রতাদি অপর অনেক আছয়।
মহত্ত্বরূপে খ্যাতি তাহাদের হয় ॥
কিন্তু বিচারেতে সেই সব তুচ্ছ হয়।
মহদ্ভক্তগণ সে সবে না আদরয় ॥
একবিধ ভক্তি আচরণের আশ্রয়ে।
যদ্যপিহ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক সিদ্ধ হয়ে ॥
তথাপি সে সব ভক্তিরসজ্ঞ যে জন।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-আদি যে বহু গণন ॥

তার রসমাধুর্য্যের প্রাপ্তির কারণ।
সাঙ্গ নববিধা ভক্তি করে আচরণ ॥
অনির্ব্বাচ্য-মহারস-সুবিশেষময়ী।
সেই নববিধ ভক্তি জানিহ নিশ্চয়ী ॥

তথাহি মূলম্ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১১২)—
তেষাং কস্মিংশ্চিদেকস্মিন্ শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতে সতি।
স্বয়মাবির্ভবেৎ প্রেমা শ্রীমৎকৃষ্ণপদাব্জয়োঃ ॥

তার মধ্যে কোন-একপ্রকার শ্রদ্ধায়।
অনুষ্ঠান করিলে সে বিশ্বাসদ্বারায় ॥
শ্রীযুক্ত-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-পাদপদ্মদ্বয়ে।
স্বয়ং প্রেমা তার চিত্তে আবির্ভাব হয়ে ॥
তথাপিহ ফলান্তরে যেই কাম হয়।
বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির প্রতি বিরোধী নিশ্চয় ॥
হৃদয়ের রোগরূপ—ত্যাগ লাগি তার।
প্রেমদ্বারা সাধিবেক সেই ভক্তি সার ॥
যদ্যপি সপ্রেম ভক্তি যে নবপ্রকার।
যেই যেই স্থানে হয় উপপন্ন তার ॥
সেই সেই স্থান হয় বৈকুণ্ঠ নিশ্চয়।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ তত্র তত্র নিবসয় ॥
তথাপি সৌন্দর্য্যগুণলীলাদিকময়।
অন্যত্র সাক্ষাৎ শ্রীশ দৃষ্ট নাহি হয় ॥
এইহেতু শ্রীবৈকুণ্ঠলোক সুনিশ্চয়।
অবশ্য ত ভক্তগণ অপেক্ষা করয় ॥
বৈকুণ্ঠলোকীয় ভক্তি সর্ব্বপ্রকারিকা।
কিম্বা প্রেমপরিপাকযুক্তা বিশেষিকা ॥
ভক্তিনিষ্ঠ-বহু-সহ নির্বিঘ্নে সদায়।
অন্যস্থানে কোন রূপে সম্পন্ন না পায় ॥
বৈকুণ্ঠেতে কালাদির কৃত বিঘ্ন নাই।
সাহজিক-প্রেমভক্তি-রসিক সদাই ॥
বিগ্রহ-সচ্চিদানন্দ নিত্য সব গণ।
সম্পন্ন তাদৃশ ভক্তি হয় প্রতিক্ষণ ॥
অতএব বৈকুণ্ঠের অপেক্ষা সতত।
অবশ্য করয়ে—ইহা জানিহ সম্মত ॥
কায়িকাদি-চেষ্টারূপা না জান তাহারে।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে লইবারে নাহি পারে ॥
নিত্য-সত্য-ঘনানন্দরূপা সেই হয়।
সত্ত্বরজস্তমোগুণাতীত সুনিশ্চয় ॥
কৃষ্ণপ্রসাদেতে যেই শুদ্ধ জীবতত্ত্ব।
নির্গুণ সচ্চিদানন্দরূপে হয় সত্ত্ব ॥
তাহাতে স্ফুরিয়া বিলসয়ে সে সতত।
স্বসেবকগণের হর্ষার্থে বহুমত ॥

বিচারেতে জীবতত্ত্ব হৈলে বিশুদ্ধিত।
দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধ হইতে রহিত ॥
তবে অপাকৃত-হরিস্থান-প্রাপ্তি হয়।
তার হৃদে নানাবিধ ভক্তি বিলসয় ॥
অন্যথা যদ্যপি প্রাকৃতত্বের কারণ।
ইন্দ্রিয়াদিব্যাপারের রূপ ভক্তি হন ॥
তবে কায়েন্দ্রিয়াত্মার চেষ্টা ত হইতে।
জ্ঞানবিবেকেতে আত্মা হইলে শোধিতে ॥
ইতর কর্ম্মের মত না হয় সঙ্গত।
অকর্তৃত্বজ্ঞানে মনে প্রাপ্ত বিশেষতঃ ॥
বিষ্ণুভক্তিবিষয়েতে কর্ম্ম আছে যত।
সে-সকল হইতে ইতর-কর্ম্ম-মত ॥
বিবিক্ত হইলে নাহি শ্রীবৈকুণ্ঠ যায়।
নৈষ্কর্ম্ম্যহেতুক কিন্তু মুক্তিপদ পায় ॥
ইহাতে তাৎপর্য্য এই হইল নিশ্চয়—।
বিষ্ণুভক্তি নিরন্তর অপ্রাকৃতা হয় ॥
ইতরকর্ম্মের মত ভক্তির কর্ম্মত্ব।
না মানিহ, কহিলাম এই সার তত্ত্ব ॥
দেহ-শব্দে—ভক্তের সচ্চিদানন্দ-কায়।
আর প্রাকৃত-শরীর তাহাতে বুঝায় ॥
মণি-শব্দে—চিন্তামণি কাচমণি আর।
দুইকে বুঝায় যেন বিভিন্নপ্রকার ॥
সেই স্বধর্ম্মাচরণাদিক সব আর।
কর্ম্মও ভক্তিশব্দেতে হয় ত প্রচার ॥
বহির্দৃষ্টে কথন বা করয়ে জল্পন।
কিন্তু বিচারেতে ভক্তি 'কর্ম্ম' নাহি হন ॥
বৈকুণ্ঠে অন্যত্র বর্ত্তমান যত হন।
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী আর অন্য ভক্তগণ ॥
তাহাদের অঙ্গেন্দ্রিয়-আত্মা-আদি যত।
নিবিড়সচ্চিদানন্দরূপ অভিমত ॥
তাদৃশ ভক্তিসদৃশ হন ভক্ত-গণ।
স্বত হয় শ্রবণকীর্ত্তনাদি ঘটন ॥
পঞ্চভূতময় দেহী যেই ভক্তগণ।
তাহাদেরো শ্রীভক্তির স্ফূর্ত্তির কারণ ॥
সচ্চিদানন্দরূপেতে সুপর্য্যবসান।
হয়, এই জানিহ বিশেষ সমাধান ॥
ভক্তির কারণ শক্তিবিশেষদ্বারায়।
কর্ণাদিতে শ্রবণাদি ভক্তি স্ফূর্ত্তি পায় ॥
কিম্বা ভক্তি-স্ফূর্ত্তি যবে হয় ত আত্মায়।
অঙ্গাদিক সচ্চিদানন্দরূপতা পায় ॥
ভক্তির অপ্রাকৃতত্বে আমরা প্রমাণ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ সবিশেষ জান ॥

প্রাকৃতের গুণস্পর্শ নাহিক কখন।
বহুবিধ ভক্তি বিস্তারিয়ে সর্বক্ষণ॥
সেই ভক্তি নবীন-সেবকের মননে।
প্রীতিপূর্ব্ব সম্যক্ সে প্রবৃত্তিকারণে॥
নিজেন্দ্রিয়ব্যাপারের মত দীপ্তি পায়।
অন্যথা তাহাতে পাছে ঔদাসীন্য ভায়॥
ভক্তিনিষ্ঠ সাধু সুমহান্ত যত জন।
ভক্তিকে স্বাধীনা কভু না করে মানন॥
'প্রভুর মহাপ্রসাদরূপা তিঁহ হন।'
এইমত অনুভব করে সর্বক্ষণ॥
শিবলোকপ্রাপ্তিপরে মহেশকৃপায়।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোক যদি ক্রমে ক্রমে পায়॥
তথাপি তোমার মনে বৈকুণ্ঠলোকনে।
ত্বরা যদি বিদ্যমান আছয়ে এক্ষণে॥
তবে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা শ্রেষ্ঠা ব্রজভূমি।
শ্রীবিশিষ্টা—তাহাতে গমন কর তুমি॥
সদা শ্রীমৎপাদপদ্মদ্বয়ের সঙ্গতি।
করহ কামনা যদি কর অবগতি॥
জ্ঞান-কর্ম্মাদির অসংমিশ্রা ভক্তি যেই।
নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রায়া—আচরহ সেই॥
তাহা দ্বারা তাদৃশিক প্রেমের সম্পত্তি।
অতিশীঘ্র হইবেক হৃদয়ে উৎপত্তি॥
যাহা দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণদর্শন।
সুখেতে হইবে তব পুলকিত মন॥
তপোলোকে পিপ্পলায়নাদি যত গণ।
যোগীন্দ্রসকল এইপ্রকার সে কন—॥
স্মরণ প্রেমের অন্তরঙ্গ সুনিশ্চয়।
সাধন-উত্তম পুনঃ কীর্ত্তন না হয়?॥'
সর্ব্বেন্দ্রিয়মধ্যে জিহ্বারূপেন্দ্রিয় যেই।
কার্য্যেন্দ্রিয়-হেতু হয় অচেতন সেই॥
তাহাতে কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি অনায়াসে।
শীঘ্র স্ফূর্ত্তি হয়, সেইহেতু অল্পতা সে॥
স্মরণরূপা সে ভক্তি সুপ্রকৃষ্টা হয়।
তাহার কারণ শুন করিয়ে নিশ্চয়—
সর্ব্বেন্দ্রিয়-মধ্যে অধিপতি হয় 'মন'।
অনর্থোৎপাদক-হেতু ভয়ানক হন॥
পরম দুর্ব্বশ-হেতু বলিষ্ঠ সে হয়।
পরম চঞ্চল মন জানিয়ে নিশ্চয়॥
প্রয়াসেতে বশ করি হৈলে বিশোধিত।
'স্মরণ' তাহাতে পায় দীপ্তি সুশোভিত॥
তাহে আমাদের মত করহ শ্রবণ—।
সর্ব্ব ভক্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ মানিয়ে 'কীর্ত্তন'॥

চঞ্চলস্বভাব এক হৃদয়ে স্ফুরণ—।
যে 'স্মরণ' তাহা হৈতে সত্তম 'কীর্ত্তন'॥
বাক্য আর তাহে যুক্ত মনে দীপ্তি পায়।
আর কর্ণেন্দ্রিয়মধ্যে প্রবেশে সদায়॥
যেইসব শুনে কীর্ত্তনের ধ্বনি সার।
সেবকের মত করে তাহে উপকার॥
ইহাতে স্মরণ হৈতে অধিক কীর্ত্তন।
ধ্যান-যাগ-পূজা-ফল কীর্ত্তনে ঘটন॥
যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫২)—
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
যে কেহ বা শ্রীভগবদ্ধ্যানেতে রসিক।
'কীর্ত্তনের ফল ধ্যান' করে মানসিক॥
তাহাদের মত কহি চাতুর্য্যবিচারে।
অঙ্গীকার করি তারে করে পরিহারে—॥
অন্তর্বাহ্যেন্দ্রিয়ক্ষোভকারী বাক্যেন্দ্রিয়।
কীর্ত্তনের সহ যদি মিলে সদা প্রিয়॥
তবে চিত্ত স্থির হৈয়া শ্রীকৃষ্ণস্মরণে।
প্রবর্ত্তয়ে, তাহে 'স্মৃতি' ফল ত কীর্ত্তনে॥
ধ্যানরতগণের সে মত এপ্রকার।
বুদ্ধি দ্বারা তাহে বিবেচনীয় এ সার॥
আকেশ পাদান্ত শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব;
তাহার মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যাদি অনুভব॥
তার পরিস্ফুরণে সাক্ষাৎকারমত।
চিত্তেতে প্রকাশ—তার পরিপাকগত॥
তার নাম 'ধ্যান', পুনঃ শুনহ 'স্মরণ'।
'মনের সম্বন্ধ মাত্র' হয় ত লক্ষণ॥
'দাসোঽস্মীতি' প্রভৃতি-প্রকার ভগবানে।
মনেতে সম্পর্ক মাত্র—স্মৃতির আখ্যানে॥
সঙ্কীর্ত্তন-দর্শন-স্পর্শনাদিক যত।
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সব হয় অভিমত॥
ধ্যানের প্রাবল্য হেতু সে সব নিশ্চয়।
চিত্তবৃত্তিমধ্যে সদা অন্তর্ভাব হয়॥
ধ্যানে কীর্ত্তনাদি হয় সম্পন্ন অন্তরে।
তাহাতে কীর্ত্তন হৈতে ধ্যান হয় বরে॥
যদি কহ—'ধ্যানে নাহি হয় ত উৎপত্তি।
সঙ্কীর্ত্তন-স্পর্শনাদিরূপা মনোবৃত্তি॥
কেবল শ্রীমূর্ত্তে চিত্তবৃত্তির বিস্তার।
কীর্ত্তনাদ্যে ইচ্ছা হৈলে কি করি তাহার?॥'
উত্তর কহিয়ে শুন হৈয়া একমন—।
যাহাতে রসিক-চিত্ত হয় যেইজন॥
যাতে প্রীতি আর সুখ হয় সমুদয়।

প্রিয়তম সে সাধন তাহারে নিশ্চয়।
সুষ্ঠু সেব্য বরং সাধ্যরূপ সে তাহার ॥
সাধুসকলের মত এই ত প্রকার।
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে ধ্যান সুখবিবর্দ্ধন ॥
ধ্যান হৈতে সুখের মাধুরী সঙ্কীর্ত্তন ॥
পরস্পর সম্বর্দ্ধক-পরিপোষকত্ব।
অনুভব আমরা করিয়ে এই তত্ত্ব ॥
সেইহেতু সঙ্কীর্ত্তন ধ্যান এই দ্বয়ে।
একই কর্ত্তব্য—মনঃপ্রীতি যাতে হয়ে ॥
সঙ্কীর্ত্তনে যেইমত সুখপ্রাপ্তি হয়।
ধ্যানেতেও সেই সুখ পায় সুনিশ্চয় ॥
যেহেতুক এক বস্তু অভীষ্টতরের।
চিত্তে অনুভব দ্বারা ইচ্ছানুসারের ॥
তার এক প্রাপ্ত্যে চিত্ত আসক্ত যাদের।
হয়ত উদ্ভব সুখ সব তাহাদের ॥
যেন জ্বররোগেতে পীড়িত যার কায়।
শীতল অমৃততুল্য জল যদি পায় ॥
মনে পান করিলেও বৈকল্য তৃষ্ণার।
হ্রাস পায়—তাহাতেও সুখ হয় তার ॥
সেই সেই প্রিয়তম বস্তুর কীর্ত্তনে।
সেইমত শান্তি যদি শক্ত সে করণে ॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৩১টীকা)—

নিবেশ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি ।০। ইতি।

মানসিক অখিলার্থ যে হয় উদ্ভব।
বাক্যশক্ত্যে সেইসব গ্রহণাসম্ভব ॥
যত্নবিশেষেও যদি শক্ত হয় তায়।
তথাপি পরম গোপ্য অর্থঘটনায় ॥
কোন অর্থ একাকীও স্বচ্ছন্দ কীর্ত্তনে।
বিরলেও লজ্জা পান যত সাধুজনে ॥
এইরূপ ধ্যানের করিয়া প্রশংসন।
নিজ পরম সম্মত যে নামকীর্ত্তন ॥
তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় মাহাত্ম্যাতিশয়।
কহিতে লাগিলা তবে করি ক্রমান্বয়— ॥
একাকিত্বে নির্জনপ্রদেশেতে নিশ্চয়।
'ধ্যান' সিদ্ধ হয়—ইথে অন্যথা না হয় ॥
নির্জনপ্রদেশেতে আর বহুর সঙ্গেতে।
সিদ্ধ হয় 'সঙ্কীর্ত্তন' সর্ব্বত্র রঙ্গেতে ॥
বেদপুরাণাদিপাঠ স্তুতি কথা গীত।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন হয় বহুবিধ স্থিত ॥
তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তন।
শীঘ্র প্রেমসম্পত্তি-জননে শক্ত হন।
অতএব শ্রেষ্ঠতম 'নামসঙ্কীর্ত্তন' ॥

সুমুখ্য সাধন এইমত বিলক্ষণ।
আপনার হৃদ্য যেই কৃষ্ণনামামৃত।
প্রেমরসাস্বাদনের ভঙ্গিপূর্ব্ব কৃত ॥
জিহ্বা দ্বারা অবিরাম করয়ে সেবন।
তার মাহাত্ম্য অতুল—কে করে জল্পন ? ॥
যদ্যপিহ সব কৃষ্ণনামের মহিমা।
সমান প্রত্যেকে, নাহি ন্যূনাতি-গরিমা ॥
তথাপি আপন প্রিয় নামে শীঘ্রতর।
স্বীয় অর্থসিদ্ধি সুখে হয় ত বিস্তর ॥
এই স্পর্শমণিতেই কার্য্য সিদ্ধ পায়।
বহু স্পর্শমণি ব্যর্থ বহন তাহায় ॥
যেমত শ্রীরামনামপ্রিয় মহাশয়।
উমাপতি কহিলেন এই বাক্যচয় ॥

তথা (পাদ্মোত্তরখণ্ড ৭২।৩৩৫)—

সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে।

রুচির বৈচিত্র্যহেতু কোনো নামে কার।
কারো নামদ্বয়ে কারো নামত্রয়ে আর ॥
প্রিয়তা সকল নামে ক্রমেতে জন্মায়।
এমতে সকল নাম প্রিয়তম হয় ॥
একেন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত নামামৃত হয়।
নিজ মধুরসে সর্ব্বেন্দ্রিয় সে প্লাবয় ॥
বর্ণময়-হেতু তার জিহ্বে মুখ্যোদয়।
বক্তৃশ্রোতৃগণের হর্ষদ সুনিশ্চয় ॥
এইসবহেতু ধ্যান হইতে নিশ্চয়।
প্রভুর শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ হয়।

তথাহি (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৭)—

নামসঙ্কীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ ।

সর্ব্বোৎকর্ষের অত্যসীমাপ্রাপ্ত ফল।
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে হয় জানিহ নিশ্চল ॥
কৃষ্ণের প্রেমসম্পদে নামসঙ্কীর্ত্তন।
বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধন—নিশ্চিত কথন ॥
পরমাকর্ষমন্ত্র দুর্লভ-প্রয়োজন।
দূরে হৈতে আকর্ষিয়া ঘটায় যেমন ॥
সেইমত জানিহ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণেরে বলদ্বারা করে আকর্ষণ ॥
সাধনভক্তির যত আছয়ে প্রকার।
সকলের প্রেমফল অভিপ্রেত সার ॥
নামসঙ্কীর্ত্তনে প্রেম আবশ্যক হয়।
এহেতু কীর্ত্তন—সাধনের ফল কয় ॥
কৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তি সুসম্পন্ন হইলে।
অবশ্য সর্ব্বদা নামসঙ্কীর্ত্তন মিলে ॥

নামসঙ্কীর্ত্তনেতে রসিক যত জন।
কহে—সাধনের ফল 'নামসঙ্কীর্ত্তন'॥
কৃষ্ণপ্রেমভরের যে উৎকৃষ্ট লক্ষণ।
কোন কোন রসজ্ঞ কহেন এ কথন॥
যেহেতুক প্রেমভরে স্ফুটার্ত্তিকারণ।
স্ফুরয়ে আপন ইষ্ট নামসঙ্কীর্ত্তন॥
মেঘ বিনা বর্ষাকালে চাতকের গণ।
আর্ত্তস্বরে 'প্রিয় প্রিয়' করে আক্রোশন॥
চক্রবাকীগণ যেন বিরহে পতির।
রাত্রিকালে আর্ত্তনাদ করয়ে অস্থির॥
কুররীবর্গও পতিবিরহিত হ'য়ে।
রাত্রে আক্রোশন আর্ত্তনাদেতে করয়ে॥
সেইমত আর্ত্তির গৌরবের কারণ।
নামসঙ্কীর্ত্তন হয়, জানিহ লক্ষণ॥
ইথে পরম আর্ত্তিতে সংযুক্ত হইয়া।
বিচিত্র মধুর গাথা প্রবন্ধ করিয়া॥
করিবেক শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তন।
এই ত তাৎপর্য্য ইথে বুঝ করি মন॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৩।৩৫ • টীকা)—

সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তদিতি ন্যায়াৎ।

বিচিত্রলীলারসের সাগর প্রভুর।
বিচিত্র প্রসাদ যদি হয় ত প্রচুর॥
সঙ্কীর্ত্তন বিচিত্রমাধুরী সে স্ফুরয়ে।
স্বীয় যত্নে কিছু নাহি সাধু সিদ্ধ হয়ে।
যেই সদা করে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।
ভোগোন্মুখ-পাপ-ক্ষয় হয় ততক্ষণ॥
ইচ্ছাধীন-হেতু পুণ্য থাকয়ে তাহার।
যেকারণ শুভফল তাহাতে প্রচার॥
সঙ্কীর্ত্তন-উপাসকগণের ইচ্ছায়।
কর্ম্ম থাকা আর নাশ—জানিহ সদায়॥

যথোক্তং হরিভক্তিসুধোদয়ে (৫।৬৩)—

কর্ম্মচক্রন্ত যৎ প্রোক্তমবিলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ।
মদ্ভক্তিপ্রবণৈর্মর্ত্ত্যৈর্বিদ্ধি লঙ্ঘিতমেব তৎ॥

উপাসক-ব্যতিরিক্ত জন কদাচিত।
নামসঙ্কীর্ত্তন যদি করে সবিহিত॥
সব নাশ হয়, প্রারব্ধমাত্র থাকয়ে।
তা অবশ্য ভোগিবার—ভোগে যায় ক্ষয়ে॥
'উপাসক-ভরত আদির ভোগপরে।
কর্ম্মক্ষয় দেখি?' তার শুনহ উত্তরে—॥

পরম-গম্ভীর-ভাব যেই মহাশয়।
হরিনাম নিরন্তর সেবনে নিশ্চয়॥
তাঁহারাও সুগোপ্য শ্রীভক্তি মহানিধি।
প্রকাশের ভয়ে ভঙ্গি করি বহুবিধি॥
হরিণবালক-পোষণাদি-ব্যবহারে।
দুঃসঙ্গাদি-দোষদুঃখ দেখান সবারে॥
পরম রহস্যরূপ কৃষ্ণভক্তি হয়।
তার আচ্ছাদন-হেতু তাদৃশ করয়॥
'সর্ব্বলোকনিস্তারার্থ ভক্তিপ্রকাশন।
উচিৎ?' যদ্যপি কহ, করহ শ্রবণ—॥
কেবল শ্রীহরিনাম করিলে কীর্ত্তন।
শ্রীহরিচরণে ভক্ত হৈয়া সবজন॥
বিনাশিত-দুঃখ-দোষ যদ্যপিহ হয়।
তথাপিহ কৃপাকুল কাহারো হৃদয়॥
দুঃসঙ্গাদি-পরিহারূপ সদাচার।
লোকে শিক্ষা দেন নিজে করিয়া প্রচার॥
নৃপতি ভরত, মুনি সৌভরি প্রভৃতি।
দুঃসঙ্গের দোষ দেখাইলেন আকৃতি॥
যুধিষ্ঠির-নল-আদি নৃপতি বিখ্যাত।
দুষ্ট-দ্যূত দোষ দেখাইলেন সাক্ষাত॥
নৃগ-আদি ব্রহ্মস্বের ভয় দেখাইলা।
বস্তুত সে মল হৈতে শুদ্ধ তাঁরা ছিলা॥
যদি কহ—'বিঘ্নাকুল-হেতুক-কীর্ত্তনে।
নিষ্ঠা নাহি হবে?' তবে করহ শ্রবণে—॥
সমুদায় জন্মিতেছে যে-ভক্তি-প্রভাব।
তাহাতে বিচার সব হৈতেছে সদ্ভাব॥
সেহেতু।বিঘ্নাতিবিঘ্ন সকল নিশ্চয়।
অনায়াসে তুমি সব করিবে সে জয়॥
অন্যত্র সর্ব্বত্র নিরন্তর সর্ব্বদায়।
আমরা তোমার অতি আছিয়ে সহায়॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহা অনুকম্পাচয়।
তোমাপ্রতি স্থিরতর আছে সমুদয়॥
করিয়াছি আমরা ত এ অবধারণ।
ব্যক্ত করি কহি, শুন তাহার কারণ—॥
তপোলোকবাসী পিপ্পলায়ন তোমারে।
কহিল সাক্ষাৎ-দর্শনের পরিহারে॥
চিত্তের দর্শন প্রশংসিল তাহে সব।
সাক্ষাৎ-দর্শন-ইচ্ছা নাহি গেল তব॥
পিপ্পলায়নের বাক্য পূর্ব্বের কথিত।
কহিছেন অনুবাদ করিয়া কিঞ্চিত—॥
নিবিড় সচ্চিদানন্দ সত্যের স্বরূপ।
শ্রীমদ্ভগবানের নিশ্চিত নিত্য রূপ॥

ইন্দ্রিয় সচ্চিদানন্দরূপযোগ্য যেই।
তাহার গ্রহণযোগ্য হয় রূপ সেই॥
তাঁহার কারুণ্যশক্তি দ্বারা কিবা আর।
সদ্যোলব্ধ জ্ঞানশক্তি হইলে প্রচার॥
নেত্রদ্বয়ব্যাপারেতে তবে ত ঘটয়ে।
তাঁহার দর্শন শুদ্ধ মাংসচক্ষুদ্বয়ে॥
জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ভগবানের দর্শন।
হৃদয়ের মধ্যদেশে জন্ময় যখন॥
এই অভিমান হয় মনেতে তখন—।
চক্ষুর্দ্বারা করিতেছি আমিহ দর্শন॥
সেই অভিমান হর্ষবৃদ্ধি-নিমিত্তক।
কৃষ্ণকৃপাপ্রভাবের বিশেষ জ্ঞাপক॥
প্রভুর কৃপাসমূহ-বলে কিবা আর।
ভক্তির প্রভাবে হয় দর্শন তাঁহার॥
এইহেতু পরিচ্ছন্ন চক্ষুর দ্বারায়।
সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহে আছে অন্তরায়॥
যখন শ্রীভগবান্ হন অন্তর্দ্ধান।
নেত্রের দর্শন তবে হয় ব্যবধান॥
সর্ব্বাঙ্গলাবণ্যাদিক গ্রহণপূর্ব্বক।
মনেতে দর্শন হয় নির্ব্বিঘ্নে সম্যক্॥
কারুণ্যবিশেষ, ভক্তিপ্রভাবেতে আর।
এহুইতে যদি নহে দর্শন তাঁহার॥
তবে স্বয়ংপ্রকাশিত-ঈশ্বর-দর্শন।
মনেতেও সম্ভব না হয় কদাচন॥
যেহেতুক পরম স্বতন্ত্র মহাশয়।
মনোবৃত্তি সকলের না হন বিষয়॥
স্বয়ং ঘনসুখাত্মক—সুখে বিরাজিত।
মনোধ্যানাদিপ্রকারে হৈলে উপাসিত॥
ঘনসুখ দেন ভক্তগণে সুনিশ্চয়।
ইত্যাদি পিপ্পলায়ন-উক্ত বাক্য হয়॥
কিন্তু ধ্যানে দর্শন হইতে সমুদয়।
সাক্ষাদ্দর্শনে ফলবিশেষ নিশ্চয়॥
কর্দ্দমাত্রি-ধ্রুব-আদি সাধু ভক্তজন।
চক্ষুর্দ্বারা প্রভুর করিয়া বিলোকন॥
প্রভুর প্রসাদশ্রেণী অনেক পাইল।
সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ ইহা ঈক্ষণ করিল॥
'সমাধিবিষয়ে ব্রহ্মা পাইয়া দর্শন।
প্রসন্নতা প্রভুর পাইল তত্ক্ষণ॥'
কহিলা পিপ্পলায়ন এই যে বচন।
তাহা ব্রহ্মা-প্রতি, নহে প্রায়িক কখন॥
নেত্রে দৃষ্টে সর্ব্বাধিক ঘনসুখ পায়।
সাধ্য তাহা শ্রবণাদিভক্তির দ্বারায়॥
অতএব ধ্যান ধারণাদি মানসিক।
ভক্তির সাক্ষাৎ-দৃষ্টি-ফল বিশেষিক॥
সব সাধনের হয় সৎফল নিশ্চয়—।
শ্রীমদ্ভগবানের সাক্ষাৎকারোদয়॥
তৎকালেতে ভগবানে প্রেম বৃদ্ধি পায়।
তাহা হৈতে আমূলত মায়া নাশ যায়॥
'ভগবদ্বিস্মৃতি—মূল-মায়া, সেপর্য্যন্ত।
মায়া নাশ পায়'—এই অর্থ জানো অন্ত॥
প্রহ্লাদাদি প্রভুরে দেখিয়াও হৃদয়ে।
নেত্রে দেখিবারে ইচ্ছা সর্ব্বদা নিশ্চয়ে॥
ইহাই প্রমাণ—তথা-দর্শনানন্তর।
প্রেমভরবিশেষের লাভ শ্রেষ্ঠতর॥
কোন ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে।
চক্ষুর্দ্বয় নিমীলন হয় সে তাহাতে॥
ধ্যান সেই নহে, কিন্তু হর্ষভর সার।
অশ্রুকম্পাদির মত প্রেমের বিকার॥
অতএব যেহেতুক ধ্যানের সমান।
ধ্যান কহে, যাথার্থ্যেতে নহে সেই ধ্যান॥
এইপ্রকারে প্রভুর যে সাক্ষাতকার।
পরমফলত্ব তার হইল বিস্তার॥
থাকুক সাক্ষাৎকার, ধ্যানের ন্যূনতা।
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে আছে, বুঝ প্রকৃততা॥
পরোক্ষেতে ধ্যান, নহে প্রভুর সাক্ষাতে।
পরোক্ষাপরোক্ষে যুক্ত সঙ্কীর্ত্তন যাতে॥

যথা রাসক্রীড়ায়াম্ (ভাঃ ১০।৩৩।৭)—

গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুরিতি।

বিষ্ণুপুরাণে চ (৫।১৩।৫১)—

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীকুমুদাকরম্।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ॥

পরোক্ষে কীর্ত্তনং গোপীগীতাদৌ—
(ভাঃ ১০।৩১।১)—
জয়তি তেঽধিকমিত্যাদিকং প্রসিদ্ধমেব॥

শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর-প্রভু-শ্রীযুক্ত-শ্রীনাম।
তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি হৈতে অতি প্রেমধাম॥
অধিকারী অনধিকারী নাহি বিচারি।
উচ্চারণমাত্র জগতের হিতকারি॥
জিহ্বাগ্রে উচ্চার্য্য-হেতু সুখোপাস্য হয়।
সরস সচ্চিদানন্দ নিত্য রসময়॥
নামের সমান নাম—নিরুপম তায়।
নমস্কার তাঁহারে করিয়ে সর্ব্বদায়॥

উক্তন্যায়হেতু আর শিবাজ্ঞা মানিয়া।
মুক্তিপদ হৈতে যাহ সত্বর করিয়া॥
কৃষ্ণপ্রিয়তমা-শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে।
যাইব তোমারে লইয়া ত কুতূহলে॥
পার্ষদগণের এইসকল বচন।
মন-কর্ণ-রসায়ন করিয়া শ্রবণ॥
প্রমোদভারেতে পূর্ণ হইয়া তখন।
পার্ষদগণেরে করিলাম প্রণমন॥
শিবা আর শিবে তবে অষ্টাঙ্গ হইয়া।
প্রণমিলুঁ সবাকারে আদর করিয়া॥
তৎকালে পার্ষদগণ শীঘ্র হইলেন।
এই ব্রজভূমি মম প্রাপ্ত করিলেন॥
আমার হইল তাহে অত্যন্ত বিস্ময়।
মুগ্ধবুদ্ধি হইলাম—না করি নিশ্চয়॥
করিতেছিলাম অষ্টাঙ্গেতে নমস্কার।
চক্ষুর নিমেষে আইলাম এথাকার॥
তৃতীয়-অধ্যায়-কথা হৈল সমাপন।
নমস্করি শ্রীল সনাতনের চরণ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণমি শ্রীগুরুপদারবিন্দ।
তাহে ভক্তিরস মাগে শ্রীজয়গোবিন্দ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্য-খণ্ডে
ভজন-নামা তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্থ অধ্যায়

তূর্য্যে বৈকুণ্ঠ-তদ্বাসিরূপাদেস্তত্ত্বমুচ্যতে।
প্রতিমামহিমাপ্যূর্দ্ধেঽযোধ্যাতো দ্বারকাগমঃ।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য গুণধাম।
জয়জয় শ্রীমন্নিত্যানন্দরাম॥
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র-পদে নমস্কার।
যাঁহা হৈতে শ্রীচৈতন্য অবতার॥
শ্রীচৈতন্যপ্রিয় শ্রীচন্দ্রশেখর।
আচার্য্য সকল-ভক্তিতত্ত্বধর॥
তাঁর বংশোদ্ভব সর্ব্বগুণময়।
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রাণ মহাশয়॥
গোস্বামী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতার।
শ্রীসচ্চিদানন্দময় দেহ যাঁর॥
মম প্রভু তিঁহ করুণা করিয়া।
মূঢ়ে উদ্ধারিলা পদরজ দিয়া॥
কোটি-কোটি শ্রীচরণে নমস্কার।
ত্রিভুবনে মম গতি নাহি আর॥
শুন ভক্তগণ! হৈয়া একমন॥
চতুর্থ-অধ্যায়-কথা রসায়ন॥
শ্রীগোপকুমার কহেন তখন—।
অতঃপর বিপ্র! শুনহ কথন॥
একাকী এথায় করিতে ভ্রমণ।
দেখিলাম বৃন্দাবনের শোভন॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বাহিরে প্রস্থানে।
হেন শোভা না দেখিলুঁ কোনস্থানে
এহেতু প্রমোদী হৈয়া বহুতর।
বনমধ্যে বাস করি নিরন্তর॥
পার্ষদোক্ত বৈকুণ্ঠলোক-সাধন।
মুগ্ধমত সব কৈল বিস্মরণ॥
ক্রীড়ায় ভ্রমণক্রমেতে গমন।
শ্রীমন্মধুপুরে করিয়া তখন॥
মাথুরব্রাহ্মণমুখে ভাগবত।
আদি ভক্তিশাস্ত্র শুনিলাম যত॥
তাহে নববিধ ভক্তি-সমুদয়।
সাধ্য-সাধনাদিরূপ সেই হয়॥

অনুকূল প্রতিকূল হেয় আর।
উপাদেয় আদি বিবেচনা সার॥
জানিয়া বিশেষে আমি এই বনে।
করিলাম সেইক্ষণে আগমনে॥
এইস্থানে তবে সহসা সত্বরে।
দেখিলাম নিজ শ্রীমদ্গুরুবরে॥
এই ব্রজে বিরাজিত পূর্ব্বমত।
হর্ষান্বিত দেখি আমারে প্রণত॥
আশীর্ব্বাদসহ করি আলিঙ্গন।
অতিকৃপা কৈলা সর্ব্বজ্ঞ তখন॥
পরম রহস্য ভক্তিতত্ত্ব যত।
উপদেশ করিলেন বিস্তারতঃ॥
মহাগূঢ় ভক্তিতত্ত্বপ্রকাশক।
তাঁহার প্রসাদ পাইয়া সম্যক্॥
নিত্য ভক্তিযোগ আমি সাধিবারে।
প্রবৃত্ত হইনু আজ্ঞা-অনুসারে॥
বিশেষে জন্মিল শীঘ্র প্রেমপূর।
তাহাতে বিবশ হইয়া প্রচুর॥
পূজাদিক কিছু নারি করিবারে।
কেবল কীর্ত্তন করিয়ে তাঁহারে॥

তৎকীর্ত্তনং যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৪।৭)—
শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ,
গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ।
হা শ্রীযশোদাতনয় প্রসীদ,
শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ।

এইমতে করি সুস্বরেতে গান।
করিয়ে তাঁহারে বহুত আহ্বান॥
'কোথা আছ ওহে ব্রজেন্দ্রনন্দন!।
দেখা দিয়া মম রাখহ জীবন॥'
ইহা বলি প্রকর্ষেতে নাচি ক্ষণে।
ক্ষণে উচ্চস্বরে করিয়ে রোদনে॥
দেহদৈহিকাদি সকল আপন।
উন্মত্তের মত হৈনু বিস্মরণ॥
যথা-অভিলাষ আমি ইতস্তত।
ভ্রমণ করিয়ে মাত্র বাহ্যহত॥
একদিন নিজ প্রাণনাথে যেন।
দেখিনু অগ্রেতে দাঁড়ায়্যা আছেন॥
ধায়্যা ধরিবারে হৈয়া মোহগত।
পড়িলাম প্রেমে বিহ্বল তাবত॥
সে পার্ষদগণ আসিয়া আমারে।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে লৈয়া যাইবারে॥

করাইল বিমানেতে আরোহণ।
আমি উঠি তবে প্রসারি নয়ন॥
সর্ব্ব স্থানাদিক অন্যথা দেখিয়া।
নিজ প্রিয় ব্রজভূমি না হেরিয়া॥
বিস্মিত হইয়া সুস্থ হইলাম।
আপনার পার্শ্বে তবে দেখিলাম॥
পূর্ব্বপরিচিত পার্ষদের গণ।
যাঁরা মম প্রিয় কৈল আচরণ॥
মহাতেজস্বী শ্রীসূর্য্যাদিক যত।
তাঁহাদের তেজো হয়েন নিয়ত॥
যোগ্য শ্রেষ্ঠ অনুপম যে বিমান।
তাহে আরোহিত সুশোভিতমান॥
সম্ভ্রমেতে করিলাম প্রণমন।
কৃপায় তাঁহারা দিলা আলিঙ্গন॥
মুহুর্মুহু বহু করি আশ্বাসন।
দেখাইয়া শতশত যুক্তিগণ॥
চতুর্ভুজাদিকযুক্ত রূপ যেই।
আমারে দিবারে ইচ্ছিলেন সেই॥
করিলাম আমি তাহা অস্বীকার।
গোবর্দ্ধনভব বপু রাখি আর॥
তাঁদের প্রভাবে হইল প্রাপণ।
গুণ-কান্ত্যাদিক তাদৃশ তখন॥
তবে দুর্বিতর্ক পথ যেই হয়।
পরম আনন্দযুক্ত সুনিশ্চয়॥
জগতের বিলক্ষণাসাধারণ।
সু-উৎকৃষ্টতর—না হয় বর্ণন॥
সে পথে পার্ষদগণের সহিত।
শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমনে বিনীত॥
স্বর্গাদিক লোকে বাহ্যে আর তার।
অষ্ট-আবরণ সর্ব্বতঃপ্রকার॥
মুক্তিপদে আরোহণের সময়ে।
মানিলাম পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে॥
এক্ষণে সে-সবে করি দৃষ্টিপাত।
তুচ্ছ-জ্ঞানে লজ্জা হইল সে জাত॥
'মুক্তি অতি তুচ্ছ' হৈল তবে জ্ঞান।
অতিশয় ঘৃণা হৈয়া অবধান॥
তবে ইন্দ্র-আদি লোকপাল যত।
অঞ্জলি মস্তকে ধরিয়া সংযত॥
উর্দ্ধমুখে অতি বেগেতে তখন।
পুষ্প-লাজ-আদি করিয়া বর্ষণ॥
লাগিলেন সবে পূজা করিবারে।
জয়শব্দে স্তব করেন আমারে॥

যেই যেই-স্থানে করিয়ে গমন।
সেই ত পদের অধিকারিগণ॥
স্তবপ্রণামাদি করে আচরণ।
বহুতর আর করয়ে পূজন॥
অগ্রে মুক্তিপদ হইল দর্শন।
করিলাম তুচ্ছরূপে আলোচন॥
তবে সেই মুক্তিপদের উপরে।
পাইনু শ্রীশিবলোক ততঃপরে॥
সেইস্থানে শিবে উমার সহিতে।
হর্ষে করিলাম প্রণাম বিহিতে॥
তাঁর প্রেমাদর সুমিষ্টবচনে।
হইলাম আমি আনন্দিত মনে॥
তবে শ্রীবৈকুণ্ঠে করিনু গমন।
না যার মহিমা জানে বাক্যমন॥
কহিলা আমারে পার্ষদের গণ—।
বহির্দ্দেশে তুমি থাক একক্ষণ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরে করি বিজ্ঞাপন।
করিব পুরীর মধ্যে প্রবেশন॥
অদৃষ্ট অশ্রুত আশ্চর্য্য যে সব।
তার সমুদ্রের তরঙ্গ-বিভব॥
সুস্থির হইয়া করহ গণনে।
কৃষ্ণভক্তিদীপ্তিযুক্ত দুনয়নে॥
এত কহি সেই পার্ষদের গণ।
পুরের মধ্যেতে কৈলা প্রবেশন॥
দেখিলাম একজনে সেইক্ষণে।
শ্রীবৈকুণ্ঠমধ্যে করে প্রবেশনে॥
শত ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্যে অন্বিত।
এমত বিমানে আছে আরোহিত॥
গীত-সঙ্কীর্ত্তন-সহিত বিনয়ে।
হর্ষেতে আবিষ্ট আছে অতিশয়ে॥
শ্যামবর্ণ-অবয়ব-অলঙ্কারে।
প্রভুর সদৃশ দেখিয়া তাঁহারে॥
মানি হরি—করি তাঁরে নমস্কার।
'পাহি নাথ!' কহিলাম বহুবার॥
এত শুনি তিঁহ কর্ণ আচ্ছাদিয়া।
কহিলেন সঙ্কেতেতে নিবারিয়া॥
'দাসোঽস্মি দাসোঽস্মি দাসদাসোঽস্মীতি।'
কহি পুরমধ্যে করিলা প্রস্থিতি॥
পুন তাঁহা হৈতে বৈভবে মহত।
একজন হইলেন সমাগত॥
তাঁরে দেখি আমি সম্পা মানিল।
'জগদীশ ইঁহ' নিশ্চয় জানিল॥

'লীলায় কোথায় করিলা গমনে।
আগমন পুরে করিলা এক্ষণে॥'
এত ভাবি প্রণমিলাম সম্ভ্রমে।
স্তুতিবাদ বহু করিলাম ক্রমে॥
সেহ পূর্ব্বমত স-স্নেহে কহিয়া।
গেলেন পুরেতে প্রবেশ করিয়া॥
কেহ বা একল কেহ বা যুগলে।
কেহ বা একত্রে বাঁধিয়াছে দলে॥
পূর্ব্বপূর্ব্বাধিক-শ্রীযুক্তাতিশয়।
পুরের মধ্যেতে প্রবেশ করয়॥
তাঁহাদিগে দেখি-দেখি পূর্ব্বমত।
নমস্কার স্তব করি সম্ভ্রমতঃ॥
স্নেহযুক্ত-বাক্যামৃতে নিবারণ॥
করি করিলেন পুরে প্রবেশন॥
তার মধ্যে কেহ স্বসেবা-সম্বন্ধি।
সামগ্রী গ্রহণ করি পরিসন্ধি॥
অগ্রে ধায় ছত্রচামরাদি লৈয়া।
কেহ ভক্তিসুধারসে মত্ত হৈয়া॥
উক্তপ্রকারেতে আপন-আপন।
করণীয় সেবা যাহার যে হন॥
তাহে ব্যগ্র অন্তঃকরণ প্রভৃতি।
ইন্দ্রিয়সকল যাদের প্রকৃতি॥
বিচিত্র-ভজন-আনন্দ-প্রভব।
বিনোদাতিশয়ে বিভূষিত সব॥
ভূষার ভূষণ সকল অঙ্গেতে।
নিজপ্রভুবরোচিত সকলেতে॥
শ্যাম চতুর্ভুজ লাবণ্যপূরিত।
সৌন্দর্য্যাতিশয় কাম উর্ব্বরিত॥
প্রণাম স্তবন নর্ত্তন কীর্ত্তন।
বিচিত্র চেষ্টিত করে সর্ব্বজন॥
লক্ষ্মীপতি যেই চক্রবর্ত্তিস্থায়।
মহালীলাকৌতুকাদি বিস্তারয়॥
সে ভগবানের পাদ-পদ্মবর।
দেখিবার লাগি বাঞ্ছা ত সবার॥
কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ-সেবাকার।
সহপুত্রকলত্রাদি পরিবার।
চত্রচামরাস্ত্র আর ত বাহন।
পরিচ্ছদ-সহ কোন কোন জন॥
কেহ নিজ পরিচ্ছদ পরিবার।
পুরীর বাহিরে রাখিয়া বিস্তার॥
কেহ বা আপন পরিকর যত।
আপনাতে লীন করি বিশেষত॥

অকিঞ্চনমত একাকী হইয়া।
ধ্যানরসে মন নিমগ্ন করিয়া ॥
পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-প্রভৃতি আকার।
কেহ ধরি-ধরি পুনঃপুনর্ব্বার ॥
বিচিত্র ভূষণ আহার বিহার।
মনোহরতর ধারণ কাহার ॥
কেহ নর-বানরাদি দৈত্য দেব।
ঋষি বর্ণাশ্রমাচার-দীক্ষাসেব ॥
ইন্দ্রচন্দ্রাদির সম কোনজন।
ত্রিনয়ন কেহ বা চতুরানন ॥
চতুরষ্টভুজ সহস্রবদন।
পুরীর মধ্যেতে করে প্রবেশন ॥
ইন্দ্রচন্দ্রাদিক যতেক আকার।
শ্রীভগবানের নহে অবতার ॥
রূপসাম্যমাত্রে তাহার সমান।
বৈকুণ্ঠবাসির হইল আখ্যান ॥
বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ সব।
নরাদি আকার হয় অসম্ভব ॥
তথাপি প্রভুর হর্ষের কারণ।
বিচিত্র শরীর করেন ধারণ ॥
এসব পরম বৈচিত্রী-কারণ।
অগ্রে নারদোক্তে হইবে কথন ॥
'বানরাদি-দেহ সৌন্দর্য্যবিরহ-।
যুক্ত তথা নহে ?' হেন নাহি কহ
কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদবান্‌গণে।
কি বা না সুন্দর হয়ত দর্শনে ? ॥
মায়িক সকল বস্তুর অতীত।
বৈকুণ্ঠনিবাসিগণ সুনিশ্চিত ॥
বৈকুণ্ঠলোকের, তার নায়কের।
প্রপঞ্চাতিরিক্ত-মাহাত্ম্যার্পকের ॥
প্রপঞ্চান্তর্গত-দৃষ্টান্তে কহিতে।
শক্য উপযুক্ত না হয় নিশ্চিতে ॥
তথাপি তোমার প্রপঞ্চান্তর্গত।
দ্রব্যদৃষ্টে চিত্ত আছে অভিমত ॥
অতএব সে দৃষ্টান্ত-সমুদয়ে।
সুখেতে প্রবোধ দিবার আশয়ে ॥
ওহে দ্বিজ! কহি সেইমত করি।
ক্ষমা কর সেই অপরাধ হরি। ॥
বৈকুণ্ঠনিবাসিগণে নিরন্তর।
সমতা সবার হয় পরস্পর।
অল্প-বৈভবাদি-প্রকটকারণ।
তারতম্য পুন হয় ত লক্ষণ ॥
কিন্তু তথাপিহ বিরোধ কাহার।
নাহি আছে তত্র, কহিলাম সার ॥
মাৎসর্য্য অসূয়া স্পর্দ্ধা তিরস্কার।
দোষ নাহি তথা-মধ্যেতে কাহার ॥
সহস্রসহস্র স্বাভাবিক গুণ।
নিত্য সত্য আছে তাঁহাদের পুন ॥
প্রপঞ্চান্তর্গত-ভোগপরায়ণ।
বিষয়িসকল আছয়ে যেমন ॥
সেইমত বহির্দৃষ্টির দ্বারায়।
শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণেরে দেখায় ॥
কিন্তু নিরন্তর তাঁদের চরণ।
মুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ করেন সেবন ॥
নির্ব্বিকারতার প্রান্তসীমা তাঁরা।
পায়্যাছেন প্রভু-লীলা-অনুসারা ॥
শ্রীযুক্ত প্রভুর সন্তোষকারণ।
বিচিত্র রূপাদি করেন ধারণ ॥
এইহেতু বৈকুণ্ঠবাসিগণ।
ব্রহ্মঘনজন্তু একরূপ হন ॥
শ্রীভগবানের লীলা-অনুসারে।
হয়েন তাঁহারা পৃথক প্রকারে ॥
বিমানসমূহ-সহ সেই স্থান।
তত্রস্থিত সব এইমত জান ॥
কদাচিত স্বর্ণরত্নাদিকময়।
ধাম বিমানাদি প্রতীতি সে হয় ॥
ঘনীভূত চন্দ্রজ্যোৎস্না-কঠিনতা-।
সমান প্রবোধ হয় কখন তা ॥
কথঞ্চিত সে স্থানের করুণার।
প্রভাবে বিশেষ জ্ঞান হয় তার ॥
অন্যথা তাঁদের রূপের গ্রহণ।
মানসের শক্তি নহে কদাচন ॥
বিনা নিজ সদা নিষ্ঠা অনুভব।
বুঝিবারে কেহ না হয় প্রভব ॥
অনায়াসে 'এইমাত্র' নিরূপণ।
করিবারে শক্ত হয় কোনজন ॥
ব্রহ্মানুভবেতে সুখ যেই হয়।
বৈকুণ্ঠাদি-দর্শনেতে সমুদয় ॥
সুন্দর তুচ্ছতা পাইয়া আপনি।
লজ্জাতে বিরাম পায় সে তখনি ॥
আত্মারাম পূর্ণকাম জনচয়।
সর্ব্বাপেক্ষা হৈতে বিবর্জ্জিত হয় ॥
বৈষ্ণবের সঙ্গ-হেতু সারাসার-।
বিচার সকল পাইয়া প্রচার ॥

আত্মারামাদি ব্রহ্মসুখ যত।
যাহে আছে অনুভূত অবগত ॥
সব ত্যজি ভক্তিমার্গে সর্ব্বক্ষণ।
প্রবেশ করেন তাঁরা যেকারণ ॥
সেহেতু তথায় গিয়া সে আমার।
হৈল নিশ্চয়েতে অনুভব তার ॥
পুরীতে গমন আর নিঃসরণ-।
পরায়ণ দেখি সেবকের গণ ॥
মনে চিন্তি—'যার সেবক ঈদৃশ।
সে প্রভুরা পুন হয়েন কীদৃশ ? ॥'
এইমত হর্ষ-প্রহর্ষ-আখ্যানে।
পুরীদ্বারে বসি আছি বর্ত্তমানে ॥
আসিয়া বেগেতে পার্ষদের গণ।
পুরীমধ্যে করাইল প্রবেশন ॥
অদ্ভুত হইতে অদ্ভুত যে সব।
তথায় হইল দৃষ্টির প্রভব ॥
দ্বিপহার্দ্ধকালে সহস্রবদন।
বলিতে নহেন ক্ষম কদাচন ॥
দ্বারে-দ্বারে দ্বারপালগণ নীয়া।
নিজনিজাধ্যক্ষে জ্ঞাপন করিয়া ॥
প্রবেশ করান লইয়া আমারে।
এইমতে যাই প্রত্যেক সে দ্বারে ॥
সেই-সেই-দ্বারে অধ্যক্ষ যে হয়।
যত দ্বারিগণ তারে প্রণময় ॥
দেখি তারে তারে আমি সে নিশ্চয়।
মানিলাম এই 'জগদীশ হয়' ॥
পূর্ব্বমত সম্ভ্রমাবেশেতে তাঁরে।
প্রণাম-স্তবন করি বারেবারে।
তদনন্তরে সে পার্ষদের গণ।
স্বভাবেতে অতি স্নিগ্ধ তাঁরা হন ॥
অসাধারণ সে প্রভুর লক্ষণ।
করিলেন আমারে ত বিজ্ঞাপন ॥
'প্রণামানন্তর আপন নয়নে।
রাখিয়া প্রভুর যুগলচরণে ॥
একপার্শ্বে থাকি—হইয়া নিশ্চল।
স্তব করা—বান্ধি অঞ্জলি প্রবল ॥'
এইসব রীতি পার্ষদের গণ।
শিক্ষা দিলা করি করুণালক্ষণ ॥
মহামহা-চিত্র-বিচিত্র-রচিত।
গৃহ দ্বার সব প্রকোষ্ঠ সে যত ॥
ক্রমেক্রমে সব করিয়া লঙ্ঘন।
অতিবেগে তবে করিয়া গমন ॥
পরম উত্তম এক অন্তঃপুরে।
তাহে অতিশয় শোভিত প্রচুরে ॥
পাইলাম এক মন্দির উত্তম।
চতুর্দ্দিকে বহু মন্দির সুষম ॥
পরম-মহত্তা-সমূহে বিশিষ্ট।
কোটি-সূর্য্য-চন্দ্র-তুল্য-কান্তি-নিষ্ঠ ॥
মনোনয়নের বৃত্তি চুরি করে।
অন্যত্র প্রবৃত্তি আর নাহি ধরে ॥
তার মধ্যে রত্নশ্রেষ্ঠশ্রেণীযুত।
স্বর্ণসিংহাসন বিরাজে অদ্ভুত ॥
তরোপরে হংসতুলিকা সুন্দর।
অতিসুকোমলা নির্ম্মলা বিস্তর ॥
তাহে চন্দ্রাকৃত মৃদু উপাধান।
বামকক্ষতলে করিয়া আধান ॥
সুখে উপবিষ্ট শ্রীমদ্ভগবান্।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিরাজিতমান ॥
দূরেহৈতে অগ্রে করিনু দর্শন।
নবযৌবনেশ—নিত্য সম হন ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় অঙ্গকান্তি।
নবমেঘ-শোভা হরে যে অশ্রান্তি ॥
দীপ্তিময় স্বর্ণ রত্নে বিরচিত ॥
কিরীটাদি অলঙ্কারে বিভূষিত ॥
বনমালা পীতাম্বর পরিধান।
ভূষণের ভূষা অঙ্গ শোভমান ॥
চতুর্ভুস্থূল কিবা বিলসয়ে।
কঙ্কণ-অঙ্গদে বিভূষিত হয়ে ॥
পীতপট্টবস্ত্রদ্বয়েতে সেবিত।
চারু কুণ্ডলেতে কপোল শোভিত ॥
পীনবক্ষঃস্থলে কৌস্তুভাভরণ।
কম্বুকণ্ঠে ধৃত মুক্তাবলিগণ ॥
মুখচন্দ্র স্মিত-অমৃতে সহিত।
নেত্রপদ্ম দৃষ্টিভঙ্গ্যে উল্লসিত ॥
কৃপাভরোদ্ধত শ্রেষ্ঠ ভ্রূদ্বয়।
নত ধনুকের আকার নাচয় ॥
নিজ বামপার্শ্বে মহালক্ষ্মী স্থিতা।
আত্মযোগ্যা—সদা উপমারহিতা ॥
তিঁহ দিতেছেন তাম্বূল উত্তমে।
লইয়া খায়েন লীলায় বিভ্রমে ॥
সে তাম্বূলরাগে অরুণিততর।
হইয়াছে কিবা শোভা বিম্বাধর ॥
কুন্দপুষ্প জিনি অতি সুনির্ম্মল।
দন্তপংক্তিদ্বয় শোভয়ে বিরল ॥

তাহার দীপ্তিতে হয় সুপ্রকাশ।
উজ্জ্বল সুন্দর মুখে ক্রীড়াহাস॥
কৌশলের উক্তিভঙ্গির দ্বারায়।
আকর্ষয়ে ভক্তগণচিত্ত তায়॥
ধরণী-নামিকা যে দ্বিতীয় প্রিয়া।
করে পতদ্গ্রাহ ধারণ করিয়া॥
কটাক্ষভঙ্গির দ্বারায় তখন।
বারম্বার যত্নে করেন সেবন॥
সুদর্শন-গদা-শঙ্খাদি যে সব।
মূর্ত্তিমান শিরে চিহ্ন সুপ্রভব॥
চতুর্দিগে সবে করয়ে সেবন।
স্তুতি নতি অতি বিনতিলক্ষণ॥
ভক্তিতে সেবয়ে সেবকের গণ।
প্রভুর সমান আকারাদি হন॥
চামর-ব্যজন-পাদুকাদি যাহা।
শ্রীবিশিষ্ট পরিচ্ছদগণ তাহা॥
করেতে করিয়া আছে দাঁড়াইয়া।
চতুর্দিগে সব আবৃত হইয়া॥
শেষ-খগরাজ-বিষ্বকসেন-আদি।
পার্ষদবর্গে যে মুখ্য অনুবাদি॥

তথা চাষ্টমস্কন্ধে (ভাঃ ৮।২১।১৬।১৭)—

নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ সুবলোবলঃ।

কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বকসেনঃ পতত্রিরাট্।

জয়ন্তঃ শ্রুতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোঽথ সাত্বকঃ। ইতি।

এইসব যত গণাধ্যক্ষগণ।
ভক্তিতে আনত হই সর্ব্বক্ষণ॥
মস্তকে অঞ্জলি করিয়া ত সবে।
প্রভুর অগ্রেতে দাণ্ডাইয়া তবে॥
নানাবিধ চিত্র বিচিত্র বচনে।
করেন প্রভুর সকলে স্তবনে॥
নারদ করেন অদ্ভুত নর্ত্তন।
বীণাগীত-আদি ভঙ্গি প্রকটন॥
সে চাতুরী শুনি লক্ষ্মী ধরণীর।
সহিত হাসেন উচ্চে কভু স্থির॥
স্বভক্তে যাহার নিজ শ্রীচরণে।
চিত্ত আছে প্রসারণ-সমর্পণে॥
তাদের আনন্দবিশেষ-বর্দ্ধন-।
হেতু কভু নিজ যুগ্ম শ্রীচরণ॥
প্রসারণান্তর করি সমর্পণ।
অদ্ভুত বিলাস করেন কখন॥

এপ্রকার করি প্রভুয়ে দর্শন।
আনন্দভারেতে হৈয়া মগ্ন-মন॥
মোরে লৈয়া গেলা যে পার্ষদগণ।
তাঁহাদের শিক্ষা করি বিস্মরণ॥
'হে গোপাল হে জীবিত! মম' এই।
বাক্য বারম্বার বলি তথাতেই॥
আমি করিবারে তাঁরে আলিঙ্গন।
ধাইলাম বাহু করি প্রসারণ।
পৃষ্ঠেস্থিত সেই বিজ্ঞবরগণ।
ধরিলেন আমা-দীনেরে তখন॥
করিয়া অত্যন্ত বিনয় বিস্তৃত।
হইলাম অতি প্রেমে বশীকৃত॥
অতিশয় মোহ প্রাপ্ত হইলাম।
শ্রীভগবানের অগ্রে পড়িলাম॥
তবে সে পার্ষদগণ বলে উঠাইলা।
বহুক্ষণে প্রণয়েতে বোধ জন্মাইলা॥
দর্শনের বিঘ্নকারী নেত্রে অশ্রু ছিল।
তাহা মাজি আমি নেত্র প্রকাশ করিল॥
তবে ত দয়ালুশ্রেষ্ঠ স্নেহে বিলক্ষণ।
গম্ভীর-মৃদু-স্বরেতে বলিলা বচন—॥
সুস্থ হও শীঘ্র আস্তো হে বৎস! এখন;
সম্ভ্রমাদি ত্যজ, মিলি কর আলাপন॥
এতেক শুনিয়া আনন্দের অন্ত্য সীমা।
পাইলাম যাহা হৈতে নাহিক গরিমা॥
মহোন্মাদগ্রস্তন্যায় নৃত্য বারম্বার।
করিয়া পতিত হইলাম পুনর্ব্বার॥
সে পার্ষদগণ বহুপ্রয়াসের দ্বারে।
স্থৈর্য্য আর বোধযুক্ত করিলা আমারে॥
করিতে সুস্থতা ধরি অতিথি-বিধান।
কহিলেন পরম দয়ালু ভগবান্—॥
স্বাগতং স্বাগতং বৎস! মঙ্গল মঙ্গল।
তব দর্শনার্থে ছিল উৎকণ্ঠা প্রবল॥
এইক্ষণে তোমাসহ হইল মিলন।
শুনহ বিস্তারি কহি উৎকণ্ঠাকারণ—॥
হে অঙ্গ হে সখে! বহুজন্ম গোঁয়াইলা।
আভিমুখ্য আমাতে কিছুই না করিলা॥
এই এই বর্ত্তমান জন্মে এইজন।
আমাতে উন্মুখ হইবেক সহ-মন॥
অত্যন্ত তোমার এইপ্রকার আশায়।
বহুকাল নর্ত্তিত আছিয়ে অন্তপ্রায়॥
মন্নামকীর্ত্তন-আদি ছল কোনো এক।
কিঞ্চিত না পাইলাম দেখিয়া প্রত্যেক॥

যাহা দ্বারা স্বয়ত নির্ব্বন্ধ পুরাতন।
পালিয়া বৈকুণ্ঠে তোমা করি আনয়ন ॥
আমাতে উপেক্ষারূপ অকৃপা দেখিয়া।
ব্যগ্র আমি অনুগ্রহে কাতর হইয়া ॥
অনাদি-নিবদ্ধ সেতু করি উল্লঙ্ঘন।
নিজপ্রিয়তম যেই শ্রীমদ্‌গোবর্দ্ধন ॥
তাহাতে তোমার এই জন্ম করাইলুঁ।
জয়ন্তাখ্য তব গুরু আপনি হইলুঁ ॥
ইথে করিলাম বহু তব উপকার।
বাঞ্ছা চিরকালের পূরাহ সে আমার ॥
তোমার আমার সুখ করিয়া বিস্তার।
কর বাস বৈকুণ্ঠে সুস্থিরে অনিবার ॥
কহিলা যে নারায়ণ এতেক বচন।
তাহার তাৎপর্য্য শুন কহি বিবরণ—॥
কৃপা হয় শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাহার।
সেই ত তাঁহারে পায়, জানিহ এ সার ॥
কৃষ্ণকৃপা-হওনের সম্ভাবনা যারে।
সর্ব্বাত্মাতে সেজন শরণ লয় তাঁরে ॥

যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে (ভাঃ ২।৭।৪২)—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ,
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥

প্রভুর এ-বাক্যরূপ-মহামৃতপানে।
হইলাম মত্ত—বিস্মরণ সব জ্ঞানে ॥
ভগবানে স্তব করিবারে না পারিলুঁ।
কিছুই করিতে আর জানিতে নারিলুঁ ॥
তাঁহার অগ্রেতে আছিলেন কতজন।
বেণুপ্রবাদক আমাসদৃশ সে হন ॥
গোপবালকের বেশ—স্নিগ্ধতর-মন।
আমায় সান্ত্বনা সুস্থ করিয়া তখন ॥
করিয়া উৎপন্ন সখ্য মোরে আকর্ষিয়া।
বেণুবাদনে দিলেন প্রবর্ত্ত করিয়া ॥
এই মম করস্থিতা নিজ বংশী যেই।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বতপ্রভবা হয় এই ॥
অতএব মহাপ্রিয়তমা ত আমার।
নিনাদন করিলাম বহুধা ইহার ॥
শ্রীমাধব মহা বদগ্যাসিন্ধু স-গণ।
কৃপানিধি পাইলেন তাহে সন্তোষণ ॥
তবে বহির্গমনের হইলে সময়।
মহাশ্রীযুক্ত বাহিরে আল্যা সমুদয় ॥

নির্গমে আমার ইচ্ছা যদ্যপি না ছিল।
তথাপি শ্রীমহালক্ষ্মী আজ্ঞা প্রকাশিল ॥
ভোজনাদিকালে মহালক্ষ্মী বিনা আর।
অন্যের উচিত নহে স্থিতি তথাকার ॥
এইহেতু তাঁরা বহু যুক্তির দ্বারায়।
আনিলেন সেইকালে বাহিরে আমায় ॥
অন্য বৈকুণ্ঠবাসিতে স্বয়ং উপস্থিতা।
মহাবিভূতি সর্ব্বদা আছেন ব্যাপিতা ॥
তাহারে করিয়া আমি দূরে পরিহার।
গ্রহণ না করিলাম আমি একবার ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিস্বভাবেতে যেই।
মহাবিভূতি আমাতে বর্ত্তমানা সেই ॥
প্রকাশ না করি গোপবাসকরূপেতে।
অকিঞ্চন থাকিলাম সেই বৈকুণ্ঠেতে ॥
তথা সর্ব্ব বিভূতি—সচ্চিদানন্দাকার।
স্বাধীনা—প্রকাশ হয় নিজেচ্ছানুসার ॥
এপ্রকার বিভূতির অভাবেহ সার—।
বৈভব ঘটয়ে, পুন বৈভবে ত আর—॥
অকিঞ্চনত্ব ঘটয়ে বৈকুণ্ঠে নিশ্চয়।
শ্রীবৈকুণ্ঠস্থানের স্বভাব এই হয় ॥
তথাপিহ পূর্ব্বাভ্যাস যেই মম ছিল।
নিষ্কিঞ্চনরূপে স্থিতি অতি নিরবিল ॥
তার বলে দীনরূপে প্রভুর ভজন।
সদা সুখ নিশ্চিত মানিয়ে সর্বক্ষণ ॥
তবে হৃদে ইহা কৈলুঁ সর্ব্বতো নিশ্চিন্ত —।
স্বকীয় অখিল জন্ম-কর্ম্ম যে বিহিত ॥
তার লভ্য শ্রেষ্ঠফল সম্পূর্ণের সীমা।
পালুঁ প্রভুকৃপাভর হইতে মহিমা—॥
অহো বৈকুণ্ঠে যে সুখ অনুভূয়মান।
কার তুল্য ?—অর্থাৎ নহে কাহারো সমান ॥
অশক্য সে মন-দ্বারা তর্ক করিবারে।
পরমানির্ব্বচনীয় জানিলাম সারে ॥
অহো মহত্তম এই বৈকুণ্ঠাখ্য স্থান।
কীদৃশ ?—অর্থাৎ নাহি যার তুল্যাখ্যান ॥
অহো মহাশ্চর্য্যতর শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর।
কীদৃশ—তেমত তাঁর কৃপাশ্চর্য্যতর ? ॥
তবে ত নিযুক্ত হৈলুঁ প্রভুর কৃপায়।
চামরবীজনরূপ-সমীপসেবায় ॥
নিজ বংশী বাদন করিয়া নিরন্তর।
পাইলাম তাঁহার দর্শনে হর্ষভর ॥
পূর্ব্বাভ্যাসবশে করি কখন কীর্ত্তন।
'হে কৃষ্ণ গোপাল!' বারম্বার অনুক্ষণ ॥

এই প্রভু গোকুলে যে কৈলা আচরণ।
বাল্যলীলাদিক-মহামাহাত্ম্য-দর্শন॥
পরম-উৎকর্ষ-সঙ্কীর্ত্তনরূপে তাঁর।
সাক্ষাৎ করিয়ে গান সদা অনিবার॥
বৈকুণ্ঠনিবাসী যত সেবক হরির।
সেখান হইতে তবে হইলা বাহির॥
বারম্বার হাসি-হাসি স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে।
শিক্ষকের তুল্য তবে আমারে কহয়ে—॥
ব্রহ্মাদি আছেন যত জগতে ঈশ্বর।
তাঁদের ঈশ্বর তিঁহ শ্রীপরমেশ্বর॥
সাক্ষাতে অযোগ্য নাম তিঁহার গ্রহণ।
'হে কৃষ্ণ!' কহিয়া নাহি কর সম্বোধন॥
তথা ব্রজকৃত-বাল্যলীলাদিপ্রকারে।
সঙ্কীর্ত্তন নাহি কর এথা অনুবারে॥
কিন্তু সে অদ্ভুত হৈতে অতীব অদ্ভুত।
অনন্ত মাহাত্ম্য শ্লোকদ্বারা কর স্তুত॥
দুষ্ট-পূতনাদিসব করিতে সংহার।
শিষ্ট-বসুদেবাদির পালন-নিস্তার॥
করিবারে কংসের বঞ্চনা সে মায়ায়।
গোপত্ব স্বীকার প্রভু করিলা লীলায়॥
এই পরমেশ্বরের মায়ার বর্ণন।
ভক্তগণ নাহিক করেন আদরণ॥
যদি কহ—ব্রহ্মবাক্যে আছে ত প্রমাণ।
যথা (ভাঃ ২।৭।৫৩)—
মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি।
ভক্তগণগুরু তিঁহ—ইথে কিবা আন?॥
ইহার উত্তর শুন,—আরম্ভে ভক্তের।
উপযুক্ত হয় তাঁর মায়ার উক্তিয়॥
ভক্তিফলরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈলে প্রাপ্ত।
উপযুক্ত নহে মায়াবর্ণন সম্প্রাপ্ত॥
অতএব সেই মায়াবর্ণনদ্বারায়।
কিম্বা গোকুলাচরিত-সঙ্কীর্ত্তনে তায়॥
প্রভুশ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরে স্তব করা নয়।
এই তত্ত্ব তোমারে কহিল সমুদয়॥
তার মধ্যে কেহ-কেহ কহিলা কথন—।
গোপালন আদি কোনো লীলা তাঁর হন॥
পাঞ্চভৌতিকের যেই হয় ত নির্ম্মাণ।
এই লীলা নহে সেই মায়ার সমান॥
যদি কহ—কণ্টকারণ্যেতে ভ্রমণাদি।
কিবা দুঃখ যাহে লীলা হৈবে অনুবাদী?॥

তাহে শুন—দুর্ব্বোধাচরণ হয় তাঁর।
তাহার কারণ কেবা শক্ত বুঝিবার?॥
তিঁহ ত পরমেশ্বর—জানিহ কথনে॥
অতএব দোষ নাহি মায়ার কীর্ত্তনে॥
কোন কোন মহত্তম মুখ্যসেবিজন।
সেইসকলেরে তবে করি নিবারণ॥
ক্রোধে কহিলেন—অহে! কি অবোধমত।
কহিতেছ তোমরা এ সকল সাম্প্রত?॥
ভক্তবাৎসল্যতাহেতু কৃত লীলাচয়।
মায়াকৃত আর নিরর্থক নাহি হয়॥
যথোক্তং ভগবতা (বৃঃ ভাঃ ২।৪।১৪ টীকা)—
মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্।
মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
সে-সবার সঙ্কীর্ত্তনে মহাগুণ হয়।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের তোষণ সুনিশ্চয়॥
তাহাদের এতাদৃশ বাক্যের শ্রবণে।
প্রথম সিদ্ধান্তে লজ্জা জন্মিল তখনে॥
শেষের সিদ্ধান্তে তৃপ্ত হৈল কিন্তু মন।
অন্তরে না হৈল তৃপ্তি সর্ব্বপ্রকারণ॥
নিজেষ্টদেবতা শ্রীমন্মদনগোপাল-।
চরণপদ্মের অসাধারণ বিশাল॥
রূপ বিনোদ বিহার ক্রীড়া পরিবার।
পরিচ্ছদ করুণা সে বিশেষপ্রকার॥
সেইসব তথা না দেখিয়া মম মন।
দীনমত সেইস্থানে থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
সেইকালে প্রভু সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি
মম মনোদুঃখ সব জানিলা আপনি॥
তবে দেখি বৈকুণ্ঠনাথে নন্দনন্দন।
লক্ষ্মীরে রাধিকারূপা করি আলোকন॥
চন্দ্রাবলীর স্বরূপা ধরারে দেখিয়ে।
তাঁর সব গণে ব্রজবালক হেরিয়ে॥
এপ্রকার দেখিলেহ এই বৃন্দাবনে।
করেন সপরিবার যেন বিহরণে॥
সে প্রকার বৈকুণ্ঠে না করি আলোকন।
খেদযুক্ত মম মন হয় সর্ব্বক্ষণ॥
কখন গোগণে ব্যাপ্ত বৈকুণ্ঠোপবনে।
দেখি গোপালনলীলা করে বিহরণে॥
কখন বা লক্ষ্মী-ধরা-আদির সহিত।
দেখি সিংহাসনে প্রভু পূর্ব্বমত স্থিত॥
স্বপ্রভু শ্রীমদনগোপালদেবাকারে।
কখনো দেখিয়ে তাঁরে সকলপ্রকারে॥

তথাপি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথেরে অনুক্ষণ।
'পরমেশ ক্রিহ' এই বোধের কারণ ॥
আর বৈকুণ্ঠলোকেতে নিজ আগমন-।
স্মরণ-হেতুক জন্মে যেই আদরণ ॥
তদ্‌যুক্ত গৌরবে সেই প্রেম হানি হয়।
তেকারণে মম মন তৃপ্ত কভু নয় ॥
গোপালদেবের কৃপাবিশেষ সন্ধানে।
আলিঙ্গনচুম্বনাদি পাইলুঁ যে ধ্যানে ॥
বৈকুণ্ঠেশ হৈতে তাহা ইচ্ছা করি মনে।
না পাইয়া অবসন্ন হই ক্ষণেক্ষণে ॥
কখন ঈশ্বর যান নিভৃতে বিহিত।
অভ্যন্তরবর্ত্তি-শেষ-আদির সহিত ॥
সেইকালে করেন বৈকুণ্ঠবাসিসব।
প্রভুর দর্শনা ভাবে শোক অনুভব ॥
প্রভুদর্শনাভাবের বৃত্তান্ত যাহারে।
জিজ্ঞাসা করিয়ে অতি-গৌরব-প্রকারে ॥
পরম-রহস্য-ন্যায় করি সঙ্গোপন।
কেহ নাহি কহে ব্যক্ত করি উদ্‌ঘাটন ॥
'আমার প্রভুর গোপনীয় লীলা যেই।
অযোগ্য তার প্রকাশ'—কহে মাত্র এই ॥
কিন্তু সে-লীলা-প্রকাশে বৈকুণ্ঠের বাসে।
না রবে আদর—এইহেতু নাহি ভাষে ॥
যান যেইকালে প্রভু—পুন সে-সময়ে।
হয়েন জগদীশ্বর সে-স্থানে উদয়ে ॥
সূক্ষ্ম হৈতে অতি সূক্ষ্ম সে কাল তথায়।
মর্ত্ত্যলোকে বহুকাল তার মধ্যে যায় ॥
তবে ত তাঁহারে দেখি সন্তাপ নাশয়ে।
হর্ষসিন্ধু বাঢ়ে যেন চন্দ্রের উদয়ে ॥
মনের স্বভাবে জাত বিকলতাচয়।
যত-তত-পরিমাণ উৎপন্ন সে হয় ॥
বৈকুণ্ঠলোকের মহিমার উদ্রেকেতে।
ক্ষয় হয় যেন তমঃ সূর্য্য-উদয়েতে ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হৈতে আপন অশেষ।
প্রাপ্য সিদ্ধ হইলেহ যেমত বিশেষ ॥
নিজ ইষ্ট-অসিদ্ধিতে বিষণ্ণতা হয়।
তেমত যেকালে কভু আমার হৃদয় ॥
পূর্ব্বপূর্ব্বমত ব্যথা পায় সে-সময়।
ইচ্ছার পূর্ণতাভাব রোগ যেই হয় ॥
তাহার উৎপন্নের কারণ বিশেষতঃ।
অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাধিক প্রাপ্য স্থানান্তরঃ ॥
লাভেচ্ছাস্বরূপ সব বুঝিয়া আপনি।
আপন হইতে করি নিরাস তখনি—॥

'অনির্ব্বাচ্য শ্রীবৈকুণ্ঠবাস হৈতে অন্য।
কিছু প্রাপ্য নাহি—ইহা সুনিশ্চিত মন্য ॥
এ সিদ্ধান্তে সন্দেহ না কর অল্প মন।।
অন্য ইহা হৈতে কিবা কর জিজ্ঞাসন? ॥
রে চঞ্চল চিত্ত! তাহে বিচার করিয়া।
এখনো স্বভাব দূরে দেহ তেয়াগিয়া ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে বাস হইতে অপর।
উৎকৃষ্ট নাহিক ফল, এই সর্ব্বোপর ॥
সেইহেতু শতশত করিয়া বিচার।
শ্রেষ্ঠ উপশম প্রাপ্ত হও এইবার ॥'
এইমতে নিজমনে করি প্রবোধন।
বৈকুণ্ঠলোকেতে যেই প্রভুর ভজন ॥
সেহেতু সচ্চিদানন্দময় আপনারে।
করি বিলোকন আপনি সে সাক্ষাৎকারে ॥
আর যে পরম সুখ বিচিত্রপ্রকারে।
তাহাও আপনি করি মন-মধ্যে বারে ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীমদনগোপালদেবে মন।
আকর্ষিত হৈলে যায় বিচার যখন ॥
তখনি বিষণ্ণ মন হয় ত আপনি।
ইহাও হইল ব্যক্ত উক্ত বাক্যে ধ্বনি ॥
এই ত প্রকারে হই উদ্বিগ্ন কখন।
কখন বা হর্ষযুক্ত হয় মম মন ॥
বৈকুণ্ঠে নিবসি একদিন সুনির্জ্জনে।
শ্রীনারদগোস্বামিরে করিলুঁ দর্শনে ॥
মহাপ্রিয় কৃষ্ণের—দয়ালুচূড়ামণি।
কৃষ্ণভক্তিরসসিন্ধু নারদ আপনি ॥
বীণাযুক্ত-হস্তে মম মস্তক স্পর্শিয়া।
কহিতে লাগিলা শুভাশিষে হর্ষ দিয়া—॥
হে গোপনন্দন! কহি শুন দিয়া চিত।
তুমি বৈকুণ্ঠেশ্বরের সদানুগৃহীত ॥
মুখম্লানি-শূন্যদৃষ্টি-শ্বাসাদি-লক্ষণে।
দীনমত শোকী তোমা করিয়ে দর্শনে ॥
শোক আর দুঃখের প্রবেশ এইস্থানে।
কি প্রকারে হয়? কহ তাহার নিদানে ॥
যেহেতু এথায় শোকদুঃখপ্রবেশন।
কাহারো সম্বন্ধে না করিলাম দর্শন ॥
অতএব মম অতি কৌতূহল হবে।
এমত বচন তাঁর শুনি আমি তবে ॥
নির্হেতুক-কৃপাকারী আছে যত জন।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইথে সুহৃচ্ছ্রেষ্ঠ হন ॥
পরমাপ্ত নিজগুরুতুল্য পায়্যা তাঁরে।
নিজ মনঃকথা সব কহিনু বিস্তারে ॥

আমার কথিত এ ত বৃত্তান্ত শুনিলা।
আপনিও তাঁহার অপ্রাপ্তে দীন ছিলা॥
বিশেষত একক্ষণেতে তাহার স্মরণে।
শোকেতে নিশ্বাস কিছু করিয়া ত্যজনে॥
মম শোকবৃদ্ধিভয়ে আপনার শোক।
সম্বরি সকল দিক করিয়া বিলোক॥
গূঢ়-কথা-ব্যক্তিভয়ে পার্শ্বেতে আনিলা।
অল্পস্বরে সকরুণে কহিতে লাগিলা—॥
এই শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হইতে অপর।
প্রাপ্যফল কিছু আর নাহি অন্তর॥
মানিতেছে যেই যুক্তিশ্রেণীর দ্বারায়।
সে সত্য নিশ্চিত—নাহি অন্যথা ইহায়॥
কিন্তু নিজ ইষ্ট শ্রীমন্মদনগোপাল-।
দেবের 'বিনোদ'—লীলাবিশেষ বিশাল॥
ধ্যানে যে মিলিত তাহা সাক্ষাত-দর্শনে।
সর্ব্বথাপ্রকারে ইচ্ছা কর যেই মনে॥
সেই ত বিনোদ কৃষ্ণসুখপ্রদায়ক।
মনোহারী প্রীতি-বিশেষের গোচরক॥
আমাদের সুলভ কখন তাহা নয়।
তাঁহারি নিগূঢ়-মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই হয়॥
কিন্তু প্রাসদ্ধমহিমা যেই ব্রজজন।
তাঁহাদের মত মহাপ্রেমে লভ্য হন॥
প্রপঞ্চ প্রপঞ্চাতীত যত লোকচয়।
তাহাদের উপরেতে কোনো লোক হয়॥
তাহাতে প্রসিদ্ধ সেই লীলা বিরাজিত।
নিজভক্তগণে লোভ দিয়া সুবিহিত॥
অতএব জগদীশবুদ্ধ্যে করি ভক্তি।
বৈকুণ্ঠে আসিয়া তাহা দেখিতে কি শক্তি?
অতি-প্রিয়তম-বুদ্ধ্যে যে প্রেমবিশেষ।
তার সম্পাদনে সেই লোকে সর্ব্বশেষ॥
পাইয়া পরম গোপ্য বিনোদ সে সব।
অনায়াসে হয় সে সাক্ষাৎ অনুভব॥
পরম-ঐশ্বর্য্য-প্রান্ত-সীমা যে নিশ্চিত।
তাহা ভগবানের এ লোকে প্রকাশিত॥
মহা গোপনীয় সুরহস্য লীলা যেই।
এ বৈকুণ্ঠে কিপ্রকারে ব্যক্ত হবে সেই?॥
সকল মনের শোক করিয়া ত্যজন।
শ্রীযুক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠ-নায়কে করি মন॥
নিজ-ইষ্টদেববুদ্ধ্যে করহ দর্শন।
উভয়েতে ভেদ নাহি কর আশ্রয়ন॥
অভেদদর্শনে সুখ মন-তৃপ্তিকর।
অনির্ব্বচনীয় বর্দ্ধমান নিরন্তর॥
পরম মহত্ত—পরিচ্ছেদ নাই যার।
হেন সুখ এখানেও পাইবে বিস্তার॥
তবে শ্রীনারদের উক্তির পটুতায়।
মনেতে আশ্বাসমত পাইলাম তায়॥
বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মহারত্ন প্রকাশেন।
অশেষ-সংশয়-উপদ্রব বিনাশেন॥
মানস করিয়া কোনো সিদ্ধান্তনিচয়।
যেসকল নিজ বুদ্ধিগোচর আছয়॥
বৈষ্ণববৃন্দের প্রিয় সে-সব শুনিতে।
শ্রবণ-ইন্দ্রিয় হঠে করিল প্রেরিতে॥
ইচ্ছিলাম নারদের মুখে শুনিবারে।
অন্যথা শ্রবণ-সুখ না হয় প্রচারে॥
তাঁহার গৌরব-হেতু লজ্জার কারণে।
নাহি পারি তাঁরে সেইসব জিজ্ঞাসনে॥
সর্ব্বজ্ঞের শ্রেষ্ঠ সেই ভাগবতোত্তম।
অভিপ্রায়ে জানিলেন সব মনোগম॥
আপন জিহ্বার—কর্ণদ্বয়ের আমার।
সুখ-হেতু মম হৃদিস্থিত যেই সার॥
সকল সিদ্ধান্তে ব্যক্ত সংক্ষেপের দ্বারে।
শ্রীনারদমুনি লাগিলেন কহিবারে—॥
গো-ঘোটক-গজ-আদি যত পশুগণ।
পারাবত-কোকিলাদি পক্ষিয়ে গণন॥
মন্দার-কুন্দাদি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ।
কীট-আদি এ বৈকুণ্ঠে যে দেখ নয়ন॥
তমোযোনিগত—পৃথিবীতে জাত-মত।
না মানহ এসকলে, শুনহ সম্মত—॥
এসব সচ্চিদানন্দরূপ সুনিশ্চয়।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ইহারা পার্ষদ হয়॥
বিচিত্র সেবাতে হর্ষ দিবার কারণে।
পশু-পক্ষি-আদি রূপ করেন ধারণে॥
এই ভগবানের যে রূপ যে আকার।
যে যে বর্ণ নিজপ্রিয়তম-হেতু সার॥
ভাবনা করিয়া যেই যেই ভক্তগণ।
বৈকুণ্ঠনাথের করিয়াছেন ভজন॥
ইহাঁর তাদৃশাকার বর্ণ-স্বরূপতা।
পাইয়াছে নানাবিধ শোভা-আকারতা॥
শ্রীল-রঘুনাথাদির ভজন করিল।
তাঁদের সারূপ্য-প্রাপ্তে মনুষ্য হইল॥
শ্রীকপিলদেবাদির যে ভক্তি করিল।
মুনিরূপ সারূপ্য বৈকুণ্ঠ সে পাইল॥
মন্বন্তরাবতার শ্রীবিভু সত্যসেন।
তাঁদের সারূপ্যে হৈল দেবাকার যেন॥

বায়ু-বহ্নি-আদি ঈশ্বরের অবতার ॥
ইহা জানি যেইজন করয়ে ভজন।
তাঁদের সারূপ্যে সেই সেই-মূর্ত্তি হন ॥
মহাপুরুষবিগ্রহ প্রথমাবতার।
তাঁহার সারূপ্যপ্রাপ্তে হয় তদাকার ॥
অর্থাৎ সহস্রবাহু সহস্রচরণ।
সহস্র-মস্তক-নেত্রযুক্ত-দেহ হন ॥
চতুর্ভুজাদির সাদৃশ্যেতে সে আকার।
সমুচিতমত ধরে বেশ অলঙ্কার ॥
যদি কহ—'প্রভুর যে নহে অবতার।
কারে কেন দেখি কপি-দৈত্যাদি-আকার ? ॥'
তাহে শুন—যে যে জন সংসারের শেষে।
যে যে রস ভাব-বেশ-আকারবিশেষে ॥
সেবি কৃষ্ণপাদপদ্ম বৈকুণ্ঠে আইল।
প্রভুর প্রিয় সে সব রসাদি হইল ॥
শ্রীযুক্ত সে রসাদিক সেইসব জনে।
কৃষ্ণপ্রিয়-হেতু হয় প্রকৃষ্ট রোচনে ॥
অতএব নিজনিজ অন্ত-দেহ-স্থিত।
দেহাদির করে অনুকরণ বিহিত ॥
নিরন্তর সেই-সেইমত দৃষ্ট হয়।
ইথে এই সিদ্ধান্ত জানিহ সুনিশ্চয় ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ ঈশ্বরে তাহারা।
যুক্ত হৈয়া নিজপ্রিয়-বেশাদি-আকারা ॥
আপন উপাস্যদেবতার তুল্যরূপ।
দেখে মনোহর নব দেবাদিস্বরূপ ॥
পূর্ব্বের চরম-দেহমত নবনব।
অসীম ভজনানন্দ প্রাপ্ত হয় সব ॥
এই বৈকুণ্ঠেতে এক্ষণেতে বিশেষত।
কোন কোন বিশেষে ত পায় অধিকত ॥
যারা ইষ্টদেবে পূর্ব্বকার উপাসিতে।
আত্মমনোরম অসাধারণ বিদিতে ॥
সর্ব্বপরিবারে যুক্ত দেখি প্রভুবরে।
পূর্ব্বমত ইচ্ছয়ে সেবিতে নিরন্তরে ॥
তাহারা প্রভুতে যে অত্যন্ত নিষ্ঠা হয়।
তাহারা চরমসীমাপ্রাপ্ত মহাশয় ॥
নিজনিজ উপাস্য যে প্রভু আছিলেন।
যেই যেই ধামে তিঁহ বাস করিলেন ॥
একরূপ প্রীতে যার নিষ্ঠা নাহি হয়।
বিশেষ আকার আদ্যে আগ্রহ না রয় ॥
অর্থাৎ প্রভুর সব-অবতার-রূপে।
সে-সবার মধ্যে এক কোন বা স্বরূপে ॥
উপাসনা করিলে তাহার প্রাপ্তি হয়।
এই বিবেচনা করি মনেতে নিশ্চয় ॥
এক দুই তিন কিম্বা বহুরূপ তাঁর।
সেবা করে যেইসব হৈয়া নিষ্ঠাচার ॥
আর যারা শ্রীলক্ষ্মীপতির মন্ত্রবর।
অষ্টাক্ষর পঞ্চাক্ষর দ্বাদশ-অক্ষর ॥
উপাসনা করে—তারা-সবে দেহশেষে।
এই বৈকুণ্ঠ আশ্রয় করয়ে বিশেষে ॥
যথা-অভিলাষ সুখ পায় তারাসব।
পূর্ব্ব হৈতে অধিক অধিক সবিভব ॥
তাহাদের নিজনিজ অনৈক্য রসের।
শ্রবণকীর্ত্তনাদিক ভাগবিশেষের ॥
তাহাতে আছয়ে তারতম্য পরস্পর।
তাহাতেও নিজনিজ-রস-অনুসর ॥
সে রসজাতীয় সুখ সবার যথেষ্ট।
লাভ হয়, তাহে সবে তুল্য সবে শ্রেষ্ঠ ॥
যেমন ধরার আলম্বন-রত্নরূপ—।
নরনারায়ণ, আর দত্তের স্বরূপ ॥
জামদগ্নি-কপিলাদি কৌতুকেতে আর।
ইলাবৃতে সঙ্কর্ষণ-আদি অবতার ॥
ক্ষেত্রপুরে জগন্নাথ আদি যত স্থিত।
প্রতিমাস্বরূপ সব ইঁহারা নিশ্চিত ॥
স্বর্গলোকাদিতে বর্ত্তমান যে তখনে।
বিষ্ণু-যজ্ঞেশ্বর-আদি করিলে দর্শনে ॥
এক মহামীন যুগান্তে অবতরিলা।
মহাপ্রলয়সাগরে বেদ উদ্ধারিলা ॥
অন্য মায়িক-অকাণ্ডপ্রলয়-সাগরে।
সত্যব্রতে কৃপা-হেতু অবতার করে ॥
এক কূর্ম্ম সমুদ্রেতে অমৃতমন্থনে।
মন্দরপর্ব্বত পৃষ্ঠে করিলা ধারণে ॥
অন্য কূর্ম্ম সদা ক্ষিতি বহেন অশ্রমে।
এমত বরাহ এক সৃষ্টির প্রথমে ॥
ব্রহ্মার নাসিকা হৈতে হৈয়া আবির্ভূত।
পৃথিবী উদ্ধারি জলে হন অন্তর্ভূত ॥

অন্য বরাহ অকাণ্ড-প্রলয়-সাগরে।
নিমগ্না পৃথ্বীর উদ্ধারণ করিবারে॥
আবির্ভূত হৈয়া হিরণ্যাক্ষে ক্ষয় করি।
আপনার লোকে গত হয়েন শ্রীহরি॥
অন্য কূর্ম্ম যজ্ঞাঙ্গ—যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তিলা।
ধরণীর প্রতি তিঁহ পুরাণ কহিলা॥
যোগধারণার্থে হইলেন অন্তর্দ্ধান।
অন্য কূর্ম্ম পৃথিবীরে করিতে সমান॥
অবতীর্ণ হৈয়া নিজ দন্তের আঘাতে।
চূর্ণ করিলেন যত পর্ব্বত পশ্চাতে॥
বরাহরূপধারিণী ধরার সহিত।
পুত্র জন্মাইলা করি রমণ বিহিত॥
পশ্চাৎ নৃসিংহদেহে লীন সে হইলা।
অন্য কূর্ম্ম পৃথিবীরে নিম্নেতে ধরিলা॥
নৃসিংহদেবেরো মাহচক্র-প্রমথন।
আর হিরণ্যকশিপু-দেহবিদারণ॥
মার্জ্জার-আকার-ধরণাদি বহুরূপ।
বৃহৎ-সহস্রনামাখ্যে প্রসিদ্ধ স্বরূপ॥
করিবারে ধুন্ধু আর বলির ছলন।
বারদ্বয় অবতীর্ণ হইলা বামন॥
হয়গ্রীব হংসদেব এমতপ্রকার।
অবতীর্ণ হইলেন দুই-দুই বার॥
এইমত হয়েন অনেক অবতারে।
তাঁহাদের প্রত্যেকেতে ভেদ চেষ্টাদ্বারে॥
তাঁহারাসকলে শ্রীসচ্চিদানন্দঘন।
নানা হইয়াও একরূপ সদা হন॥
যেমত যথার্থ জীব একবস্তু হয়।
অবিদ্যা-উপাধি-ভেদে নানাত্ব দর্শয়॥
অথবা মায়িক দেহ বিদ্যমান যত।
নানা হৈয়া জীবরূপে ব্রহ্ম সবে গত॥
তেমত ভগবদ্রূপসবার নিশ্চয়।
নানাত্ব মায়িক কভু না কর প্রত্যয়॥
কিন্তু ভগবানের সে চিদ্বিলাসময়ী
শক্তি দ্বারা প্রকটিত নানা রূপ হয়॥
নানাবিধ উপাসক যতেক আছয়।
তাহাদের ভাবসব নানাবিধ হয়॥
সেই ভাবে দর্শনের উৎকণ্ঠা জন্ময়ে।
সেকালে সে-রূপে প্রভু আবির্ভাব হয়ে॥
অতএব যত অবতার—নিত্য সবে।
মায়া-সম্বন্ধ-রহিত সুসত্য-বৈভবে॥
এইহেতু বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভেদন্যায়।
সব অবতারের নানাত্ব নাহি ভায়॥

জলে আর দর্পণাদ্যে রবির যেমত।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব হয়—সে মায়া সম্মত॥
তেমত নহেন, কিন্তু গগনেতে স্থিত।
এক সূর্য্যদেব যেন হয়েন উদিত॥
নিজনিজ স্থানে সর্ব্ব উপাসকগণ।
কেহ ভাবমত দেখে সূর্য্য তেজোঘন॥
কেহ দেখে চতুর্ভুজ-রক্তবর্ণ-রূপ।
কেহ দুইবাহুপদ দেখয়ে স্বরূপ॥
সেইমত নানামত দেখে ভক্তজন।
না হয় মায়িক—নিত্য সত্য সর্ব্বক্ষণ॥
যদ্যপিহ সবার পৃথক্ জ্ঞান হয়।
সুখও পৃথক্ অনুভবে ত নিশ্চয়॥
তথাপি যেহেতু জ্ঞানসুখ ব্রহ্মরূপ।
সেহেতু দুইর ঐক্য সুসিদ্ধ স্বরূপ॥
এই উক্তপ্রকারেতে নানাদেশ-স্থানে।
স্বপ্নমনোরথাদিতে হয় দৃশ্যমানে॥
শ্রীকৃষ্ণ-রূপের আর তাঁহার স্থানের।
আর শেষ-গরুড়াদি পার্ষদগণের॥
হইয়াও এক এ সে অনেকত্বময়।
সবার সত্যত্ব সদা সুসঙ্গত হয়॥
শ্রীকৃষ্ণের এক রূপ করিলে তোষিত।
তুষ্ট হয় সব রূপ তাঁর সুনিশ্চিত॥
একের ভজনে সকলের প্রীতি হয়।
পরস্পর পীতি ভক্তগণেরো জন্ময়॥
এক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই সেই স্থানে।
নারদাদি স্বভক্তের করি হর্ষদানে॥
নরনারায়ণ-আদি-রূপেতে বৈসেন।
নিজভক্তগণেরে কৃপায় দেখা দেন॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সখা-শিশু-বৎসগণ।
ব্রহ্মা যবে করিলেন সকল হরণ॥
শিশু-বৎস-রূপ সব শ্রীকৃষ্ণ তখন।
গোপ্যাদির হর্ষ-হেতু করিল ধারণ॥
বর্ষান্তে আসিয়া পুন ব্রহ্মা মহাশয়।
দুইস্থানে শিশু বৎস দেখি সবিস্ময়
ক্ষণপরে সেই বৎস-বালাদিসকলে।
দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের রূপ অবিকলে॥
মহিষীবিবাহকালে আমি দ্বারকায়।
ভ্রমণ করিয়া সব মন্দিরে তথায়॥
এককালে কৃষ্ণ ষোলসহস্র হইয়া।
করেন বিবাহ সব কন্যারে লইয়া॥
দেখিলাম সমুদায় সত্য সেইসব।
মায়ার প্রপঞ্চ তাহা নহে অনুভব

সৌভরী-আদির শক্তি তাদৃশ সে হয়।
পরমেশ্বরেতে ইহা নহে ত বিস্ময় ॥
পারমেশ্বরী সে শক্তি অদ্ভুতা নিশ্চয়।
তদীয়গণেরো দুর্বিতর্ক্যা সদা হয় ॥
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সে একান্ত-ভক্তগণে।
গোপনীয় নাহি কিছু—করে প্রকাশনে ॥
শ্রীরাধাপ্রভৃতি রুক্মিণ্যাদি কিবা হয়।
পত্নীসহস্রের দত্ত যেই দ্রব্যচয় ॥
এক কৃষ্ণ যেইকালে করেন ভোজন।
তাঁহার সকলে তবে করেন দর্শন—॥
'মম দত্ত দ্রব্য অগ্রে করিয়া গ্রহণ।
ভোজন করেন প্রভু—অদ্ভুত করণ ॥'
কভু কোন জীবে তাঁর শক্তির প্রবেশে।
আবেশাবতার হয় তেমত বিশেষে ॥
এসব নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী-প্রকটন।
শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রায় সুব্যক্ত সে হন ॥
পরমাবতারী তিঁহ জানো দৃঢ়তর।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট-মহিমাবশেষ নিরন্তর ॥
যাদৃশ শ্রীযুক্ত প্রভু কৃষ্ণ ভগবান্।
মহালক্ষ্মীও হয়েন তাদৃশ ব্যাখ্যান ॥
বৈকুণ্ঠেশ্বরের বিষ্ণু-আদি অবতার।
মহত্তম-হেতু 'মহাবিষ্ণু' সংজ্ঞা তার ॥
তেমত লক্ষ্মীর 'মহালক্ষ্মী'-আদি নাম।
বৈকুণ্ঠেশ্বরের নিত্যপ্রিয়া অভিরাম ॥
নিবিড়-সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তাঁহার।
প্রভুর সে বক্ষঃস্থলে বাস অনিবার ॥
স্বর্গাদিতে বামন-আদির সন্নিধানে।
অপর যে লক্ষ্মীসব—সেই সেই স্থানে ॥
তাঁহারাও হন এ-লক্ষ্মীর অবতার।
যেন নানা অবতার কৃষ্ণের প্রচার ॥
মীন-কূর্ম্মাদিক যতযত অবতার।
তাঁহার সদৃশ সব অভিন্নপ্রকার ॥
কিন্তু ভগবত্তাপ্রকটনে তারতম্যে।
তারতম্য হয় সব অবতারে গম্যে ॥
সেইমত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অবতার।
তারতম্য ঐশ্বর্য্যপ্রকাশেতে বিস্তার ॥
কিন্তু মুক্ত-ভক্তাদির উপেক্ষা যে হয়।
তাহার বৃত্তান্ত শুন—ন্যূনতা সে নয় ॥
মহালক্ষ্মীর সকল মূর্ত্তির ভিতরে।
অণিমাদি মহাসিদ্ধি বর্ত্তে যাঁর পরে ॥
বহুবিধ সব সম্পদের অধীশ্বরী।
ঐশ্বর্য্যদায়িনী তিনি অধিষ্ঠাত্রী পরি ॥

মুক্তির ইচ্ছুক, মুক্ত, ভক্তগণ আর।
উপেক্ষা করেন সেই লক্ষ্মীর সুসার ॥
যে চঞ্চলা লক্ষ্মী হৈতে সর্ব্বত্র ত প্রায়।
নবভক্তগণে কৃষ্ণপ্রিয়তাধিকায় ॥
দুর্ব্বাসার শাপাদির ছলে ইতস্ততঃ।
তিরোভাব আবির্ভাব তাঁহারি হয় ত ॥
কিন্তু মহালক্ষ্মীর তিঁহ সে অবতার।
প্রভুর গৃহীতা—বক্ষঃস্থলে বাস তাঁর ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা মহালক্ষ্মীদেবী।
সদা তাঁর বক্ষঃস্থলে বাস পদসেবী ॥
অতি স্থিরতরা ভগবানের সমান।
তাঁরে আরাধয়ে ভক্তগণে সদা জান ॥
কোনপ্রকারেতে কদাচিত সে তাঁহার।
উপেক্ষা সম্ভব নহে—কহিলাম সার ॥
ধরণীও এইরূপ জান বিশেষিয়া।
অন্যা সরস্বতী-আদি শ্রীপ্রভুর প্রিয়া ॥
সচ্চিদানন্দবিগ্রহা নিত্যপার্শ্বস্থিতা।
প্রভুর শক্তি সেরূপ জানিহ নিশ্চিতা ॥
মহাবিভূতি-শব্দেতে যোগ-শব্দে আর।
কোনস্থলে যোগমায়া-শব্দেতে প্রচার ॥
প্রকৃতি-শক্তি-শব্দপ্রভৃতিতে যাহারে।
বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে কহে ব্যক্তদ্বারে ॥
নিবিড়-সচ্চিদানন্দ বিলাস-বৈভব।
যাঁর আত্মা তিঁহ নিত্যা সত্যা সবিভব ॥
অনাদ্যা অনন্তা নিজস্বরূপেতে রহে।
যাঁর শক্তি সব কহিবারে শক্য নহে ॥
প্রভুর ভজনানন্দ-বৈচিত্র্যগণন।
তার মাধুর্য্যের আবির্ভাবয়িত্রী হন ॥
নানাবিধ বিশেষ প্রভুর প্রকাশেন।
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-একত্বাদি বিশেষেণ ॥
ভক্ত আর ভক্তির শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের।
আর ভগবানের আচরণসবের ॥
অনির্বচনীয় বিশেষের বিচিত্রতা।
যাঁর শক্তি হৈতে হয় নিত্য সম্পন্নতা ॥
শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চেষ্টা অনির্বচনীয়া।
বিশুদ্ধভক্তিবিশিষ্ট ভক্তের জানীয়া ॥
নীরস-শুষ্ক-জ্ঞান-মিশ্রিত মনেরে।
তর্কিবারে শক্তি নাহি সে চেষ্টাগণেরে ॥
পরাপরশক্তিদ্বয়মধ্যে পরা শক্তি।
মহালক্ষ্মীদেবী হন পুরাণাদ্যে ব্যক্তি ॥

তথাচ বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদস্তুতৌ (১।১৯।৭৬)—

সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর।
যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চ বিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীঃ পরাম্। ইতি

'অপরা' মায়াখ্যা জড়রূপা শক্তি হয়।
'পরা' শক্তি মহালক্ষ্মীদেবী শাস্ত্রে কয়॥
স্বাভাবিকী শক্তি সেই প্রভুর সে হয়।
পৌরাণিকগণে তাঁরে 'প্রকৃতি'ও কয়॥
ভক্তি-ভক্ত ভজনীয়-ভেদের কারণ।
সে পরাখ্যশক্তির অনেক অংশ হন॥
মায়া শক্তি প্রতিচ্ছায়ারূপা সে তাঁহারি।
সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী সুপ্রচারি॥
মিথ্যাপ্রপঞ্চকার্য্যকারণের জননী।
মিথ্যাভ্রান্তি-তমোময়ী মায়া সে আপনি॥
'এইমত এই মায়া' নির্দ্দেশ না হয়।
অনিত্যা—যেহেতু জ্ঞানোদয়ে পায় লয়॥
চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা হেতু 'আভা' তিনি।
জীবসকলের সদা সংসারকারিণী।
ইহ অষ্টাবরণের অধিকারিণী।
মূর্ত্তিমতী সতী প্রকৃতি হয়েন তিনি॥
কার্য্যরূপ বিকারের অপ্রাপ্তি তাঁহায়।
এইহেতু 'প্রকৃতি' তাঁহারে কহা যায়॥
যেই মায়া অতিক্রম করিলে নিশ্চিত।
মুক্তি আর ভক্তি সিদ্ধ হয় সুবিদিত॥
তিঁহ এই বিশ্বেরে করেন উৎপাদিত।
মিথ্যা ইন্দ্রজালে যেন দ্রব্যাদি দর্শিত॥
সামর্থ্যের দ্বারা যেই বস্তু উপজয়।
তাহারেও চিরস্থায়ী সত্য দৃষ্ট হয়॥
কর্দ্দমের তপোযোগে কামগ বিমান।
সৌভরির দিব্য অট্টালিকাদিনির্ম্মাণ॥
ইচ্ছামতে উপভোগ করেন তাঁহারা।
সেইসব নিত্যসত্য দেখি দৃষ্টিদ্বারা॥
জীবের তপেতে কৃত স্থির সত্য রয়।
পরমেশ্বরের কৃতে কি আছে বিস্ময় ?॥
নিঃশেষ-সৎকল্প-ফলদাতা যে অব্যয়।
যোগীশ্বরগণ যাঁর পাদাব্জ পূজয়॥
এমত কৃষ্ণের চিদ্বিলাস মহাশক্তি।
তাহাদ্বারা জন্মে যেই দ্রব্যসবব্যক্তি॥
তারা সেই শক্তিন্যায় কিম্বা কৃষ্ণন্যায়।
পরং নিত্য পরং সত্য হয় সমুদায়॥

এইমতে প্রসঙ্গের কথা সমাপিয়া।
'কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্' শুন বিবরিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ সর্ব্ব-অবতারী।
স্বয়ং ভগবান, আর অবতার তাঁরি॥
অতএব যতেক আছেন অবতার।
সবে কৃষ্ণতুল্য নিত্য সত্য জানো সার॥
অভিন্ন হৈলেও সিদ্ধ পরমোৎকর্ষতা।
অবতারি-হেতু শ্রীকৃষ্ণের সে নিত্যতা॥
স্বয়ং অবতার সুষ্মরূপে দেহে রয়।
সর্ব্বাবতারের বীজ এক কৃষ্ণ হয়॥
বিবিধ মহত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠানন্দাখ্যান।
জয়তি গোলোকনাথ কৃষ্ণ ভগবান্॥
যদি কহ 'শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
অবতারী' এই কথা করিয়ে শ্রবণ॥
তাঁহা হৈতে কৃষ্ণের মহিমাধিকতর।
কেমতে ত হয় ? তার শুনহ উত্তর—॥
নারায়ণ হইতেও অবতারভাবে।
মনোহর মধুর মাহাত্ম্য অনুধাবে॥
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিদ্বারা আর্দ্র যে হৃদয়।
সেই জানিবারে—পরে অজ্ঞেয় নয়॥
নিরন্তর ব্যক্ত হয় যে মাহাত্ম্য অতি।
তাহাতে বহু বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণো জয়তি॥
নরনারায়ণ-আদি অবতারগণ।
অবতারী—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ॥
কৃষ্ণচন্দ্র অবতার এবং অবতারী।
অবতারে বিবিধ লীলামাধুর্য্য তাঁরি॥
অবতারিরূপে পরমৈশ্বর্য্যপ্রকার।
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ, কি কহিব আর॥
সে সব অবতারের সেবক যেসব।
নিজ নিজ প্রিয় সেবারস অনুভব॥
পরম মহত সুখ তাথে লাভ হয়।
ভাবমত রস-জাতি হর্ষ উপজয়॥
উপাসনামত ফল দেন মহাশয়॥
নিজসাধ্যলাভেতে অপরিতোষ নয়॥
বিচিত্র লীলাবিভব শ্রীকৃষ্ণের হয়।
কোটিসমুদ্র হইতে গহন আশয়॥
বিচিত্র রুচিদায়ক তাঁর লীলা সবে।
তাহা বুঝিবারে শক্ত কোন্ জন হবে ?॥
যদি কহ—ভক্তে সুখতারতম্যতায়।
পরম দয়ালুতা কিরূপে সিদ্ধ পায় ?॥
তাথে শুন—ফল দেন রুচি-অনুসারে।
ইথে কৃপার মহিমা পরম বিস্তারে॥

সুখগত-তারতম্য হইলেও স্থিত।
নিজস্বভাবেতে স্পর্দ্ধাআদি-বিরহিত॥
ভক্তির স্বভাবে পরস্পর প্রীতি রয়।
সেবাসুখ-অন্ত্যসীমা যথারুচি পায়॥
যদি কহ—ন্যূন সুখে পূর্ণবুদ্ধি পায়।
অজ্ঞানের হেতু ঘটে?—শুন কহি তায়॥
বিষয়লম্পট যেই সংসারিকচয়—।
তুচ্ছ বিষয়ের সুখে বহুমতি হয়॥
কিবা সন্ন্যাসিগণ স্বরূপ-মাত্রজ্ঞানে।
মোক্ষপ্রাপ্তে তুচ্ছ সুখ হয় ত বিধানে॥
তেমত সচ্চিদানন্দ-ঘন ভক্তগণ।
ন্যূনসুখে পূর্ণবুদ্ধি না করে মনন॥
ন্যূনসুখপ্রাপ্তিও না হয় কদাচনে।
যেহেতু আনন্দঘন সেই ভক্তগণে॥
স্ব স্ব-সেবা-অনুসারে রস-সজাতীয়।
নানা সুখাপেক্ষা তারতম্য হয় স্বীয়॥
শ্রবণকীর্ত্তনাদিক ভক্তির প্রকার।
পাদসংবাহন কেশসংস্কার সেবার॥
স্বস্ব-রুচি-অনুসারে সাধন করয়।
সিদ্ধিপ্রাপ্তে সুখলাভে তারতম্য হয়॥
বৈকুণ্ঠনিবাসী শেষ গরুড় প্রভৃতি।
হয়েন নিত্য পার্ষদ সেবক প্রকৃতি॥
জয়-বিজয়ব্রতাদিক সাধিয়া।
বৈকুণ্ঠে আইল কৃষ্ণকৃপা ত পাইয়া॥
নিত্য আর আধুনিক এ দুইপ্রকার।
পার্ষদগণের ভজনানন্দ-বিস্তার॥
সম হইলেও স্বল্প ভেদ আছে তায়।
বাহ্য অম্বরীষ—দূরস্থ পার্শ্বস্থতায়॥
কারো মতে থাকুক বা 'সেবাদির ভেদে
ফলভেদ' তথাপি অত্যন্ত নাহি ছেদে॥
প্রভু যবে করেন ভূতলে অবতার।
নিত্যপার্ষদের গণ যায় সঙ্গে তাঁর॥
এমতে সাধন করি পার্ষদ যে হয়।
সেই সব আধুনিকসহ ভেদ রয়॥
শেষগরুড়াদি যে নিত্যপার্ষদগণ।
যদ্যপিও প্রভুসহ সম তাঁরা হন॥
স্বভাবত নিত্যা সত্যা সেব্যতা প্রভুর।
শেষাদির সেবকতা তেমত প্রচুর।
নিবিড়সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্।
হইলেও শেষাদিক তাঁহার সমান॥
ভজনানন্দমাধুর্য্য বিদ্যা আকর্ষক।
অনির্ব্বচনীয় কৃষ্ণে বশ্যত্বকারক॥

তাতে অতর্ক্য নানা মাধুর্য্যের সাগরে।
কৃষ্ণপাদাব্জে ঘটে দাসত্ব নিরন্তরে॥
সচ্চিদানন্দঘন অশেষ অবতার।
নারায়ণ-আদি যত সহিত তাঁহার॥
শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ দেবের সমতা।
থাকিলেও মাধুর্য্য মহত্ত্বে বিশেষতা॥
অবতারিত্ব শ্রীকৃষ্ণদেবের যে হয়।
অবতারগণ হৈতে শ্রেষ্ঠ খ্যাত রয়॥
অতএব সে সবার যে পার্ষদয়ে।
তাহা হৈতে ভগবত্তা বিধেয় নিশ্চয়॥
মধুর মধুর সৌন্দর্য্যাদির কারণ।
ঘটয়ে মহাবিশেষ তাহে সর্ব্বক্ষণ॥
অন্তেতে কহয়ে—শ্রীল কৃষ্ণ ভগবান্।
শোভন সচ্চিদানন্দঘনদেহাখ্যান॥
তিঁহ পরং ব্রহ্ম, আর পার্ষদ তাঁহার।
ব্রহ্মস্বরূপ সকলে—বিমুক্ত সুসার॥
ভক্তিরূপ আনন্দবিশেষের কারণ।
লীলাতে বিগ্রহ তাঁরা করেন ধারণ॥
চিদ্বিলাসস্বরূপা প্রভুর শক্তি যিঁহ।
বিগ্রহধারণপ্রতি কারণ সে তিঁহ॥
কহে গোপকুমার—করিয়া এ শ্রবণ।
পুনঃ শ্রীনারদে করিলাম জিজ্ঞাসন—॥
ওহে ভগবান্ শ্রীনারদ! ধরাতলে।
শ্রীমহাপ্রভুর যত প্রতিমা অচলে॥
সকল সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি হন।
নীলাচলনাথ পুরুষোত্তম যেমন?॥
আপনি কহিলে—'এক শ্রীল ভগবান্।
নিবিড়সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিধান॥
জগন্নাথদেব কিবা কৃষ্ণদেব আর!
নীলাচল-বর্য-পুরী-আদিতে প্রচার॥
নিজভক্তজনপ্রতি অনুগ্রহ করি।
লীলায় আছেন সেই সেই রূপ ধরি॥'
উদাসীন হৈয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম-যোগাদিতে।
কিবা দোষ সেইসব প্রতিমা পূজিতে?॥
বরং কোনপ্রকারেতে করিলে পূজনে।
মহালাভ হয়—এই বোধ মম মনে॥
একস্থানে অশেষ ত ভক্তির প্রকারে।
সিদ্ধি হয়—এই গুণ বুঝিয়ে বিচারে॥
যদি লাভমাত্রে হয়—তবে কি কারণে।
পুরাণসকলে শুনি সেসব-বচনে?॥

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪৭)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ইতি ॥

(ভাঃ ৩।২৯।২২)—

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥
ইত্যাদি

এইসব উক্তি নাহি হয় অপ্রমাণ।
মহতের মুখ হৈতে নির্গত আখ্যান ॥
শ্বেতদ্বীপাদিতে সঙ্কর্ষন-আদি করি।
ভারতবর্ষেও রঙ্গনাথ-আদি হরি ॥
যদ্যপি তাঁদের পূজা করিবে শ্রদ্ধায়।
তাহাতে বিমতি নাহি আছে অভিপ্রায় ॥
তথাপি পূর্ব্বের উক্ত সকল বচনে।
'প্রতিমাপূজন' শব্দ আছয়ে শ্রবণে ॥
তাঁহারাও লীলাহেতু প্রতিমাসমান।
প্রতিমাবর্গের মধ্যে হয় অনুমান ॥
তাঁহাদের পূজনেও হয় ত সংশয়।
এহেতু সামান্য প্রশ্ন করিলুঁ নিশ্চয় ॥
আমার কথিত এইসব বাক্য শুনি।
প্রভুর পূজার পথে আদিগুরু মুনি ॥
পরমানন্দেতে উঠি করি আলিঙ্গন।
কহিতে লাগিলা এই উত্তর তখন— ॥
আছেন প্রতিমা যত ক্ষেত্র-আদি স্থানে।
কহিলাম 'সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের সমানে' ॥
তাঁহাদের পূজনের মাহাত্ম্য তাবত।
সুদূরেতে থাকুক কি কব বিশেষত ॥
পুরাতনা কিম্বা সংপ্রতিক-প্রকাশিত।
প্রভুর প্রতিমা যেবা আপন-নির্ম্মিত ॥
'স্বয়ং ভগবান্ ইঁহ' এই বুদ্ধি করি।
স্বধর্ম্মপ্রভৃতিতে আসক্তি পরিহরি ॥
যে-জন পূজয়ে তার ধর্ম্মত্যাগাদিতে।
পাতিত্যাদি দোষ নাহি হয় কদাচিতে ॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৪।১৮৭ টীকা)—

মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্যদি।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যোমহর্ষয়ঃ ॥ ইতি

ভক্তিতে প্রবৃত্ত যেই যেই জন হয়।
তাহাদের কর্ম্মে অধিকার নাহি রয় ॥
ভক্তিসাধনেতে প্রবৃত্তের পূর্ব্বকাল।
কর্ম্মের পর্য্যন্ত সেই জানিহ এ ভাল ॥

কৃষ্ণপ্রতিমাপূজনে মহাগুণ হয় ॥
সেই সে উত্তম ভক্তি ভক্তসব কয় ॥
ভক্তিশব্দের মুখ্যার্থ 'সেবা'—শাস্ত্রে গায়।
অশেষ-ভক্তিপ্রকার অনুবৃত্তি তায় ॥
যেই ভক্তি পরম মহত ফল মত।
চতুর্ব্বর্গ হইতে অধিক বিশেসত ॥
অন্তর্যামিরূপে কৃষ্ণ আছেন ইহায়।
এইজ্ঞানে তৃণে যদি করে মাননায় ॥
আর কৃষ্ণনামাভাস একবার কয়।
কিম্বা শুনে, তাদের সর্ব্বার্থপ্রাপ্তি হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যেই প্রতিমা আকার।
আবাহন আদি মন্ত্রে কৃত সংস্কার ॥
কৃষ্ণসমাকারহেতু স্মারক তাঁহার।
শ্রবণাদি-নববিধ-ভক্তিপদ সার ॥
সেবনে সর্ব্বাঙ্গ ভক্তি সিদ্ধ সমবায়।
তাহাতে সে দোষাদির বিচার কোথায় ? ॥
যদি কহ—বৈষ্ণবাপরাধে পূজাফল।
নাহি পায় ? শুন তার উত্তর নিশ্চল— ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা পূজা করে যেইসবে।
কভু বৈষ্ণবেতে অনাদর না সম্ভবে।
যেহেতুক ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ।
বৈষ্ণবের সহ প্রীতি হয় উপজন ॥
কৃষ্ণপ্রতিমাপূজনে আসক্তিকারণ।
যদি অনাদর কভু হয় ত ঘটন ॥
বৈষ্ণব সে অপরাধ না করি গ্রহণ।
পূজায় আসক্তিহেতু করেন শ্লাঘন ॥
যদি কহ—দোষশ্রুতি যেসব বচনে।
কোন্-বিষয়ক তাহা ? শুন সে কথনে— ॥
'হরির প্রতিমা এই স্বয়ং হরি নয়।'
এইরূপ ভেদদৃষ্টে যেসব পূজয় ॥
কিম্বা শৈল-দারু-লোহ-আদির নির্ম্মিত।
এই বুদ্ধে যেইসব পূজয়ে নিশ্চিত ॥
কৃষ্ণভক্তগণে সংমানন না করয়।
প্রাণিসকলের অবমানকর্ত্তা হয় ॥
পূজাগর্ব্বে স্বধর্ম্মাদি করিয়া ত্যজন।
প্রভুর বেদাজ্ঞা যেবা করয়ে লঙ্ঘন ॥
সেইসব জন অতিশয় ন্যূন হয়।
নিগুর্ণ সগুণ ভক্ত হইতে নিশ্চয় ॥
সেইসব মন্দবুদ্ধি শাস্ত্রোক্তানুসারে।
পূজাফল নাহি পায় নিশ্চিত বিচারে ॥
যদি জিজ্ঞাসহ—ভগবানের পূজন
বিফল হইতে যোগ্য কিমতেতে হন ॥

সফল হইলে বা কিমতে নিন্দ্য হয় ?।
তাহার উত্তর শুন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়—॥
উত্তমতে যেইসব প্রতিমা পূজয়।
নির্দ্দোষ মহাবিষয়ভোগফল হয়॥
অশেষ সৎকর্ম্মফল হৈতে গুরুতর।
আপনা হইতে ভুলে সেই ত সত্বর॥
স্বর্গভোগাদি বিষয়দোষ-বিরহিত।
উত্তম মহাবিষয় ভোগে সে নিশ্চিত॥
কিন্তু কৃষ্ণভক্তিযোগ্য যেই ফলচয়।
প্রেমসম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণচরণবিষয়॥
তাঁর ধামলাভ—সদা তাঁহার দর্শন।
শ্রীকৃষ্ণসহিত নিত্য বিহারকারণ॥
এ ফল না জন্মে সে পূজায়, একারণ।
সাধুবর নিন্দে পুরাণেতে সে পূজন॥
অতএব সেইসব পুরাণবচন।
প্রতিমাপূজকের ন্যূনতাসংপাদন॥
উক্তরূপ প্রতিমাপূজকপ্রতি সেই।
সকল পূজকপর নহে, মানো এই॥
পূর্ব্বোক্তসকলে যদি সেরূপ পূজন॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত যদি না করে ত্যজন।
তবে তাহাদের নিষ্ঠা পূজাতে জন্ময়।
নিষ্ঠা হৈতে চিত্তের শোধন ক্রমে হয়॥
গুণদর্শি কৃষ্ণভক্তগণের কৃপায়।
অভিমান-আদি দোষ সব ক্ষীণ পায়॥
কিছুকালমধ্যে তারা পরম উত্তম।
শুদ্ধভক্তিমন্ত সব হয়েন সত্তম॥
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—কামিভক্তগণ।
তুচ্ছ ফলভোগ করি বাঞ্ছায় আপন॥
ভক্তির প্রভাবে কালান্তরে তারাসব।
পায় কৃষ্ণভক্তিযোগ্য ফল অনুভব॥
ভক্তিযোগ্য সৎফল তৎকালে নাহি হয়।
এহেতু নিষ্কামিভক্ত তাহারে নিন্দয়॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম সদা সন্দর্শন।
ক্রীড়ানন্দ বিশেষানুগ্রহের প্রাপণ॥
এইসব সৎফল ভক্তির যোগ্য হয়।
শুদ্ধভক্তিমন্তগণ মানেন নিশ্চয়॥
প্রেমভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে।
না সহেন একলবমাত্র বিলম্বনে॥
ভগবানো সেইসব প্রেমভক্তগণে।
অল্পকালো না পারেন করিতে ত্যজনে॥
অতএব অন্য সর্ব্ব কামফল যত।
সব তুচ্ছ, মুক্তিও নিশ্চয় তুচ্ছামত॥

সেসব শ্রীকৃষ্ণ হৈতে সুলভ নিশ্চয়।
ভক্তি প্রেমলক্ষণা সুলভ কভু নয়॥
সেই প্রেমভক্তির প্রসাদে ভগবান্।
ভক্তের অধীন হন, শুনহ ব্যাখ্যান॥
এইহেতু পরাধীন লাগি মহেশ্বর।
সেই প্রেমভক্তি নাহি দেন নিরন্তর॥
ইহা পরমত, কিন্তু আমি মানি এই—।
মহাপ্রিয়তমের অধীন কৃষ্ণ সেই॥
কোনো দুঃখ-দোষ নাহি করেন বিধান
অর্থাৎ ভক্তের মনে না হয় আখ্যান॥
'কৃষ্ণ পরাধীন তাঁর—কি ঐশ্বর্য্য হয়।'
এত ভাবি দুঃখ-দোষ কদাচিত নয়॥
কিন্তু মহাপ্রেষ্ঠজনাধীনতা তাঁহার।
লোকের প্রমোদ সদা করেন বিস্তার॥
আর নিজ ভক্তবৎসলতাদিলক্ষণ।
মহাকীর্ত্তিরূপ গুণ করে বিস্তারণ॥
বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাগরশেখর।
ভক্তাধীনতা তাঁহার অতি প্রিয়তর॥
শ্রীমদ্ভগবত্তাস্বভাবের সীমা যেই।
তাহার অন্তের পরিপাকরূপা সেই॥
আত্মারাম পূর্ণকাম মহাযোগেশ্বর।
এইসব গুণ হৈতে শ্রেষ্ঠা নিরন্তর॥
বিরহ-আগ্নতে সুবৈকুণ্ঠা মহাভাব।
তাহার সম্পত্তি সে অনির্ব্বাচ্য প্রভাব॥
সপ্রেম ভক্তির পরিপাকে তাহা হয়।
পরমার্থবিচারে তিঁহ সে নিশ্চয়॥
মহাপ্রহর্ষের যেই সাম্রাজ্য ত হয়।
তাহার মস্তকোপরি সর্ব্বদা নাচয়॥
যদ্যপি এরূপ হর্ষ তাহাতে আছয়।
তথাপি স্বভাবহেতু মহা আর্ত্তিচয়॥
শোক-সন্তাপাদি চিহ্ন বাহে বিস্তারয়।
মনে তাহা নহে—যাহে নিত্যানন্দময়॥
সে বাহ্যদশাও প্রিয়তমের কথন।
সহিতে নারেন কৃষ্ণ, যাতে প্রিয়জন॥
সেই ভাব প্রেমভক্তিপরিণামে জাত।
মূর্খসকলের ভ্রম জন্ময়ে তাহাত॥
অতি দুঃখময় কিবা অতি সুখময়।
বাহ্যদৃষ্টিপর লোক হেন বিলোকয়॥
বুঝিতে না পারি তত্ত্ব সেই ভক্তগণে।
করে পরিহাস ভক্তিতে আনচ্ছামনে॥
এইহেতু ভগবান্ সেইসবজনে।
প্রেমসহ ভক্তি নাহি দেন কদাচনে॥

প্রেমের সহিত ভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ।
স্বর্গাদির ভোগ আর মুক্তিও সুলভ॥
চিন্তামণিরত্ন সর্ব্বজন নাহি পায়
কাচ-আদি কিম্বা স্বর্ণ কভু প্রাপ্ত তায়॥
স্বর্গাদির ভোগ হয় কাচাদি-উপম।
মুক্তি তাহা হইতে দুর্লভ স্বর্ণসম॥
কদাচিত কোনজন স্বর্ণ প্রাপ্ত হয়।
চিন্তামণি পরম দুর্লভ,—লভ্য নয়॥
সেইমত প্রেমভক্তি জানিহ নিশ্চয়।
কদাচিত কোনজন পায় ভাগ্যোদয়॥
এক প্রেমভক্তিরূপে স্পৃহা যার হয়।
লোকাতীতরীত যেই অতিমহাশয়॥
হেন কোনজনে কদাচিত ভগবান্।
প্রেমের সহিত ভক্তি করেন প্রদান॥
প্রেমভক্তিপরিপাকে যে ভাব জন্মায়।
তার তত্ত্ব নিরূপণে শক্তি নাহি হয়॥
যোগ্যও নহে ত, যেন সাধুশাস্ত্রবর।
যেসব প্রভুর ভক্তিপ্রবৃত্ত্যর্থপর॥
তাহে অজ্ঞজনের বিরুদ্ধতুল্য হয়।
প্রেমের স্বভাব শুনি ভয় উপজয়॥
তাহে প্রেমভক্তিতে অজ্ঞের মতি নয়।
দুঃখাভাবজ্ঞানে মোক্ষে প্রবৃত্তি জন্ময়॥
সে ভাবের উৎকর্ষ মাধুর্য্য জানে সেই।
সেই ভাবরূপ রস সেবা করে যেই॥
তুমিই শ্রীগোকুলনাথের প্রসাদেতে।
স্বয়ং জানিবে, যাহে জন্ম গোকুলেতে॥

তথাচ গ্রন্থকারো নারদং প্রণমতি,

(বৃঃ ভাঃ ২।৪।২১৪ টীকা)—

গূঢ়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমণিমঞ্জুষিকা হঠাৎ।

স্ফুটমুদ্ঘাটিতা যেন তং প্রপন্নোঽস্মি নারদম্।

শ্রীগোপকুমার তবে কহেন বচন—।
এপ্রকার বাক্য তাঁর করিয়া শ্রবণ॥
নিজেষ্টদেবতা শ্রীগোপালশ্রীচরণে।
অত্যন্ত দর্শনোৎকণ্ঠা বাড়িল তখনে॥
প্রেমভক্তিজাত-ভাববিশেষে তৎক্ষণে।
আশাবায়ুসমূহ জন্মিল মম মনে॥
এ উভয়ে শোকার্ণবে পড়িত আমারে।
দেখিয়া কহেন মুনি শান্ত করিবারে—॥
যদ্যপিহ এই মহা গোপনবচন।
উপযুক্ত নহে এই বৈকুণ্ঠে কথন॥

তথাপি তোমারে অতি কাতর দেখিয়া।
হইলাম বাচাল, কহিয়ে এ লাগিয়া॥
শ্রীমন্নরায়ণের পুরীর অদূরেতে।
আছে শ্রীরামের পুরী অযোধ্যানামেতে॥
তাহার অদূরে আছে পুরী দ্বারাবতী।
শ্রীযুক্ত মধুর মধুপুরীতুল্য অতি॥
শ্রীযদুপতির প্রিয়া, তুমি সেই স্থানে।
গিয়া নিজ ইষ্টদেবে দেখ সন্নিধানে॥
শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মের সেবায়।
রসিকের সম্মত যে হয় সদুপায়॥
উত্তম প্রকার যেই অযোধ্যাগমনে।
প্রথমত কহি, তাহা করহ শ্রবণে—॥
শ্রীকৃষ্ণ গোলোকনাথ বহুলীলাকারী।
সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ সর্ব্ব-অবতারী॥
প্রকট পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত সে অশেষ।
তাঁর চরণের উপাসনার বিশেষ॥
শ্রীমদনগোপালদৈবত্য দশাক্ষর।
মন্ত্ররাজাশ্রয়ণের দ্বারা নিরন্তর॥
রঘুনাথপাদপদ্মাদিক সমুদয়।
যদ্যপি সাক্ষাৎ লাভ হয় সুনিশ্চয়॥
তথাপিহ শ্রীরঘুবীরের শ্রীচরণ-।
সরোজ যে হয় অত্যন্ত অসাধারণ॥
তাহে রসবিশেষের লাভের কারণ।
উপদেশ কহি, যত্নে করহ শ্রবণ॥
অর্থাৎ সর্ব্বাবতারী মদনগোপাল।
তাঁর ভক্ত্যে যদি সর্ব্ব সিদ্ধ হয় ভাল॥
তথাপিহ অবতার যতেক অশেষ।
তাহাতে শ্রীরঘুনাথ কিঞ্চিত বিশেষ॥
তাঁর ভক্তিবিশেষ না করিলে আশ্রয়।
তদ্গত রসবিশেষ লাভ নাহি হয়॥
এইহেতু উপদেশ বিশেষ করিয়ে।
ওহে গোপকুমার! শুনহ মন দিয়ে॥

তথাচ (বৃঃ ভাঃ ২।৪।২২১)—

সীতাপতে শ্রীরঘুনাথ লক্ষ্মণ-

জ্যেষ্ঠ প্রভো শ্রীহনুমৎপ্রিয়েশ্বর।

ইত্যাদিকং কীর্ত্তয় বেদশাস্ত্রতঃ

খ্যাতং স্বরংস্তদ্গুণরূপবৈভবম্।

সীতাপতে আদি নাম করহ কীর্ত্তন।
বেদশাস্ত্রদ্বারা যাহা খ্যাত সর্ব্বক্ষণ॥

তাঁর রূপ গুণ আর বৈভব চরিত।
স্মরণ করহ—যাহা জানহ নিশ্চিত ॥
যদি কহ—মদনগোপালদেব মন।
হরণ করিলে, অন্য নহে ত রোচন ॥
কেমনে অন্যের প্রেম করিবে গ্রহণ ?।
তাহার উত্তর কহি, করহ শ্রবণ—॥
যে প্রকারে নিজ-ইষ্টদেব লাভ হয়।
তার অনুষ্ঠান হয় চাতুর্য্য নিশ্চয় ॥

তথাচ (বৃঃ ভাঃ ২।৪।২২২ টীকা—
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসেন মূর্খতা।

শবের কৃপায় যেন বিষ্ণুপদ পায়।
শ্রীগোপাল প্রাপ্ত তেন রামের কৃপায় ॥
যদি কহ—মম ঐকপত্যব্রত ভঙ্গ।
হইবেক ? তাহে শুন উত্তরপ্রসঙ্গ—॥
আপন ইষ্টদেবের যাহাতে সে গন্ধ।
অর্থাৎ যে কার্য্যে আছে অল্পও সম্বন্ধ ॥
তাহাতে উত্তমা প্রীতি করে অনুক্ষণ।
নিজ এক ইষ্টদেবে নিষ্ঠাপর জন ॥
শ্রীরামপাদাম্বুজ করিলে দর্শন।
দর্শনোৎকণ্ঠতা যদি না হয় গমন ॥
তবে রামকৃপাভরে দ্রবীভূত মন।
সুখে দ্বারকায় করিবেন প্রস্থাপন ॥
দ্বারকায় গমন করিয়া যথোদিত।
তাঁর নামসঙ্কীর্ত্তন করিবে নিশ্চিত ॥
সুস্বর গাথায় উচ্চ নাম-উচ্চারণ।
গুণকীর্ত্তনাদি গান করিয়া স্তবন ॥
সুখে দ্বারকায় গিয়া নিজ প্রিয়েশ্বর।
যদুগণে বৃত কৃষ্ণচন্দ্র মনোহর ॥
দেখিতে ইচ্ছিত যাঁর যুগল চরণ।
তাঁহারে অচিরে তুমি করিবে দর্শন ॥
অযোধ্যা-দ্বারকা-পুরুষোত্তম-আদিক।
এই শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রদেশবিশেষিক ॥
তথায় যাইতে বৈকুণ্ঠের ত্যাগ নয়।
এ লাগি প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা না হয় ॥
যদি কহ—'তথাপি অনুজ্ঞা লৈয়া তাঁর
গমন উচিত ?' শুন উত্তর তাহার—॥
সর্ব্বহৃদ্বৃত্তিদর্শী শ্রীদেব নারায়ণ।
করিলেন আমারে ত প্রভু আজ্ঞাপন—॥
'হে নারদ ! রহঃস্থলে করিয়া গমন।
গোপকুমারের কর মানসপূরণ ॥'
এ আজ্ঞায় আইলাম ; মম বদনেতে।
তাঁর আজ্ঞা হৈল, জান এ অনুমানেতে ॥

এক মহাভক্তে অনুগ্রহ করিবারে।
গেলেন শ্রীভগবান্ স্বয়ং কোথাকারে ॥
আসিতে বিলম্ব তাঁর হবে কতক্ষণ।
না পারিবে তুমি ব্যাজ করিতে সহন ॥
এই সে কারণে তব গমন-বিষয়ে।
এই অবসর শ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চয়ে ॥
'আজ্ঞাহেতু প্রভুসন্নিধানেতে যাইবে।
তাঁহার দর্শনে পুন ত্যজিতে নারিবে ॥
অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা না হবে তোমার।
চিরকালাভীষ্ট সিদ্ধ না হইবে আর ॥'
ইত্যাদিক পরামর্শ করি ভগবান্।
করিলা পূর্ব্বোক্তমত, কর অনুমান ॥
কহে গোপকুমার—শুনিয়া এ বচন।
অতিশয় হর্ষযুক্ত হৈল মম মন ॥
শ্রীনারদে বারম্বার করি প্রণমন।
লৈয়া আশীর্ব্বাদ গেলুঁ স্মরিয়া শিক্ষণ ॥
দূরে হৈতে দেখিলাম বানরসকল।
অনির্বাচ্য-মাধুর্য্য—অত্যন্ত সুচঞ্চল ॥
লম্ফ দিয়া ইতস্তত করয়ে গমন।
'রাম রাম রাম' ইহা বলয়ে বচন ॥
শ্রীরামচন্দ্রের অসাদৃশ্য না সহিয়া।
লৈলা মম হস্ত হৈতে বংশী আকর্ষিয়া ॥
তাঁহাদের সহ অগ্রে করিয়া গমন।
দেখিলাম মনুষ্যসকল বিলক্ষণ ॥
বৈকুণ্ঠপার্ষদ যেই চতুর্ভুজাকার।
তাহা হৈতে সুন্দর রামের সমাকার ॥
সেই-সব নর আর বানরের গণ।
মম প্রণামাদি নাহি করিলা সহন ॥
পুরীমধ্যে করাইলা মম প্রবেশন।
প্রথমে গেলাম বাহ্যপ্রকোষ্ঠে তখন ॥
পরম-বিনীত-মত তাঁদের আচার ॥
মোরে নীতে আসিছিলা আজ্ঞায় তাঁহার ॥
অন্যথা শ্রীরামপদ সেবে সর্ব্বক্ষণ।
দূরগমনেতে নহে সম্ভব কখন ॥
তবে দেখিলাম অতি মনোহর রীত।
সুগ্রীব-অঙ্গদ-জাম্ববানাদি-সহিত ॥
শ্রীমান্ ভরত সুখে বসিয়া আছেন।
বামে তাঁর পত্নী, অগ্রে শত্রুঘ্ন রহেন।
নরে যুক্ত দেখি তাঁরে মানি রঘুবর।
তাঁর যোগ্য স্তব তবে করিলুঁ বিস্তর ॥
'মহারাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্র জয়।
জানকীবল্লভ দশবদনবিজয় ॥'

ইত্যাদিক স্তবে কর্ণ আচ্ছাদন করি।
'আমি দাস' বলি মুহু নিষেধ আচরি॥
তাঁর অসম্মত কর্ম্মে অপরাধে ভীত।
হইলুঁ অঞ্জলিবদ্ধ অগ্রে অবস্থিত॥
পুরমধ্যবর্ত্তি-রঘুনাথ-সন্নিধান।
হইতে বাহেতে আসি শীঘ্র হনূমান্॥
ত্বরায় গমন-হেতু হস্ত-আকর্ষণে।
করাইলা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশনে॥
তথায় অদ্ভুত হৈতে অদ্ভুত স্বরূপ।
দেখিলাম রাম নরবরাকৃতি রূপ॥
অখিলমাধুরীময় মন্দিরে সগণে।
মহারাজাধিরাজের যোগ্য সিংহাসনে॥
সুখে অধিষ্ঠান করি আছেন বসিয়া।
মহাপুরুষলক্ষণে যুক্ত—হৃষ্ট-হিয়া॥
কোনপ্রকারেতে নারায়ণের সমান।
সর্ব্বপ্রকারেতে নহে উপমা-আখ্যান॥
আকার-সৌষ্ঠব-বয়োবর্ণাদি শোভন।
ভূষণাদি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সমান॥
তাঁহা হইতেও অতি মধুর বিশেষ।
দ্বিভুজ-আদি স্বরূপে মনোরমাশেষ॥
কোদণ্ডনামেতে ধনু হস্তেতে শোভন।
সবিনয় লজ্জায় রমিত আলোকন॥
রাজেন্দ্রের ন্যায় প্রজাপালনাদি কর্ম্ম।
আশ্রিত-সৎকার্য্যকরণাদি-কথা-ধর্ম্ম॥
তাঁহার দর্শনানন্দভরেতে মোহিত।
দণ্ডপ্রণামার্থ অগ্রে হইলুঁ পতিত॥
কিন্তু সর্ব্বপুরুষার্থে শ্রেষ্ঠ মোহ এই।
ভক্তিতেও সাধ্য হয় যেহেতুক সে-ই॥
সে মোহে হইলুঁ দর্শনানন্দে বঞ্চিত।
দেখিলুঁ কৃপায় তাঁর হৈয়া উত্থাপিত॥
মোরে তথা রাখি নিজ-সেবন-বিধানে।
একলম্ফে হনুমান গেলা সন্নিধানে॥
অর্থাৎ শ্রীরামসহ জানকী লক্ষ্মণ।
অগ্রে হনুমান্ এইরূপ সুশোভন॥
ভক্তেরো হর্ষবিশেষ হয় সন্দর্শনে।
এ লাগিয়া হনু শীঘ্র করিলা গমনে॥
প্রভুপ্রিয়া অনুরূপা জানকী বামেতে।
অনুজলক্ষ্মণ বর শোভে দক্ষিণেতে॥
হনু অগ্রে থাকি শুভ্রচামরে কখন।
করেন বীজন গাই তাঁর গুণগণ॥
কখন বা স্বনির্ম্মিত বিচিত্র স্তবেতে।
করেন প্রভুর স্তব অঞ্জলিপুটেতে॥

ক্ষণেকে করেন শ্বেতচ্ছত্রের ধারণ।
ক্ষণে বা প্রভুর পাদদ্বয়-সংবাহন॥
ক্ষণে একবারে বহু সেবার প্রকার।
শ্রীরামে ব্যগ্রতা-বিনা করেন বিস্তার॥
অতি হর্ষভরে আমি হৈয়া পূর্ণাধার।
জয় জয় কহি প্রণমিলুঁ বারম্বার॥
ভগবান্ হইয়া কৃপায় স্নিগ্ধ-মনে।
পরম অদ্ভুত মৃদু অমৃত-বচনে॥
করিলেন আপ্যায়িত মোরে অবগম—
'ওহে গোপনন্দন আমার সুহৃত্তম!॥
আমাদের প্রতি স্নেহবিধানদ্বারায়।
করিলা শুভাগমন এই অযোধ্যায়॥
সাধু সাধু অতএব বৈস এইস্থানে।
ত্যজি ইতস্তত যাতায়াতের বিধানে॥
ইহাতেই পরিপূর্ণ হইল সকল।
প্রণামাদি বহুতর প্রয়াসে বিফল॥
চিরকাল দুঃখ নাহি দিও তুমি আরে।
আপন বান্ধব জান নিশ্চয় আমারে॥
উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ হনু মঙ্গল তোমার।
ত্যজ মম গৌরবের সম্ভ্রম বিস্তার॥
যেহেতু তোমার প্রেমসমূহে সতত।
বশীকৃত আছি সখা! নহে অন্যমত॥'
তথাপি পরমানন্দভরে বিশেষতঃ।
প্রণাম হইতে নাহি হইলুঁ বিরত॥
প্রভুর আজ্ঞায় তবে আসি হনুমান্।
করাইয়া ভূমি হৈতে আমারে উত্থান॥
শ্রীযুক্ত চরণপদ্মপীঠসন্নিধানে।
বল করি লৈয়া গেলা মোরে সেইস্থানে॥
তবে আমি করিলাম আপনার মনে—।
দীর্ঘ আশা আমার ফলিল এইক্ষণে॥
বাঞ্ছাতীত ফল মম সম্পন্ন এক্ষণ।
কোথা এথা-হৈতে আর করিব গমন?॥
নিজগোপবালকবেশেতে পূর্ব্বমত।
করি চামরান্দোলন-আদি সেবা যত॥
কিছুকাল করিলামনিবাস তথায়।
হৈয়া আনন্দভরেতে বশীকৃতপ্রায়॥
অনন্তর শ্রীরঘুসিংহের সেইস্থানে।
মহারাজাধিরাজের লীলার বিধানে॥
ধর্ম্মানুসারিণী দেখি অনুরূপ তার।
নাহি ভক্তবাৎসল্যেতে ধর্ম্মত্যাগাচার॥
ইষ্টদেব মদনগোপালচরণের।
বেণুবাদ্যগোপীমোহনাদি ক্রীড়নের॥

বিহারমাধুরী অনির্ব্বচনীয় সব।
ধ্যানাবেশে স্বয়ং যাহা হয় অনুভব॥
সেই-সব তথায় না হয় আলোকন।
আলিঙ্গনাদিক কৃপা না হয় লভন॥
শ্রীরামের পাদাব্জের মহিমানিচয়।
লজ্জা নম্রতা সরলস্বভাব বিনয়॥
ইত্যাদিক হনুমান্-মুখেতে শ্রবণে।
দেখি সাক্ষাতেও শোকক্লান্ত প্রাপণে॥
কৃষ্ণপ্রেমহেতু সেই শোক যেকারণ।
বস্তুতঃ সে শোক নহে—পরানন্দ হন॥
মনোদুঃখ নিবারি শ্রীরামে আরোপণ—।
ধ্যানে করি নিজেষ্টদেবের গুণগণ॥
পূর্ব্বাভ্যাসবশের কারণ যেসময়।
ব্রজভূমি আর শ্রীকৃষ্ণের লীলাচয়॥
আর তাঁর অনুকম্পাবলের দ্বারায়।
আমার হৃদয়মধ্যে অক্রমণ পায়॥
পরম শোকার্ত্ত তবে হৈয়া দ্বারকায়।
অযোধ্যা হইতে যাইবারে ইচ্ছা ভায়॥
মন্ত্রিবর হনুমান্ সেকালে দেখিয়া।
বিচিত্র যুক্তিচাতুর্য্যে রাখে আশ্বাসিয়া॥
তথাপি আমার শোক হয় পুনর্ব্বার।
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সে দুঃখবিস্তার॥
প্রখর-করুণা-হেতু কোমলহৃদয়।
জানেন জগতচিত্তবৃত্তি সমুদয়॥
তাহাতে জানিলা তিঁহ আমার হৃদয়—।
'মদনগোপালদেবোপাসক এ হয়॥
তাঁহার চরণে হয় প্রেমনিষ্ঠ জনে।
এহেতুক যোগ্য তাঁর সহিত মিলনে॥
অতএব আনন্দবিশেষে এথাকায়।
হনুমানকৃত আশ্বাসের দ্বারা আর॥
হৃষ্ট না হইবে, অনুতাপ চিত্তে রবে।
কেবল দ্বারকা যাত্যে ইচ্ছাবান্ হবে॥'
ইহা জানি প্রণয়েতে কোমল বচনে।
'সুখে দ্বারাবতী যাও' এই আদেশনে॥
শাম্বমাতামহ জাম্ববানে সঙ্গে দিয়া।
দ্বারকায় শীঘ্র মোরে দিয়া পাঠাইয়া॥
শ্রীযুক্ত শ্রীগুরুদেব-পাদপদ্ম মনে।
নিরন্তর সাবধানে করিয়া চিন্তনে॥
সটীক মূলের অর্থ করি অনুভব।
যথামতি যথাসাধ্য আমি লিখি সব॥
তাহাতে যে দোষ থাকে করুণা করিয়া
সাধুজন! শুদ্ধচিত্তে দিবেন শুধিয়া॥
বসুচতুর্দ্ধুরীণাস্ত শ্রীজয়গোবিন্দ।
নিবেদয়ে ভাবি মনে শ্রীজয়গোবিন্দ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
বৈকুণ্ঠো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চম অধ্যায়।

পঞ্চমে দ্বারকানাথে দৃষ্টে গোলোককীর্ত্তয়ে।
ভৌমেগোকুল-তৎক্রীড়া-তল্লোকমহিমোচ্যতে॥ ॰ ॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত।
জয়জয় নিত্যানন্দ পরম অদ্ভুত॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তগণ।
কৃপা করি শুন পঞ্চমাধ্যায়কথন॥
কহেন গোপকুমার—তবে দ্বারকায়।
গিয়া দেখিলাম যাদবের সম্প্রদায়॥
মাথুরবিপ্রগণের সহ বর্ত্তমান।
কুমারবর্গসহিত আনন্দবিধান॥

করেন নিশ্চিন্তে সদা বিচিত্র বিহার।
পৃথকপৃথক বর্গে সমূহ বিস্তার॥
পূর্ব্বে আমি সর্ব্বস্থানে করিয়া ভ্রমণ।
কোনস্থানে শ্রীবৈকুণ্ঠদেবেও কখন॥
যে মাধুর্য্যপরাকাষ্ঠা না কৈলুঁ দর্শন।
যাদবগণেতে৺ তাহা করে বিরাজন॥
তাঁহাদের দর্শনে যে আনন্দ হইল।
তাথে প্রণামাদি করি সর্ব্বার্থ ভুলিল॥
সর্ব্বজ্ঞপ্রবর তাঁরা সকল জানিল।
যে আমি যেহেতু যথা হইতে আইল॥
অতএব বলদ্বারা করিয়া গ্রহণ।
আমারে যাদবগণ কৈলা আলিঙ্গন॥
'ব্রজে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের সন্নিধানে।
গোপালের পুত্র' এই সুনিশ্চয় জ্ঞানে॥
স্নেহসমূহেতে আর্দ্র তাঁহাদের মন।
করে ধরি অন্তঃপুরে কৈলা প্রবেশন॥
তবে আমি দূরে হৈতে দেখিলুঁ বিস্তার।
মধ্যেতে সুধর্ম্মানামে মহত সভার॥
মণিস্বর্ণময়কৃত আসনবরেতে।
পরম উৎকৃষ্ট তুলিকার উপরেতে॥
বসিয়া লীলানুক্রমে বিরাজিতমান।
শ্রীদ্বারকানাথ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান্॥
নারায়ণের বিচিত্র যে মাধুরীর সার।
শ্রীমুখ-লোচনাদি আকার অলঙ্কার॥
পূর্ব্বোক্ত-সকলেতে হয়েন সুসেবিত।
অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সাম্য ইহার সহিত॥
কোন অধিকাধিক শোভাতিসমুদয়ে।
তাঁহা হৈতে শ্রীদ্বারকানাথ যুক্ত হয়ে॥
কৈশোরশোভা-মিশ্রিত যৌবনে পূজিত।
মনোহর হস্তদ্বয় ভক্তে প্রকাশিত॥
মাধুর্য্যভঙ্গিতে সেবকের মনোহরে।
বোধাতীত মহাশ্চর্য্যবিনোদ-সাগরে॥
শ্রীদ্বারকানাথের মস্তক-উপরিতে।
বিস্তারিত শ্বেত ছত্র আছে বিরাজিতে॥
শ্বেত দুই চামর সুবৃহত-আকার।
পার্শ্বদ্বয়ে বীজনেতে ভ্রমে অনিবার॥
অগ্রে সুবর্ণরচিত পীঠের উপরে।
শ্রীযুক্ত পাদুকাদ্বয় বিরাজন করে॥
শ্রীরাজরাজেশ্বর শ্রীদ্বারকাধিনাথ।
তাঁর অনুরূপ ভূষণাস্ত্রাদিক সাথ॥
চতুর্দ্দিগে আছে পরিচারকের গণ।
অনুপাম শ্রীভগবানের যোগ্য হন॥

মহাবিভূতি রথাশ্ব নিধি পারিজাত।
গীতনৃত্যাদি সকল বিরাজে বিখ্যাত॥
নিজনিজাসনে বসুদেব রামাক্রূর।
গর্গাদি দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়া প্রচুর॥
বামে রাজা উগ্রসেনে অগ্রেতে করিয়া।
গদ সাত্যকি সুজনে আছেন বসিয়া॥
মন্ত্রী বিকদ্রু আছেন তাঁর সন্নিধানে।
সেনাপতি কৃতবর্ম্মা-আদি সৎজনে॥
যাদবের শ্রেষ্ঠ ভোজ-অন্ধকাদি আর।
অন্য নৃপ-আদি সব বসিয়া বিস্তার॥
হেনই সময়ে সেই নারদ এস্থানে।
কৌশলে বীণার বাদ্যে আর শ্রেষ্ঠ গানে॥
হাসাইয়া প্রভুরে বিবিধপ্রকারে।
শ্লাঘায় আমোদি বারম্বার উঠি ফেরে॥
অগ্রে থাকি শ্রীগরুড় করেন স্তবন।
পুনঃপুনঃ করেন পাদপদ্মসংবাহন॥
রহস্য সুপ্রিয় গোকুলাদির কথায়।
আপন ঈশ্বরে দেন সন্তোষ-উপায়॥
সভামধ্যে ব্যক্ত করা অযোগ্য সে-সব।
এহেতু নিকটে থাকি কহেন উদ্ধব॥
শিষ্য বৃহস্পতির—মন্ত্রিবর হন।
সঙ্কেতে কহেন, অন্যে না বুঝে কথন॥
চিরকালীনের দর্শনেচ্ছার বিষয়।
দেখিয়া হৈলাম প্রেমভরে মোহময়॥
দূরে পড়িলাম দেখি প্রভু প্রকাশিত।
উদ্‌ভট স্নেহরসেতে হইয়া পূরিত॥
আনিবারে আমারে আপন সন্নিধানে।
উদ্ধবে আদেশ করিলেন ভগবানে॥
প্রভুপাদ-সংবাহনরত শ্রীউদ্ধব।
গোকুললোকপ্রিয় দেখিয়া মম সব॥
গোপকুমারের বেশ লক্ষিয়া আমারে।
হর্ষযুক্ত হৈয়া আইলেন শীঘ্রকারে॥
যত্নে উঠাইয়া সচেতন করিলেন।
হস্তদ্বয় ধরি প্রভুপার্শ্বে আনিলেন॥
নিজনিকটে আমা করিতে আনয়নে।
উঠিবার কামনা করিয়া সে আপনে॥
ভগবান্ অতিশয়ে কৃপার লক্ষণে।
অগ্রে যেই পাদপদ্ম করিলা অর্পণে॥
উদ্ধব বলেতে মম হস্তে আকর্ষিয়া।
তাহাতে মস্তক মম দিলেন রাখিয়া॥
প্রাণনাথ নিজকরাম্বুজের দ্বারায়।
প্রত্যঙ্গ আমার করে মার্জ্জনের ন্যায়॥

বস্তুতো ধূলি-অভাব গাত্রেতে আমার।
চাতুর্য্যবিশেষ সেই স্পর্শ করিবার॥
মম কর হৈতে বংশী করিয়া গ্রহণ।
অনুক্ষণ তাহারে করিয়া বিলোকন॥
দু'নয়ন হইতে অশ্রুর জল ঝরে॥
মহা-আর্ত্তমত থাকিলেন চুপ ক'রে॥
বাস্তব যদ্যপি মহা-আর্ত্ত হইলেন।
কিন্তু সভামধ্যে সংবরণ করিলেন॥
ক্ষণেক শ্রীহরি জিজ্ঞাসিলেন আমারে—।
'ভাল ত আছহ, কিবা ক্ষেম সে তোমারে॥
ব্রজে অমঙ্গল কিবা প্রভাব কি হয়।'
ইহা কহি পাইবেন মোহদশাচয়॥
পরমার্ত্তিলক্ষণ দেখিয়া সে সত্বর।
করিলেন ধৈর্য্যান্বিত তাঁরে মন্ত্রিবর॥
যদ্যপি এরূপ ভূমিস্থিত-দ্বারকায়।
থাকিলে সে অমঙ্গল ব্রজমধ্যে ভায়॥
তথাপি দ্বারকাদ্বয়ে অভেদাভিপ্রায়ে।
প্রভুর তাদৃশ ভাব অনুবৃত্তি পায়ে॥
ধৈর্য্য করিবারে শ্রীউদ্ধব মহাশয়।
দেখাইলা সঙ্কেতদ্বারেতে—অগ্রে হয়॥
বসুদেবাদি যাদব, ইন্দ্রাদি অমর।
ঋষি গর্গাদিক, যুধিষ্ঠিরাদি নৃপবর॥
প্রভুর পার্ষদ ইহারা সকলে হন।
কৌতুকহেতু তাঁহার সভামধ্যে র'ন॥
ভগবান্ করি পদ্মনেত্র উন্মীলন।
যাদবপ্রভৃতি অগ্রে করিয়া দর্শন॥
আপনারে সুস্থির করিয়া প্রযত্নতঃ।
অন্তঃপুর যাইবারে হইলা উদ্যত॥
নিজজীবিতেশ অভীষ্টদেবে সুচিরে।
পাইয়া হইনু মগ্ন হর্ষসিন্ধুনীরে॥
কি বাক্য কহিব কি করিব আচরণ।
জানিতে না পারিলাম কিছুই তখন॥
অন্তঃপুরে যাইবেন প্রভু একারণ।
করিলেন যাদবাদি সকলে গমন॥
তাম্বূল বিলেপন সুবাক্যাদি দ্বারায়।
মান্য করি সকলেরে করিয়া বিদায়॥
দক্ষিণহস্তেতে মম করদ্বয় ধরি।
উদ্ধব-সহ পুরে প্রবেশিলা হরি॥
তবে ত ষোলসহস্র অষ্টোত্তরশত।
মহিষীসকল হৈয়া হর্ষিত সম্মত॥
শ্বশ্রূ দেবকীরে রোহিণীরে অগ্রে করি।
সদাসী ভর্ত্তার অগ্রে আইলা সত্বরি॥

তথাচ (বৃঃ ভাঃ ২।৫ ২২)—
রুক্মিণী সত্যভামা সা দেবী জাম্ববতী তথা।
কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা ভদ্রা চ লক্ষ্মণা॥•॥
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই অষ্টজন।
ইহাদের সহ আল্যা যত নারীগণ॥
নরকের গৃহে হৈতে হরিয়া আনিলা।
রোহিণীপ্রভৃতি ষোলসহস্র আইলা॥
রুক্মিণীপ্রভৃতি যত মহিষী-আখ্যান।
সর্ব্বোৎকর্ষ রূপগুণ কৃষ্ণের সমান॥
সর্ব্বপ্রকারেতে সবে তাঁহার উচিতি।
তুল্য দাসীগণে করে সেবা নানারীতি॥
দেবকী রোহিণী আর মহিষীর গণে।
হইলেন আবৃত সলজ্জায় সেক্ষণে॥
প্রদ্যুম্নশাম্বাদি কুমারেতে সুশোভিত।
আপন মন্দিরে হইলেন প্রবেশিত॥
যে ভাব জন্মিল মনে গোকুলস্মরণে।
লুকাইয়া হৃষ্টমত বসিলা আসনে॥
দৈবকীরে যশোদা, রোহিণী স্বয়ং, আর।
মহিষীবর্গকে মানি গোপীর আকার॥
প্রদ্যুম্নশাম্বাদি সেই কুমার-আখ্যান।
তাঁহাদিগে জানি গোপকুমারসমান॥
মম হস্ত হৈতে বেণু করিয়া গ্রহণ।
নিজকরকমলেতে করিলা ধারণ॥
তাহে ধ্যেয় মদনগোপালদেবসম।
দেখি সমক্ষে হইল হর্ষে মোহ মম॥
পূর্ব্ব হৈতে বিশেষ কণ্ঠেতে উপবীত।
উত্তরীয়বস্ত্রে তাহা আছে আচ্ছাদিত॥
শ্রীনন্দনন্দন ব্রজজনানন্দকারী।
কৃপা-অতিশয়েতে ব্যাকুল-মনোধারী॥
সম্ভ্রম-সহিত স্বয়ং উঠিয়া তখন।
বারম্বার অঙ্গসব করিয়া মার্জ্জন॥
নিজকরসরোজের স্পর্শের বলেতে।
মোহ ভাঙ্গি প্রবোধ করিলা কৌশলেতে॥
বর্ত্তমান হইলেও ভোজনসময়।
গোকুলবিরহে ভোজনেচ্ছা না করয়॥
মাতাসকলের অতি আগ্রহে নিশ্চয়।
করিলেন স্নানাদি মধ্যাহ্নকৃত্যচয়॥
আপন করেতে সেই দৈবকীনন্দন।
করাইলেন কিঞ্চিত আমারে ভোজন॥
পশ্চাত স্বয়ং ভোজন লাগিলা করিতে।
বাল্যলীলাক্রমেতে আমারে সন্তোষিতে॥
পূর্ব্বে ব্রজে করিতেন ভোজ্য ক্রমেতে যে।
সখার মণ্ডলীমধ্যে রাখি বলরামে॥

বলাই না গোঠে গেলে শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
মণ্ডলীর মধ্যে থাকি করিতা ভোজনে॥
সেইমত বালকের মণ্ডলী করিয়া।
মধ্যে নিজ অগ্রজেরে যত্নে বসাইয়া॥
নিজে পরিবেশি নানা কৌশলোক্তিদ্বারে।
হাস্যলীলা বিস্তারিয়া করিলা আহারে॥
প্রভুর মনেতে এই—'পরম-ঐশ্বর্য্য-।
বিশেষ-প্রকাশময় অন্তঃপুরবর্য্য॥
ইথে এ থাকিলে নিজ সুখ ন্যূন হবে।
এবঞ্চ ইহার সুখ তাহাতে না রবে॥
অতএব ব্রজপ্রিয়-উদ্ধব-আলয়ে।
এই গোপকুমারের বাস যোগ্য হয়ে॥'
এই ভগবানের জানিয়া অভিপ্রায়।
উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ খাইয়া তথায়॥
প্রভুর ইচ্ছায় আর স্বয়ং বল করি।
আনিলেন আমারে আপন গৃহে ধরি॥
উদ্ধবের গৃহে গেলে সম্যক্প্রকার।
সম্পূর্ণরূপেতে বোধ জন্মিল আমার॥
তথা অনুভূত সব করিয়া ভাবনে।
মুহু নৃত্য করি ইহা মানিলাম মনে—॥
আহা মম মনোরথ যে-সব আছিল।
তাহার পরম অন্ত অদ্য সে হইল॥
যেহেতুক ইষ্টদেব শ্রীব্রজনাগরে।
মনে ধ্যায়মান বহু-মাধুরী-আকরে॥
গোকুললম্পটে অদ্য আনি সাক্ষাতেতে।
পাইলাম, দেখিলাম সব নয়নেতে॥
অন্যদিন উদ্ধব-সঙ্গেতে পুন যাই।
করি বিলোকন নিজপ্রভুরে তথাই॥
হর্ষের বিবশে কিছু করিতে নারিল।
দর্শনাতিরিক্ত কিছু সেবা না হইল॥
শ্রীযুক্ত-শ্রীদ্বারকানাথের করুণার।
বিচিত্রতা অতিশয় পাইয়া বিস্তার॥
দ্বারকায় বসি মহা আনন্দের পুর।
যতেক করিয়ে অনুভব সে প্রচুর॥
তার নিরূপণ করিবারে ব্রহ্মজ্ঞানী।
দূরেতে থাকুক, কিবা কহিবে সে জানি॥
কৃষ্ণভক্তিমানো বাক্যমনে কোন্ জন।
পাইয়া ব্রহ্মার আয়ু পারে কোন্ ক্ষণ॥
'মোক্ষেতে সুখের মহত্তমপ্রাপ্তি হয়।'
মুক্তি-ইচ্ছুগণ সব এই কথা কয়॥
'তাহা হৈতে বৈকুণ্ঠেতে কোটিকোটিগুণ
সুখপ্রাপ্তি' ভক্তগণ কহেন নিপুণ॥
দুঃখাভাবমাত্র সুখ মুক্তিতে আছয়।
পরাকাষ্ঠা সুখের শ্রীবৈকুণ্ঠেতে হয়॥
'তাহা হৈতে সুখপ্রাপ্তি আছে' এ কথায়।
'বৈকুণ্ঠেতে অল্পসুখ' এই দোষ পায়॥
তথাপি পরম একান্তিতায় সেবনে।
রসনিষ্ঠাবিশেষেতে সুখবিশেষণে॥
অযোধ্যায় বৈকুণ্ঠ হইতেও অধিক।
পরমগম্ভীর যুক্তিদ্বারা এই ঠিক॥
দ্বারকায় যত সুখ হয় অনুভব।
কোন্ যুক্তিদ্বারা নিরূপণ হয়ে সব?॥
যাঁরে চিরকাল দেখিবারে ত ইচ্ছিয়া।
সেই প্রাণনাথ নন্দকিশোরে পাইয়া॥
কৃষ্ণ এক প্রিয় যার,—অন্য-কিছু নয়।
তাহার যাদৃশ সুখ অনুভব হয়॥
মনোবচনের কোন বৃত্তির দ্বারায়।
গ্রহণ করিতে পারে নিরূপণে তায়॥
সেই সুখ অনুভব করিতে যে পারে।
সে-সুখ-গ্রহণ-যোগ্য মনে জানে তারে॥
ইহাতে অন্যের অনুভব অসম্ভব।
কিপ্রকারে নিরূপিয়া কহিবেক সব॥
সেবারসবিশেষনিষ্ঠায় অযোধ্যায়।
বৈকুণ্ঠ হইতে সুখাধিক যেন পায়॥
তেন দ্বারকায় সৌহৃদরসবিশেষ।
নিষ্ঠায় অযোধ্যা হৈতে সুখাধিকাশেষ॥
এতাদৃশ সুখ অনুভবি দ্বারকায়।
নিবাস করিয়ে আমি, তখন আমায়॥
বিশ্বের অন্তরবাহ্য আনন্দ দেখিতে।
আর্দ্রমন যদুগণ লাগিলা কহিতে॥
উৎকৃষ্ট-পরমৈশ্বর্য্য-সম্পদে পুরিত।
এই স্থান বৈকুণ্ঠ হইতে প্রভাবিত॥
এথা আসি আছ আমা-সবার সহিত।
সখে! বন্যবেশে অতি দীনমত স্থিত॥
এথায় দুঃখপ্রসঙ্গ নাহি কথঞ্চিত।
তথাপি দুঃখীর ন্যায় দেখি প্রকাশিত॥
কোনমতে মোরা সাধু না মানি ইহায়।
আমাদের চিত্তে কিছু দুঃখমত ভায়॥
আমাদের অনির্ব্বাচ্য আনন্দবিশেষে।
আছয়ে যেমত ভোগবিলাসাদি বেশে॥
সেরূপ বেশাদি নিজ করহ বিস্তার।
স্থানগুণে আপনি হইবে তব সার॥
এতেক আগ্রহ করিলেন যদুগণ।
কিন্তু তাহে না হইল আপনার মন॥
অচ্যুতেরো না হইল অনুমতি তায়।
তাহে থাকিলাম নীচ-অকিঞ্চন-প্রায়॥

সভামধ্যে ভগবান্ বৈসেন যখন।
মহা-ঐশ্বর্য্যসকল সেবয়ে চরণ॥
মম বন্যবেশে তাঁর নিকটে গমনে।
লজ্জা আর ভয় হয় ঐশ্বর্য্যদর্শনে॥
সেইস্থানে শ্রীদ্বারকানাথেরে কখন।
শ্রীরুক্মিণী-আদিরে করিতে আনয়ন॥
আর নারদার্জ্জুনাদিসহিত মিলনে।
চতুর্বাহুযুক্ত দেখি আপন নয়নে॥
ব্রজভূমিকৃত সেই ক্রীড়া গোচারণ-।
বনবিহারাদি সদা না করি দর্শন॥
কভু দ্বারকায় বিরচিত বৃন্দাবনে।
ব্রজলীলা কিছুকিছু হয় বিলোকনে॥
বৈকুণ্ঠেতে দ্বারকাসমীপে বর্ত্তমান।
পাণ্ডবসকল—প্রিয় বান্ধব-আখ্যান॥
তাঁদিগে দেখিতে যনে একাকী কখন।
সেকালেতে নাহি হয় তাঁহার দর্শন॥
এইপ্রকারেতে চিরকালের অভীষ্ট।
সম্পূর্ণ না হই মন ব্যথয়ে গরিষ্ঠ॥
কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তাঁহার রূপগুণচয়।
দেখিলে মনের ব্যথা-উপশম হয়॥
পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্য-অমৃতে তাঁহার।
যাহা হৈতে প্রকাশিত হয় ত কৃপার॥
যে সুখবিশেষ মম জন্ময়ে শ্রবণে।
জিহ্বা কিপ্রকারে তারে করিবে স্পর্শনে?॥
এপ্রকারে উদ্ধবের আলয়ে তখন।
কতকদিবস মম হইল যাপন॥
যদি শোক হয় বৃন্দাবনাদিস্মরণে।
আকারগোপনে তাহা করি সংবরণে॥
একদিন শ্রীনারদ আইলা তথায়।
বৈকুণ্ঠেতে উপদেশ যে দিলা আমায়॥
তাঁরে দেখি প্রণমিয়া হর্ষ-বিস্ময়েতে।
স্তব করি কহিলাম এই প্রকারেতে—॥
মুনীন্দ্রের মত বেশ মহিমা সম্মত!।
প্রভুর পার্ষদমধ্যে উত্তম সতত!॥
সব স্বর্গলোকমধ্যে বৈকুণ্ঠেতে আরে।
এখানেও এইরূপগুণেতে তোমারে॥
সর্ব্বত্র ত একমত করিয়া দর্শন।
অত্যন্ত বিস্ময়যুক্ত হয় মম মন॥
এত শুনি শ্রীনারদ কহেন তথায়—।
করি বাস বৈকুণ্ঠেতে আর দ্বারকায়॥
অদ্যাপি কৌতুকী তুমি হে গোপবালক!।
তোমাদের কৌতুকতা কি অনিবারক?॥
যেহেতু সিদ্ধান্ত শুনি—করি অনুভব।
জানিয়াও সন্দেহ এ কৌতুক সম্ভব?॥
যদি কহ—কৌতুক না হয়, এ অজ্ঞানে।
জিজ্ঞাসিয়ে, তবে কহি শুন একধ্যানে—॥
পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠেতে আমাদের যত তত্ত্ব।
সংক্ষেপে কি কহি নাই সকল মহত্ত্ব?॥
বহু মূর্ত্তি ধরি যেন কৃষ্ণ ভগবান্।
বহুস্থানে হয়েন আপনি বর্ত্তমান॥
সেইরূপ আমরা সেবকগণ তাঁর।
বহু রূপে বহুস্থানে থাকিয়ে বিস্তার॥
গরুড়-অনন্ত-হনুমান-আদি যত।
উদ্ধব যাদব সব হয় প্রভুমত॥
পৃথিবীতে কিংপুরুষবর্ষে হনুমান্।
আর রামচন্দ্রকীর্ত্তি যথা হয় গান॥
আর দ্বারকা বৈকুণ্ঠ থাকেন সতত।
উদ্ধবাদি দ্বারকানাথের সেইমত॥
সকল পার্ষদগণ নিত্য সুনিশ্চয়।
প্রভুর ক্রীড়াসুখের অনুরূপ হয়॥
আমরাসকলে হই সেবাপরায়ণ।
বহুরূপবিশিষ্ট সকলে নিরূপণ॥
কিন্তু একরূপ সবে হই ত প্রত্যেক।
যেন ভগবান্ বহু হইয়াও এক॥
তেন আমি সেবাহেতু অনেক-আকার।
ইহাতে বিস্ময় নাহি করহ বিস্তার॥
চক্র সুদর্শন কৌস্তুভাদি পরিচ্ছদ।
রাম লীলা প্রিয় মথুরাদি যত পদ॥
অনেক হৈয়াও এক—নিত্য সত্য জান।
কৃষ্ণপ্রায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ মান॥
তুমিও বৈকুণ্ঠে আসি আমাদের প্রায়।
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ধরিয়া এথায়॥
গোপবালকের মত পূর্ব্বের স্বভাব।
লীলায় বিস্তার কর—এ আশ্চর্য্য ভাব॥
অত্র মহাশ্চর্য্য—অসম্পূর্ণ দুঃখিমন।
তোমারে এথাও সদা করি বিলোকন॥
এত শুনি আমি তাঁর ধরি পাদদ্বয়।
নমস্করি কহিলাম সদৈন্য-বিনয়॥
ওহে ভগবান্! যেহেতুক দুঃখিমন।
আপনি সকল জান, কি কব কথন?॥
শ্রীনারদ পরমদুর্ল'ভার্থকারণ।
আগ্রহসমূহ মম করি আলোচন॥
ঈষত হাসিয়া হেরি উদ্ধব-আনন।
কহিতে লাগিলা তবে সুসত্য বচন—॥

হে উদ্ধব ! এই ব্যক্তি গোপের তনয় ।
বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে উদ্ভব এ হয় ॥
তোমরা সুহৃদ আর মোরা ভক্তগণ ।
সকলের সুদুর্লভ যেই বস্তু হন ॥
তাহা অন্বেষণ করি ভ্রমি বহুতরে ।
প্রপঞ্চ-অতীতে আর প্রপঞ্চ-ভিতর ॥
ব্যগ্র হৈয়া চিত্তে-লগ্ন শোক পীড়াকরে ।
কোনস্থানে কোনক্ষণে নাহি পরিহরে ॥
'মথুরা-ব্রজলোকেতে কৃপায় কাতর ।
আপনি হয়েন'—ইহা সর্ব্বত্র গোচর ॥
পার্শ্বে আসিয়াছে এইজন সেকারণ ।
প্রতিবোধ কেনে নাহি দেন এইক্ষণ ? ॥
সেই শ্রীগোলোকনাম ধাম দূরতর ।
বৈকুণ্ঠ হইতে পরমোচ্চস্থানোপর ॥
সেই লোকনাথ প্রভু শ্রীনন্দনন্দন ।
তাঁর সহ বিহারাদি তাহে সুখগণ ॥
এ-দুইর সাধনো সকলি সে প্রার্থনে ।
আমরা পার্ষদ আমাদেরো দুর্ঘটনে ॥
শ্রীউদ্ধব নারদের বাক্যেতে সূচিতে ।
আমার ন্যূনত্ব নাহি পারিয়ে সহিতে ॥
মদীয় অভীষ্ট শীঘ্র সিদ্ধির কারণ ।
নারদের হর্ষহেতু কহেন বচন— ॥
ব্রজভূমিমধ্যে এই ব্যক্তি সে জন্মিল ।
সে-স্থানে গোপত্ব গোপালনাদি করিল ॥
শ্রীমদনগোপালের মন্ত্র দক্ষশার ।
জপ-আদি তাঁর উপাসনানিষ্ঠাপর ॥
তদ্ভিন্ন অতৃপ্তহেতু এই মহাশয় ।
আমাদের হইতে উৎকৃষ্ট সদা হয় ॥
এত শুনি শ্রীনারদ সানন্দিত-মন ।
উৎসাহযুক্ত উদ্ধবে করি আলিঙ্গন ॥
কহেন—'যেমতে এ অভীষ্টলাভ করে ।
সেইমত উপদেশ করহ সত্বরে ॥'
কহেন উদ্ধব—ওহে মহামুনিবর ! ।
ভক্তিপথাদির তুমি হও গুরুতর ॥
আমি ত ক্ষত্রিয়জাতি, তুমি বর্ত্তমানে ।
নহি অধিকারী উপদেশের প্রদানে ॥
নারদ অত্যন্ত উচ্চ হাসিয়া তখন ।
উদ্ধবের প্রতি কিছু কহেন বচন— ॥
বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ হয় সব ।
জাত্যাদির বিচার এখানে অসম্ভব ॥
এখানেও অদ্যাপিহ ক্ষত্রিয়ত্বমতি ।
না গেলে তোমার, এই সে আশ্চর্য্য অতি ॥

ঈষত হাসিয়া তবে কহেন উদ্ধব— ।
সে মতি না গেল আমাদের কিবা কব ॥
আমাদের প্রভুর সে ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞান ।
নাহি যায়, এ নিশ্চয় বিস্ময়ের স্থান ॥
ভূমি-দ্বারকায় যেন সদ্ধর্ম্ম পালয় ।
গৃহস্থানুরূপ ব্যবহার শত্রুজয় ॥
রাম-আদি গুরুবিপ্রগণে সম্মানন ।
এখানেও সেইমত করেন এখন ॥
নারদ শ্রবণ করি উদ্ধব-বচন ।
হর্ষসমূহেতে হৈয়া আক্রমিত-মন ॥
হাসি লম্ফ দিয়া-দিয়া উচ্চশব্দ করি ।
সুবিস্মিত হৈয়া ইহা কহেন বিবরি— ॥
অহো ভগবানের লীলায় মাধুরীর ।
মহিমা আশ্চর্যারূপ সদা হয় স্থির ॥
সেবকগণের কৃষ্ণে একনিষ্ঠরূপ ।
গাম্ভীর্য্য অদ্ভুত ভগবানের স্বরূপ ॥
অহো শ্রেষ্ঠ কৌতুক এ করিয়ে দর্শন ।
পৃথিবীতে যেন কৃষ্ণ করেন ক্রীড়ন ॥
সেইমত বৈকুণ্ঠ-উপরি দ্বারকায় ।
বর্ত্তমান থাকি ক্রীড়া করেন সদায় ॥
পরম একান্তিভক্ত নিজপ্রিয়গণ ।
কেবল তাঁদের পরিতোষের কারণ ॥
যে লীলার অনুভব করিয়া নিশ্চয় ।
সর্ব্বজ্ঞপ্রবর আমাদিগে ভ্রম হয় ॥
'বৈকুণ্ঠে দ্বারকায় হইয়ে বর্ত্তমান ।
কিবা ভূমি-দ্বারকায়' নাহি হয় জ্ঞান ॥
ভক্তসকলের আর প্রভুর এমত ।
ব্যবহার উপযুক্ত হয় ত সতত ॥
প্রভুপাদপদ্মে ভক্তি প্রেমের সহিতা ।
কেবল ভক্তগণের হয় অপেক্ষিতা ॥
ভক্তপ্রিয় প্রভুর উত্তম ইচ্ছা এই ।
ভক্তের কামনাপ্রপূরণমাত্র যেই ॥
এইহেতু বৈকুণ্ঠেতে বাসের উচিত ।
তোমাদের সচ্চিদানন্দদেহঘটিত ॥
ব্যবহার কদাচিত অপেক্ষিত নয় ।
কিবা মর্ত্ত্যলোকের যেই বাসযোগ্য হয় ॥
হেন পঞ্চভৌতিক-দেহীর সমুচিত ।
নহে আদরণীয় চেষ্টিত কদাচিত ॥
প্রভুরো ঐশ্বর্য্য যোগ্য নহে অপেক্ষিত ।
কিবা লোকবন্ধুতার যোগ্য কদাচিত ॥
ইহাতে পরম একান্তিতার কারণ ।
লীলা অনুভবে সুখ পায় ভক্তগণ ॥

ভক্ত-প্রিয় ভগবান্—অনুরূপ তার।
নিরন্তর আপনি করেন ব্যবহার॥
তাহা মর্ত্ত্যলোকে কি বৈকুণ্ঠে সিদ্ধ হয়।
ইহাতে বিশেষ কিছু অপেক্ষিত নয়॥
বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দদেহ-অনুরূপ।
ব্যবহার হৈতে মর্ত্ত্যলোকেতে স্বরূপ॥
পাঞ্চভৌতিকদেহীর ন্যায় ব্যবহার।
শ্রেষ্ঠ হয়, যাহা প্রেমভক্তি-পুষ্টিকার॥
প্রভুর তেন লৌকিক বন্ধুব্যবহার।
পারমৈশ্বর্য্য-প্রকাশ হৈতে শ্রেষ্ঠ সার॥
তোমরা প্রেমভক্তিতে অতি নিষ্ঠাকার।
তোমাদের দৈন্য—দীনমত ব্যবহার॥
সপ্রেমভক্তির অতি অনুকূলাকার।
মহাপুষ্টিকরো সেই নিরন্তর সার॥
শ্রীভগবানেরো যেই হয় ত বিস্তার।
ভোগাকুল গ্রাম্যজন-ন্যায় ব্যবহার॥
সে অতি সমর্থ কৃষ্ণে প্রেমপ্রকাশনে।
পরমানুকূল মহাপুষ্টি প্রেমগণে॥
যদি কহ—ইহা ঘটে মায়ার বঞ্চনে?।
তাহা শুন—নহি নহি এমত কথনে॥
প্রেম-উদ্রেকের পরিপাকের মহিমা।
বর্ণন করিয়া কেবা দিবে তার সীমা॥
যাহা ভগবান্ পরমেশ্বরে সন্তত।
করয়ে সে লৌকিক পরমবন্ধুমত॥
অতএব শ্রীভগবানের ভক্তগণ।
পরস্পর প্রেমোদ্রেকপরীপাকে মন॥
তাহে প্রভু নিজৈশ্বর্য্যাদিক পরীহারে।
ভক্তের অভীষ্ট পরিপূর্ণ করিবারে॥
লৌকিক বন্ধুর মত করে ব্যবহার।
নহে সে তাদৃশ ভক্তে বঞ্চনা মায়ার॥
যদি কহ—'পরমেশ্বরতার প্রকাশে।
তাঁহার মাহাত্ম্যজ্ঞানে প্রেমোদ্রেক ভাসে॥
পুত্রাদিদৃষ্টে লৌকিক বন্ধুভাবে নয়।
পরমেশ্বরে তেমত দৃষ্টি দোষ হয়?॥'
তাহে শুন—আশ্চর্য্য যে লোকানুসারিণী।
পরম বান্ধব কৃষ্ণে ভাব সে মোহিনী॥
তারে করি স্তব যাহা হইতে নিশ্চয়।
গৌরব ভয় বিশ্বাস করি লোপচয়॥
শ্রীকৃষ্ণে উৎকৃষ্ট প্রেম করয়ে বিস্তার।
গৌরবাদি কৈলে প্রেমহানি জান সার॥
এত কহি নারদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভরে।
হইয়া অত্যন্ত বশীভূতচিত্ত পরে॥

কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক।
বিকার হইল সব অঙ্গেতে অধিক॥
থাকিলেন কতক্ষণ নিরস্ত হইয়া।
ক্ষণপরে আমার অসুস্থতা দেখিয়া॥
আপনার উপদেশে সাপেক্ষ জানিয়া।
কহিতে লাগিলা মুনি কৃপা প্রকাশিয়া—॥
হে গোপালদেবপ্রিয় হে গোপনন্দন!।
শ্রীগোলোক-নাম যেই শোভাযুক্ত হন॥
বৈকুণ্ঠেতে আছে দেশ-বিদেশাদি যত।
তাহাদের চূড়ামণি হয়েন সম্মত॥
সর্ব্বধাম-উপরে আছেন বর্ত্তমান।
এথা হৈতে অতিদূরে বিরাজিত হন॥
মাথুরীয় শ্রীবিশিষ্টব্রজভূমিরূপে।
সেই শ্রীগোলোক এই জানিহ স্বরূপে॥
সেই শ্রীগোলোকে দ্যোতমান মনোহরা।
মথুরানামেতে পুরী অত্যন্ত সুন্দরা॥
বৃন্দাবন ব্রজভূমি—মথুরার সারে।
তাহাবিনা গোলোক থাকিতে নাহি পারে
সেই শ্রীমথুরা গ্রাম-বনাদি-সহিতা।
গোপ্রধানদেশহেতু 'গোলোক'-সংজ্ঞিতা॥
রহস্যক্রীড়ার স্থান-হেতু গোপনীয়।
হইয়াও সর্ব্বত্র স্বনামে খ্যাত হয়॥
সুপ্রসিদ্ধ ব্রজলোকে, রাধা-আদি করি।
তাঁদের শ্রীযুক্ত প্রেম কৃষ্ণে শুদ্ধতরি॥
জ্ঞানাদি-গন্ধরহিত সেই ভাব হয়।
তার অনুবর্ত্তে শ্রীগোলোকলাভোদয়॥
'ঞিহ পরমেশ্বর হয়েন' এই জ্ঞানে।
ভয়-গৌরবাদির সম্ভব সেইস্থানে॥
তাহাতে তাদৃশ প্রেম সর্ব্বদা নিশ্চয়।
ভগবানে কদাচিত সম্পন্ন না হয়॥
যতেক ভুবন আর যত আবরণ।
তথাবাসিলোক-প্রেম হৈতে শ্রেষ্ঠ হন॥
বৈকুণ্ঠেরো উত্তর কেবল প্রেম সেই।
লৌকিক 'প্রাণবন্ধু' বুদ্ধিতে সিদ্ধ যেই॥
শ্রীগোলোকনাথ আর তথাকার জন।
তাঁহাদের পরস্পর প্রিয়তা লক্ষণ॥
লোকানুসারিণী হইয়াও নিরন্তর।
লোকস্বভাবাদি হৈতে অতিক্রান্ততর॥
কহেন নারদ—এই উদ্ধব-আলয়ে।
শুনিতে অযোগ্য ভিন্ন কেহ নাহি হয়ে॥
মথুরাব্রজের লোক প্রিয় এ উদ্ধব।
মথুরাব্রজেতে গোবর্দ্ধনে জন্ম তব॥

যেমত স্মরণমাত্রেতে যশোদার।
অকালেও স্তন হৈতে ক্ষরে স্তন্যধার॥
পিতা শ্রীনন্দের তেন বহে অশ্রুধার।
কৃষ্ণসুখার্থেতে গোপাদির পরিবার॥
কোন বৃদ্ধা যশোদার মত ভাবাচরে।
কৃষ্ণপ্রীতে কেহ বন্ধুকন্যাবেশ করে॥
বয়স্য তাঁহারে যত গোপের তনয়।
বৃক্ষ-আড় হইলে বিরহ নাহি সয়॥
শ্রীগোপিকাগণ কৃষ্ণবিনা নাহি জানে।
অন্তরে বাহেতে সদা কৃষ্ণময় জানে॥
সংযোগকালেতে আর বিচ্ছেদসময়ে।
নানাবিধ দশা নানাভাব প্রাপ্ত হয়ে॥
অত্যদ্ভুতা মধুরা সে প্রিয়তা নিশ্চয়।
ঐশ্বর্য্যেতে লৌকিকত্বে বিমিশ্রিতময়॥
এই ত ঐশ্বর্য্যে ভক্তসকলের হয়—।
বৈদিগ্ধ্যাদি প্রকাশন শ্রীকৃষ্ণলীলায়॥
লৌকিকত্বে—ভোজনাদি শ্রীকৃষ্ণসহিত।
প্রভুরো এই প্রকার দেখহ বিহিত॥
ঐশ্বর্য্যে—পূতনাদির প্রাণের শোষণ।
লৌকিকত্বে—নানালীলা-আদি গোচারণ।
শ্রীকৃষ্ণের আর তাঁর ভক্তব্যবাকার।
লৌকিক বন্ধুর মত যেই ব্যবহার॥
তাহা ভক্তসকলের শ্রীকৃষ্ণের আর।
উভয় প্রেম বাঢ়ায় অত্যন্ত বিস্তার॥
পরম-ঐশ্বর্য্যস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ হয়।
তাহাতে সে ভাব নহে সিদ্ধ সুনিশ্চয়॥
অযোধ্যাও বৈকুণ্ঠের জানিহ সমান।
দ্বারকাও তাহা হৈতে অধিক আখ্যান॥
অত্যন্ত পরমৈশ্বর্য্যবিশেষকারণ।
সেই ভাব বৈকুণ্ঠাদ্যে নহে প্রকাশন।
অতএব শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-নাম স্থান।
করিলেন দূরে ব্যবস্থাপিত বিধান॥
সুখক্রীড়াবিশেষ সে অনির্ব্বাচ্যতর।
যাহা অনুভবহেতু তুমি বাঞ্ছা কর॥
মাধুর্য্যের অন্ত্যসীমা পাইল নিশ্চয়।
গোলোকে উচিত স্থানে তাহা সিদ্ধ হয়॥
অহো সুনিশ্চয় ভগবান্ শ্রীহরির।
গোলোকেতে প্রকাশিত রূপগুণাদির॥
মাধুর্য্য প্রভুর গোপ্য ভগবত্তা যেই।
সকলের সার প্রকাশন সদা সেই॥
রূপগুণাদি প্রভুর প্রকাশ অশেষ।
অতএব গোলোকের মহিমা বিশেষ॥

বৈকুণ্ঠের উপরেতে আছে বর্ত্তমান।
জগতের এক শিরোমণি সেই স্থান॥
শ্রীগোলোকধামের মহিমা অনুভব।
অধিক হৈতে অধিক হয়ত সম্ভব॥
মর্ত্ত্যলোকস্থিত যেই মথুরা গোকুল।
বৈকুণ্ঠাদি সর্ব্বহৈতে শ্রেষ্ঠ সুবিপুল॥
আশ্চর্য্য সে ধাম হয় মহিমা তাহার।
কোন জন লেশমাত্র পারে বর্ণিবার ?॥
তথাপি কহিয়ে সখে! করহ শ্রবণ।
চপলা জিহ্বা আমার করে কণ্ডূয়ন॥
মহামণি মথুরা গোকুলের মহিমা।
হৃদয়কৌটায় রাখিয়াছি স-গরিমা॥
অতি গোপনের ধন তাহারে কখন।
কাহার নিকটে না করিলুঁ প্রকাশন॥
চিরকালপরে অদ্য সেই মহাধন।
জিহ্বার অধৈর্য্যহেতু করি প্রকাশন॥
ব্রাহ্মকল্পে যে হয় সপ্তম মন্বন্তর।
তার অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপর॥
তার শেষে শ্রীগোলোকনাথ ভগবান্।
প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার আখ্যান॥
অনির্ব্বচনীয় মহা প্রেমের বিহার।
কামনায় আপনার গণ-সহকার॥
পূর্ণ সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যাদি শক্ত্যে আপনার।
করেন মথুরা-গোকুলেতে অবতার॥
শ্রীকৃষ্ণের রূপ বিষ্ণু-আদি অবতার।
নানা স্থানে বর্ত্তমান অনেকপ্রকার॥
সকল আসিয়া মিলে এই অবতারে।
এহেতু অদ্বয় হৈয়া সর্ব্বতঃপ্রকারে॥
ত্যজি শীঘ্র বৈকুণ্ঠাদি ধাম আপনার।
নিজ নিত্য ভূষণাস্ত্র-আসনাদি আর॥
নিজ পারমৈশ্বর্য্য যে নিত্য আনুষঙ্গি।
তাহারে অতি দূরেতে উপেক্ষিয়া রঙ্গী॥
মহালক্ষ্মী অনন্যা সঙ্গিনী নিরন্তর।
তাঁরে সঙ্গে না আনিয়া করি অনাদর॥
আমর অনন্যগতি ভৃত্যে অনাদরি।
মর্ত্ত্য মথুরা গোকুলে যান কৃষ্ণ হরি॥
অন্যস্থানে অন্যসহ যেই সুখচয়।
শ্রীকৃষ্ণের কদাচিত লাভ নাহি হয়।
সেই সুখ মথুরাব্রজবাসি সহিত।
যাঁহাদের স্বভাবক্রীড়া যোগ্য বিশেষিত॥
নিজেচ্ছানুসারে বহু করিয়া বিহার।
মথুরাব্রজেতে লাভ করে অনুবার॥

ইথে শ্রীগোলোক হৈতে কদাচিতাশেষ।
ভৌম-মথুরা-ব্রজের মহিমা বিশেষ॥
অবতারকালে জগতের যতজন।
দৃঢ়-ভক্তিভাগ্যবিশিষ্ট যাঁহারা হন॥
তাঁদের সাক্ষাৎ দৃশ্য হন সুনিশ্চয়ে।
অন্তকালে অপ্রকাশ কৃপা সমুদয়ে॥
অতএব ভূমে অবতারের কারণ।
বৈকুণ্ঠনাথেরে বৈকুণ্ঠেতে কদাচন॥
দর্শন না পান বৈকুণ্ঠনিবাসিসব।
তুমিও করিলা ইহা তথা অনুভব॥
অতএব কৃষ্ণ সর্ব্বস্বরূপসহিত।
করেন শ্রীব্রজে অবতার প্রকাশিত॥
অতএব মন্ত্রপ্রবর্তক ঋষিগণ।
আপন-আপন মতি-অনুসারে কন॥
কেহ বৈকুণ্ঠনাথ, কেহ সহস্রশির।
কেহবা ক্ষীরোদশায়ী, কেহ বিষ্ণু স্থির॥
কেহ নরনারায়ণ, কেহবা কেশব।
মথুরাতে অবতীর্ণ কহে মুনিসব॥
যিঁহ হন যে-লোক-বৃত্তান্ত পরায়ণ।
'সেই-লোকনাথে তথা না করি দর্শন॥'
আপন নির্ণীত নিজ নাথের মহিমা॥
মাধুর্য্যাদি শ্রীকৃষ্ণেতে দেখিয়া গরিমা॥
'সেই-লোকনাথ এই কৃষ্ণচন্দ্র হন।'
কহেন তাঁহারা অতি সুসরল-মন॥
শ্রীভগবানের রূপ আছেন যতেক।
তাঁদের মাহাত্ম্য-গুণ-রূপাদি প্রত্যেক॥
সকল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে হয় বিরাজিত।
ইথে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা পরম প্রকটিত॥
কিন্তু শ্রীগোলোকনাথ স্বয়ং সুনিশ্চয়।
ভূমে নিজস্থান মথুরা-ব্রজ যে হয়॥
তাহাতে সর্ব্বদা ক্রীড়াবিশেষ প্রকাশে।
ভূষিত করেন অতি সুমহা বিলাসে॥
শ্রীগোলোকনাথের মহিমা এইমত।
সুন্দর করিয়া ব্যক্ত মুনি কহি যত॥
মথুরা-ব্রজেতে ভগবত্তা-প্রকাশন।
বিস্তারি কহিতে করিলেন আরম্ভণ॥
করেন নারদ—এই উদ্ধব-আলয়ে।
শুনিতে অযোগ্য ভিন্ন কেহ নাহি হয়ে॥
মথুরাব্রজের লোক প্রিয় এ উদ্ধব।
মথুরাব্রজেতে গোবর্দ্ধনে জন্ম তব॥
প্রেমভক্তিযুক্ত-ভিন্ন এথা কেহ নাই।
অতএব গোপ্য কিছু কহিয়ে এথাই॥

এই শ্রীমথুরাব্রজে প্রকট প্রভুর।
ঐশ্বর্য্যের অত্যসীমা আছয়ে প্রচুর॥
কৃপালুতা বিবিধা পরমসুন্দরতা।
অশেষমহিমার মাধুরী প্রকাশিতা॥
বিলাসের লক্ষ্মী আর ভক্তের বশ্যতা।
বিবিধপ্রকারে সব আছে সুব্যক্ততা॥
সেই শ্রীনন্দের ব্রজ গুণে আপনার।
হৈল মহালক্ষ্মীর বিলাসভূমি সার॥

তথাচ (ভাঃ ১০।৫।১৮)—

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরেনির্বাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ। ইতি

সেই মহালক্ষ্মীর কটাক্ষেতে কেবল।
ব্রহ্মরুদ্রাদিজগতে ঐশ্বর্য্য সকল॥
ব্রহ্মারুদ্রাদিলোকেতে যে বিভূতি স্থিত।
তাহা হৈতে ব্রজে হৈল অধিক দর্শিত॥
বৈকুণ্ঠনাথের গৃহেশ্বরী যিঁহ হন।
অতএব গৃহকৃত্য-আদিতে কখন॥
বিলাসের সঙ্কোচ বৈকুণ্ঠধামে হয়।
সদা বিলাস এথায়—এ ঐশ্বর্য্যচয়॥
যে ব্রজের কোনে-বৃক্ষ কোনো-দ্রব্যদ্বারে
যাচকগণের দেন বাঞ্ছা বহুবারে॥
তবু নিজ প্রভুর বিহার-বিঘ্নভয়ে।
সে সব ঐশ্বর্য্য সদা নাহি প্রকাশয়ে॥
বালকঘাতিনী যে রাক্ষসী পূতনারে।
সদ্বেশমাত্রেতে দিলা মাতৃগতি তারে॥
পুনঃ অঘাসুর-আদি তার বন্ধুগণ।
যাহারা সাধুর মন্দ করে অনুক্ষণ॥
পরম মহা মধুর লীলার দ্বারায়।
তাহাদিগে মুক্তিপদ দিলেন হেলায়॥
ইথে দেখ শ্রীকৃষ্ণের করুণা অপার।
দ্রোহচেষ্টা করিয়াও হইল উদ্ধার॥
নবনীতচৌর্য্য-হেতু যশোদা কোপিয়া।
যতেক গোসকলের রজ্জু সব নীয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের উদরেতে করিতে বন্ধন।
রজ্জু দুই-অঙ্গুলি না আঁটে কদাচন॥
দেখিয়া মাতার শ্রম করিলা গ্রহণ।
আপন উদরে উদূখলেতে বন্ধন॥
ব্রজগোপিকার আর বাঢ়াইয়া আনন্দ।
করেন আশ্চর্য্য নৃত্য-গীতাদি প্রবন্ধ॥
পুনঃ কৃষ্ণ তাঁহাদের আজ্ঞা-অনুসারে।
আনেন পাদুকা-আদি বহি শিরদ্বারে॥

ইথে এই দেখাইলা—'শ্রীনন্দনন্দন।
বশীভূত ভক্তের আপনি সদা হন॥'
তাঁহার রূপের যে মহিমা সমুদয়।
কোনোজন কহিবারে সমর্থ না হয়॥
তথাপি যেমত আছে শক্তি আপনার।
কহিয়ে কিঞ্চিৎ তাহে হেতু জানিবার॥
যেহেতুক সেই ভগবানের বিস্ময়।
আপনার রূপসৌন্দর্য্যাদি দেখি হয়॥
যা দেখি গো-মৃগ-পক্ষি-লতা-তরুগণ।
পুলকাশ্রু-আদি ভাব হইল প্রাপণ॥
ওহে তাত! সেই রূপ আশ্চর্য্যকথন।
গোপিকাগণেরে ধৈর্য্য করেন হরণ॥
যদি কহ—স্ত্রীগণের চাঞ্চল্যস্বভাব।
সেহেতু ধৈর্য্যহরণ হয় ত সম্ভাব?॥
তাহাতে শুনহ—সেই শ্রীগোপিকাগণ।
কুলস্ত্রীসকলে পূজে যাঁদের চরণ॥
মহালক্ষ্মী হইতে যাঁহারা হৈল শ্রেষ্ঠ।
রূপ-শীল-গুণ-কর্ম্ম-লাবণ্যে যথেষ্ট॥
শ্রীগোপালদেবপ্রিয় সেই গোপীগণ।
তাঁহাদের ধৈর্য্যহানি কি কব কথন॥
সে রূপ দেখিয়া যত ইতরজনার।
যেই ভাব হয় তাহা করহ বিচার॥

তথাহি (বৃঃ ভাঃ ২।৫।১০৪)—

যদ্দর্শনে পক্ষ্মকৃতং শপন্তি
বিধিং সহস্রাক্ষমপি স্তুবন্তি।
বাঞ্ছন্তি দৃক্ত্বং সকলেন্দ্রিয়াণাং
কাং কাং দশাং বা ন ভজন্তি লোকাঃ।

বিধাতারে শাপ দেয় যে-রূপ-দর্শনে।
যেহেতু করিল নেত্রে পক্ষ্মের সৃজনে॥
পক্ষ্মের দ্বারায় চক্ষু হৈয়া আবরণ।
সে রূপ-দর্শনে হয় বিঘ্ন যে কারণ॥
সহস্রাক্ষ নানা অপরাধী সেকারণ।
অথবা গৌতম-শাপে বিরূপলক্ষণ॥
তাহাতে স্তবের যোগ্য সেই নাহি হয়।
তথাপি সর্ব্বদা স্তব তাহার করয়॥
সহস্র নেত্রেতে করে সে রূপ দর্শন।
এই লাগি তার স্তব জানিহ কারণ॥
'সকল ইন্দ্রিয় হকু নয়ন আমার।
সেইসবদ্বারে দেখি কৃষ্ণরূপ সার॥'
এইমত করে সদা বাঞ্ছা সমুদয়।
কোন্ কোন্ দশা নাহি ভজে লোকচয়?॥

মহিমা ব্রজভূমির কি করি বর্ণন।
অর্থাৎ বর্ণনে শক্ত নহি কদাচন॥
যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রূপ-সৌন্দর্য্য আপন।
পরম আশ্চর্য্য সে করেন বিস্তারণ॥
যেহেতু ব্রজের তুল্য স্বভাবেতে স্থিত।
এমত কৃষ্ণের সহ হইয়া মিলিত॥
ব্রজভিন্ন বৈকুণ্ঠদ্বারকাবাসিজন।
ব্রজবাসিতুল্য ভাব না করে বহন॥
শৈশবশোভায় তাঁর বয়স আশ্রিত।
সদা তথা যৌবনলীলায় আদরিত॥
অতএব মনোহর কৈশোর-দশায়।
অবস্থিত পঞ্চদশবর্ষ অবস্থায়॥
গুণ-কান্তি-লাবণ্যাদি দ্বারা প্রতিক্ষণ।
নূতন হইতে অতিশয় সুনূতন॥
যে যে কর্ম্ম পূর্ব্বে কভু ব্রহ্মা পঞ্চানন।
স্বয়ং শ্রীনৃসিংহ-রঘুনাথাদি কখন॥
না করিলা কোন স্থানে কোনই প্রকারে।
মহাদৈত্যগণে বধকরণাদি আরে॥
ভক্তিবিস্তারাদি যেই দুষ্কর হইল।
সুন্দর বাল্য-চেষ্টায় ব্রজে তা করিল॥
সেই সেই লীলামৃতসাগর-ভিতরে॥
অবগাহে মম জিহ্বা অতি ভয় করে।
সে-লীলা-মধুদ্রব্য-প্রিয়া জিহ্বা মম।
ভয় পায় তবে এই লজ্জা ত অসম॥
যেহেতুক যেই কর্ম্ম অশক্য নিশ্চয়।
কখন তাহাতে লোক প্রবৃত্ত না হয়॥
মম চিত্ত শ্রীহরির লীলামৃত সার।
না করিল পান কর্ণপুটে একবার॥
তাহে প্রবর্ত্তিতে বাঞ্ছা করে, সে-কারণ।
নিশ্চয় চাঞ্চল্য লজ্জা না করে রক্ষণ॥
তিনমাসকালে যেই করিয়া শয়ন।
মৃদুপদে কৈলা স্থূল শকটভঞ্জন॥
এমত পারমৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট যে হয়।
স্তন্যহেতু রোদন কি তারে সম্ভবয়?॥
তথাপি বাল্যলীলায় করেন রোদনে।
পুনঃ স্তন্যপানে আর মৃত্তিকাভক্ষণে॥
দুইবার মায়ে মুখভিতরে আপনে।
সমস্ত জগত করাইলেন দর্শনে॥
তৃণাবর্ত্তবধে যেই লীলা করিলেন।
আর গমনের ভঙ্গী যে আচরিলেন॥
আর গোপীগণের তোষণের কারণ।
করিলেন শ্রীকৃষ্ণ যে গোরস-চোরণ॥

সে সব আশ্চর্য্যলীলা মধুরের সারে।
শ্রবণজ মোহ হৈতে রক্ষতু তোমারে ॥
গোপিকার আক্রোশনে জননীর ভয়ে।
সাক্ষাৎ মুখাবলোকে যে চাতুরী হয়ে ॥
মৃত্তিকার ভক্ষণে যে কৌতুক করিলা।
তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিশ্বরূপ দেখাইলা ॥
মাতার দধিমন্থনে দণ্ডাদিধারণ।
সেইসব লীলা করু আমারে রক্ষণ ॥
প্রসিদ্ধ রোদন দধিভাণ্ডের ভঞ্জন।
শিক্যপাত্র হৈতে নবনীতের চোরণ ॥
মায়ের ভয়েতে যে করিলা পলায়ন।
ভয়াকুল-আলোকন-বিশিষ্ট নয়ন ॥
গোপাশেতে জননী যে জঠরে বান্ধিলা।
তাহাসহ উদূখল ক্রমে আকাষিলা ॥
যমল-অর্জ্জুন দুই বৃক্ষের ভঞ্জন।
সে দশায় বরদান হরে মম মন ॥
বৃন্দাবনে বৎসচারণেতে ক্রীড়া করি।
বৎস-বকাসুরদ্বয়ে মারিলা যে হরি ॥
জন্তুসকলের মত করেন রবণ।
শিখিপুচ্ছ-গুঞ্জা-বনমালা-সুভূষণ ॥
বেণু-বীণা-আদি বাদ্যগণে শুরু হন।
করুন সে কৃষ্ণচন্দ্র আমারে রক্ষণ ॥
প্রাতঃকালে সখা-বৎস-সহ বৃন্দাবনে।
প্রবেশিয়া করিলা যে-সব বিহরণে ॥
অঘাসুর সর্পরূপী মুখ প্রসারিয়া।
বালকগণের পথে আছিল সুতিয়া ॥
বৎস-বালকেরা তাহা নাহি করি জ্ঞান।
অসুরের মুখমধ্যে করিলা প্রয়াণ ॥
কৃষ্ণ দেখি পরামর্শ করিলেন মনে।
খলনাশ আর বালকাদির রক্ষণে ॥
কি প্রকারে এই দুই হইবে সাধন।
এত ভাবি তার মুখে করি প্রবেশন ॥
বাড়াইলা অপ্রমিত দেহ আপনার।
মরিল অসুর তাহে—গেল প্রাণ তার ॥
অঘের শরীর হৈতে তেজ নিকশিল।
শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সরোজে প্রবেশিল ॥
মুক্তিদান করিলেন কৃপায় তাহারে।
ভক্তিয়ে সরস সেইসকল বিহারে ॥
পুলিনভোজনে যেই করিলা বিহার।
অতি আকর্ষয়ে সেই মানস আমার ॥
অদ্ভুত মহিমা তাঁর জানার কারণে।
ব্রহ্মা সব বৎসগণে করিলা হরণে ॥
বৎসহেতু উৎকণ্ঠিত হৈলা সখাগণ।
তাঁহাদিগে ভোজনেতে করি আশ্বাসন ॥
দধি-মিশ্রিতান্নগ্রাস শোভে বামকরে।
বৎস-অন্বেষণে প্রভু গেলেন সত্বরে ॥
এখানেতে ব্রহ্মা সব বালকে হরিয়া।
পর্ব্বতগহ্বরে রাখিলেন মায়া দিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণের যেই বিলাসের সুমাধুর্য্য।
ব্রহ্মাও দেখিয়া হৈলা মোহিত প্রাচুর্য্য ॥
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে যোগ্য হয়।
যাহে চিত্তচমৎকার অত্যন্ত উদয় ॥
কোথা মুগ্ধপ্রায় সখা-বৎস অন্বেষণ।
কোথা সেইসকলের স্বরূপধারণ ॥
অর্থাৎ তাদৃশ পারমৈশ্বর্য্যপ্রকাশে।
না হয় সম্ভব হেন মুগ্ধতাবিলাসে ॥
সেই-সেই শ্রীকৃষ্ণের যতেক বিহার।
শ্রীগোকুলব্রজ হয় আস্পদ তাহার ॥
সে ব্রজের মহিমজ্ঞ যতেক আছয়ে।
সকলের মধ্যে সেই ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ হয়ে ॥
যিঁহ ভগবানে অতি করিয়া আদরে।

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)—

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ইত্যাদি।

করিলেন স্তব প্রণিপাতে যোড়করে ॥
সেই ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজের নিশ্চয়।
মূর্ত্তিমান মহাপ্রেমরস নিঃসংশয় ॥
গোপালনে আর বলরামের মাননে।
বৃন্দাবনমধ্যেতে শ্রীলক্ষ্মীর স্তবনে ॥
ভ্রমরের গানপ্রায় গান সে করণে।
শুক-কোকিলাদিমত শব্দানুকরণে ॥
যে সুন্দর ক্রীড়া করিলেন ভগবান্।
তাহার ভজন কর হৈয়া শ্রদ্ধাবান্ ॥
তালবনে যে লীলা প্রকাশ করিলেন।
জ্ঞাতিসহ ধেনুকাসুরে যে নাশিলেন ॥
সায়ংকালে ব্রজনারীগণের মিলনে।
যেই লীলা করিলা আশ্চর্য্য প্রকাশনে ॥
স্তোত্ররূপেও না পারি করিতে বর্ণন।
ইথে বাক্যে নমস্করি সেই লীলাগণ ॥
কালিয়হ্রদে শ্রীযুক্ত যশোদাতনয়।
যেইযেই করিলেন বিহারনিচয় ॥

তাহা শোক-হর্ষ-বেগে না পারি স্মরিতে।
কি প্রকারে শক্ত হব সে-সব কহিতে ? ॥
কোথা অতি দুষ্টচেষ্টা খল যে কালিয়।
তার দণ্ড ক্রোধভরে তবে করণীয় ॥
কোথায় নমিতফণাবর্গ-রঙ্গস্থলে।
হর্ষভরে নৃত্যোৎসব তাদৃশ কৌশলে ॥
কোথায় শ্রীপাদদ্বয় করিয়া প্রহার।
সকল মস্তকভঙ্গ-নিগ্রহবিস্তার ॥
কোথা অনুগ্রহ তার মস্তক-উপরি।
পদরজো দিলেন তাদৃশ নৃত্য করি ॥
যেই অনুগ্রহ শেষ সহস্রবদনে।
বর্ণন করিতে না পারেন কদাচনে ॥
সেই কালিয়েরে আর নাগপত্নীগণে।
নমস্করি যে করিল সস্তুতি-পূজনে ॥
কালিয়হ্রদের তীরে আসি দাবানলে।
অতি তাপ দেয় গোপগোপিকাসকলে ॥
তাহা দিগে করাইয়া নয়ন মুদ্রিত।
খাইলেন দাবানল দয়ায় ত্বরিত ॥
পুন মুঞ্জবনেতে যতেক পশুগণে।
দাবানল পান করি করিলা মোচনে ॥
ভাণ্ডীরতলায় যেই করিল ক্রীড়ন।
হারিয়া আপনি কৈলা শ্রীদামে বহন ॥
বলরামহস্তে হৈল প্রলম্ব-সংহার।
করুক সে সব লীলা মঙ্গলবিস্তার ॥
বর্ষাকালে বৃক্ষক্রোড় করিয়া আশ্রয়।
করিলেন যেই মনোহর লীলাচয় ॥
তৎকালীন কন্দমূলফলাদিভক্ষণ।
আর দধিমিশ্রিতান্ন সহ সখাগণ ॥
শরৎকালে বনশোভা বাঢ়ে অতিশয়।
গোপীর কন্দর্পতাপ করয়ে উদয় ॥
পরম অদ্ভুত এই লীলাসমুদয়।
নিরন্তর বিরাজিত হউক নিশ্চয় ॥
সেই বস্ত্রভূষা—সেই মোহন বাঁশরী !
তার মধু-রব-রাশি সর্ব্বচিত্তহারী ॥
সেই গোপললনার মোহন—এ-সব।
করিব তাঁহার কবে সাক্ষাদনুভব ? ॥
অহো কোথা গোপকন্যাগণের বসন
চৌর্য্যরূপোৎসব কৈলা শ্রীনন্দনন্দন ॥
কদম্ববৃক্ষমস্তকে করি আরোহণ।
অনেক কৌশল করিলেন ততক্ষণ ॥
অঞ্জলিবন্ধনে করাইয়া নমস্কার।
নিজ স্কন্ধ হৈতে বস্ত্র দিলেন সবার ॥
সেই যজ্ঞকারি-বিপ্রগণের ওদন।
করাইলা সখাগণদ্বারায় যাচন ॥
তারা নাহি দিলে তাহাদের পত্নীগণে।
অন্নব্যঞ্জনাদিসহ কৈলা আকর্ষণে ॥
সেকালের ভূষণে করিলা অবস্থিতি।
বাক্যের প্রসাদ যে করিলা শুভ রীতি ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।২৩।২২)—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ—
ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং।
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥ ইতি।

সখাগণসহ অন্ন যে কৈলা ভোজন।
সেইসব লীলা স্তব করি অনুক্ষণ ॥
নন্দাদির দ্বারা গোবর্দ্ধনের পূজন।
নিজ বামহস্তে মহাপর্ব্বতধারণ ॥
সন্তোষ দিলেন তাহে যত গোপগণে।
ইন্দ্র এত দেখি লজ্জা পাই বহু মনে ॥
সুরভিরে আনি ইন্দ্র ভক্তির উদ্রেকে।
গোবিন্দত্বে করিলেন কৃষ্ণে অভিষেকে ॥
ব্রহ্মহ্রদ-নিকটেতে ব্রজবাসিগণে।
করাইলা বৈকুণ্ঠাখ্যস্থানের দর্শনে ॥
দ্বাদশীর অল্পতা দেখিয়া নন্দরায়।
একাদশীরাত্রে কৈলা স্নান যমুনায় ॥
তথা হৈতে বরুণের দূতেতে হরিলা।
কৃষ্ণ তার লোক হৈতে নন্দেরে আনিলা ॥
যোগ্যো নাহি হই এইসকল কথনে।
কেমনে সে বিদগ্ধতা যে বেণুবাদনে ॥
তাহাতে মোহিয়া গোপীসকলে আনিয়া।
করিলা যে রাসলীলা সানন্দ হইয়া ॥
সকল লীলার সেই শেষসীমা হয়।
ভগবত্তামাধুরী কে কহিতে পারয় ? ॥
সর্ব্বাবতারের লীলা হইতে নিশ্চয়।
বিচারে এ ব্রজলীলা শ্রেষ্ঠ অতিশয় ॥
যে-লীলাসম্বন্ধী বর্ণ শ্রবণে প্রবেশে।
স্বভাবেতে প্রেমভর-উদয় অশেষে ॥
অপেক্ষা না সহে তাহে অর্থের বিচার।
অগ্নি যেন স্পর্শমাত্রে গুণ করে তার ॥
সর্ব্বাবতারেতে কৈলা যেই লীলা-সব।
তাহাহৈতে কৃষ্ণলীলা উত্তম প্রভব ॥
ইহা যুক্তিদ্বারা যেই করয়ে স্থাপন।
সেই ধন্য ভাগ্যবান্ হয় শ্লাঘ্যজন ॥

ব্রজলীলাসকলের ঈষৎ শ্রবণে।
যেমত পূতনামোচনাদির কথনে॥
আত্মশব্দ 'পূতনার' শ্রবণে যাহার।
প্রেমে পূর্ণ হয়—সেইজনে নমস্কার॥
অহো কৃষ্ণপ্রিয়বস্তু বেণু দারুময়।
বহুরূপ-গুণাদিয়ে বিলক্ষণ হয়॥
শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য সদা হস্তপদ্মে রয়।
অধরামৃত-পানাদি করি বিহরয়॥
সে বেণুর মহিমা সে স্পর্শিতে নিশ্চয়।
আমার রসনা কভু শক্ত নাহি হয়॥
অথাপিহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদপ্রভাবে।
যতেক কহিতে পারি করি অনুভাবে॥
তার মত কহি কিছু মহিমা বংশীর।
শ্রবণ করহ হৈয়া সাবধান স্থির—॥
শ্রীমুখেতে বেদবাক্যে অন্তবাক্যামৃতে।
উপনিষদ্দ্বারা যাহা না হইল কৃতে॥
তাহা মোহন বংশিকা—দারুর নির্ম্মিতা।
তাঁর বিম্বাধরযোগে করিল সাধিতা॥
বিমানগামী যতেক দেবগণ ছিলা।
বধূসহ বেণু শুনি প্রণয়ে মোহিলা॥
ব্রহ্মা মহাদেব মহেন্দ্র প্রভৃতি আর।
তত্ত্ব বিস্মরিয়া হৈল মুগ্ধতা সবার॥
ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মারাম যেই মুনিগণ।
তাঁহাদের সমাধির হয় ত ভঞ্জন॥
পুলকাশ্রুপাতাদির জন্ম হয় তায়।
ইহাও হইতে পারে নিজাধীন যায়॥
সদা পরাধীন যেই চন্দ্র-আদিগণ।
কালচক্র-ভ্রমণের অনুবর্ত্তী হন॥
নিত্য শীঘ্রগমন তাঁদের নিরন্তর।
তাহার নিরোধ হৈল বিস্মিত বিস্তর॥
গোপগণ দেহ-দৈহিকাদি আত্মাহিত।
পুত্র-কলত্রাদি কৈলা কৃষ্ণসমর্পিত॥

তথাচ (বৃ: ভা: ২।৫।১৪০ টীকা)—

হরিবংশে শ্রীনন্দং প্রতি গোপানাং বচনম্—
অদ্যপ্রভৃতি গোপানাং গবাং গোষ্ঠস্য চানঘ।
আপৎস্ব শরণং কৃষ্ণঃ প্রভুশ্চায়তলোচনঃ। ইতি।

ইহাতে 'গোষ্ঠের প্রভু' এই ত বচনে।
গোপীদেরো প্রভু কৃষ্ণ হইল সূচনে॥
লজ্জাক্রমে গোপগণ স্পষ্ট না কহিলা।
ইথে নিজব্যবহারে উদাসীন ছিলা॥
ইহপরলোকে যে সাধ্যের সাধন।
তাহে নিরপেক্ষহেতু সমাশ্রিত হন॥
অতএব স্বভার্য্যারে করেন বন্দন।
যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হন॥
ভার্য্যাশব্দে গোপিকার কেবল ভরণে।
পতিপ্রয়োজন অন্য নহে ত কিঞ্চনে॥
সেই গোপগণের বালকগণ যত।
শ্রীকৃষ্ণের ছায়ামত সদা সঙ্গে রত॥
বৃন্দাবনশোভাদর্শনাদি কৌতূহলে।
কদাচিত কৃষ্ণচন্দ্র দূরে গেলে ছলে॥
তাঁরে না দেখিয়া হৈয়া দুঃখী সখাগণ।
পুন আস্যে শীঘ্র স্পর্শি করেন ক্রীড়ন॥
শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি পরম ভগবতী।
শ্রীরুক্মিণী-আদি হৈতে হন শ্রেষ্ঠা অতি॥
বেণুবাদ্যে পতি শিশু লোক ধর্ম্ম আর।
লজ্জা পরিহরি পাইলেন ভাবসার॥
যেইভাবে সদা কটু-মধুর-বিকারে।
ব্যাকুলা হইয়া সদা মোহিত আকারে॥
বৃক্ষমত স্থাবরত্ব পাইলেন গতি।
কিছু অনুসন্ধানে নহেন শক্তিমতী॥
যদ্যপিহ ব্রজবাসিগোপগোপিকার।
ভগবানে প্রেমভাব নিত্য আছে তার॥
তাহাতে কি নাহি ঘটে মোহ নিরন্তর?।
তথাপি প্রভুর অসাধারণ সত্বর॥
পরম মধুর মহিমা বেণুবাদন।
তাহাতে পরম মোহযুক্তা গোপী হন॥
বেণুর মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গেতে একারণ।
বর্ণন করিলা এই জান নির্দ্ধারণ॥
নিশ্চয় আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রবণ—।
পশুজাতি গোবৎস-বৃষভ-আদিগণ॥
বনমৃগ, বৃক্ষেতে নিবাসী পক্ষী যত।
জলচর পক্ষী দূরে থাকে ক্রীড়ারত॥
স্থাবর নদী-মেঘাদি জ্ঞানশূন্য হয়।
বেণু শুনি নিজনিজ স্বভাব ত্যজয়॥
গবাদির কৃষ্ণসঙ্গে সর্ব্বদা বসতি।
তাহাদের হৈতে পারে জ্ঞানশূন্যা গতি।
হইল তেমত বনবাসী মৃগগণ।
অহো তারা গাবীসঙ্গে থাকে কদাচন।
বৃক্ষবাসিপক্ষিগণ জ্ঞানশূন্য হয়।
তাহারাও কভু মূলে কৃষ্ণকাছে রয়॥
দূরে থাকে ক্রীড়ারত জলপক্ষিগণে।
তাহাদেরো আছে শক্তি নিকটে গমনে॥

তরু-লতা-নদী-আদি অচেতন সব।
অহো ব্রজে বাসহেতু হয় ত সম্ভব॥
গগননিবাসী ধূলিধূমেতে উদ্ভব।
জ্ঞানশূন্য স্বভাব ত্যজিল মেঘসব॥
বেণুবাদ্যে মোহে—গতিশক্তি না রহিল॥
তাহে চর প্রাণিসব স্থিরত্ব পাইল॥
পত্রের উদ্গম আর কম্পাদিপ্রভাবে।
স্থির বৃক্ষগণ হৈল চরত্বস্বভাবে॥
যত জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি করিল গমন।
তাহে সচেতন সব হৈল অচেতন॥
বারম্বার কম্প-আদি পত্রের চলনে।
অচেতন শিলা-আদি হৈল সচেতন॥
মহাপ্রেমরসে সব হৈয়া নিমজ্জিত।
স্বেদ-কম্পাদি বিকারে হৈল আক্রমিত॥
রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠা হয়।
অনির্ব্বাচ্য পরম ঐশ্বর্য্য অতিশয়॥
সর্ব্বস্ব সারের সেই পরিপাকময়।
উৎকৃষ্টতা মাধুর্য্যের সীমা প্রকাশয়॥
অতএব করি মনোরথ শত আশ।
লক্ষ্মীরো হইল সদা দুর্লভ যে রাস॥
অহো শ্রীকৃষ্ণের হয় বিদগ্ধতা অতি।
জগতে নাকর্ষে কোন্ অভিজ্ঞের মতি?॥
সেইপ্রকারেতে যত কুলনারীগণে।
বংশীবাদ্যে বনমধ্যে কৈলা আকর্ষণে॥
সেইক্ষণে বাক্যের চাতুর্য্য যে করিলা।
যাহে অতি ধৈর্য্যবতী গোপিকা কান্দিলা॥
আকারগোপনে যেই পাণ্ডিত্য হরির।
অর্থাৎ মনের ভাব না করে বাহির॥
তাহার প্রশংসা আমি তবে ত করিত।
গোপীর বিনয়সমূহে যদি ত থাকিত॥
সেইক্ষণে ব্যক্ত করি মন-অভিপ্রায়।
মোহিত করিয়া কৃষ্ণ সব গোপিকায়॥
কামক্রীড়া-সুরতেতে বিদগ্ধতা যেই।
রমিলা গোপীর সহ প্রকাশিয়া সেই॥
বিচ্ছেদলীলায় দক্ষ শ্রীল ভগবান্।
তাঁর অন্তর্দ্ধান সদা কে না করে গান?॥
যেই অন্তর্দ্ধানেতে যতেক গোপীগণে।
ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি সদা যাঁহাদের মনে॥
তাঁহারাও অশ্বত্থাদি-বৃক্ষে জিজ্ঞাসিলা।
উন্মত্ততা-আদিরূপ অবস্থা পাইলা॥
যাঁর লীলাচেষ্টা অতি দুর্ব্বোধ সে হয়।
হেন ভগবান্ হৈতে আমি করি ভয়॥

কোথা ত্যজি গোপীগণে নিভৃতলীলায়।
সৌভাগ্যের সারাৎসার দিলা রাধিকায়॥
কোথা সদ্য অন্তর্দ্ধানে অনাথা রাধায়।
ডুবাইলা রোদনসাগরে একা তাঁয়॥
পরে হৈয়া একত্র আর্ত্তিতে গোপীগণ।
গীতপ্রায় সুস্বরেতে করিলা রোদন॥
তাহে কৃষ্ণচন্দ্র প্রাদুর্ভাব হইলেন।
সমূহ আনন্দ গোপীসবারে দিলেন॥
গোপিকার প্রশ্নে স্ব-ঋণিত্ব-স্থাপনায়।
যে দিলা উত্তর তিঁহ রক্ষুন তোমায়॥
সেই মণ্ডলীবন্ধনে প্রভুর চাতুরী।
সেই নৃত্য-গীতাদিবিস্তার দাক্ষ্য ভূরি॥
সেই পূর্ব্বশোভা হৈতে অধিক শোভন।
সব বিশ্বমোহিনী হরয়ে মম মন॥
কৃষ্ণপাদপদ্মমধুপানে লু যেই।
সে-রস-ভোক্তীর সুমহত্ত্ব জানে সেই॥
ব্রহ্মা আর এই ত উদ্ধব—দুহেঁ তত্ত্ব।
গোকুলজাত সবার জানেন মহত্ত্ব॥
যেহেতু ইঁহারা গোপীগণের চরণ।
ধূলি-অভিষেক সদা করেন প্রার্থন॥

তথা (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)—

ব্রহ্মণা প্রার্থিতম্—

তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং,
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোঽভিষেকমিত্যাদি।

উদ্ধবেন চ (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনামিত্যাদি।

যাহাদের সে-বস্তুতে লোভ প্রকাশয়।
সে-বস্তু-যুক্তের ভাগ্যবল সে জানয়॥
কৃষ্ণের অধরপানে লুব্ধ গোপীগণ।
বংশীর সৌভাগ্যভর গান সর্ব্বক্ষণ॥
মাথুর-ব্রজের লোকে সদা প্রেমভরে।
কৃষ্ণের আসক্তি মহা অদ্ভুত বিহরে॥
যে লাগি ব্রহ্মারে দেখিতে অনিচ্ছা তাঁর।
যদ্যপি আসিয়া কৈলা স্তব নমস্কার॥
কৃষ্ণপাদপদ্মমাত্র আমাদের গতি।
কদাচিত নহে অন্য আশ্রয়েতে মতি॥
আমাদিগে সম্ভাষিতে শ্রীকৃষ্ণ কখন।
উৎসাহী না হন, কি করিবেন মানন?॥

বৃন্দাবনবাসী গোপ-গোপীসব যত।
বিচিত্র ঔষধিমন্ত্র জানেন সম্মত ॥
তাহাতে নিশ্চয় গোষ্ঠনাগর মোহিত।
ইথে বিদগ্ধতাভাব হইল সূচিত ॥
ব্রজবাসিসকলের সর্ব্বদা আসক্তি।
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপরা যেই অনুরক্তি ॥
তাহা কহিবারে শক্ত না হয় বচন।
যাঁহারা শ্রীভগবানে প্রেমের কারণ ॥
'নন্দগোপের কুমার' সতত জানেন।
'পরমেশ্বরস্বরূপে' কভু না মানেন ॥
প্রেমে বহুসেবা করি—তব নিরন্তরে।
করেন কালযাপন মহা-আর্ত্তিভরে ॥
বহুতর জ্ঞানযুক্ত হই ত আমরা।
আমাদেরো পূজনীয় হয়েন তাঁহারা ॥
বৈকুণ্ঠে আনন্দ বহু যত যদুগণ।
তাঁহাদেরো পূজনীয় কালাতীত হন ॥
কৃষ্ণ না পারিলা ব্রজজনে মোহিবারে।
বিশেষে মোহিলা ব্রজবাসিসব তাঁরে ॥
এই কথা সত্য সত্য দেখিলুঁ নিশ্চয়।
বিস্মরিত হৈলে কৃষ্ণ দেবকার্য্যচয় ॥
আমি যায়্যা স্তুতিপরিপাটী-আদি-দ্বারে।
স্মরণ দিলাম কংসবধাদিক তাঁরে ॥
যদি কহ—'তবে কৃষ্ণ কেনে মথুরায়।
গমন করিলা?' শুন বৃত্তান্ত তাহায়— ॥
পরম চতুরশ্রেষ্ঠ হয়েন অক্রূর।
শ্রীনন্দনন্দনে ব্রজে-হৈতে মধুপুর ॥
লৈয়া-গেলা কষ্ট-শ্রেষ্ঠে বহু বল করি
যদুসকলের হিতকামনা আচরি ॥
কৃষ্ণ সেই ব্রজবাসিজনে কদাচন।
ত্যাগ করিবারে শক্তিমান্ নাহি হন।
যদুকুলসকলের হিতের কারণ।
বারবার মধুপুরে করে আগমন ॥
পুনর্ব্বার বারম্বার করেন গমন।
ব্রজপুরে—যেহেতু তাঁহারা প্রিয় হন ॥
যদি কহ—'মধ্যেতে বিচ্ছেদ তবে হয়?'।
তাহার সিদ্ধান্ত শুন, কহিয়ে নিশ্চয়— ॥
সেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন নিরন্তর।
করেন অনেকমত ক্রীড়া বহুতর ॥
প্রকটাপ্রকট দুইরূপেতে নিশ্চয়।
নিত্য লীলা করে কৃষ্ণ—নাহিক সংশয় ॥
যদি কহ—'ব্রজবাসিদের কি কারণ।
বিরহেতে দুঃখাদিক করিয়ে শ্রবণ?' ॥

ইহা সত্য, কিন্তু সেই ক্রীড়ার কৌতুক।
তাহা বিস্তারিয়া কহি, শুন সহেতুক— ॥
বিরহেতে জন্মে যেই ভাবের তরঙ্গ।
তাহে শ্রেষ্ঠ ব্রজের বিবিধ চেষ্টারঙ্গ ॥
নিজ মনোরম তাহা করিতে ঈক্ষণ।
পরম কৌতুকযুক্ত শ্রীনন্দনন্দন ॥
ব্রজনিবাসীর দৃষ্টি হইতে কখন।
ছল প্রকাশি কেবল করে পলায়ন ॥
যেমত বিবিধ-লীলা-দ্বারে কদাচন।
নিকুঞ্জকুহরে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হন ॥
যদি কহ—'তথাপিহ বিরহের লেশ।
সহিতে না পারে ব্রজজন এই ক্লেশ ॥
তাহাদিগে হেন ব্যবহার যোগ্য নয়?।'
তাহাতে কহিয়ে শুন সিদ্ধান্ত যে হয়— ॥
সুদুর্লভ বস্তু যে 'পরম প্রেম' হয়।
অতি গোপনীয় দ্রব্য সেই ত নিশ্চয় ॥
তাহা অতি প্রিয়তম ব্রজবাসিজনে।
শ্রীনন্দনন্দন যে করেন সমর্পণে ॥
দাতৃশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহার।
কিন্তু তাহা বিরহেতে হয় ত প্রচার ॥
বিরহে পরমপ্রেম বিশেষ সে জানি।
সেই-লাগি অন্তর্দ্ধান—আমি এই মানি ॥
মথুরা-ব্রজভূমিতে যেন বিরহেন।
তেমত গোলোকে লীলা শ্রীকৃষ্ণ করেন ॥
ঊর্দ্ধভাগে—গোলোক, অধোতে—বৃন্দাবন।
এইমাত্র উভয়ের ভেদের কল্পন ॥
কিন্তু সেই ব্রজে নন্দপ্রভৃতি-সংহতি।
যদ্যপি সর্ব্বদা কৃষ্ণচন্দ্রো বিহরতি ॥
তথাপিহ কোন দ্বাপরযুগের শেষে।
সকলেতে দর্শন করয়ে সবিশেষে ॥
অন্তকালে—পরম একান্ত ভক্ত সেই।
কদাচিত দর্শন করয়ে সুখে যেই ॥
গোলোকে সর্ব্বদা সত্রগত সর্ব্বজন।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা করেন দর্শন ॥
গরুড়প্রভৃতি নিত্যপার্ষদ যেমন।
বৈকুণ্ঠলোকে প্রভুর নিকটেতে রন ॥
তেমত গোলোকে সে নন্দাদি সমুদয়।
নিত্য প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সুনিশ্চয় ॥
মথুরা-গোকুলে আর ঊর্দ্ধে গোলোকেতে
দুইতে অভেদরূপ—ধামের ঐক্যেতে ॥
নন্দাদি যতেক ভৌম গোকুলনিবাসী।
নিজ-প্রাণনাথ-কৃষ্ণসহিত বিলাসী ॥

উক্ত দুইধামে ভগবানের সংহতি।
যদৃচ্ছাক্রমেতে নানামতে বিহরতি॥
সাধকসকল করি যেমত উপায়।
গোলোক পাইতে যোগ্য হয় সর্ব্বদায়॥
তাদৃশ উপায়ে ভৌমগোকুলমণ্ডলে।
শ্রীকৃষ্ণে দেখিতে শক্ত হয় ত সকলে॥
ইহাতে বিশেষ আছে—যদি কোনজন।
কভু ব্রজে কোনমতে করয়ে দর্শন॥
তবু সব-পরিবার-সহ ক্রীড়ারত।
দেখিতে না পায়, এই শুন সাধুমত॥
সেইমত ক্রীড়াকারী কৃষ্ণ কদাচিত।
যদ্যপি দর্শন করে কেহ ভাগ্যোদিত॥
কিন্তু তাঁর নিত্য পরিবারের ভিতরে।
প্রবেশি যাহাতে যথা-ইচ্ছায় বিহরে॥
হেন প্রসাদবিশেষ লাভ নাহি হয়।
কহিলাম মম মত তোমারে নিশ্চয়॥
ওহে তাত! তাদৃশ শ্রীগোপালদেবের।
পাদসরোজের লীলামাধুরীভাবের॥
অনির্ব্বচনীয় সব তুমি কি প্রকারে।
হইতেছ উৎসুকবিশিষ্ট দেখিবারে?॥
যদি কহ—'আপনারা হয়েন মহত।
তোমাদের অনুগ্রহে কি না সিদ্ধিগত?॥'
তাহে শুন—ওরে ভাই! ইহা সত্য জান।
শ্রীগোলোকপ্রাপ্তি অতি দুর্ঘট-বাখ্যান॥
'প্রাপ্তির উপায় তার দুর্ঘটাতিশয়।'
এই ত আমার হয় পরম নিশ্চয়॥
পশু-পক্ষি-কীট-আদি যত প্রাণিগণ।
প্রায় নাহি সবে হিতাহিত-বিবেচন॥
সেই প্রাণিগণ-মধ্যে মনুষ্যসকল।
হিতাহিত-বিবেচনা-বিশিষ্ট কেবল॥
সে-সব-মনুষ্য-মধ্যে কতকজনার।
আছয়ে যথোক্তমত আচার-বিচার।
হয় ত তাহারা অর্থকামপরায়ণ।
ধনভোগে রত—ধর্ম্মপর নাহি হয়॥
কেহকেহ যদি ধর্ম্মপরায়ণ হন।
তাহা যশঃপ্রাপ্তিহেতু, স্বর্গহেতু নয়॥
অতি অল্প লোক স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ।
নিশ্চিত করয়ে কিছু ধর্ম্ম-আচরণ॥
তাহাতে নিষ্কামকর্ম্মে কত জন রত।
নিষ্কামিগণের মধ্যে অরাগী কেহ ত॥
অন্তরে বৈরাগ্যযুক্ত—মুক্তি-ইচ্ছু তারা।
ইহাতে বিশেষ কিছু বুঝহ বিস্তারা॥

নিষ্কামকর্ম্মেতে রত হৈলে অরাগিত্ব।
সিদ্ধ হয়, তবু কাম-সাক্ষাৎ-ত্যাগিত্ব॥
অতি মহাফল হয় এই সে কারণ।
রাগশূন্য-মন-জন পৃথক্ কথন॥
তাঁর মধ্যে হংস-নামা হয় কতজন।
যোগাভ্যাসে নিষ্ঠা যাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ॥
তাঁহাদের মধ্যেতে পরমহংস কেহ।
পাইয়াছে আত্মতত্ত্ব যাঁরা নিঃসন্দেহ॥
তাঁহারা নিশ্চয় কেহ কেহ মুক্ত হন।
তাঁহাদের মধ্যে জীবন্মুক্ত কোনজন॥
তাহাতে কেহবা হয় সিদ্ধ ইহা জান।
সিদ্ধ মুক্তিগণমধ্যে বিশেষত মান—॥
শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে কেহ হয়েন তৎপর।
তাঁর ভক্তি বিনা অন্য না বাঞ্ছে অন্তর॥
যেহেতুক মহাশয় গভীরাত্তিপ্রায়।
মোক্ষে তুচ্ছ করেন সে সূক্ষ্মবুদ্ধি তায়॥
ভক্তিরত যতজন তাহার ভিতরে।
শ্রীমন্মদনগোপাল-পাদপদ্মবরে॥
রত-মন সব সুদুর্ল্লভ অতিশয়।
তাঁর পূর্ণ কৃপা বিনা না হয় নিশ্চয়॥
অর্থ-কাম-ধর্ম্ম-মোক্ষ-ভক্তি-আদি করি
তাদের সাধন ক্রমে অল্পত্ব বিবরি॥
অর্থ কাম—কায়-বাক্য-মানসের আর।
বিবিধ ব্যাপারে জাত হয় ত বিস্তার॥
তাহার সাধন হৈতে ধর্ম্মের সাধন।
অল্প হয় শাস্ত্র-বিধি-নিয়মকারণ॥
তাহা হৈতে অল্প সদাচারের সাধন।
মোক্ষের সাধন তাহা হৈতে অল্প হন॥
তাহা হৈতে শ্রবণাদিভক্তির সাধন।
স্বল্প হয় অতি গোপনীয়ের কারণ॥
সাধনজ্ঞাপক শাস্ত্রসব আছে যত।
তাহাদের বচনেরো রীতি সেইমত॥
অর্থকামশাস্ত্র হৈতে ধর্ম্মশাস্ত্র অল্প।
তাহা হৈতে গূঢ়হেতু মোক্ষশাস্ত্র স্বল্প।
তাহা হৈতে ভক্তিশাস্ত্র স্বল্পতর হয়।
অতিশয় গোপনীয়হেতু সুনিশ্চয়॥
তাথে কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রেমপরায়ণ।
শাস্ত্র অতি অল্প—সুদুর্ল্লভের কারণ॥
সেইসব-শাস্ত্র-মধ্যে ধর্ম্ম-আদি-পর।
বচনের অল্পকতা জানিবে বিস্তর॥
এই প্রকারেতে যত হয় ত সাধন।
তদ্বোধক গ্রন্থ আর তাহার বচন॥

ক্রমে স্বল্পহেতু ভক্তি অতি দুঃসাধন ।
তাহাতে শ্রীমদনগোপাল-শ্রীচরণ-॥
বিষয়ক-প্রেমপর যেই ভক্তি হয় ।
অতি-পরম-দুর্ল্লভ জিনিবে নিশ্চয় ॥
কেবল তাঁহাতে লভ্য শ্রীগোলোক যেই ।
এইমতে দেখাইলা সুদুর্ঘট সেই ॥
শ্রীনন্দনন্দন-পাদপদ্মের বিষয় ।
প্রেমভক্তিযুক্ত ব্যক্তি যতেক আছয় ॥
তার মধ্যে শ্রীমতী-শ্রীগোপিকা-সমান ।
ভাববস্তু পরম দুর্ল্লভতর জান ॥
এ আশয়ে কহেন নারদ মুনিবর—।
মদনগোপালপদ-ভক্তের ভিতর ॥
কাহাদের যে-কোনো বিশেষ আছে ভারি ।
তাহার কথনে আমি নহি অধিকারী ॥
এত কহি নারদ উদ্ধবে আলিঙ্গিয়া ।
কহেন সদৈন্য অতি বিনয় করিয়া— ॥
বিশেষ যে আছে তুমি তাহার কিঞ্চিত ।
বলহ আপনি হে উদ্ধব ! প্রকাশিত ॥
নারদের অভিপ্রায় জানিয়া উদ্ধব ।
প্রেমে পরিপূর্ণ হইলেন গাত্রে সব ॥
বারম্বার ভূমে স্পর্শ করি নিজশির ।
করিতে লাগিলা গান উদ্ধব সুধীর— ॥

যথা (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ ।

ক্ষণে মহার্ত্তিতে ব্যগ্র ধরি দন্তে তৃণ ।
নারদের পদ ধরি হরিদাস বন— ॥

যথা চ (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং ।
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥

প্রেমপরিপাকে হয় বিকারের চয় ।
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রু-আদি সমুদয় ॥
তাহে ব্যাপ্ত পুনঃপুনঃ করিয়া কুর্দ্দন ।
গান গান উদ্ধব পুনশ্চ প্রেমে মন— ॥

তথাচ (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)—
নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ।

এইমতে ভাগবতবর্ত্তি-শ্লোকগণ ।
গোপিকার মহিমা করিতে নির্দ্ধারণ ॥
শ্রীউদ্ধবমহাশয় করিলেন গান ।
বিবেচনা করি বুঝ এসব আখ্যান ॥
এইমতে নিজেষ্টদেবের দুর্ল্লভতা ।
জানিয়া দুঃখিত অতি হইলুঁ সম্মতা ॥
আমারে এরূপ দেখি নারদ তখন ।
বিস্মিত উদ্ধবগানে কহেন বচন—॥
এই ত উদ্ধব হরিদাস হরিশ্রেষ্ঠ ।
অখিলবৈষ্ণবগণমধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ ॥
যে গোপীগণের পাদপদ্মধুলিগণ ।
'বন্দে নন্দ'-শ্লোকে বহু করেন বন্দন ॥
যেই গোপিকার পাদপদ্মযুগলের ।
রেণু-স্পর্শ-সৌভাগ্য ভজেন বিমলের ॥
হেন তৃণজন্ম বৃন্দাবনের ভিতরে ।
'আসামহো'-শ্লোকেতে চাহেন নিরন্তরে ॥
রুক্মিণী হরির প্রিয়া প্রসিদ্ধা আছয়ে ।
ত্যক্ত-কুলকন্যাধর্ম্ম হরির আশয়ে ॥
কৃষ্ণঃ কহিলেন বাণী কৌশল সম্মতী ।

তথাহি (ভাঃ ১০।৬০।১৭)—

তথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্ । ইতি ।

শুনি মৃতত্তুল্য যেই হৈয়াছিলা সতী ॥
সেই ত রুক্মিণী যেই গোপিকাসবার ।
সৌভাগ্যের গন্ধ নাহি পান মনদ্বার ॥
স্বর্গদেবীন্যায় নারীমধ্যে শ্রেষ্ঠতমা ।
সত্যভামা-কালিন্দীপ্রভৃতি সপ্ত সমা ॥
তাঁহারাও সে সৌভাগ্যগন্ধ নাহি পান ।
কোথায় পাবেন ইহা বিচারিয়া জান ॥
রোহিণীপ্রভৃতি অন্যা মহিষী যতেক ।
কোথায় অর্থাৎ দূরে আছেন প্রত্যেক ॥
সে সৌভাগ্যসকলের লেশের ভাজন ।
কোন কৃষ্ণপ্রিয়া নহে—জান বিলক্ষণ ॥
সেইসব গোপিকার মাহাত্ম্যবর্ণনে ।
আমি অতি বরাক—হইয়ে কোন্ জনে ? ॥
তথাপি যে বর্ণিলাম, তার হেতু এই— ।
মম জিহ্বা চঞ্চলা—না রাখে ধৈর্য্য সেই ॥
অতএব কহি শুন পরম অদ্ভুত ।
শ্রীব্রজনাথের মিত্র ওহে গোপসুত ! ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তশ্রেষ্ঠ এই ত উদ্ধব ।
তাঁর সারকৃপাবিশেষের ভাগ্যসব ॥

যত পরম শ্রীভগবতী গোপিকার।
প্রেমভর দেখিলেন সাক্ষাতে প্রচার॥
তাঁহাদের অতিশয় কৃপার ভাজন।
গোপনীয়-নিজ-ভাব-প্রকাশ-কারণ॥
আবাল্য যে সেবিলেন ইষ্ট কৃষ্ণে রঙ্গে।
তাঁর সঙ্গ ভুলিলেন গোপিকার সঙ্গে॥
সেই ত উদ্ধব যেই গোপিকা বিষয়।
পরম উৎকর্ষ সদা করেন নিশ্চয়॥
করিয়া ঈদৃশ বন্দনাদি-ব্যবহার।
যে কহেন, সে অত্যন্ত সম্ভব তাঁহার॥
যেই ত অক্রূর হন শ্বফল্কনন্দনে।
ক্রূরকর্ম্মহেতু অপরাধী ব্রজজনে॥
ভক্তিরসে স্পর্শ নহে যে নীরসজ্ঞান।
তাহাতে পরমশুষ্কচিত্ত সবিধান॥
বার্দ্ধক্যেতে বাহ্যরসিকতায় বিহীন।
দয়ার্দ্রহৃদয় হৈতে হীন অনুদিন॥
কংসদূত হৈয়া ব্রজে করিয়া গমন।
কৃষ্ণপাদাম্বুজদ্বয় করিয়া ভাবন॥
তাহাতে চঞ্চল হৈয়া ধার্ষ্ট্য আপনার।
হৃদয়েতে ভাবনা না করি বারবার॥
সহিত গোপীর মহোৎকর্ষ-বর্ণনের।
বর্ণিলেন প্রকর্ষতা কৃষ্ণচরণের—॥
"ব্রহ্মা-শিব-আদি দেব, লক্ষ্মীদেবী আর।
মুনি সাত্বতের গণ পূজে পদ যাঁর॥
অনুচরসহ বনে সে গাবী চরায়।
গোপীকুচকুঙ্কুমেতে ব্যাপ্ত আছে যায়॥
পতিত হইবে পাদপদ্মমূলে যবে।
শিরে হস্তপদ্ম ধরিবেন প্রভু তবে॥
যে হস্তে অভয় দেন শরণাগতেরে।
কালভুজঙ্গের বেগে উদ্বিগ্নজনেরে॥
পূজাদ্রব্যাদিক সমর্পিয়া যেই করে।
ইন্দ্রত্ব পাইল ইন্দ্র জগত-ভিতরে॥
কিম্বা 'কৌশিক'-শব্দেতে বিশ্বামিত্র হয়।
তিঁহ করিলেন রামচন্দ্রে পূজাচয়॥
তাহাতে তাঁহার পাদপদ্ম-ভজনের।
পাইলা আনন্দ অতি মাহাত্ম্যগণের॥
সেইরূপে বলি তাঁর করিল পূজন।
যাহে দ্বারে দ্বারী হইলেন শ্রীবামন॥
কিম্বা বলি ত্রিজগতে পাইবে ইন্দ্রত্ব।
প্রসিদ্ধ এসব কথা পূজার মহত্ত্ব॥
সৌগন্ধিকগন্ধন্যায় গন্ধ চরণের।
স্পর্শে দূর করে শ্রম ব্রজস্ত্রীগণের॥"

ইত্যাদি অক্রূর বহু করিলা প্রার্থন।
দশমস্কন্ধেতে তার দেখ বিবরণ॥
ভীষ্ম—কুরু-পাণ্ডব-গণের পিতামহ।
সুনৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ অহরহ॥
ক্ষত্রিয়ের জাতি-হেতু যুদ্ধ না ত্যজিলা।
গুরু-শ্রীপরশুরাম-সহিত যুঝিলা॥
অর্জুনসারথি-ভগবানের অঙ্গেতে।
মারিলা নিষ্ঠুর বাণসব যে রঙ্গেতে॥
তিঁহ ব্রজাঙ্গনার উৎকর্ষনিরূপণে।
অন্তকালে ভগবানে করিলা স্তবনে—॥
"ললিত-গতি-বিলাস, চারু হাসে আর।
প্রণয়-ঈক্ষণে শ্রেষ্ঠ সব গোপিকার॥
কৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত প্রেম-আবির্ভাবে।
উন্মাদেতে অন্ধন্যায় নিরন্তর- ভাবে॥
ইহ-পরলোকের যে সাধ্যাদি সাধন।
সকলবিষয়ে দৃষ্টিশূন্য গোপীগণ॥
গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলা কৃষ্ণকৃত।
করিলেন গোপীসব তার অনুকৃত॥
কৃষ্ণের স্বভাব যেই জগতপূজ্যত্ব।
আকারে সচ্চিদানন্দ জগন্নিস্তারত্ব॥
বাৎসল্যাদি সব গোপবধূর শরীরে।
আগমন করিলেক নিশ্চয় সুস্থিরে॥"
পুন যাবে যুধিষ্ঠিরনগর হইতে।
কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকায় উদ্যত যাইতে॥
সেইকালে তাঁহারে ত করিয়া দর্শন।
পরস্পর কহিলেক পুরনারীগণ—॥
"এই ত ঈশ্বরে কৃষ্ণমাহষীর গণ।
ব্রতস্নানাদির দ্বারা বহুত অর্চ্চন॥
নিশ্চয় করিল', যাহে শুন সখি! সার।
কৃষ্ণের অধরামৃত পীয়ে বারবার॥
যাহার আশয়ে যত ব্রজাঙ্গনাগণ।
অত্যন্ত পাইলা মোহ চিত্তে অনুক্ষণ॥"
ইথে দেখ রুক্মিণ্যাদি হৈতে গোপিকার
মহিমা বিশেষ হৈল সূচিত প্রচার॥
যেহেতু তাঁহারা পান করিবারে পারে।
স্মরণমাত্র ত গোপী মোহে প্রেমদ্বারে॥
যদ্যপি শ্রীনন্দ-যশোদাদির সমান।
ভাবিতে গোলোকধাম সাধকেতে পান॥
তথাপিহ প্রায় গোপীসদৃশভাবনে।
গোলোকে সর্ব্বথা মনোরথের পূরণে॥
ফলাবিশেষের তথা সম্পাদন হয়।
কহিলুঁ নিগূঢ় সব তোমায় নিশ্চয়॥

কহে গোপকুমার—এপ্রকার কথন।
কহিয়া নারদ মোরে কৈলা আলিঙ্গন॥
প্রেমরূপ সাগরেতে নারদ সুলগ্ন।
কম্পপুলকাশ্রুর তরঙ্গে হৈলা মগ্ন॥
বর্ণনে চঞ্চল জিহ্বা দন্তেতে কাটিয়া।
পাইলা বিবিধ দশা বিচিত্র নাচিয়া॥
ক্ষণকালে শ্রীনারদ সুস্থতা পাইয়া।
দৈন্যযুক্ত-মন তবে আমারে দেখিয়া॥
মধুর বাক্যের দ্বারা করিয়া সান্ত্বন।
পুনর্ব্বার আমারে নারদমুনি কন—॥
এসকল বৃত্তান্ত যে কহিলুঁ তোমারে।
সর্ব্বত্র করিবে সদা গোপন তাহারে॥
পরম ঐশ্বর্য্যভর প্রকট যেস্থানে।
বিশেষে করিবে তথা গোপনবিধানে॥
তখন বৈকুণ্ঠে বহু সিদ্ধান্ত কহিলুঁ।
কিন্তু গূঢ় এইকথা নাহি প্রকাশিলুঁ॥
তবে প্রেমমাধুর্য্যেতে হৈয়া চঞ্চলিত।
এথায় উদ্ধবগৃহে কহিলুঁ কিঞ্চিত॥
উদ্ধবের আপনার, আর সে তোমার।
শপথ করিয়া কহি শুনহ প্রচার—॥
সেই শ্রীগোলোকধাম দুঃসাধ্য এথায়।
সাধনো তাহার দুঃসাধ্য ত সর্ব্বদায়॥
'মর্ত্ত্যলোকবর্ত্তী যে মথুরা বৃন্দাবন।
তাহাতে তাহার সিদ্ধি হয় সর্ব্বক্ষণ॥'
এই গূঢ় অভিপ্রায় ইহাতে আছয়।
পশ্চাত হইবে স্পষ্ট এ এথা নিশ্চয়॥
কিন্তু এক হিত উপদেশের কথন।
আমা হৈতে এইক্ষণে করহ শ্রবণ—॥
পুরুষোত্তম-নামে ক্ষেত্র পূর্ব্বে ভূমে যেই।
দেখিলে, নিকটে এথা বিরাজিত সেই॥
তাহাতে সুভদ্রা-বলরামের সহিত।
শ্রীপুরুষোত্তম করে লীলা আচরিত॥
কালিন্দীর তীর গোবর্দ্ধন বৃন্দাবনে।
স্বয়ং যেই লীলাসব কৈলা আচরণে॥
সর্ব্বাবতারের এক হয়েন নিধান।
সেমত চরিত সব করেন বিধান॥
যদি কহ—মদনগোপাল মম মন।
হরিলেন, অন্য রূপ না হয় রোচন॥
তাহে শুন—সেই দেব যারে রোচে যেই।
নিশ্চয় ভক্তকে দেখায়েন রূপ সেই॥
সেই ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের সদা প্রিয় হয়।
যেমত শ্রীমথুরা তেমত সুনিশ্চয়॥

তাঁহার পরমৈশ্বর্য্যভরের প্রকাশ।
লোক-অনুসারি-ব্যবহার রম্য বাস॥
যাইয়া তথায় জগন্নাথের দর্শনে।
যদ্যপি নাহিক হয় তৃপ্তি তব মনে॥
থাকিহ তথাপি সেথা নিজেষ্টপ্রাপ্তির।
উপায় হইবে, ব্রজতুল্যস্থান স্থির॥
তাহার সাধন 'প্রেম'—প্রেমের আশ্রয়-।
গোপীপ্রাণনাথপাদসরোরুহদ্বয়॥
ব্রজ-শ্রীমথুরা-গোলোকের প্রেম সেই।
অন্যসজাতীয় নিজ নাহি রাখে সেই॥
সেই ত প্রেমের আদিকারণ নিশ্চয়।
পরম শ্রীকৃষ্ণের করুণা অতিশয়॥
কাহারো সাধন বিনা হয় ত উদয়।
কাহারো সাধনক্রমে,—এ প্রকারদ্বয়॥
তাহার উদয়েতে শ্রীকৃষ্ণকৃপাতর।
হয় আদিকারণ জানিবে নিরন্তর॥
যেন কোন দাতা ব্যক্তি হৈতে কোন জন।
পাককৃত অন্ন পায় করিতে ভোজন॥
কেহবা তণ্ডুল-পাত্র-কাষ্ঠ-আদি সব।
পাক করিবার দ্রব্য পায় ত বিভব॥
যাহারে যেমত দিতে উপযুক্ত হয়।
তারে সেইমত দাতা দেয় সুনিশ্চয়॥
সাধকজনার সাধনের ক্রম যাহা।
শাস্ত্র-অনুসারে আমি কহি ইবে তাহা—॥
ব্রজ-গোপ-গোপিকার দাস্যের ইচ্ছায়।
লোকানুসারেতে শ্রেষ্ঠ-বন্ধু-বোধ তায়॥
ঈশ্বর-বুদ্ধিতে ভয়াদিতে বিঘ্ন হয়।
তাহারে ত্যজিয়া প্রেম অর্জ্জিবে নিশ্চয়॥
পরমেশ্বরত্বদৃষ্টে ভয়াদি গৌরব।
উৎপন্ন হইয়া প্রেমহানি হয় সব॥
ব্রজলীলা-ধ্যান-গান প্রধান যাহাতে।
হেন ভক্ত্যে সেই প্রেম হয় সম্পন্নাতে॥
প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তনে।
প্রকাশিতমান সেই প্রেম সর্ব্বক্ষণে॥
প্রেমের সাধন অন্তরঙ্গ—সঙ্কীর্ত্তন।
এহেতুক গান হৈতে বিশেষে কথন॥
সেই প্রেমে অতিপ্রীতিযুক্তজন-সঙ্গে।
অত্যন্ত প্রকাশ পায় আপনি সে রঙ্গে॥
তথাপি সে বস্তু অতি প্রযত্ন করিয়া।
গোপন করিবে তাহা সতর্ক হইয়া॥
অভিব্যক্ত হৈলে প্রেম না হয় গোপন।
ব্যক্তের পূর্ব্বেতে করিবেক সংবরণ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ক্রীড়াবনেতে বিরলে।
বাস করি সাধনানুষ্ঠানের সকলে ॥
তাহাদ্বারা সেই প্রেম করিবে বিস্তারে।
হইবে সম্পন্ন শীঘ্র এই ত প্রকারে ॥
'কর্ম্ম'—আপন-আপন ধর্ম্মের আচার।
'জ্ঞান'—আত্মা-অনাত্মার হয় ত বিচার ॥
'যোগ'—অষ্টাঙ্গ বৈরাগ্য-জপাদিক যেই।
তাহার সাধন হৈতে দূরে স্থির সেই ॥
অতএব সে-সকলে করি অনাদর।
শ্রবণাদিভক্তি-নিষ্ঠ হবে নিরন্তর ॥
ইহ-পর-লোক দেহ-দৈহিকাদি সবে।
সাধ্যসাধনাদি কার্য্য-নিরপেক্ষ হবে ॥
সে-সকলে ঔদাসীন্য করিবে ভূষিত।
দৈন্য মূল সেই প্রেমে হয় ত নিশ্চিত ॥

দৈন্যং যথা—(বৃঃ ভাঃ ২।৫।২১৮)—

যেনাসাধারণাশক্তাধমবুদ্ধিঃ সদাত্মনি।
সর্ব্বোৎকর্ষান্বিতেঽপি স্যাদ্‌বুধৈস্তদ্দৈন্যমিষ্যতে ॥

সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনাতে।
অত্যন্ত-অশক্তাধম-বুদ্ধি হয় যাতে ॥
শাস্ত্রের লিখিত বিধি-নিষেধ-পালনে।
অহঙ্কারাভাবে ভবভয়-আলোচনে ॥
রোদনাদিকারণ পরম ব্যাকুলতা।
পণ্ডিতেরা 'দৈন্য' তারে কহেন স্ফুটতা ॥
যেই কায়ব্যাপারে বা মনের ব্যাপারে।
দৈন্য স্থির হয়—অতি যত্ন করি তারে ॥
ভজিবে বিদ্বান্—পুন বিরুদ্ধ সকল।
তাহার যে হয়—সব বর্জ্জিবে বিরল ॥
পুরুষের প্রযত্নেতে সাধ্য দৈন্য এই।
এবে শুন কৃষ্ণপ্রসাদজ দৈন্য যেই—॥
প্রেমপরিপাকে দৈন্য উত্তম জন্ময়।
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপিকার যেন হয় ॥
মথুরাগমন-আদি-বিরহ-কারণ।
শ্রীরাধিকাদির যেন দৈন্য-উৎপাদন ॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহবিশেষেতে প্রায়।
তাঁর মাধুর্য্যাদি অনুভবের দ্বারায় ॥
প্রেমবিশেষের উদয়ে বিরহ হয়।
তাহার লাগিয়া দৈন্য বিশেষ জন্ময় ॥
যতযত প্রেমপরিপাক জন্মে নরে।
ততোত দৈন্যের উদয় তাহে করে ॥
যদি কহ—'দৈন্য প্রেমফল যে কহিলে।
অযুক্ত সে, 'প্রেম' সকলের ফল মিলে ? ॥'

তাহে শুন—প্রেমে-দৈন্যে অতি ভিন্ন নয়।
আন্তরলক্ষণ মুখ্য অঙ্গ দৈন্য হয় ॥
দৈন্য-পরিপাকে নিত্য প্রেম বিস্তারয়।
পরস্পর দৈন্য আর প্রেম এই হয় ॥
কার্য্যকারণত পোষ্য-পোষকতা হয়।
উভয়ের উভয়েতে পোষ্যতা করয় ॥
ওহে ভাই ! প্রেমের স্বরূপ যেই হয়।
প্রেমজ্ঞসকল তাহা বিশেষ জানয় ॥
অতএব তাহা কহিবারে শক্ত নই।
তটস্থলক্ষণ তার কেবল সে কই—॥
চিত্তের আর্দ্র'ত-হেতু যাহাতে সে হন।
কম্প-স্বেদ-পুলকাদি বাহ্যের লক্ষণ ॥
সেই-প্রেম-যুক্ত-সকলের হয় যত।
দাবানল-শিখা—যমুনার-জলমত ॥
যমুনার জল—অগ্নিশিখামত হয়।
বিষ—সুধাতুল্য, সুধা—বিষসম রয় ॥
মরণ—সুখদ, পীড়া-বৈবব—জীবন।
বিপরীতজ্ঞান প্রেমস্বভাবে স্ফুরণ ॥
সম্ভোগে-বিয়োগ যেই ভেদ সে তাহারে।
যেই প্রেমে বিবেচিতে সাক্ষাত না পারে ॥
ঘন হিমচয় যেন থাকে কোন স্থানে।
তাহার স্পর্শনে অগ্নিস্পর্শতুল্য মানে ॥
তেমত সম্ভোগানন্দে প্রেমের স্বভাবে।
বিরহস্ফূর্ত্তিতে দুঃখ হয় অনুভাবে ॥
আর সেই প্রেমবস্তু বুঝন না হয়—।
আনন্দসমূহ কিবা মহাশোকময় ॥
যে প্রেমের সম্পত্তির উদয়-কারণ।
মহা উন্মত্তের ন্যায় হয় আচরণ ॥
যেই প্রেম বিনা নববিধা কৃষ্ণভক্তি।
কদাচিত সুখ নাহি করে অভিব্যক্তি ॥
লবণ-ব্যতীত যেন ব্যঞ্জনাদিচয়।
ক্ষুধা বিনা যেন খাদ্যদ্রব্যসমুদয় ॥
অর্থবোধব্যতিরিক্ত শাস্ত্রপাঠ যেন।
ফল বিনা উপবনে সুখ না জন্মেন ॥
প্রেমের সামান্য কিছু কহিনু লক্ষণ।
কহিতে না পারি তার বিশেষ কথন ॥
শ্রীরাধিকা-আদি যেই ব্রজগোপীগণ।
তাঁদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যে অসাধারণ ॥
তার তত্ত্ব কহিবারে কেমতপ্রকারে।
সমর্থ হইব ? এই কহিলাম সারে ॥
কৃষ্ণ মধুপুরী গেলে তাপ গোপিকার।
প্রলয়াগ্নি হৈতে তীব্র হৈল সবাকার ॥

সে ভাবের হেতু 'প্রেম'—এই তত্ত্ব তার।
তটস্থলক্ষণদ্বারা কহিলাম সার॥
উক্ত হৈল যে-পর্য্যন্ত—ইহা বহি আর।
না হউক অভিলাষ বুঝিতে তোমার॥
এইমতে প্রেম নাহি হয় নিরূপিত।
কোনপ্রকারেতে যত্নে কহিলুঁ কিঞ্চিত॥
তাহাও তব হৃদয়ে প্রতীতি না হবে।
তেন প্রেমবান্ লোক না দেখিবে যবে॥
গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণপ্রিয়া অতি।
পরমপ্রেমাতিশয়যুক্তা ভগবতী॥
শ্রীরাধায় কখন দেখিবে তুমি যবে।
মূর্ত্তিমান্ প্রেম অনুভব হবে তবে॥
তিঁহ যদি সেই প্রেম পারেন কহিতে।
তব শক্তি হৈলে তবে পারিবে শুনিতে॥
রাধাসম নিজ-প্রেম-সুবিস্তারকার।
যদি হয় শ্রীকৃষ্ণের মহা অবতার॥
কদাচিদ্বা শ্রীরাধার হয় অবতার।
তবে সেই প্রেম অনুসার পায় সার॥
হে মথুরব্রজভূমিজাত! সুনিশ্চয়।
শ্রীগোলোকনাথের সে কৃপার আলয়।॥
সে-হেতুক ইষ্টসিদ্ধি দুর্ঘট নহিবে।
মম সম নহ, মনস্কামনা পূরিবে॥
আপনার প্রয়োজনসিদ্ধির কারণ।
সেই ক্ষেত্রে শীঘ্র তুমি করহ গমন॥
নারদের উক্তি দ্বারা এই ত প্রকার।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে দ্বারকার॥
ন্যূনত্ব হইল, তাহা না সহিতে পারি।
দ্বারকানাথের এক ভক্ত অধিকারী॥
শ্রীউদ্ধব—'সেক্ষেত্রের কৃতা দ্বারকায়।
সিদ্ধ হ'য়—এই কথা কহিছেন তায়॥
শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভুর যেমত।
প্রিয় হয়—শ্রীদ্বারকাপুর সেইমত॥
পরম ঐশ্বর্য্য আর লৌকিক উচিত।
কার্য্যে যেন ক্ষেত্র—তেন ইহো বিভূষিত॥
আমাদের প্রভু এ শ্রীদৈবকীনন্দন।
দারুব্রহ্মময়মূর্ত্তি করিয়া ধারণ॥
তাঁর প্রেমে আর্দ্রমন ক্ষেত্রবাসিগণে।
নিরন্তর হর্ষসব দিবার কারণে॥
শ্রীপুরুষোত্তমে স্থির হৈয়া বর্ত্তমান।
করেন সর্ব্বদা ক্রীড়া অনেকবিধান॥
সেই বস্তু সেই ক্ষেত্রমধ্যে সিদ্ধ হয়।
এস্থানেও তাহা সিদ্ধ হয় সুনিশ্চয়॥

তাহে নাহি উভয়েতে ভেদ সুনিশ্চিত।
কিন্তু নাহি হবে ইষ্ট সিদ্ধ বিকল্পিত॥
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে কৃত লীলাসমুদায়।
সেই ক্ষেত্র দেখি অনুকরণদ্বারায়॥
কিম্বা গীতাদির দ্বারা করিয়া শ্রবণ।
ইষ্টপ্রাপ্তিজন্য শোক হইবে তখন।
সেই ক্ষেত্রে জগন্নাথমুখাব্জদর্শনে।
আর মহাপ্রসাদান্ন-লাভের কারণে॥
রথযাত্রা-আদি যেই হয় ত উৎসব।
তাহে হবে মনে স্ফূর্ত্তি-উল্লাস-বিভব॥
সে-লাগি দীনতা নাহি হইবে স্ফুরণ।
ইষ্ট সিদ্ধ নাহি হবে তথা কদাচন॥
শ্রীগোলোকপ্রাপ্তি যেই প্রেম হৈতে হয়।
দৈন্য বিনা সেই প্রেম না হয় উদয়॥
সেইলোক-লাভ বিনা নিশ্চয় ইঁহার।
উৎপন্ন না হইবেক কভু সুখভার॥
শ্রীপুরুষোত্তম পরদুঃখেতে কাতর।
পুনর্ব্বার ক্ষেত্র হৈতে গোপপুত্রবর॥
মথুরা-গোকুলে পাঠাইবেন ইহার।
তবে কেন গোকুলে না পাঠায়েন তায়?
সেইস্থানে বন-নদী-গিরি-আদি যত।
শূন্যপ্রায় দেখিয়া যতেক সাধুসত॥
সদা হাহারব সব করেন বদনে।
মহা সন্তাপেতে সদা দগ্ধ হয় মনে॥
আপনার প্রিয় যেই শ্রীনন্দনন্দন।
সদা সর্ব্বমতে তাঁর করে অন্বেষণ॥
সে-সব সন্তের দৈন্য তথা উপজয়।
তাহে প্রেম শ্রীনন্দনন্দনে নিত্য হয়।
তবে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবের বচন।
যুক্তিতে বর্দ্ধিত নিজপ্রিয় সে কথন॥
কিম্বা হৃদয়েতে ছিল ইহা সমুদায়।
না কহিলা মন্ত্রিবাক্যশ্রবণাপেক্ষায়॥
এক্ষণে শুনিয়া সব অতি প্রীতমনে।
শ্রীনারদ ভগবান্ কহেন তখনে—॥
হে উদ্ধব! ব্রজভূমিস্থিত সবজনে।
প্রীতিমান্ তুমি—সত্য কহিলে বচনে॥
ইহার ত্বরায় ইষ্টসিদ্ধির কারণ।
কহিলে যে যুক্তি—সেই হিত সর্ব্বক্ষণ॥
পরম-মাহাত্ম্য সেই ব্রজমণ্ডলের।
জানেন আপনি সে নিশ্চয় সকলের॥
নিজেষ্টদেবতা কৃষ্ণে ত্যজিয়া যে-স্থানে।
করিলে অনেকদিন নিবাসবিধানে॥

পুনর্ব্বার নারদ বৈষ্ণবপ্রিয়জন।
যাত্রাসিদ্ধিপ্রতি যত শুভ সুলক্ষণ॥

চতুর্দ্দিগে দেখিয়া হইয়া হৃষ্টমন।
সর্ব্বজ্ঞ আমার প্রতি কহেন বচন—॥

হে শ্রীযুক্তব্রজবীরপ্রিয়। সে ত্বরায়।
নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ জান সমুদায়॥

ওহে মহাভাগ। অতিশয় শোভমান।
পূর্ব্বে করিলাম ইহা সব অনুমান॥

অতুল্যসুখভরের প্রান্তসীমা হয়।
শ্রীবৈকুণ্ঠধাম—ইথে নাহিক সংশয়॥

তাহা হৈতে সুখাধিক শ্রীঅযোধ্যাপুরে
দ্বারকায় তাহা হৈতে সুখের প্রচুরে॥

এসবস্থানেতে আগমনেও তোমার।
দুর্ঘট চিত্তের দুঃখ ঘটয়ে বিস্তার॥

সেই যত স্বর্গাদিতে সেসবস্থানের।
অধিষ্ঠানকর্ত্তা-স্বামি-শ্রীভগবানের॥

পাদপদ্মদ্বয়দর্শনেও ঘটে তব।
মহর্ল্লোকাদিসবার অজ্ঞান সম্ভব॥

উপরে কথিত দুঃখ আর ত অজ্ঞান।
যেহেতু হইল তার কহি· অনুমান॥

নিজপ্রিয়বর স্বামী—মদনগোপাল।
তার পাদপদ্মদ্বয়-দর্শনে বিশাল॥

প্রণয়সমূহ বাঢাইবার কারণ।
দুঃখ আর অজ্ঞান মানয়ে মোর মন॥

তাহা না হইলে এই বৈকুণ্ঠাদি ধামে।
কাহার কেমতে বা ঘটয়ে দুঃখগ্রামে?॥

স্বর্গাদিক হয় জ্ঞানস্থান নিরন্তর।
তাহাতে অজ্ঞান কেনে ঘটয়ে দুস্তর?॥

অজ্ঞাতহেতুক মনঃক্ষোভের রহিতে।
আর মহাকৌতুকেতে মহর্ল্লোকাদিতে॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠমনোভিনিবেশের দ্বারায়।
অতি প্রেমে বিষ্ণুর দর্শন হৈল তায়॥

বিবিধ জ্ঞানেতে মনে চাঞ্চল্য জন্ময়।
অত্যন্ত ঔৎসুক্যাভাবে ভাব নাহি হয়॥

তাহে ভগবানের করিলেও দর্শন।
সুখোদয় তাদৃশ না হয় কদাচন॥

অতএব ভাবে বিষ্ণু কৈলে বিলোকন।
তাহে সুখবিশেষ জন্মিল সেইক্ষণ॥

সেইহেতু নিজ ভব দীর্ঘ চিরন্তন।
অভীষ্ট শ্রীমদনগোপালশ্রীচরণ॥

সন্দর্শন সিদ্ধ লাগি যাহ বৃন্দাবন।
পৃথিবীর শোভা কীর্ত্তি যে করে বর্দ্ধন॥

সে স্থানে সাধনসব অচিরে নিশ্চয়।
হইবেক সত্য সাধু সম্পন্ন বিষয়॥

সর্ব্ববৈকুণ্ঠোপরি বিরাজিত শ্রীমান্।
গোলোক-প্রাপক সেই সাধন-বিধান॥

তবে নারদের বাক্যামৃতে হৈয়া প্রীত।
উদ্যত হৈলাম ব্রজে গমনে নিশ্চিত॥

মনে আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণ-আজ্ঞা লইবারে।
এত বুঝি কহিলেন উদ্ধব আমারে—॥

যদি তাঁর স্থান-ভিন্ন যাহ অন্য স্থানে।
তবে যাদবেন্দ্রের আজ্ঞাপেক্ষা-বিধানে॥

সেই শ্রীমাথুর-ব্রজসম্বন্ধিনী ভূমি।
দ্বারকা হইতে মহাপ্রিয় জান তুমি॥

এই দ্বারকায় তাঁর সাক্ষাত সেবায়।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যত প্রীতি না জন্মায়॥

সেই ব্রজস্থানে বাস করিলে কেবল।
তাঁর প্রীতি দৃঢ়তর জন্ময়ে সকল॥

অতএব যাদবেন্দ্রপ্রিয় সুবিরল।
ব্রজবাসিজনের আশ্বাস করি ছল॥

শ্রীমদ্ব্রজভূমিমধ্যে বহুদিন।
করিলাম বাস আমি সুখেতে প্রবীণ॥

যদি কহ—'তবে গমনাজ্ঞা না প্রার্থিব।
মঙ্গল দর্শন করি গমন করিব?॥

তাহে মানি ব্রজভূমি গমনকরণ।
তোমার কামনা যেই মনেতে এক্ষণ॥

মদীশ্বর জানি সেই নিজপ্রিয়স্থানে।
লইবেন নিজপ্রিয় তোমারে বিধানে॥

তবে তাঁর বাক্যামৃত পান করি হিত।
হইলাম পরম-আনন্দেতে পূরিত॥

মোহপ্রাপ্তমত দ্বারকায় হইলাম।
বাহ্যদৃষ্টি মুদ্রিত ক্ষণেক করিলাম॥

কেহ যেন কোথায় আমারে লৈয়া যায়।
এইরূপ বিতর্ক তখন মনে ভায়॥

'কেনচিৎ'-শব্দের অর্থ শুন দিয়া মন।
সাক্ষাত শ্রীভগবানে হইলে দর্শন॥

তাঁরে ত্যজি অন্যত্র গমন স্থিতি আর।
দুই অসম্ভব হয়—জান এই সার॥
এইহেতু সাক্ষাত দর্শন না হইল।
ইহা-লাগি শ্রীউদ্ধব নিষেধ করিল॥
তবে ক্ষণপরে চক্ষু করি উন্মীলন।
এই কুঞ্জে আপনারে দেখিলুঁ তখন॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ করিয়া চিন্তন।
শ্রীজয়গোবিন্দ দাস করে নিবেদন॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে প্রেমনাম।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠে গোলোকগমনং তত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনম্।
কৃপাবিশেষতস্তাথ লীলা তল্লোকবর্ত্তিনী। ॥

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয়জয় ভক্ত ভক্তি প্রেমসমাশ্রয়॥
জয়জয় নিত্যানন্দ অবধূতবর।
যিহ শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় কলেবর॥
জয়জয় সীতানাথ অদ্বৈতসুন্দর।
জগত-উদ্ধার যাঁর কৃপায় বিস্তর॥
জয়জয় ভক্তগণ করিয়ে প্রণতি।
যাঁহাদের কৃপাবলে কৃষ্ণে হয় মতি॥
অবিরত গুরুপদ করিয়া চিন্তন।
ষষ্ঠাধ্যায়-কথা কহি শুন দিয়া মন॥
শ্রীগোপকুমার কহিছেন সবিস্তারে—।
উক্ত নারদের শিক্ষা-আদেশানুসারে॥
নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম অনুক্ষণে।
সুস্বরে কীর্ত্তন করি এই বৃন্দাবনে॥
আর তাঁর বৃন্দাবন-লীলা যতযত।
করিয়ে চিন্তন আর গান অবিরত॥
এই বৃন্দাবনে তাঁর লীলাস্থল সব।
দেখি যেই ভাব-দশা হইল উদ্ভব॥
লজ্জা পাই ভাবি সে ভাবাদি নিজমনে।
অন্যজনপ্রতি তাহা কহিব কেমনে?॥
সদা মহা-পীড়াহেতু করুণার স্বরে।
কান্দিয়া দিবস-রাত্রি গোঙাই কাতরে॥
চিরকাল সাধিলুঁ যে-সব অনুষ্ঠান।
সুখ কিম্বা দুঃখহেতু না জানি বিধান॥
কোনমতে ইহা মম নাহি হয় জ্ঞান।
কিবা দাবাগ্নিশিখায় আছি বর্ত্তমান॥
কিবা পরমমধুর নির্ম্মল শীতলে।
বসি আছি আমি যমুনার মধ্যজলে॥
কখন এমত মনে করিয়ে নিশ্চিত।
কোন অতিশঠহস্তে আছিয়ে পতিত॥
সর্ব্বদা নিমগ্ন বহু দুঃখসিন্ধুধারে।
কখনো সুখগন্ধও না স্পর্শে আমারে॥
এই উক্তপ্রকারেতে এই বৃন্দাবনে।
এই কুঞ্জে কতদিন কৈলুঁ নিবসনে॥
একদিন রোদনসাগরের ভিতরে।
নিমগ্ন হইয়া মোহ প্রাপ্ত হৈলুঁ পরে॥
শ্রীমদনগোপাল দয়ালুচূড়ামণি।
আমার নিকটে প্রভু আসিয়া আপনি॥
অমৃতশীতল বংশীযুক্ত পদ্মকরে।
মম গাত্র হৈতে ধূলি ঝাড়েন আদরে॥

মহাধূর্ত্তশ্রেষ্ঠ নিজ সৌরভ্যাতিশয়।
যাহা পূর্ব্বে অনুভূত না হৈল নিশ্চয় ॥
মম নাসাদ্বারা তাহা প্রবিষ্ট করিয়া।
সংজ্ঞা করিলেন মৃদু লীলায় চলিয়া॥
তাঁর মুখপঙ্কজ করি অবলোকন।
সসম্ভ্রমে সত্বর উঠিলাম তখন ॥
হর্ষভরে ব্যাপ্তদেহ কৃষ্ণে ধরিবারে।
শ্রেষ্ঠ পীতবস্ত্রে হৈলুঁ উদ্যত তাঁহারে ॥
পশ্চাত-গতিতে নাগরেন্দ্র মুরলীকে।
বাজাইতে বাজাইতে চলিলা অধীরে ॥
নিজ লীলাক্রমে কুঞ্জে হৈলা লুক্কায়িত।
তখন না পালুঁ অতি হৈয়াও ধাবিত ॥
অন্তর্দ্ধানকৃত কৃষ্ণ—না দেখিয়া তাহে।
মূর্চ্ছা হৈয়া পড়িলাম যমুনাপ্রবাহে ॥
জলবেগে কতদূর বহিলে আমায়।
বোধ পায়্যা নিজ নেত্র প্রকাশি তথায় ॥
দেখিয়ে মনের বেগ জিনিয়া বিমানে।
তর্ক নাহি হয় যাহা—উল্ক সে যানে ॥
মহাশ্চর্য্য কোন্ পথে কোন দেশান্তরে।
আগমন করিয়াছি অত্যন্ত সত্বরে ॥
যাবত বিচারি চিত্তসমাধান করি।
তাবত বৈকুণ্ঠলোক পাইলুঁ সত্বরি ॥
তাহা দেখি হৈলুঁ হর্ষযুক্ত অতিশয়।
তবে অতিক্রম হৈল অযোধ্যাদিচয় ॥
তবে সর্ব্ববৈকুণ্ঠাদিলোকের উপরে।
শ্রীগোলোকধাম নিত্য বিরাজন করে ॥
সদা নিজেষ্টদেবের ক্রীড়ার বিষয়।
চিরকালকৃত সর্ব্ব আশার আশ্রয় ॥
এই শ্রীযুক্ত মথুরামণ্ডলে যাদৃশ।
আছয়ে গোলোকধামে সকল তাদৃশ ॥
শ্রীমথুরামণ্ডলস্বরূপ সে ভুবনে।
সেই মধুপুরী তাহে করিয়া গমনে ॥
এ মথুরামত সেই পুরীতে বর্ত্তয়।
বৈকুণ্ঠোপরিও মর্ত্তালোকরীতি হয় ॥
ইহা দেখি মানস-সিদ্ধির সম্ভাবনে।
অত্যন্ত বিস্ময়-হর্ষ হৈল মম মনে ॥
সেই মধুপুরীমধ্যে শুনিলাম এই—।
শাস্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ আছয়ে কংস যেই ॥
পিতা-উগ্রসেন বসুদেব-দেবকীরে।
নিগ্রহ করিয়া কংস স্বয়ং রাজ্য করে ॥
পৃথিবীতে পূর্ব্ব যে কংসাদিসমুদয়।
করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বিনাশ নিশ্চয় ॥

তাদের সংপ্রতি শ্রীগোলোকে থাকিবার।
কারণ অগ্রেতে ব্যক্ত হইবে বিস্তার ॥
সে কংসের দৈত্য-আদিগণ পরিবার।
অত্যন্ত অন্যায়কারী সকল দুর্ব্বার ॥
তাহার শঙ্কায় দেব আর যদুগণ।
করিতে না পারে কেহ সুখে বিহরণ ॥
তাহে তাঁরা বহুবিধ পীড়া সদা পায়।
উদ্ধবাদি কেহকেহ গেলেন কোথায় ॥
অক্রূরাদি কেহকেহ কংসের আশ্রয়।
করিয়া তথায় বাস করিলা সভয় ॥
এইসব পূর্ব্বে ভূমি-বৃন্দাবনে যেন।
করিলেন শ্রীনন্দনন্দন ক্রীড়া তেন ॥
গোলোকে কৃষ্ণের বাঞ্ছাসুখেতে ক্রীড়ার।
সামগ্রীর কারণ দেখাইলা বিস্তার ॥
অন্যথা পরমৈকান্ত যেই ভক্তজন।
মনঃপরিপূর্ণ তার নহে কদাচন ॥
আমিও হইয়া কংস হৈতে ভীতমন।
বিশ্রান্ত-তীর্থেতে তবে করিয়া মজ্জন ॥
মধুপুরী হৈতে শীঘ্র হৈয়া বাহির্গত।
চলিলাম বৃন্দাবনে তখন যত্নতঃ ॥
ইন্দ্র-ব্রহ্মা-আদি গরুড়াদি পার্ষদের।
অগম্য সে ধাম সূর্য্যচন্দ্রাদি দেবের ॥
ভূমি ভারতবর্ষে যে আর্য্যাবর্ত্ত দেশ।
তার রীতি সে গোলোকে নিরূপি বিশেষ ॥
ভৌম-ব্রজ নরভাষাচরিতাদিদ্বারে।
সূর্য্যোদয় প্রভৃতিতে মনোহরসারে ॥
গোলোকেও এইরূপ ব্যবস্থা-বিচারে।
রুদ্ধ হইলাম অতি মহা চমৎকারে ॥
তাহাতে আনন্দরূপ রসের সাগরে।
হইলাম নিমগ্ন সপ্রেমভাব পরে ॥
ক্ষণপরে দেখিলাম কতজন তায়।
বনেতে ভ্রমণ করে গোপবেশন্যায় ॥
আর কতগুলি তথা কৈলুঁ আলোকন।
গোপীবেশযুক্তা পুষ্প করেন চয়ন ॥
তাঁরা সব মম পূর্ব্বদৃষ্ট যতজন।
রূপগুণাদিতে সর্ব্ব হৈতে শ্রেষ্ঠ হন ॥
মনোধন হরণ তাঁদের যে করিল।
তার ভাবে ব্যাকুলিত সকলে হইল ॥
দর্শনমাত্রেতে আমি তাঁদের সমান।
পাইলাম ব্যাকুলত্বাদিক বিদ্যমান ॥
যত্নেতে পাইয়া ধৈর্য্যমত ক্ষণপরে।
তাঁহাদিগে ইহা জিজ্ঞাসিলাম আদরে—॥

ওহে পরমহংসের মনের বাঞ্ছিত-।
দুর্ল্লভ-পরমহর্ষভরেতে সেবিত ।।
কমলাপতির যে প্রণয়ভক্তজন।
তাদের পরম-যাচ্য দয়ার ভাজন ।।
অতিদীন আমি হই শরণে আগত।
আহা করুণা করিয়া দেখত দেখত ।।
কহ এ দেশের নৃপ কোন্ মহাশয়।
কোথা তাঁর গৃহ কোন্‌পথে যাত্যে হয় ? ।।
তথাপি না করিলেন তাঁরা সম্ভাষণ।
পুনর্ব্বার কহিলাম তাঁদিগে বচন—।।
ওহে ওহে ধন্য-সব ! বিনয়সহিত।
জিজ্ঞাসিয়ে কর কৃপা আমারে নিশ্চিত ।।
হে সুব্রতসব ! যদি হও মৌনব্রত।
তথাপি সঙ্কেতে দ্বারা উত্তর দেহ ত ।।
তাহেও না করিলেন তাঁরা দৃষ্টিপাত।
পুনর্ব্বার কহিতে লাগলাম বিখ্যাত— ।।
অহো অহো মম বাক্য করহ শ্রবণ।
অত্যন্ত পীড়িত আমি হৈয়াছি এক্ষণ ।।
ব্রজে যেই ধূর্ত্ত মোরে করিল বঞ্চিত।
তোমরা তাহার ভাবে হবে বা মোহিত ? ।।
এইমতে ইতস্ততঃ দেখিলাম যারে।
বারম্বার সকাতরে পুছিলাম তারে ।।
গমনক্রমেতে অগ্রে যাইয়া তখন।
গো-আবাস-স্থান সব পাইনু দর্শন ।।
তবে চতুর্দ্দিগে চক্ষু করিয়া চালন।
অতি দূরে এক পুরী কৈনু আলোকন ।।
মাধুরীসারের পরিপাকেতে সেবিত।
বৈকুণ্ঠাদি পুরী হৈতে উৎকর্ষদর্শিত ।।
তার সর্ব্বদিগে পার্শ্বে করিনু শ্রবণ।
গোপিকাসবার গীত অদ্ভুতরচন ।।
দধিমন্থনের শব্দে যুক্ত চারুতর।
বলয়াদি ভূষণের শব্দে মনোহর ।।
প্রকৃষ্ট হর্ষে আকুল তাহে হইলাম।
স্থির করি আপনারে অগ্রেতে গেলাম ।।
দেখিলাম—একজন বৃদ্ধ নিরন্তরে।
ব্যগ্রতায় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ !' সঙ্কীর্ত্তন করে ।।
বসিয়া কান্দেন কহি গদ্গদ অক্ষর।
বন্ধ-চাতুরীতে তাহা শুনিনু সত্বর—।।
'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পিতা নন্দ মহাশয়।
গোপরাজ তাঁহার এই ত গৃহ হয় ।।'
এই শব্দ বৃদ্ধ হৈতে শুনিল যখন।
হর্ষবেগে অতি মোহ পাইনু তখন ।।

ক্ষণপরে যেই বৃদ্ধ দয়াশীলমন।
মোহ ভঙ্গ করি কৈল আমারে চেতন ।।
তবে ধায়্যা ধায়্যা অগ্রে বসিনু দুয়ারে।
শ্রীগোপরাজের সে পুরের বহির্দ্বারে ।।
সেই স্থানে লক্ষলক্ষ কোটিকোটি যত।
দেখিলাম আশ্চর্য্য সকল বহুমত ।।
দর্শন-শ্রবণ-গত কভু নহে সব।
অন্যজন অনুভবে না করে সম্ভব ।।
ওহে দ্বিজোত্তম ! তত্রস্থিত সর্ব্বজন।
পরম আনন্দে কিবা সুনির্বৃত্তমন ? ।।
কিবা দুঃখভরগ্রস্ত তাঁহারা বিদিত ? ।
নিশ্চিত না করিবারে পারিনু কিঞ্চিত ।।
সেই স্থানে গোপীসকলের যেই গীত।
শুনিলাম তাঁহাদের রোদনে অন্বিত ।।
তোষের কি শোকের সে অভ্যাসীমা হন।
না বুঝিনু প্রেম-পরিপাকজ-কারণ ।।
সেই শ্রীগোলোকস্থান করিয়া দর্শন।
'মর্ত্ত্যলোকে আছি' এই মানে মোর মন ।।
যেহেতুক ভূমিস্থিত মথুরামণ্ডল।
সহিত অভেদ হয় গোলোকে সকল ।।
বৈকুণ্ঠ-অযোধ্যা-প্রভৃতিতে আগমন।
যবে পূর্ব্বপূর্ব্ব বহু করিয়ে স্মরণ ।।
তবে বুঝি চতুর্দ্দশ যতেক ভুবন।
তার বাহে 'অলোক' সেসব আবরণ ।।
আর যত বৈকুণ্ঠাদি লোকের উপরে
বর্ত্তমান আছি এই বোধ মন করে ।।
এইকালে তথা আল্যা বৃদ্ধা এক নারী।
অগ্রেতে যাইয়া তাঁরে করি নমস্কারি ।।
করিলাম অতি বিনয়েতে জিজ্ঞাসন—।
অদ্য বিহরেন কোথা শ্রীনন্দনন্দন ? ।।
বৃদ্ধা কহে—প্রাতঃকালে বিহার করিতে।
গো বয়স্য আর বলরামের সহিতে ।।
গহনে প্রবিষ্ট হৈলা করিতে বিহার।
প্রাণদাতা কৃষ্ণ ব্রজনিবাসিসবার ।।
তিঁহ গোষ্ঠ হৈতে সায়ংকালে এইক্ষণে।
কুশলসহিত করিবেন আগমনে ।।
যমুনাতীরের যেই পথে ব্রজজন।
আছেন সকলে চক্ষু করিয়া অর্পণ ।।
গোসকল উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া উন্মুখ।
আছয়ে দেখহ দেখিবারে তাঁর মুখ ।।
এই পথ দিয়া অদ্য শ্রীনন্দনন্দন।
আসিবেন নিশ্চয় এ করহ শ্রবণ ।।

তবে আমি শুনি তাঁর বাক্যসমুদায়।
অতিসিক্ত হৈনু পরমানন্দধারায়॥
বৃন্দার দেখান পথে কৃষ্ণ আগমনে।
একদৃষ্টে থাকিলাম করি আলোকনে॥
পরম-আনন্দ-ভারে দু উরু গুম্ভিত।
হইল, তথায় ক্ষণ হৈনু অবস্থিত॥
কোনমতে যত্নে অগ্রে যাইয়া তখনি।
দূরে শুনিলাম কোন অনির্বাচ্য ধ্বনি॥
মোহন বংশীর ধ্বনি অস্ফুট মধুর।
গোসবার হম্বারবে ললিত প্রচুর॥
ষড়্জ-আদি সপ্তস্বর লীলায় সুগীত।
মধুর মল্লার-আদি রাগেতে কলিত॥
জগত-মধ্যেতে অতি শ্রেষ্ঠ বিরচিত।
বিবিধ মূর্চ্ছনা-পরিপাটী-বিলসিত॥
গোপিকাপ্রভৃতি ব্রজনিবাসিজনের।
ঝটিতি বলিত পরমাকর্ষ মনের॥
যেই মুরলীর ধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
বৃক্ষদের স্রবে দীর্ঘ রসধারাগণ॥
ব্রজবাসিসকলের নয়ন হইতে।
অশ্রুর প্রবাহ যাহে লাগিল বহিতে॥
কৃষ্ণমাতৃগণ বৃদ্ধবয়স্কসবার।
স্তন হৈতে স্রবে অতিশয় ক্ষীরধার॥
কালিন্দীর প্রচলিত জলবেগ সব।
নিবর্ত্ত হইল—স্থির রহয়ে বিভব॥
নাহি জানি শ্রীকৃষ্ণের বংশীর করণ।
অমৃত কি গরল সে করয়ে বমন॥
না জানি সে নাদ বজ্র হইতে কঠিন।
কিবা জল হৈতে অতি মৃদু অনুদিন॥
নাহি জানি চন্দ্র হৈতে শীতল সে হয়।
কিবা জ্বলিতাগ্নি হৈতে উষ্ণ অতিশয়॥
যেই নাদ শ্রবণেতে উন্মাদ জন্মিয়া।
যত ব্রজবাসিজন থাকিল মোহিয়া॥
ক্ষণপরে দেখি গৃহ হইতে নির্গতা।
ব্রজগোপীগণ যত হইলা আগতা॥
শ্রীনন্দনন্দনের করিতে নীরাজন।
দীপ-সর্ষপাদি বস্তু হস্তেতে ধারণ॥
অন্য গোপী শিরেতে অর্পিত অলঙ্কার।
উপভোগ্য দ্রব্য যত শিরেতে কাহার॥
কেহ নাহি করে কিছু অপেক্ষা আচারে।
সভয় বিস্ময়েতে যুক্ত স্থলে অনুবারে॥
সেইদিগে ধায় গোপী যেদিগে সংহরে।
বেণুনাদসহ ধেনু হম্বারব করে॥

কেহকেহ বিপরীত ধরিলা ভূষণে।
কেহবা আকুল নীবী-কেশের বন্ধনে॥
কেহবা হইল গৃহে তরুর সমান।
কেহ ভূমে পড়িলা মোহিতা—নাহি জ্ঞান॥
কেহবা মূর্চ্ছিতা অশ্রু-লালার্দ্র-বদন।
সখীগণে লৈয়া যায় করিয়া ধারণ॥
কেহ প্রেমভরেতে অকুল গোপী যায়।
সখীগণ কহে—'ওই দেখ শ্যামরায়'॥
তবে কৃষ্ণনামলীলাগানেতে তৎপরা।
বিচিত্র-ভূষণ-বস্ত্র বেশ-কান্তিধরা॥
রমার সৌভাগ্য মদ করে প্রহারণ।
বেগে যমুনার তট কৈলা আশ্রয়ণ॥
করিতে করিতে এইসব আলোকন।
কেহ যেন অগ্রে মোর কেলা আকর্ষণ॥
ধাবমানা যতেক গোপিকাগণ-সঙ্গে।
বেগেতে ধাইয়া আমি চলিলাম রঙ্গে॥
তবে দেখিলাম দূরে হৈতে বংশীধরে।
মধুর মুরলী বাজাইয়া ধরি করে॥
সখাপশুগণমধ্য হইতে ত্বরায়।
বেগে বহির্গত হৈয়া কৃষ্ণচন্দ্র ধায়॥
শ্রীদামেরে ক'ন—ওহে শ্রীদাম সুন্দর।
তব কুল-কমলের সাক্ষাৎ ভাস্কর॥
স্বরূপ*-নামক এই সুহৃদ আমার।
আইল পাইনু—ইহা কহে বারবার॥
ধাবনেতে চলে কদম্বের মালা যার।
অবতংস বস্ত্র বর্হামুকুট সে আর॥
বনমালা-আদি বনবেশ সুশোভিত।
দিগসব কৈল সৌরভ্যেতে সুবাসিত॥
লীলাতে ঈষত সে হাসেন অনুক্ষণ।
তাহার শোভায় বিকসিত পদ্মানন॥
কৃপাবলোকনে দীপ্ত পঙ্কজনয়ন।
বিচিত্র সৌন্দর্য্যভর শ্রেষ্ঠ বিভূষণ॥
গোধূলিতে অলঙ্কৃত অলকা চঞ্চল।
তাহা সংবরণে ব্যগ্র হস্তাঙ্গুলিদল॥
ভূমির শোভাতিশয় দান করিবারে।
ভূমি স্পর্শি নৃত্যোল্লাসে গমন আচারে॥
সুজাতপঙ্কজপদ বেগে উচ্চালনে।
উল্লাসভরেতে মনোহর সুশোভনে॥
কৈশোরমাধুর্য্যভরে সদা উল্লসিত।
শ্রীগাত্রের মেঘকান্ত্যে দিগ্‌ উজ্জ্বলিত॥

---

*মূল হস্তলিখিত গ্রন্থে সর্ব্বত্র 'সরূপ' পাঠ আছে।

গোলকীয় নিত্যপ্রিয়-চিত্তগ্রহণীয়।
আশ্চর্য্য অনেক মহিমাসাগরশ্রিয় ॥
নিজদীনজনের প্রেমেতে বশীভূত।
বলে লম্ফ দিয়া আল্যা সমীপে প্রস্তুত ॥
আমি শ্রীনন্দনন্দন করিয়া দর্শন।
হইলাম প্রেমে অতি বিমোহিত-মন ॥
আমার গলেতে কৃষ্ণ করিয়া গ্রহণ।
সহসা পৃথিবীতলে পড়িলা তখন ॥
ক্ষণেকপরেতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম।
যত্নে গলা তাঁহা হৈতে মুক্ত করিলাম ॥
দেখিয়ে ভূমিতে পড়ি বিমুগ্ধ আকারে।
পথধূলি আর্দ্র করিছেন অশ্রুধারে ॥
গোপীসব আসি কহে—আহা এইজন।
কেবা, কোথা হৈতে এথা কৈল আগমন ? ॥
কি করিল, প্রাণনাথে এই দশা দিল।
হা হা ব্রজবাসি সবে হত সে হইল ॥
কংসরাজ মায়াকারী হয় সর্বক্ষণ।
হইবে বা তার ভৃত্য কেহ এইজন ॥
এইমতে বিলাপ উচ্চ করিয়া রোদন।
কৃষ্ণচতুষ্পার্শ্বে সবে বেড়িলা তখন ॥
ততঃপরে পিছে হৈতে আসি গোপগণ।
তাদৃশ অবস্থা কৃষ্ণে করিয়া দর্শন ॥
রোদন করিলা সবে সকরুণ স্বরে।
সেই ক্রন্দনের ধ্বনি শুনি ঘোরতরে ॥
ব্রজস্থিত বৃদ্ধ নন্দআদি গোপগণ
যশোদা পুত্রবৎসলা জরত্যাদি জন ॥
তথা সব দাসী আসি শীঘ্র সেই স্থানে।
স্খলিতচরণ অতি হৈয়া ধাবমানে ॥
কৃষ্ণের সে দশা সবে করিয়া দর্শন।
হৈয়া মুগ্ধ 'আহা আহা' কহেন বচন ॥
তবেত গো বৃষ বৎস মৃগ কৃষ্ণসার।
আসিয়া কাতর সেই দশা দেখি তাঁর ॥
অশ্রুর ধারাতে ধৌত হৈতেছে বদন।
স্নেহেতে কোমল অতি তাহাদের মন ॥
আসিয়া আসিয়া তারা শ্রীনন্দনন্দনে।
মুহুর্মুহু ঘ্রাণ লয় সুদুঃখিত মনে ॥
পক্ষিসব শূন্যেতে উপরিদেশে তাঁর।
করয়ে ভ্রমণ অতি দুঃখিত-আকার ॥
অনেক অনেক করে কোলাহল-স্বন।
যেন করিতেছে তারাসকলে রোদন ॥
স্থাবরসকল হৈয়া উত্তাপিত-মন।
সদ্য শুষ্কমত তারা হইল তখন ॥

বহু আর সে বৃত্তান্ত কহিব কি হায়।
চরাচরসকল হইল মৃতপ্রায় ॥
আমি মগ্ন হৈয়া মহা শোকের সাগরে।
তৎকালকর্ত্তব্য কার্য্য নাহি মম স্মরে ॥
পাইয়া পরম পীড়া তাঁর শ্রীচরণ।
রাখি নিজ শিরে কান্দি বহু বিলাপন ॥
বিদূরেতে ছিলেন শ্রীযুক্ত বলরাম।
ভাই-সম বেশ-বয়সাদি অভিরাম ॥
নীলবস্ত্রদ্বয়ে শ্বেতকান্তি অলঙ্কৃত।
নিকটে আইলা ভয়যুক্ত বেগযুত ॥
প্রথমে তাদৃশ দশা দেখি অনুজের।
কান্দিয়া ক্ষণেতে অবলম্বিয়া ধৈর্য্যের ॥
না পাই নিশ্চয় তাঁর মূর্চ্ছার কারণ।
সকল দিগেতে দৃষ্টি করি প্রসারণ ॥
পশ্চাত আমারে তথা করি আলোকন।
করিয়া মোহের সে নিদানাবধারণ ॥
পরমাভিজ্ঞবরের যোগ্য সেইক্ষণে।
আপান প্রকর্ষ যত্ন করি প্রকাশনে ॥
নিজ অনুজের কণ্ঠ মম হস্তদ্বয়ে।
করাইলা গ্রহণ যত্নেতে সে-সময়ে ॥
মম হস্তে শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করাইলা।
বিচিত্র বিনয়ে উচ্চে তাঁরে ডাকাইলা ॥
আমার দ্বারা করাইয়া সচেতনে।
ভূমি হৈতে উঠাইলা শ্রীনন্দনন্দনে ॥
অশ্রুধারে নেত্রপদ্ম আছিল মুদ্রিত।
হস্তেতে মার্জিয়া চাহিলেন সাবহিত ॥
লজ্জা পাল্যা সকলেরে করি আলোকন।
মোরে দেখি হর্ষে কৈলা চুম্বনালিঙ্গন ॥
প্রাণপ্রিয় সখা বহুকালে প্রাপ্ত যেন।
পাইলেন আমারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তেন ॥
নিজ বাম-করকমলেতে প্রভুবর।
ধরিলেন অত্যন্ত স্নেহেতে মম কর ॥
'ওহে প্রিয়সখা ! ক্ষেম আরোগ্য তোমার ?।'
ইত্যাদি বিচিত্র প্রশ্ন করিয়া আমার ॥
অত্যন্ত আনন্দ দিয়া যত ব্রজজনে।
গজগামী ব্রজমধ্যে কৈলা প্রবেশনে ॥
শ্রীকৃষ্ণবিরহে দীন বন্য মৃগগণ।
কৃষ্ণবিনা শক্ত নহে কুত্রাপি গমন ॥
প্রাতঃকালে হইবেক শ্রীকৃষ্ণদর্শন।
তাহার আশায় তারা করি নিজমন ॥
কোনমতে রাত্রিকাল করিতে যাপন।
ব্রজের দ্বারেতে থাকিলেন মৃগগণ ॥

উড়িয়াউড়িয়া যতযত পক্ষিগণ।
ব্রজের মধ্যেতে কৃষ্ণে করেন দর্শন॥
নিশাতে না দেখি যেন করয়ে রোদন।
উচ্চরব করি সবে করিল গমন॥
তত্রস্থিত বন্য পশুপক্ষিসবাকার।
শ্রীকৃষ্ণেতে শ্রেষ্ঠ প্রেম দেখহ প্রচার॥
গোদোহনান্তরে নন্দ পুত্রের প্রণয়ে।
করেন আগ্রহ বহু আকুল হৃদয়ে॥
"ওহে তাত! বনের ভ্রমণ করি দিনে।
সর্ব্বতোভাবেতে শ্রান্ত আছ অতি ক্ষীণে॥
অগ্রজের সহ করি গৃহেতে গমন।
দুইভাই কর স্নানাদিক আচরণ॥
গোর সন্তালন আমি করিব এথায়।
তব মাতা শোক করি নিন্দিবে আমায়॥
মানিয়া শপথ মম যাও ত ত্বরায়।"
ইত্যাদি করিলা বহু প্রযত্ন বিদায়॥
তাহে নাহি করি গোসবার সন্তালন।
দুইভাই নিজগৃহে করিলা গমন॥
তবে ত যশোদা দেবী রোহিণী-সংহতি।
স্নেহে ক্ষরে স্তন্য আর নেত্রধারাততি॥
তাহে ধৌত অঙ্গ আর বসন তাঁহার।
আগমন করিলেন অগ্রে শীঘ্রকার॥
কৃষ্ণবলরাম দুইজনের তখন।
করিলেন বহু প্রত্যঙ্গের নীরাজন॥
আপনার কেশে পুত্রে করি নীরাজন।
অতি স্নেহে করিলেন চুম্বনালিঙ্গন॥
না জানেন—রাখিবেন বক্ষের অন্তরে।
কিম্বা শিরে, কিবা নিজ জঠর-ভিতরে॥
প্রণয়ে আকুলচিত্ত শ্রীনন্দনন্দন।
করাইলা মোরে নীয়া মাতার বন্দন॥
মাতা দেখি আমাতে পুত্রের স্নেহভর।
করিলা স্বপুত্রমত লালন বিস্তর॥
ততঃক্ষণে সেইস্থানে যত গোপীগণ।
একবারে আসিয়া মিলিলা হর্ষমন॥
কেহকেহ আইলেন কোন ছল ধরি।
কেহ লোকধর্ম্মাদির অপেক্ষা না করি॥
যশোদা রোহিণী দুইভাইর তখন।
করিলেন আরম্ভ করাইতে স্নপন॥
এত দেখি কহিতে লাগিলা ভগবান্।
বল্লবীগণের রতিলম্পট বিধান—॥
ওগো মাতাদ্বয় গো! আমরা দুইভাই।
ক্ষুধাতে পীড়িত অতি আছিয়ে এথাই॥
অন্নব্যঞ্জনাদি শীঘ্র করায়্যা সাধন।
পিতারে আনাইয়া ভুঞ্জাহ দুইজন॥
এত শুনি কহে প্রিয় গোপাপঙ্কজিনী—।
হে যশোদে ব্রজেশ্বরি! হে দেবি রোহিণি!॥
স্নান-করান হইতে বিরাম করিয়া।
কর ভোজনসামগ্রী সম্পন্ন যাইয়া॥
আমরা সুখেতে ইঁহাদিগেরে নিশ্চয়।
করাই ত্বরায় স্নান—না কর সংশয়॥
যশোদা কহেন—হে বালিকাসমুদায়!।
অগ্রে করাইয়া স্নান জ্যেষ্ঠেরে ত্বরায়॥
ভোজনার্থে নন্দে করাইতে আনয়ন।
বলরামে ত্বরায় করহ প্রস্থাপন॥
তবে গোপকুমার—স্বরূপ নাম যার।
শ্রীকৃষ্ণ-উক্তিতে নাম হইল প্রচার॥
কহেন—শুনহ দ্বিজ! যশোদাবচন-।
নিজপ্রিয় শুনি গোপী করি প্রশংসন।
যশোদা রোহিণী গেহে প্রবিষ্ট হইলে।
কতক গোপিকা রামনিকটেতে মিলে॥
অতি শীঘ্র বলরামে করাইয়া স্নান।
নন্দে ডাকিবারে করাইলেন প্রস্থান॥
তবে ত গোপিকাসব বিচিত্র ভূষণ।
কৃষ্ণ-অঙ্গ হৈতে ক্রমে করি উত্তারণ॥
নিজনিজ উত্তরীয়বসনে তখন॥
শ্রীকৃষ্ণের গাত্রসব করিলা মার্জ্জন॥
শ্রীকৃষ্ণের বংশী হন সপত্নীসমান।
অধরামৃত সর্ব্বদা যাহে করে পান॥
'মোরে দেহ মোরে দেহ' সকলে চাহেন।
হস্ত হৈতে কাড়িবারে উদ্যতা হয়েন।
তিঁহ সঙ্কেতে কহিলা আমারে বচন॥
পৃষ্ঠে আসি দূরে হস্ত করি প্রসারণ॥
'ফেলিয়ে মুরলী তুমি করহ গ্রহণ।'
তবে মম মুক্তহস্তে কৈলা নিক্ষেপণ॥
পরে গোপী নিজহস্তকমল কোমলে।
যাহাতে আছয়ে স্পর্শপটুতা বিমলে॥
মহারাজাদিক তৈল করাই মর্দ্দন।
অল্পে-অল্পে আরম্ভ করিলা উদ্বর্ত্তন॥
তথাপি অঙ্গের সুকুমারতা-কারণ।
আর লীলাকৌতুকেতে নাগরেন্দ্র-মন॥
ব্যথা পায়্যা শ্রীমুখের ভঙ্গির সহিত।
করিলা শীৎকারধ্বনি তখন বিদিত॥
যশোদা পুত্রৈকপ্রাণা শুনি সেই ধ্বনি।
শীঘ্র গৃহে হৈতে আল্যা বাহিরে তখনি॥

'কি হইল কি হইল, করি জিজ্ঞাসন।
সুতের সুস্মিত মুখ করি আলোকন॥
গৃহে প্রবেশিলে তাঁর মিথ্যা সে শীৎকারে।
ঈষত হাসিয়া ত্রাস পাইয়া বিস্তারে॥
গীতপ্রিয়-হেতু গীত গাইয়া তখন।
করিলা অঙ্গের উদ্বর্তন-নিষ্পাদন॥
ততঃপরে অল্প উষ্ণ অতি সুবাসিত।
নির্মল যমুনাজলে লীলার সহিত॥
রত্নের কুম্ভেতে ক্রমে ঘটীর দ্বারায়।
গোপীগণ স্নান করাইলেন তাঁহায়॥
নিজনিজ গৃহ হৈতে করি আনয়ন।
মালাচন্দনলেপন বসন ভূষণ॥
আপন-আপন রুচিমত গোপীগণ।
নানাবিধ নটবেশে কৈলা বিভূষণ॥
পুত্রের উদরাস্বাস্থ্য হইবে বলিয়া।
যশোদা করিবে ক্রোধ—এ ভয় করিয়া॥
আর প্রেমবিশেষেতে কৃষ্ণেরে নির্জনে।
নবনীত-আদি কিছু করায়া ভোজনে॥
কর্পূরের দীপ সর্ষপাদিবস্তুদ্বারে।
আরাত্রি করিয়া গোপীগণ বারম্বারে॥
সেইসব দ্রব্য সবে মস্তকে ধরিলা।
দিব্য চন্দন কাশ্মীর কস্তুরী আনিলা॥
তাহার পঙ্কেতে গলে ভালে কপোলেতে।
অদ্ভুত বিচিত্র চিত্র কৈলা সকলেতে॥
কৃষ্ণ তাঁহাদের ভাব করেন দর্শন।
তাহে প্রেমোদয়ে হয় হস্তের কম্পন॥
যত্নে স্থির করি নেত্রে দিবারে কজ্জলে।
প্রবৃত্তা হইলে হর্ষমনেতে সকলে॥
কৃষ্ণ নিজ বাল্যক্রীড়াসুখের বৃত্তান্ত।
বহুতর গোপীগণে কহেন একান্ত॥
বিচিত্র কৌশল গোপীসহিত ধরেন।
স্তনগ্রহণাদি নানা কৌতুক করেন॥
এমতে অন্যোন্য প্রেমভর প্রকাশনে।
সমাপ্তি না হয় তিলকাদিবিরচনে॥
এক গোপী কৈলে অন্যে কহেন তাঁহারে—
'উত্তম না হইয়াছে, কর পুনর্বারে॥'
লোপ করি বারম্বার করিতে রচন।
সমাপ্তি না হয় বেশাদিক একারণ॥
পুত্রস্নেহ বিবশ-অন্তর যশোমতী।
পুনঃপুনঃ বাহিরেতে করিয়া আগতি॥
বেশাদিসমাপ্তি না দেখিয়া রুষ্টাস্যায়।
কহেন সকল গোপীগণপ্রতি তায়—॥
অহো গোপকুমারিকা! বাল্য হৈতে সবে।
চঞ্চল স্বভাব তোমাদের সুপ্রভবে॥
স্নান-অলঙ্করণাদি ইহার যে ছিল।
এতক্ষণপর্যন্ত না সম্পন্ন হইল॥
স্বরূপ কহেন—যশোদার এ বচনে।
নিজপ্রিয় মুখ মুহু হেরে গোপীগণে॥
পরিহাসে তাঁহাদের আনন্দিত মন।
বৃদ্ধ অভিপ্রায় বুঝি কহেন তখন—॥
অরে পুত্রি যশোদে! হইয়া হর্ষভর।
এখানে আসিয়া তুমি নিরীক্ষণ কর॥
আপনার এই পুত্র শ্যামবর্ণ ছিল।
গোপকুমারিকাগণ সুন্দর করিল॥
যশোদা আপনধাত্রী-মুখরা-বচন।
শুনি পুনর্বার বাহে করি আগমন॥
তাঁহার কৌশলবাক্য বুঝি অভিপ্রায়।
রোষযুক্ত মত মাতা কহেন তথায়—॥
সহজ অশেষ সেই সৌন্দর্যের গণ।
তাহাতেই নীরাজিত কমলচরণ॥
মম পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশ্যামল সুন্দর।
জগতের শিরে করে নৃত্য বহুতর॥
শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি সকল গোপিকার।
সৌন্দর্যের ভাব যেই আছে সবাকার॥
কৃষ্ণপাদনখাগ্রের এক সৌন্দর্যের।
যোগ্য নাহি হয় নীরাজনের কার্যের॥
স্বরূপ কহেন—সেই সৌন্দর্য তাঁহার।
সে লাবণ্যলক্ষ্মী আর মাধুর্যের ভার॥
বর্ণিত কি হইবেক সে-সব নিশ্চয়।
লৌকিক দ্রব্যতে যোগ্য উপমা না হয়॥
নারায়ণ-রাম-আদ্যে কি দিব উপমা।
দ্বারকানায়কো তাঁর নাহি হন সমা॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৬।১০৭)—

কৃষ্ণো যথা নাগরশেখরাগ্র্যো,
রাধা তথা নাগরিকাবরাগ্র্যা।
রাধা যথা নাগরিকাবরাগ্র্যা,
কৃষ্ণস্তথা নাগরশেখরাগ্র্যঃ।

নাগরশেখরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যেমন।
নাগরিকাবরশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা তেমন॥
নাগরিকাবরশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা যেমন।
নাগরশেখরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তেমন॥

ইথে বুঝ শ্রীরাধাকৃষ্ণেতে পরস্পর।
উপমা হয়েন—অন্য নাহি সমপর ॥
ততঃপরে গোপরাজ স্নানাদিক করি।
আইসেন বলরাম-সহিত সত্বরি ॥
স্বরাদিতে ইহা জানি যত গোপীগণ।
লুকাইলা, কৃষ্ণ অগ্রে হইলা তখন ॥
ভোজনশালায় নন্দ কনক-আসনে।
বসিয়া আরম্ভ কৈলা করিতে ভোজনে ॥
রামকৃষ্ণ দুইভাই তাঁর পার্শ্বদ্বয়ে।
কনক-আসনে বসি ভোজন করয়ে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বামেতে—রাম দক্ষিণে তাঁহার।
একপাত্রে ভোজন হৈতেছে সবাকার ॥
তাঁহাদের অনেক আগ্রহেতে সম্মুখে।
বসি আমি পৃথক্ ভোজন করি সুখে ॥
রত্ন-স্বর্ণ রজতের বিবিধ ভাজনে।
দ্রব্যাদি ভরি রোহিণী করেন প্রেরণ ॥
গৃহমধ্য হৈতে আনি যশোদা আপনে।
করেন পরিবেষণ পুত্রে স্নেহমনে ॥
ভোগপুরন্দর কৃষ্ণ চতুর্ব্বিধ অন্ন।
ভোজন করেন সর্ব্ব সদ্গুণ-সম্পন্ন ॥
ভিন্নভিন্ন বিচিত্র কটোরাতে পূরিত।
বিস্তীর্ণ কনক-স্থানে করিয়া আনীত ॥
গ্রাসগ্রাস রসনা করিয়া সেইসব।
ভোজন করেন কৃষ্ণ সুখ-অনুভব ॥
মাতা পিতা ভ্রাতা যত্নে ক্রমে কৃষ্ণমুখে।
অর্পণ করেন কত খান কৃষ্ণ সুখে ॥
মধ্যেমধ্যে স্বর্ণভৃঙ্গারিকাতে পূরিত।
উত্তম নির্ম্মল জল পিয়েন বিহিত ॥
নানাবিধ পিষ্টকাদি পূর্ণ কটোরায়।
ভোজন করেন কৃষ্ণ অতি মিষ্টতায় ॥
সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট মিষ্ট সঘৃত শর্কর।
পায়স খায়েন কৃষ্ণ সুমধুরতর ॥
জিলাপী ফেনিকা আর রোটিকা-সহিত।
অন্য ঘৃতপক্ক নানাবিধ সুবিহিত ॥
দধিদুগ্ধবিকারেতে জাত নানামত।
শিখরিণী, অপর মিষ্টান্ন কব কত ॥
মধ্যে অন্ন উষ্ণ সূক্ষ্ম অন্ন বিলক্ষণ।
বটক পর্পট শাক সূপ সুব্যঞ্জন ॥
মধুরাম্লরসপ্রায় গোরস-সাধিত।
মরীচাদিচূর্ণ জীরা-লবণ-সহিত ॥
অতিমিষ্ট শিখরিণী অন্তে পুনর্ব্বার।
দধির সম্ভব দ্রব্য বিকারে তাহার ॥

হিঙ্গ-আদ্যে সংস্কৃত তক্র সুমধুর।
ভোজন করায়্যা আমা খাইলা প্রচুর ॥
চর্ব্বণে উদ্যুক্ত কৃষ্ণ অরুণ-অধর।
জিহ্বা গণ্ডস্থল মুখপদ্ম মনোহর ॥
তাহার বিলাসভঙ্গী ভ্রূযুগ-নর্ত্তন।
আর নয়নপদ্মের নৃত্যের শোভন।
তাহার যে শোভা সব হৈল সেইক্ষণে।
বাক্য-মনোগোচর নহে ত কদাচনে ॥
তবে গোপী ক্ষীর ঘৃত চিনি পক্কধুত।
স্ব স্ব গৃহ হৈতে আনি মিষ্টান্ন বহুত ॥
যশোদার অগ্রে সেইক্ষণে ধরিলেন।
বিচিত্র লীলায় কৃষ্ণ তাহা শ্লাঘিলেন ॥
তাঁদিগে রঞ্জিয়া খাইলেন একবার।
স্বহস্তে কিঞ্চিত মোরে করায়্যা আহার ॥
তবে সেই শ্রীরাধিকা অতি মনোহরা।
গুটিকা পূরিকা সহ লাড়ু মনোহরা ॥
আনিয়া কৃষ্ণের বামপার্শ্বেতে ধরিলা।
নখাগ্রেতে কৃষ্ণ তার কিঞ্চিত লইলা ॥
আপন জিহ্বার অগ্রে করিয়া ক্ষেপণ।
নিষমত করিলেন ভঙ্গি শ্রীবদন ॥
পরিহাস-ভঙ্গীর বিস্তার করিলেন।
তাহে ভ্রাতা বলরাম অল্প হাসিলেন ॥
পুত্রে তিক্তদ্রব্য-দান হেতু-যশোদার।
হইল ক্রোধিত মন প্রতি শ্রীরাধার ॥
পিতা নন্দ হইলেন সবিস্ময়মন।
এ লড্ডুক নহে ত তিক্ততা কদাচন ॥
শ্রীরাধার সখী সকলের পীড়া মনে।
তাঁহার আনীত দ্রব্য তিক্ত কি-কারণে ॥
বিদগ্ধ সখীগণের হৈল হর্ষজাত।
পরিহাসে শ্রীরাধার সৌভাগ্য বিখ্যাত ॥
হর্ষ হৈল দ্বেষকারী সপত্নীসবার।
তিক্ত অনুমানিয়া আনীত দ্রব্য তাঁর ॥
ততঃপরে কৃষ্ণ সেই লড্ডুকাদিগণে।
রাধাভ্রাতৃবংশজাত আমার ভাজনে ॥
করিলেন নিক্ষেপ অত্যন্ত প্রীতিমনে।
সর্ব্বোৎকৃষ্টতর বস্তুসকল তখনে ॥
পরম-আস্বাদযুক্ত সেই দ্রব্যচয়।
ভোজন করিয়া আমি হইলুঁ বিস্ময় ॥
সরলবুদ্ধিতে রোষ মাতার হইল।
তাহে শ্রীরাধার লজ্জা-দুঃখ সে জন্মিল ॥
গোপনে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা চাহিল।
সে-ভ্রূভঙ্গ অন্য গোপী কেহ না জানিল ॥

কৃষ্ণ তাহে মৃদু হাসি আনত-বদনে।
কটাক্ষেতে শ্রীরাধায় করিলা রঞ্জনে ॥
বিদগ্ধশিরোমণির এই লীলাসব।
সেইক্ষণে আমি করিলাম অনুভব ॥
কৃষ্ণপ্রেমভরেতে পীড়িত যার মন।
তাহার পরমপ্রীতিদায়ী লীলা হন ॥
ততঃপরে ন্যায়মত করি আচমন।
লীলায় তাম্বুলোত্তম করিয়া চর্বণ ॥
রাধিকার প্রতি চাহি তাম্বুলচর্ব্বিত।
আমার মুখেতে তবে করিলা অর্পিত ॥
স্নেহেতে বিবশা মাতা যশোদা তখন।
বিষুক্তজারক মন্ত্র করিয়া পঠন ॥
বামপাণিতলদ্বারা কৃষ্ণের উদর।
বারম্বার মার্জন করেন ততঃপর ॥
'কৃষ্ণরহঃক্রীড়ায় সময় এইক্ষণ।'
এত জানি সুপ্ত হৈলা রাম বিচক্ষণ ॥
গোসমূহমধ্যে নন্দ নামন করিলা।
গৃহকৃত্যহেতু মাতা গৃহে প্রবেশিলা ॥
ব্রজাঙ্গনে কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনার সহিত।
পুনঃপুনঃ ভ্রমেন গাইয়া সুখে গীত ॥
ব্রজসুন্দরীতে রত শ্রীনন্দনন্দন।
ভ্রমণ-ক্রীড়ন-আদি করি কতক্ষণ ॥
যশোদার আহ্বানের গৌরব-আদরে।
শয়নগৃহের মধ্যে গেলেন সত্বরে ॥
দুগ্ধফেননিন্দি-চারু-তূলিকা-উপরে।
করিলেন শয়ন তখন সুখান্তরে ॥
মনোহর পর্য্যঙ্কে সুমহাপ্রভান্বিত।
অমূল্য রত্নে খচিত কাঞ্চনে রচিত ॥
অকলঙ্ক-পূর্ণচন্দ্র-সম উপাধান।
পার্শ্বে লম্বাকার উপাধান শোভমান ॥
আছে সে পর্য্যঙ্কশ্রেষ্ঠ অট্টালিকাবরে।
বহুরত্নে নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ মনোহরে ॥
মুক্তামালা চতুর্দ্দিগে আন্দোলায়মান।
বাসিত অগুরুধূপে বিচিত্র বিতান ॥
বিদগ্ধা সে মুখ্যা রাধা মুখের অন্তরে।
সংস্কৃত তাম্বুল তাঁর অর্পেন সাদরে ॥
চন্দ্রাবলী ললিতা শ্রীকমলচরণ।
লীলার সহিত করিছেন সংবাহন ॥
কোনকোন গোপী কেলা চামর গ্রহণ।
কেহ তাম্বুলের পাত্রশ্রেণীর ধারণ ॥
কেহ চর্ব্বিত-তাম্বুল-ধারণের পাত্র।
কেহ জলপূর্ণ ভৃঙ্গারিকা সব মাত্র ॥
বিভাগেতে সকলেতে করেন সেবন।
কেহকেহ গান গা'ন সহিত কীর্ত্তন ॥
কর্ণমনোহর হয় সেইসব গীত।
কেহকেহ বাদ্য বাজায়েন বহু-নীত ॥
কেহকেহ গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত।
নানামত কৌশল করেন বিস্তারিত ॥
অতিশয় প্রেমে বশীরত গোপীগণ।
সবে এইমত করে কৃষ্ণের সেবন ॥
তাম্বুলচর্ব্বিত অতি প্রিয় গোপিকারে।
দিলেন সে অন্য গোপী লক্ষিতে না পারে ॥
মহাধূর্ত্তসমাজের কৃষ্ণ শিরোমণি।
এইমতে চেষ্টাসব করিয়া আপনি ॥
সকল প্রেয়সীগণে শ্রীনন্দনন্দন।
করিলেন মনোহর সবার রমণ ॥
সুনিবৃত্ত শ্রীরাধার প্রেমের কথায়।
ক্ষণকাল ভজিলেন শয়নলীলায় ॥
জনার্দ্দন-আদি কোন সঙ্কেতের দ্বারে।
কহিলেন রহঃক্রীড়া-হেতু যাইবারে ॥
হর্ষরস-প্রবাহেতে নিমগ্ন হইয়া।
সবে নিজনিজ গৃহে গেলেন মোহিয়া ॥
ততঃপরে সেই স্থানে শ্রীদামা আসিয়া।
যত্নে মোরে নিজগৃহে গেলেন লইয়া ॥
অন্য নিশাক্রীড়া যেই হইল তাঁহার।
কহিতে সে-সব নাহি যোগ্যতা আমার ॥
মহাদুঃখে সেই রাত্রি করিয়া যাপন।
প্রাতঃকালে নন্দগৃহে করিনু গমন ॥
দেখিলাম রাত্রি জাগি পর্য্যঙ্ক-উপরে।
শয়নে আছেন রতিচিহ্ন অঙ্গবরে ॥
গোপীর বিলাসে নিশা জাগি নিদ্রা যায়।
দেখি মাতা অন্যমত ভাবিয়া তাহায় ॥
সরলস্বভাবা মাতা বসি পার্শ্বে তাঁর।
করি বহু লালন কহেন কিছু আর— ॥
আহা এই আমার বালক বনেবনে।
সমস্ত দিবস গাবী করিয়া রক্ষণে ॥
শ্রান্ত হৈয়া নিদ্রাজন্য সুখ পাইয়াছে।
সেইহেতু এতক্ষণো নাহি জাগিয়াছে ॥
বিদগ্ধগোপিকাকৃত দেখি নখক্ষত।
কহেন যশোদা মনে ভাবি অন্যমত— ॥
অরণ্যেতে সর্ব্বদিগে মুহু ধাইয়াছে।
সর্ব্বাঙ্গে কণ্টক দুষ্ট সব ফুটিয়াছে ॥
গোপীনেত্রচুম্বনেতে অধরে কজ্জল।
লাগিয়াছে দেখিয়া মাতা কহেন সরল— ॥

আহা কষ্ট নিদ্রাবশে কিছু না জানিল।
নেত্রের কজ্জল নিজগাত্রেতে মাখিল॥
গোপীর অধর-তাম্বুলের রাগ তাঁর।
গণ্ডাদিতে লগ্ন দেখি কহে পুনর্ব্বার—॥
তাম্বুলের রাগ অধরের আপনার।
ইতস্তত মাখিয়াছে নহে জ্ঞাতসার॥
পুনঃপুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া।
কণ্ঠভূষা হার-আদি ফেলিল ছিঁড়িয়া॥
গোপিকার স্তনের কুঙ্কুম কৃষ্ণগায়।
লগ্ন দেখি করে মাতা অন্য অভিপ্রায়—॥
যমুনানীরমৃত্তিকা কুঙ্কুমের রঙ্গে।
লাগিয়াছে তাহা সুনিশ্চয় কৃষ্ণ-অঙ্গে॥
স্নানেতেও অঙ্গ হৈতে না হৈল ত্যজিত।
শরীরের সহচর-মত সংলগ্নিত॥
চপলা বালিকাগণ করি অবধান।
সন্ধ্যার সময় নাহি করাইল স্নান॥
তৈলাভ্যঙ্গ আর শরীরেতে উদ্বর্ত্তন।
মনোভিনিবেশে না করাইল তখন॥
বারম্বার যশোদা কহেন এইমত।
ব্রজকন্যাগণসকলের সমক্ষতঃ॥
শুনি ভয় হাস লজ্জা হৈয়া আবির্ভাব।
লজ্জাযুক্ত-মুখ গোপী হইলা স-ভাব॥
ততঃপরে কৃষ্ণ নিদ্রা হইতে উঠিলা।
রামের সহিত মাতা স্নান করাইলা॥
বহু অলঙ্কারে করাইয়া বিভূষিত।
করাইলা তবে ত ভোজন সুবিহিত॥
ভোজনান্তে গোপিকার সুখের বার্ত্তায়।
ক্ষণেক করিলা কৃষ্ণ বিশ্রাম তথায়॥
তবে ত কাননে শুভ প্রয়াণ করেন।
করিলেন যশোমতী যোগ্য আয়োজন॥
বনপ্রয়াণেতে ভাবি-বিরহ-শঙ্কায়।
যদ্যপি গোপিকামন পীড়িতা তাহায়॥
তবু দিব্য সুমঙ্গলগীতের দ্বারায়।
পূর্ণকুম্ভ-দধি-আদি রাখাইলা তায়॥
বলরামসহ এক পীঁড়ার উপরে।
বসাইয়া কৃষ্ণে মাতা বেশ-ভূষা করে॥
বনের উচিত সর্ব্ব অঙ্গেতে ভূষণ।
পরাইলা আর সে ঔষধপ্রকরণ॥
মণি ব্যাঘ্রনখ আর বিশল্যকরণী।
রক্ষাডোর মন্ত্র পড়ি করিলা রক্ষণী॥
বৃদ্ধা গোপী আর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীদ্বারায়।
শুভ আশীর্ব্বাদ বহু করাইলা তায়॥

শ্রীহস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী নাসিকায়।
ধরাইয়া শুভযাত্রা করাইলা মায়॥
মধ্যাহ্নের সময়েতে করিতে ভোজন।
শিকায় বাঁধিয়া দ্রব্য করিলা অর্পণ॥
শ্রীদামাদি-বালকের হস্তে তাহা দিয়া।
নিকসিলা গো-অগ্রেতে বেণু বাজাইয়া॥
সেইকালে কৃষ্ণ-সখা গোপের কুমার।
উচিতত্ব-প্রাপ্ত সদা সখ্যতায় তাঁর॥
নিজনিজ ভোজ্য সবে করিয়া গ্রহণ।
শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে করি আগমন॥
যূথেযূথে সকলেতে মিলি কৃষ্ণসঙ্গে।
বাহির হইলা ব্রজ হৈতে গোষ্ঠে রঙ্গে॥
সখাসহ কভু বংশী শিঙ্গা বা কখন।
নানা বাদ্য বাজাইয়া করে বিলসন॥
সখাগণ লৈল ছত্র পাদুকা চামর।
ধ্বজ ভোগ্য পেয়াসন কন্দুক বিস্তর॥
তাল-মৃদঙ্গাদি বহু ক্রীড়ার সাধন।
স্বচ্ছন্দে খেলিতে সবে করিলা গ্রহণ॥
গায় নাচে তারা কভু হর্ষে স্তব করে।
চলিল রামের সহ কানন-গোচরে॥
অগ্রে বলদেব আমি স্বরূপ পশ্চাতে।
সখাগণ চতুর্দ্দিগে শোভা নানা ভাঁতে॥
গোষ্ঠযাত্রা দেখিবার লাগি করি ছল।
আইলেন সেইস্থানে গোপিকাসকল॥
কৃষ্ণের বিরহদুঃখ সহিতে না পারে।
আকর্ষিত প্রেমপাশে আল্যা তথাকারে॥
গোপীমুখ নিরীক্ষণ করি ভাবোদয়ে।
কৃষ্ণের মুখেতে ঘর্ম্ম হৈল সে-সময়ে॥
ঘর্ম্মযুক্ত মুখপদ্ম দেখি বালকের।
স্নেহেতে ঝরয়ে ক্ষীর মাতার স্তনের॥
মার্জ্জন করিলা হস্তে অঞ্চলেতে আর।
পিছে আল্যা পর্য্যন্ত ব্রজের বহির্দ্বার॥
কৃষ্ণের কথনে গৃহে করিতে গমন।
গ্রীবা ফিরাইয়া মাতা করিয়া দর্শন॥
দুই তিন পদ গিয়া ফিরি পুনর্ব্বার।
পুত্রের নিকটে আইলেন ব্যগ্রাকার॥
তাম্বুল সাজিয়া কৃষ্ণমুখে হস্তে আর।
সমর্পিয়া চলিলেন গৃহে পুনর্ব্বার॥
গ্রীবা ফিরি পুত্রমুখ দেখি পূর্ব্বমত।
অতিবেগে ব্যগ্রা পুন হইলা আগত॥
কিছু মিষ্টফলাদিক আর মিষ্টজল।
পথে পুত্রে করাইয়া ভোজন সকল॥

গৃহে যাত্যে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার।
সংনিবেশি বালকের বস্ত্র অলঙ্কার॥
স্নেহভরস্বভাবেতে দুঃখিতা হইয়া।
শিক্ষা দেন বালকেরে সুযত্ন করিয়া—॥
হে বাছা! দুর্গম বনে দূরে না যাইবে।
সকণ্টকারণ্যে কভু নাহি প্রবেশিবে॥
এত কহি মাতা অতি বিনয়সহিত।
আপনার শপথ দিলেন বিস্তারিত॥
নিবর্ত্ত হইয়া দুই চারি পদ গিয়া।
পুনর্ব্বার আইলেন তথায় ফিরিয়া॥
'ওহে বাপ বলরাম! সকল সময়।
নিজ অনুজের অগ্রে থাকিবে নিশ্চয়॥
শ্রীদামা স্বরূপ-সহ পৃষ্ঠেতে থাকিবে।
দক্ষিণেতে অংশু বামে সুবল বর্ত্তিবে॥
কণ্টককাননে কিবা ভয়স্থানে আর।
যদি যান, নিবারণ করিবে ইহার॥
রৌদ্রের আতপে ছায়া করিবে নিশ্চয়।
ভোজনাদি করাইবে সকল সময়॥'
ইত্যাদি প্রার্থনা দন্তে তৃণ ধরি করি।
নিরীক্ষণ করে পুত্রে অতি স্নেহে ভরি॥
স্নেহভরে ব্যাকুলবুদ্ধিতে যশোমতী।
এইমত মুহু কৈলা যাতায়াত অতি॥
নূতন প্রসূত গাবী অতিস্নিগ্ধ হয়।
মাতা স্নেহভরে তারে করিলেন জয়॥
পায়ে ধরি করি নমস্কার আলিঙ্গন।
যশোদারে পুত্র করে বিবিধ ছলন॥
'সন্ধ্যাকালে আসি মাতা! খাইবার তরে।
দ্রব্য আয়োজন করা উচিত সত্বরে॥
গৃহকৃত্য আছে মাতা! করুন গমন।'
ইত্যাদিক বহু ছল করিয়া তখন॥
আপন শপথ দিয়া মাতারে তখন।
কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন যত্নে নিবর্ত্তন॥
যেইস্থলে মাতারে করিলা নিবর্ত্তন।
অতি উচ্চস্থল সেই নিকট কানন॥
চিত্রপুত্তলিকাপ্রায় মাতা সেইস্থানে।
স্তনে ক্ষীর নেত্রে ধারা দেখেন সন্তানে॥
করেন গোপিকাসব পশ্চাতে গমন।
বাষ্পেতে সংরুদ্ধকণ্ঠ গদগদ বচন॥
গানেতে অশক্ত সবে স্খলিতচরণ।
অন্তর্দৃষ্টি হৈলা—রুদ্ধ অশ্রুতে নয়ন॥
লজ্জাভয়ে করিতে বলিতে কিছু নারে।
মগ্ন হৈলা মহাশোকসমুদ্রসম্ভারে॥
সে শোকের প্রতীকার করণে অক্ষম।
বিনা আলিঙ্গনে দুঃখ নহে উপশম॥
'কেমনে বাঁচিব' ইত্যাদিকো কহিবারে।
নাহি পারে, যাহে কিছু শোকপ্রতীকারে॥

যথা (বৃঃ ভাঃ ২।৬।১৬৭ টীকা)—

নিবেদ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি।

ব্রজ হৈতে দূরতর গোপিকা আইলা।
তাহাদের মনোনেত্র শ্রীকৃষ্ণ হরিলা॥
অতি যত্নে করি তা'সবারে নিবর্ত্তন।
মুহুর্মুহু ফিরি-ফিরি করে নিরীক্ষণ॥
ব্যগ্রমন কৃষ্ণ ইঙ্গিতের দ্বারায়।
প্রেমে স্বয়ং গ্রীবা ফিরি করি দৃষ্টি তায়॥
বারম্বার আশ্বাস করেন গোপীগণে।
ভ্রূক্ষেপ মস্তককম্প জিহ্বাগ্রে দর্শনে॥
বল করি লজ্জাভয় তাঁদের জন্মান।
সম্যক্ স্তম্ভিতা গোপী হৈলা সেইস্থান॥
যশোদার অগ্রে উচ্চস্থানে দাণ্ডাইয়া।
রোদন করেন প্রাণনাথেরে হেরিয়া॥
গোপেন্দ্র আপনি সুস্নিগ্ধ আশায়।
বিশেষত পত্নীর বাৎসল্য দেখি তায়॥
সর্ব্বব্রজজনের হেরিয়া স্নেহভর।
স্নেহাধিক্যপ্রকাশে হইলা বশীকর॥
উপনন্দ-আদি পুরোহিতের সহিতে।
পশ্চাতে গিয়াও দূরে না পারে ত্যজিতে॥
গো-মহিষ-মৃগ-খগ-আদির হৃষ্টতা।
দেখিয়া কুশল শুভ অত্যন্ত পুষ্টতা॥
অন্তরে প্রকৃষ্ট হৃষ্ট হইয়াও নন্দ।
পুত্রবিচ্ছেদকাতরে অতি নিরানন্দ॥
রামসহ পুত্রে কৈলা পৃথগালিঙ্গনে।
পুন একবারে আলিঙ্গিলা দুইজনে॥
করিলেন মস্তকের আঘ্রাণ-গ্রহণ।
স্নেহভরে আর্ত্ত বহু করিলা রোদন॥
ততঃপরে পুত্র শ্রীনন্দেরে প্রণমিলা।
অনেক আছয়ে কার্য্য তাঁরে দেখাইলা॥
'ব্রজবাসিগণের আশ্বাসন রক্ষণ।
মমাগমকালে ব্রজে শোভাদিকরণ॥
ইত্যাদিক বহু কর্ম্ম আছে আপনার।'
ইহা কহি প্রস্থাপন করাইল তাঁর।
ফিরিয়া শ্রীনন্দ কৃষ্ণে করিয়া ঈক্ষণ।
সেইস্থানে অবস্থান কৈলা কতক্ষণ॥

রামকৃষ্ণ দূরে বনে করিলে গমন।
অরণ্যেতে দর্শন হইল আচ্ছাদন॥
হবে শিঙ্গা-হম্বারব না হয় শ্রবণ।
ব্রজপ্রতি নিবর্ত্ত হইলা সেইক্ষণ॥
মিত্রবার্ত্তা-আনয়নকারী ভৃত্যগণে।
করিলা নিয়োগ কৃষ্ণবার্ত্তা আহরণে॥
পত্নীসহ গোপীগণে করিয়া সান্ত্বন।
সবাকারে গৃহে করিলেন আনয়ন॥
গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসসকল।
গান করি প্রবেশ করিলা ব্রজতল॥
শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম ধ্যান করি গোপীগণ।
করিতে লাগিলা সেই দিনের যাপন॥
তাঁহার বিশেষ করিবারে নির্ব্বাচন।
অনন্তের শক্তিতে না হয় কদাচন॥
মহাপীড়াজনক বার্ত্তা সে-সব হয়।
কোন্ বুদ্ধিমান্ বা তাহাতে প্রবর্ত্তয়॥
গোপীগণে কৃষ্ণচন্দ্র করি প্রস্থাপন।
হইলা অধিক অতি সুদুঃখিতমন॥
সখাগণ কল করি তাঁহারে লইলা।
অগ্রে শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনমধ্যে প্রবেশিলা॥
সখাগণ বৃন্দাবন-শোভা দেখাইলা।
স্বয়ং বর্ণি পীড়াগতমত সে হইলা॥
তবে বিস্তারিলা যেই ক্রীড়া গোপমত।
পাইল যে ভাব তাহে চরাচর যত॥
সে-সব বৃত্তান্ত ধ্যানে নাহি হয় মনে।
জিহ্বা কিপ্রকারে করিবেক নিরূপণে?
গোচারণ করি গোবর্দ্ধনসন্নিধানে।
করায়্যা তাদিগে যমুনার জলপানে॥
সায়ংকালে পূর্ব্বমত নিজব্রজে আসি।
ব্রজেশ ক্রীড়েন সহ ব্রজবধূরাশি॥
নন্দীশ্বরস্থানে পুরী শ্রীনন্দের হয়।
কিন্তু কৃষ্ণ সদা কুঞ্জমধ্যে বিরাজয়॥
কৃষ্ণমত অনুবর্ত্তি' গোলোকনিবাসী।
কুঞ্জে বাস বহু করি মানে অভিলাষী॥
এইমতে গোলোকেতে নিবাস করিয়া।
যে আনন্দ অনুভব হয় মম হিয়া॥
যেবা সখ সেইস্থানে হইল তাহার।
বর্ণন না হয় সে কীদৃশপ্রকার॥
মুক্তসকলের সুখ হৈতে অভিমত।
বৈকুণ্ঠবাসীর হয় অত্যন্ত মহত॥
কৃষ্ণভক্তিমাহাত্ম্য তাহার হেতু হয়।
সে-সুখবেত্তা-সকল কহিলা নিশ্চয়॥

বৈকুণ্ঠে বিচিত্র ভক্তিরসের কারণ।
মোক্ষ হৈতে হয় সে অধিক সুখগণ॥
অযোধ্যায় সেবারস-নিষ্ঠা বিশেষেতে।
বৈকুণ্ঠ হইতে সুখ হয় অধিকেতে॥
দ্বারকায় সৌহৃদ্যরস-বিশেষ-চয়।
অযোধ্যা হইতে সুখবিশেষ সে হয়॥
গোলোকেতে প্রেমরস-নিষ্ঠাবিশেষিক।
দ্বারকা হইতে সুখ অধিক অধিক॥
অযোধ্যাদিবাসিসুখ হইতে সুস্থির।
অধিকাধিক সে সুখ গোলোকবাসীর॥
সেই সুখ অতিক্রান্ত তর্কের বিধানে।
কিপ্রকারে বাক্যে তাহা ধরিবেক স্থানে॥
গোলোকনিবাসিজন সব নিরন্তর।
সেই সুখ অনুভব করেন বিস্তর॥
গোলোকনাথের প্রেমবিষয়ী হয়েন।
সে সুখের তত্ত্বমাত্র তাঁহারা জানেন॥
গোলোকনিবাসী গোপরাজ নন্দাদির।
অবতার বৈকুণ্ঠের নন্দাদি সুস্থির॥
অবতার-শব্দে হয় নিত্যত্বের হানি।
তাহা নহে, সবে নিত্য সুনিশ্চয় মানি॥
বৈকুণ্ঠে নিবাসী ইন্দ্রচন্দ্রাদির যেন।
প্রতিরূপ স্বর্গে ইন্দ্রচন্দ্রাদি হয়েন॥
যথাচ উপেন্দ্র বিষ্ণু লীলা করিবারে।
ধরণীমণ্ডলেতে করেন অবতারে॥
তাঁর প্রীতিহেতু সেইসব দেবগণ।
বারম্বার ধরাতলে অবতার হন॥
যেন গোপরাজ নন্দ শ্রীগোলোকধামে।
তাঁর অবতার বৈকুণ্ঠেতে নন্দনামে॥
দ্রোণ-নামে বসু তিঁহ দেবেতে গণন।
কদাচিত পৃথিবীতে নন্দরূপ হন॥
গোলোকে শ্রীবলদেব বৈকুণ্ঠেতে শেষ।
দেবের মধ্যেতে তিঁহ ধরণীধরেশ॥
পৃথিবীতে কদাচিত বলরাম জান।
সেইমত গোলোকেতে শ্রীদামা আখ্যান॥
বৈকুণ্ঠে গরুড় দেবে বিনতানন্দন।
পৃথিবীতে কদাচিত শ্রীদামাখ্যা হন॥
এইরূপ অন্যসব বিশেষ জানিবে।
দীন-হীন বিস্তারিয়া কতকে লিখিবে?॥
যেন কৃষ্ণ অবতারী তাঁহার সহিত।
অবতার সব হন অভিন্ন নিশ্চিত॥
তেন গোলোকস্থ নিত্যপ্রিয় নন্দাদির।
তাঁহাদের অবতারে অভিন্ন সুস্থির॥

অংশেতে কখন, পূর্ণরূপে কদাচিত।
যথাকাল যথাকার্য্য যথাস্থানোচিত॥
যেস্থানে যেমত প্রয়োজন অবতারে।
তথায় তেমত তাঁহা হয়েন প্রকারে॥
কৃষ্ণ যেন কার্য্য স্থান বুঝি অবতরে।
তেমত পার্ষদসব ধরে কলেবরে॥
এইমতে কোনরসে হৈয়া আকর্ষিত।
কদাচিত শ্রীগোলোকনাথের সহিত॥
ইচ্ছাযুক্ত হৈয়া মথুরায় অবতারে।
নিজ অংশ দ্রোণাদিকসহ ঐক্যাকারে॥
যবে প্রাদুর্ভাব হন সেই ত সময়।
ব্রজবরে দ্রোণাদিক তাহে হন লয়॥
পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁরা অবতরে।
সেই লীন-হেতুক যতেক মুনিবরে॥
কহেন নন্দাদিরূপে দ্রোণাদি হইল।
সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এসকল কহিল॥
এসকল আরো যত গোলোকে আছয়।
জানিবে সচ্চিদানন্দময় অসংশয়॥
কৃষ্ণের ইচ্ছায় লীলাবিস্তারকারণ।
গোলোকমধ্যেতে কংসাদির নিবসন॥
পূর্ব্বেতে সিদ্ধান্ত যেই নারদকথিত।
তার অনুসারে সব জানিবে নিশ্চিত॥
হে মথুরোত্তম! মহাশ্চর্য্য বৃত্ত যেই।
কৃষ্ণ-প্রভাবেতে কিছু কহি শুন এই—॥
গোলোকমধ্যেতে যত গোপসব হয়।
বালক যুবক বৃদ্ধ কোটিকোটি চয়॥
সবে জানে—'শ্রীকৃষ্ণের আমি প্রিয়তর
আমার সমান কেহ নহে ত ইতর॥'
তাঁহাদের নহে মনে কেবল মনন।
সেইরূপ ব্যবহার দেখি সর্ব্বক্ষণ॥
তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরো সেইমত।
বিশুদ্ধ দেখিয়ে প্রেম নিত্য অবিরত॥
তথাপিহ তাহাতে কাহার কদাচিত।
নাহি হয় মনঃপরিপূর্ণতা উদিত॥
বিধবা প্রেমের তৃষ্ণা—দৈন্তের জননী।
অনুক্ষণ অতিশয় বাঢ়য়ে আপনি॥
গোলোকবাসিনী কোটিকোটি গোপী যত।
তাহাদের প্রতি কৃষ্ণচন্দ্রের সতত॥
শ্রেষ্ঠ প্রীতি কৃপা আর আসক্তি বিরল।
করিলাম অনুভব সাক্ষাতে সকল॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি কৃপা আসক্তিকারণ।
করিলাম ব্যক্ত অনুমান সর্ব্বক্ষণ॥

গোপিকা হইতে কিবা গোপিকার সম।
নাহি গোলোকেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম॥
তত্রাপি যে গোপিকার প্রতি যেইক্ষণে।
কৃষ্ণের বিশেষ প্রেম করিয়ে ঈক্ষণে॥
সেইক্ষণে সুনিশ্চয় হয় ত প্রত্যয়—।
'কৃষ্ণের সর্ব্বদা প্রিয় এই গোপী হয়॥'
নিজনিজপ্রেমযোগ্য সেই গোপীসব।
করিয়াও ক্রীড়াসুখবিশেষানুভব॥
নিরন্তর নিজমনে করেন মনন—।
'নাহি প্রেম প্রভুর আমাতে কদাচন॥'
করেন প্রত্যেকে অভিলাষ এইমত—।
'হইবেক কি আমার সৌভাগ্য কিয়ত?॥
যাহাতে অধম দাসী কৃষ্ণের হইব।
হেন শুভ দিন কিসে উদয় করিব?
গোপেরা 'কৃষ্ণের প্রিয়' আত্মারে মানেন।
আপন সৌভাগ্য তাহে বিশেষ জানেন॥
কিন্তু প্রেমবিশেষস্বভাবে ভগবানে।
অতৃপ্তি মানসেতে বিশেষ তৃষ্ণা জ্ঞানে॥
গোপীসব অতি নিষ্ঠ-হেতু নিরন্তর।
পরমদৈন্যতাযুক্তা অন্তর-অন্তর॥
কৃষ্ণের অধমা দাসী হবার কারণ।
আপনার সৌভাগ্য সে করেন ইচ্ছন॥
ইথে যত গোপগণ হৈতে গোপিকার।
সৌভাগ্যবিশেষ কর বিবেচনা সার॥
যদ্যপিহ বৈকুণ্ঠের পার্ষদগণের।
ভক্তস্বভাবেতে তাহাদিগের মনের॥
প্রভুর চরণভজনানন্দ প্রভৃতে।
নিশ্চয় মনের তৃপ্তি নাহিক প্রকৃতে॥
তথাপি সকলে 'কৃষ্ণকৃপা অতিশয়।
আমাদিগে' এই তাঁদিগের মনে হয়॥
গোলোকবাসীর তাহা নহে কদাচিত।
ইথে বৈকুণ্ঠ হইতে মহিমা বিদিত॥
অহো গাঢ় প্রেমের সাবেশ-স্বভাবের।
অদ্ভুত মহিমা অতি গভীর সবের॥
মহতজনেও দুঃখে তর্কিতে না পারে।
অনন্ত মাহাত্ম্য নাহি পার কহিবারে॥
একদিন বিহরেন শ্রীনন্দনন্দন।
যমুনার তীরে সহ যত সখাগণ॥
কারলেন শ্রবণ সে লোকের মুখীয়—।
কালিয়হ্রদেতে পুন আইল কালিয়॥
মহাবিষে বিদূষিত স্থানেতে গমন।
সখাগণে যোগ্য নহে করি এই মন॥

কিম্বা বিষজলহ্রদে আমারে পড়িতে।
যত্নে সখাগণ করিবেক নিবারিতে॥
এত ভাবি একাকী সে হ্রদতীরে গিয়া।
শীঘ্র কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষেতে আরোহিয়া॥
বেগে লম্ফ দিয়া হ্রদজলে পড়িলেন।
জলসব উপরে নিঃসার করিলেন॥
জলে সন্তরিয়া বহু বিচিত্র বিলাস।
জলশব্দ বহুবিধ করিল সহাস॥
তাহে খল কালিয় হইয়া উপস্থিত।
করিলেক নিজদেহে কৃষ্ণেরে বেষ্টিত॥
তাহাতে কৌতুকী কৃষ্ণ দশা আপনার।
অনির্বচনীয় দেখাইলেন বিস্তার॥
সহসা গমনকারী কৃষ্ণে না দেখিয়া।
কৃষ্ণসখাগণ মৃতপ্রায় সে হইয়া॥
সবে তাঁর অন্বেষণে হইয়া কাতর।
দেখি পদচিহ্ন হ্রদে গেলেন সত্বর॥
দেখিলেন কালিয়ের শরীরে বেষ্টিত।
কৃষ্ণচন্দ্র নাহি কিছু করেন চেষ্টিত॥
বয়স্যসকল তাহে হৈলা মোহগত।
স্পন্দনবিহীন রহিলেন জ্ঞানহত॥
বন-আচ্ছাদনে যারা না পায় দর্শন।
নাহি ইচ্ছা করে তারা রাখিতে জীবন॥
ধেনু বৃষ বৎস মহিষাদি গ্রাম্য আর।
বনজাত পশুবর্গ আদি কৃষ্ণসার॥
সবে কৃষ্ণবদনেতে অর্পিয়া নয়ন।
তীরে থাকি আর্ত্তনাদে করয়ে ক্রন্দন॥
উচ্চৈঃস্বরে রোদনে বিকল পক্ষিগণ।
বেগে উড়ি হ্রদমধ্যে হয় ত পতন॥
শুষ্ক হৈল বৃক্ষাদিক নিশ্চয় সেক্ষণে।
ত্রিবিধ উৎপাত মহা হৈল প্রকাশনে॥
এক বৃদ্ধে প্রভু কৈলা মনেতে প্রেরণ
ব্রজমধ্যে ধাবমান গেল সেই জন॥
হাহা মহারব করি সুঘোর কান্দিয়া।
সে-সব বৃত্তান্ত ব্রজে কহিলেক গিয়া॥
বৃদ্ধ-আগমন-পূর্ব্বে মহত উৎপাত।
রক্তবৃষ্টি ভূকম্পাদি ভয়ঙ্কর জাত॥
দেখিয়া শ্রীনন্দ-যশোমতা-আদি যত।
ব্রজবাসিসবে হৈলা সম্ভ্রম-সঙ্গত॥
ব্রজের মঙ্গল কৃষ্ণ—তাঁর অন্বেষণে।
ব্রজে হৈতে বাহির হইয়াছে সর্ব্বজনে॥
পুন সেই বৃদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে স্বর করি।
হ্রদে মগ্ন সর্পবেষ্ট কহিল বিবরি॥
শুনি সে বৃত্তান্ত যত ব্রজবাসিগণ।
বজ্রপাতসম সবে করিল মনন॥
নিজ অনুজের প্রভাবজ্ঞ বলরাম।
আপনার গৃহে স্থিত জানি সবকাম॥
'ইহা মিথ্যা মিথ্যা' এই উচ্চশব্দ করি।
রোহিণীমাতাকে যত্নে প্রবোধ আচরি॥
গৃহরক্ষা-হেতু তাঁরে নিয়োগ করিয়া।
সর্ব্ব ব্রজজনে শান্তকরণ লাগিয়া॥
মৃতপ্রায় সকলেরে অগ্রেতে ধাবিত।
ধাইয়া মিলিলা রাম তাঁদের সহিত॥
শীঘ্র সেই হ্রদে রাম আসিয়া তখন।
অনুজে তাদৃশ দশা করি নিরীক্ষণ॥
ভাইর প্রেমেতে অতি সুকাতর-মন।
ধৈর্য্য না রক্ষিতে পারি করিলা রোদন॥
বিবিধ বিলাপ বলরাম সে করিল।
কাষ্ঠপাষাণাদি-ভেদ যাহাতে হইল॥
পূর্ব্বে নন্দ-যশোমতী মূর্চ্ছা হৈলা যেন।
বলরাম মূর্চ্ছিত হইলা ক্ষণে তেন॥
তবে সে-সকলে আর যত প্রাণিগণ।
অতি মহাউচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥
অতি আর্ত্তিনাদে তাহা হইল পূরিত।
বিশ্বের রোদন যাহা হৈতে প্রকাশিত॥
সেই মহানাদে রাম পাইয়া সুজ্ঞান।
যত্নে ধীরশিরোমণি হৈলা ধৈর্য্যবান্॥
যশোমতী-নন্দ সংজ্ঞা ক্ষণেকে পাইয়া।
তাদৃশ অবস্থা হ্রদে কৃষ্ণেরে দেখিয়া॥
উচ্চে কান্দি বেগে হ্রদে করে প্রবেশন।
বলরাম দুইকরে করিলা রোধন॥
মৃত্যুতুল্য মূর্চ্ছিত দেখিয়া ব্রজজনে।
হৈলা রাম অতি ব্যথাযুক্ত নিজমনে।
সুন্দর গদ্গদ স্বর করিয়া তখন।
কৃষ্ণ সম্বোধিয়া উচ্চে কহেন কথন—॥
পার্ষদ বৈকুণ্ঠবাসী এসকল নয়।
অযোধ্যানিবাসী নহে এ বানরচয়॥
দ্বারকানিবাসী এই নহে ত যাদব।
গোলোকনিবাসী হয় এই জনসব॥
বৈকুণ্ঠাদিবাসী পারে বিরহ সহিতে।
কৃষ্ণের প্রভাব তাঁরা সদা ভাবে চিতে॥
এ গোলোকবাসী তোমাগত সে জীবন।
পরম প্রেমেতে মগ্ন-মন সর্ব্বক্ষণ॥
আমি আর রক্ষিবারে নারিয়ে এখন।
দেখিয়া এ দশা তব মরে সর্ব্বজন।

হে করুণ! এসবে না মরে যতক্ষণ।
ত্যজ চেষ্টারাহিত্যাদি কৌতুক এখন॥
গোষ্ঠজন একবন্ধু হে কৃষ্ণ! তোমার।
মৃদুলস্বভাব—দুঃখ নার সহিবার॥
যদ্যপি এ বিনোদ এখনো না ত্যজিবে।
পরে নিজমনে শোক অত্যন্ত পাইবে॥
স্বরূপ কহেন তবে—যত গোপীগণ।
বিবিধ বিলাপ করি করেন রোদন॥
পুনঃপুনঃ মোহযুক্ত হয়েন সকলে।
এইহেতু পশ্চাতে আইলা সেইস্থলে॥
পরম পীড়িতা শঙ্খ-বলয়াদি ভঙ্গ।
মুক্ত কেশ-নীবি-আদি দুঃখিত সর্ব্বাঙ্গ॥
প্রভুর পার্শ্বেতে যাইবারে সে-সময়।
হ্রদে প্রবেশিতে যান সব গোপীচয়॥
শোকেতে বিনষ্টচিত্তা—নাহি অবধান।
প্রভুর প্রভাব তাহে নাহি হয় জ্ঞান॥
হ্রদে প্রবেশিতে গোপী চাহেন যাবত।
আপন কৌতুক কৃষ্ণ ত্যজিয়া তাবত॥
না সহিয়া প্রভু সকলের দুঃখ যত।
কালিয়বন্ধন হৈতে হৈলা বহির্গত॥
অতি উচ্চ বিস্তীর্ণ সহস্রফণে তার।
আরোহিয়া হস্তপদ্ম করিলা বিস্তার॥
কালিয়ের সহস্রেক ফণ শোভমান।
রত্নেতে খচিত স্থলশ্রেণীর সমান॥
তাহাতে সত্বর নিজপ্রিয়া গোপীগণে।
একবারে করাইলা কৃষ্ণ আরোহণে॥
চিত্র হৈতে বিচিত্র ভ্রমণে বহুতর।
সেইসব ফণা হৈল অতি মনোহর॥
পরম অদ্ভুত সেইসব রঙ্গস্থলে।
সকল গোপীর সহ মিলিয়া একলে॥
আকাশে দেবতাগণ করে বাদ্যগীত।
তাহাতে নাচেন অতি বিচিত্র বিহিত॥
কৌতুকসাগর নৃত্যে বহু করিলেন।
রসবিলাসেতে জাত সুখ পাইলেন॥
কৃষ্ণশক্তিবিশেষেতে নন্দাদিক যত।
মোহের গাম্ভীর্য্য কিম্বা নহে অপগত॥
সেইহেতু গোপীসহ এই নৃত্যলীলা।
নন্দাদিক গুরুবর্গ কেহ না দেখিলা॥
নন্দাদি শ্রীরাম হৈতে পায়্যা বোধোদয়।
কৃষ্ণে তটোপরি হেরি আনন্দ বিস্ময়॥
সর্পরাজ-কালিয়ের করিলে দমন।
নাগপত্নীসকলেতে করিল স্তবন॥

তাহাদের গাত্র হৈতে উত্তরীয়বস্ত্র।
কাড়িয়া লইলা মন্দহাস্যযুক্ত তত্র॥
তাহে বাগডোর দীর্ঘ করিলা রচন।
কালিয়ের নাসা বিন্ধি করি প্রবেশন॥
কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বামহস্তে ধরি।
অশ্বন্যায় চড়িলেন তাহার উপরি॥
হঠ করি ইতস্তত তাহারে চলান।
দক্ষহস্তে ধৃত বংশী হর্ষেতে বাজান॥
চাবুকের মত সেই বংশীতে কখন।
বলের দ্বারায় তারে করেন চালন॥
গরুড়ের মত তারে বাহক করিলা।
অতিশয় প্রসন্নতা তাহারে সে দিলা॥
সেইক্ষণে আনি দিল নাগপত্নীগণ।
অমূল্য বসন মাল্য রত্নের ভূষণ॥
অনুলেপ-আদি যত দিল ভক্তিভরে।
রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফণার উপরে॥
পঙ্কজ-উৎপল-আদি পুষ্প বহুতর।
যমুনায় জাত আনি দিলেক বিস্তর॥
সে-সব ভূষণে নাগপত্নীর দ্বারায়।
ভূষাইলা আপনারে আর গোপিকায়॥
ফণীন্দ্র কালিয় নিজ অসঙ্খ্য বদনে।
করিলেক স্তব বহু শ্রীনন্দনন্দনে॥
নন্দাদি সবারে হর্ষে করায়্যা নর্ত্তন।
হ্রদে হৈতে করিলেন তবে নিঃসারণ॥
গরুড়ের দুষ্প্রাপ যে মহাপ্রসন্নতা।
বরশ্রেণী লাভে নাগ মহা প্রহৃষ্টতা॥
কালিয় হইতে গোপীসমূহসহিত।
নামিলেন কৃষ্ণ মহা আশ্চর্য্য বিদিত॥
নন্দাদিক করি আরাত্রিক আলিঙ্গন।
হর্ষযুক্ত অশ্রুধারে করিলা প্লাবন॥
কৃপা করি কালিয়ে কিঞ্চিৎ কহিলেন।
হ্রদ হৈতে তাহারে ত দূর করিলেন॥

তথাচ (ভাঃ ১০।১৬।৬০ ৬১) ভগবদাজ্ঞা—

নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্।
স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতে নদী॥
য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্ত্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ॥

গোপ-গোপী-সমুদয় একত্র হইয়া।
নানাবিধ যন্ত্র-তন্ত্র-আদি মিলাইয়া॥
গাইতে লাগিলা অতি মনোহর গীত।
সেই মহোৎসবে কৃষ্ণ হৈয়া সন্তোষিত॥

গোপ-গোপীগণসহ শ্রীনন্দনন্দন।
ভগবান্ কৈলা নিজগৃহেতে গমন॥
কদাচিত সে দুষ্ট কংসের অনুচর।
কেশী আর অরিষ্ট দুঁহেতে নামধর॥
কেশী মহা অশ্বের আকার সেই হয়।
বৃষের আকৃতি ধরে অরিষ্ট দুর্জ্জয়॥
বহিশ্চর-প্রাণরূপ কংসের সুপ্রিয়।
বৃহত শরীর তাহে গগনস্পর্শীয়॥
ঘোরশব্দে প্রাণিমাত্রে ভূতলে ফেলায়।
গোপসকলের ভয় বিবিধ দেখায়॥
গোসকলে পদদ্বারা করে আক্রমন।
একবারে ব্রজেতে করিল আগমন॥
দুই অসুরের ভয়ে গোপগোপীগণ।
আকর্ষিয়া কৃষ্ণে করিছেন নিবারণ॥
তাঁদিগে আশ্বাসি বীরদর্প দেখাইয়া।
অগ্রে হৈলা নিজহস্তে ভুজ আস্ফোটিয়া।
প্রথমত কেশী দৈত্য আল্য বেগভরে।
পাদের প্রহারে তারে দূরে ক্ষেপ করে॥
পশ্চাতে বৃষের নাসা-বিভেদ করিয়া।
রাখিলেন গোপীশ্বর-শিবাগ্রে বাঁধিয়া॥
পুনর্ব্বার কেশী দৈত্য আইল তথায়।
অমন্দবিক্রম কৃষ্ণ লম্ফ দিয়া তায়॥
মহাপরাক্রমে তার পৃষ্ঠে আরোহিল।
নানা গতি শিক্ষাইয়া দমন করিল॥
সেই অশ্বে আরোহিয়া নিজসখাগণে।
সহস্রসহস্র শীঘ্র করিয়া ভ্রমণে॥
তাহার কুর্দ্দনেতে বিচিত্র কৌতুকিত।
ভূতলে আকাশে ভ্রমি শোভা বিরাজিত॥
ক্ষণমধ্যে নিয়মিয়া স্ববশ করিয়া।
আরোহণহেতু ব্রজে রাখিল বান্ধিয়া॥
বৃষকেই পূর্ব্বে গোপীশ্বরেতে বান্ধিল।
শকটবাহনহেতু ব্রজেতে রাখিল॥
শ্রীগোলোক-ব্রজবর্ত্তি-নন্দীশ্বরপুরে।
নিবসেন কৃষ্ণ নানা আনন্দপ্রচুরে॥
ব্রজ হৈতে মধুপুরী তাঁরে লইবারে।
কংসাজ্ঞায় অক্রূর আইল একবারে॥
সেইকালে ব্রজে যেই বৃত্তান্ত হইল।
কে কহিবে—তাকে ব্রজে কি গতি ধরিল?॥
অন্তরিক শিলা-কাষ্ঠাদিক তা শুনিয়া।
নিশ্চয় রোদন করি যায় বিদরিয়া॥
সেই বার্ত্তা রাত্রিতেই করিয়া শ্রবণ।
গোলোক-গোকুলবাসী যত সবজন॥

বহুত প্রকার সবে করি বিলপন।
পুনঃপুন অতিশয় মোহযুক্ত হন॥
পুত্রপ্রাণা যশোদা শুনিয়া সমুদয়।
দুষ্ট কংস হইতে পাইয়া অতিভয়॥
আপন শপথ দিয়া করি আচ্ছাদন।
লুকায়্যা রাখেন পুত্রে করিয়া গোপন॥
প্রভাতে অক্রূর বহু যুক্তির দ্বারায়।
প্রবোধ দিলেন নন্দরাজেরে তথায়॥
নন্দ নিজপত্নী যশোদারে নানামত।
বুঝাইয়া পুত্রে বাহে আনিলেন ততঃ॥
দেখি লজ্জা ত্যজিয়া যতেক গোপীগণ।
হাহা আর্ত্তস্বরে উচ্চ করেন রোদন॥
করিতে অশক্তি মাত্র করেন দর্শন।
তাঁহাদের প্রাণ যেন করিল ছেদন॥
সেইকালে যশোমতী অতি দীনমন।
নিজ অশ্রুধারে করে করেন মার্জ্জন॥
ধরি নিজপুত্রকরে করে অক্রূরের।
নিক্ষেপের ন্যায় অর্পিলেন স্বপুত্রের॥
কহিলা নন্দেরে—তব হস্তেতে এক্ষণ।
প্রাণধনাধিক পুত্র করিলুঁ অর্পণ॥
কারেও না বিশ্বাসিবা স্বপার্শ্বে রাখিয়া।
দিবে মম করে তুমি এখানে আনিয়া॥
এইমতে সুতস্নেহভরেতে আতুরা।
পৌনঃপুন্য মোহযুক্তা হয়েন প্রচুরা॥
বাক্যরোধ যশোমতী আপন আলয়ে।
কৃষ্ণবিনা একা আইলেন যেসময়ে॥
তবে ব্রজগোপিকাগণের সুমহত।
ক্রন্দনের ধ্বনি হৈল অতি উচ্চগত॥
যে ক্রন্দন অদ্যাপিহ করিলে স্মরণ।
শুষ্ককাষ্ঠে জল বহে—শিলায় রোদন॥
স্বয়ং ব্রজ তাহা শুনি হয় ত বিদার।
কহিব কি কথা ইথে অন্যের কি আর?॥
নিশ্চয় জগত যদি ক্ষণে নাহি মরে।
তবে মগ্ন হয় সেই শোকের সাগরে॥
সরলস্বভাবা যশোমতী বহুতর।
প্রবোধ দিলেন গোপীগণেরে বিস্তর—॥
মুনিপুত্র অক্রূরের করে এইক্ষণ।
নিক্ষেপরূপেতে করিলাম সমর্পণ॥
সাধুলোকহস্তে সমর্পিলে দ্রব্যচয়।
কদাচিত তাহে কোন আশঙ্কা না হয়॥
শীঘ্র তাঁরা কৃষ্ণে আনি করিবে অর্পণ।
অতএব শোক নাহি কর গোপীগণ॥

এমতে প্রবোধ সান্ত বহু করিলেন।
তবু গোপী শোকার্ণবে মগ্ন হইলেন॥
কোপের সহিত যশোদারে সেসময়।
কহিতে লাগিলা খেদে ব্রজনারীচয়—॥
রে নির্দয়ে! আরে বুদ্ধিবিহীন হইলে।
নিজপুত্র ব্যাঘ্রের করেতে সমর্পিলে?॥
কৃষ্ণবিনা শূন্য এই হইল আলয়।
একা তুমি প্রবেশিলে কেমন হৃদয়-॥
এইমতে যশোদারে নন্দাদিরে আর।
নিন্দন করেন গোপী অনেকপ্রকার॥
অধিক শোকের বেগে অক্রূরে শাপিয়া।
ধাইলেন বেগে গৃহে হৈতে বাহিরিয়া॥
প্রভুরে আহ্বান করি করুণা করিয়া।
করেন রোদন অতিশোকার্ত্ত হইয়া॥
প্রিয় কৃষ্ণ রথোপরি আরোহণে স্থিত।
নন্দ বলদেব গোপ অক্রূর সহিত॥
গোপীদের মহাশোক দৃঢ়ার্ত্তি রোদনে।
কান্দিলা মোহিলা যত ব্রজবাসিগণে॥
ক্ষণে স্বাস্থ্য পাই সেই গোপিকার গতি।
গোপীগণে দেখি প্রাপ্ত-শেষদশা অতি॥
স্বয়ং তাঁহাদিগে বাঁচাইবার কারণ।
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া নামিলা তখন॥
আবৃত হইয়া কৃষ্ণ সেই গোপীগণে।
অলক্ষিতে কুঞ্জমধ্যে করিলা গমনে॥
ততঃপরে কংসদূত সুস্থতা পাইয়া।
কৃষ্ণচন্দ্রে রথের উপর না দেখিয়া॥
অনুতাপ করি বলরামে কহিলেক।
বাক্যের চাতুর্য্যে তাঁরে বশ করিলেক॥
বসুদেব দেবকী যাদব সবাকার।
দুঃখ কহিলেক—কৃষ্ণ কারণ যাহার॥
তবে রাম অক্রূরের সহ অন্বেষিয়া।
পাইলেন কুঞ্জ পদচিহ্নিত দেখিয়া॥
গোপীগণে আবৃত শ্রীকৃষ্ণেরে দেখিয়া।
অবিদূরে বলরাম থাকিলেন গিয়া॥
অক্রূর তখন উচ্চ করিয়া রোদন।
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ শুনেন যেমন—॥
বসুদেব দেবকী সুবৃদ্ধ অতিদীন।
দুষ্ট কংস নির্ভৎসন করে প্রতিদিন॥
উঠাইয়া খড়্গ নিত্য কাটিবারে চায়।
ত্রাস-শোক-পীড়াসাগরেতে ফেলি তাঁয়॥
সেই দুইজন তব ভক্ত অতি হয়।
ত্যাগ করিবারে কদাচিত যুক্তি নয়॥
সকল যাদবগণ অনন্তালম্বন।
দিয়া আছে মম পথমধ্যেতে নয়ন॥
কংস হৈতে ত্রস্ত দেববিপ্রাদিকসব।
মহা আর্ত্ত শোকোত্তপ্ত হত-আশা হবে॥
সেই কংসরাজ হয় দেবের মর্দ্দন।
নিজ বাহুবল সদা করয়ে শ্লাঘন॥
নিজ অনুরূপ যেই মহাবলাসুর।
সেইসব তার সঙ্গী হয় ত প্রচুর॥
জরাসন্ধ-নরকাদি যত রাজগণে।
তাহারে পূজয়ে নাহি মানে কোনজনে॥
স্বরূপ কহেন—তব শ্রীনন্দনন্দন।
গোপিকাগণেরে নাহি করিল ত্যজন॥
কহিতে-কহিতে দন্তে ধরি তৃণচয়।
অক্রূর করিল মহা কাকুসমুদয়।
পরমোগ্রকর্ম্মা সেই ব্রজনারীগণে।
একে-একে প্রণমিয়া কহয়ে বচনে—॥
যদুবংশজাত আর যত লোকগণে।
ওগো দেবীসব! নাহি কর বিনাশনে॥
এইসব গোপ কংস হৈতে ধরে ত্রাস।
ইহাদের প্রতি কৃপা করহ প্রকাশ॥
বসুদেব-দেবকী—কৃষ্ণের মাতা-পিতা।
কংস হৈতে কৃষ্ণ দীন হও গো রক্ষিতা॥
গোপিকাগণের ওহে মহাধূর্ত্তবর!।
কংস-অনুবর্ত্তি মিথ্যা প্রলাপ না কর॥
পিতামাতা কোনস্থানে হয় ত ইঁহার।
নন্দ-যশোদার পুত্র প্রসিদ্ধ যাঁহার॥
গোকুল গো-কুল আর যত নারীকুল।
না মার না মার ইহা কহিলাম মূল॥
স্বরূপ কহেন—দুষ্টকংসের চেষ্টিত।
শুনিয়া হইল কৃষ্ণে ক্রোধ উপস্থিত॥
বন্ধুগণ-দুঃখ হেতু আপনি যাহার।
শ্রবণ করিয়া শেকে হইল প্রচার॥
মথুরাগমনে দেখি রামের সম্মতি।
যেহেতু আছেন মৌনে অক্রূরসংহতি॥
গোপীসকলের কৃষ্ণ করি আশ্বাসন।
কুঞ্জ হৈতে নির্গমন করিলা তখন॥
তাহাতে অক্রূর অতি হৈয়া আনন্দিত।
সঙ্কেত পাইয়া বলরামের ত্বরিত॥
সেইস্থানে রথ আনিবারে চলিলেন।
ধাইয়া বেগেতে বহির্গত হইলেন॥
মথুরাগমনকারি-কৃষ্ণের নিশ্চয়।
মুহু তাঁর মুখপদ্ম দেখে গোপীচয়॥

বিয়োগ-আনলে ভীতা করিয়া রোদন।
পাদপদ্মে পড়ি কৃষ্ণ কহেন বচন—॥
ওহে নাথ! না পারিব ধরিতে জীবন।
তোমা বিনা অনাশ্রয়ে কভু একক্ষণ॥
এই নিজদাসীগণে ত্যাগ না করিবে।
লৈয়া চল তথা প্রভু! যেস্থানে যাইবে॥
তব সঙ্গলাভহেতু গৃহ হৈল বন।
গৃহ বন তব সঙ্গ-অভাব-কারণ॥
হইল সপত্নীবর্গ সুহৃদে গণন।
তব সঙ্গমের সাহায্যতার কারণ॥
বৈরী হৈল পতিপুত্রাদিক বন্ধুগণ।
যেহেতুক কৃষ্ণসঙ্গ করে নিবারণ॥
বিষ হৈল সুধা প্রেমে করিতে ভোজন।
জ্যোৎস্না-চন্দনাদি-মিষ্ট বিষতুল্য হন॥
এইহেতু তোমা বিনা অবশ্য মরিব।
কদাচিত জীবন ধরিতে না পারিব॥
ঈষদ্ধাস্যযুক্ত তব সুন্দর আনন।
মনোহর পাদপদ্ম উরুদ্বয় হন॥
বক্ষঃস্থল নানামত শোভাতে পূজিত।
কোথাও না দেখি নাহি থাকিবে জীবিত॥
যদি কহ—আমি শীঘ্র আসিব এথায়।
নিশ্চয় জানিহ, শুন উত্তর তাহায়—॥
গোপবিলাসের হেতু তুমি বৃন্দাবনে।
সখার সহিত নাথ। করিলে গমনে॥
সন্ধ্যাকালে অবশ্য সে আসিবে আপনে।
এই আশে কষ্টে দিন করিয়ে যাপনে॥
কংস দুষ্টজনের আজ্ঞায় তার পুর।
দূরে গেলে কংসপ্রিয় সহিত অক্রূর।
নানাবিধ শঙ্কাতে আকুল হইবারে॥
প্রবাসার্ত্তি চিন্তিয়া বাঁচিব কি প্রকারে?॥
সহঅনুচর সেই কংসের বিনাশে।
নাহি জানি তব কত হইবে আয়াসে॥
মথুরানিবাসিজন-পীড়া-বিনাশনে।
না জানিবে কতকাল হবে বিলম্বনে॥
আমাদের স্থিতি তথা হবে না কি হবে।
অতএব শীঘ্র আসিবে কিরূপে তবে॥
স্বরূপ কহেন—তবে এই ত প্রকার।
বহু কাকু করিলেন গোপিকা প্রচার॥
যাহা শুনি সেইস্থানবাসী যতজন।
করিয়া রোদন মোহ পাইল তখন॥
কোনমতে কৃষ্ণ করি ধৈর্য্য আলম্বন।
স্বচক্ষু হইতে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন॥

গোপিকার নেত্রজল করিয়া মার্জ্জন।
কহিতে লাগিলা ইহা গদগদ বচন—॥
সাধু আর মম দ্বেষী—অল্পশক্তি তায়।
কংসের বিনাশ আমি করিয়া হেলায়॥
আইলাম প্রায় আমি প্রতীতি সে ধর।
ওহে সখি! কান্দি অমঙ্গল নাহি কর॥
স্বরূপ কহেন—তত্র করিলা গমন।
গোপপুরোহিত-পশু-দাস-দাসীগণ॥
অতিবেগে আল্যা নন্দ যশোদা রোহিণী।
তথায় আনিল রথ অক্রূর সে তিনি॥
বলদেব-সহ কৃষ্ণ তাহে আরোহিলা।
গোপীতে সংলগ্ন দৃষ্টি যত্নে নিবর্ত্তিলা॥
মূর্চ্ছা বিহ্বলিতা গোপী কান্দেন পড়িয়া।
নেত্রজলে ধরণী কর্দ্দম হয় গিয়া॥
তাহা দেখি যশোমতী সকরুণস্বরে।
পুনঃ উচ্চ অধিক রোদন তথা করে॥
মনোদুঃখী নন্দ তাঁরে কহেন সান্ত্বিয়া।
প্রস্তুতার্থসমাধান-নৈপুণ্য দর্শিয়া—।
কংসের পুরেতে মম হর্ষেতে প্রয়াণ।
এইমত তোমরা কদাচ নাহি জান॥
মিথ্যাভাষী অক্রূরের বাক্যে কদাচিত।
অন্যের সন্তান কৃষ্ণে না জানি নিশ্চিত॥
কোনমতে কৃষ্ণে রাখি ব্রজে না আসিব।
কার সাধ্য বল করি ইহারে রাখিব?॥
মধুপুরে উন্মনা—বিলম্ব না করিব।
কংসবধে ব্যাজপ্রাপ্তে ভুলিতে না দিব॥
জানি কৃষ্ণ বিনা যত ব্রজবাসিগণ।
জীবন ধরিতে নাহি পারি একক্ষণ॥
তাহে জান শীঘ্রাগত মোরে পুত্রসহ।
মুক্ত করি বসুদেব-দেবকী-নিগ্রহ॥
স্বরূপ কহেন—নন্দরাজ এপ্রকারে।
শপথাদি দিয়া আশ্বাসিলা যশোদারে॥
চিত্তে শান্তি-মত তাহে যশোদা ধরিলা।
গোপীগণে বহুতর আশ্বাস করিলা॥
জলসেক-আদি বহুপ্রকার করিয়া।
যত্নে গোপীগণে লইলেন উঠাইয়া॥
গোপসব শকটে করিল আরোহণ।
অক্রূর শীঘ্রতে রথ করিল চালন॥
গমন করেন কৃষ্ণ দেখি ব্রজনারী।
কিঞ্চিত বিরহ তাঁর সহিতে না পারি॥
হাহা উচ্চ নাদে শুষ্ক হইল বদন।
অত্যন্ত স্খলিত হয় পদের গমন॥

ভগ্ন কণ্ঠস্বর দীর্ঘরবেতে তখন।
মহা-আর্ত্তি-কাকুযুক্ত করেন রোদন॥
যার শব্দে দশদিগ হইল পুরণ।
রথের পশ্চাতে গোপী করিল ধাবন॥
কোনকোন গোপী রথ করিল ধারণ।
কেহকেহ অনুমানি আপন মরণ॥
কিম্বা রথগমন-বিরোধ করিবারে।
চক্রের তলেতে পড়িলেন বেগদ্বারে॥
কেহ কেহ কিছুদূর যাইয়া মোহিলা।
কেহকেহ অগ্রে যাইবারে না পারিলা।
ততঃপরে ধেনু বৃষ বৎস মৃগগণ।
অন্য-অন্য জন্তু যত হৈয়া দুঃখিমন॥
উচ্চরোদনের অশ্রুজলে ধৌতানন।
থাকিল সকলে রথ করি আবরণ॥
কোলাহল রব করি আকুল হইয়া।
পক্ষিসব রথোপরি বেড়ায় ভ্রমিয়া।
সেইক্ষণে বৃক্ষজাতি যতেক আছিল।
পত্রের সঞ্চয় সব শুষ্কতা পাইল॥
মহাগিরিসকলের বৃক্ষের সহিত।
শিলাসব নিম্নস্থলে হয় ত স্খলিত॥
নদীর হইল শুষ্ক জল পুষ্প যত।
অতিক্ষীণ উজান বহনে হৈল গত॥
পরম প্রেয়সী গোপীপ্রভৃতি সবার।
অতি দুঃখময়ী দশা দেখিয়া প্রচার॥
শোকেতে আকুল হৈল কৃষ্ণের মানস।
রোধিবারে নারে উচ্চরোদন-বিবশ॥
অশ্রুধারা অতিশয় হয় ত পতন।
তাহার মার্জনে ব্যগ্র হইলা তখন॥
'রথ হৈতে প্রভু লম্ফ দিয়া পাছে যান।'
পুনর্ব্বার এ আশঙ্কা করি অনুমান॥
যদুবৃদ্ধ অক্রূর প্রভুরে পৃষ্ঠে ধরে।
উৎপ্রেক্ষা করিয়ে এই চিত্তের ভিতরে॥
'কদাপি মোহেতে পাছে হয় ত পতন।'
এই প্রণয়েতে যেন করিলা ধারণ॥
মোহ-প্রাপ্ত-মত কৃষ্ণে জানিয়া লক্ষণে।
বলরাম নন্দাদির সম্মতে তখনে॥
রথের ঘোটকগণে কষাঘাত করি।
অক্রূর চালায়্যা দিলা অতিবেগ ধরি॥
চেতনবিহীন গোপনারী পশুগণ।
ইতস্তত পড়িয়া আছয়ে কতজন॥
তাহাদিগে বর্জ্জি রথ বক্রগতি করি।
বাহির করিলা রথ অক্রূর সত্বরি॥

করিছেন গোপীগণ প্রভুরে দর্শন।
কুররীপক্ষীর ন্যায় অতি আক্রোশন।
নির্দ্দয় অক্রূর তথা প্রভুরে হরিল।
পক্ষিমধ্য হৈতে শ্যেন যেন মাংস নীল॥
অক্রূরের তাড়নায় রথ-অশ্বগণ।
তেন অতি বেগযুক্ত করিল গমন॥
যেন কোন্‌স্থানে কৃষ্ণ করিল গমন।
লক্ষিতে নহিল শক্ত তাহা কোনজন॥
তবে করিলেন নন্দ-আদি গোপগণ।
নিজনিজ শকটেতে বৃষভ-যোজন॥
তাহার উপরে সবে করি আরোহণ।
করিলেন অতিবেগে পশ্চাতে গমন॥
ব্রহ্মহ্রদে অক্রূর করিয়া আনয়ন।
বহুবিধ স্তব দ্বারা স্তুতির রচন॥
অনেকপ্রকার নীতিবিস্তার দ্বারায়।
করিলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরে সুস্থতায়॥
তবে ব্রজজনের জন্মিল দশা যেই।
শ্রবণে শ্রাবকে তেন দশা দেয় সেই॥
তাহার কথায় মন হৃদয়-দলন।
হাহা বজ্র হয় যেন মস্তকে পতন॥
পরীক্ষিত কহিছেন—শুন মা উত্তরে।
কহিতে-কহিতে এইমত কথা পরে॥
স্বরূপ করুণস্বরে কাতর-সহিত।
উচ্চ কান্দি প্রেমভোলে হৈল মূর্চ্ছান্বিত॥
শ্রোতা দ্বিজবর কৃষ্ণকথা শুনাইয়া।
অতি ক্লেশে ক্ষণে সুস্থ করিলেন নীয়া॥
পুনশ্চ স্বরূপ প্রেম-গদগদ বচনে।
কহিতে আরম্ভ করিলেন ততঃক্ষণে॥
কিন্তু পুনর্ব্বার মোহ করি আশঙ্কন।
ত্যজিলা ব্রজের দুঃখ দুর্দ্দশা বর্ণন॥
কহেন—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরায় গিয়া।
মালাকার-রজক-কুব্জাদিরে তোষিয়া॥
অনুচর-সহ কংসে করিয়া নাশন।
বসুদেব-দেবকীরে করিলা মোচন॥
কংসের জনক উগ্রসেনে রাজ্য দিলা।
সর্ব্বদিগ হৈতে যদুগণে আনাইলা॥
কংসের দৌরাত্ম্যে ত্যক্ত ছিল পৌরজন।
মিষ্টবাক্যে সকলে করিলা আশ্বাসন॥
কংস হৈতে পরম পীড়িত যদুগণ।
কৃষ্ণ যাহাদের গতি আর ত জীবন॥
কংসবন্ধু জরাসন্ধ-আদি-নৃপ-ভয়ে।
তথায় থাকিতে কৈলা যত্ন অতিশয়ে॥

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজসহিত ।
সুখ করিবারে তথা হৈলা নিবাসিত ॥
ব্রজবাসিজনে করিবারে আশ্বাসন ।
নন্দাদিরে গোকুলেতে করিলা প্রেরণ ।
কৃষ্ণ কহে—ওহে পিতা ! তাবত আপনে
গোপবর্গ-সহ ব্রজে করহ গমনে ॥
আমাদের বিনা যত ব্রজবাসিজন ।
যাবত কাহার নাহি হয় ত মরণ ॥
উদ্বিগ্নমানস তব মিত্র যদুগণ ।
ক্রমেতে করিয়া সবাকার সুখিমন ॥
শীঘ্র আমি মম প্রিয়তম বৃন্দাবনে ।
নিঃসংশয় জানিবে করিব আগমনে ॥
নন্দ কহে—তুমি আমাদিগে ত্যাগ করি ।
পারহ অন্যত্র বাস করিতে শ্রীহরি ! ॥
এ প্রত্যয় আমার না হয় কদাচন ।
ইহা জানি আমি এথা করিল গমন ॥
নিজপরিজনদিগে নিজসন্নিহিতে ।
রক্ষ রক্ষ মা মুঞ্চ মা মুঞ্চ কদাচিতে ॥
আপন ইচ্ছায় যবে করিবে গমন ।
তোমার সঙ্গেতে মোরা যাইব তখন ॥
মম দত্ত আশায় ব্রজের যতজন ।
তব জননীর সহ আছে সঞ্জীবন ॥
তোমা বিনা গেলে আমি কঠিনহৃদয় ।
মরিবে তখনি বাপ ! সকলে নিশ্চয় ॥
শ্রীদাম কহেন—কিবা করিবে এখন ।
গোষ্ঠভূমে তুমি যবে কর গোচারণ ॥
তরু-লতা-আদিতে হইলে আচ্ছাদন ।
যে আমরা নাহি পারি ধরিতে জীবন ॥
ওহে প্রভু ! তোমা বিনা তত্র চিরকাল ।
থাকিতে হইব শক্ত কেমতে গোপাল ! ॥
স্বরূপ কহেন—নন্দাদির বিক্লবিত ।
এপ্রকার শুনি প্রভু হৈলা তূষ্ণীস্থিত ॥
ইচ্ছা ব্রজে যাইবার তাঁর আশঙ্কিয়া ।
বসুদেব কহেন কিঞ্চিৎ বিবরিয়া—॥
ভাই নন্দ ! তব পুত্র অগ্রজসহিত ।
ব্রজে সদা সুখে থাকে অন্যত্র দুঃখিত ॥
কিন্তু একাদশবর্ষবয়স-সময় ।
উপনয়নের কাল এই ত নিশ্চয় ॥
তাহে দুহে ব্রহ্মচারী হই স্থানান্তরে ।
বেদ-অধ্যয়ন করি ব্রজে যাবে পরে ॥
স্বরূপ কহেন—বসুদেবের বচনে ।
কৃষ্ণের সম্মতি নন্দ জানিয়া লক্ষণে ॥

আপন বাক্যেতে তাঁর অসম্মতি-জ্ঞানে ।
রোদনে আকুল নন্দ করিলা প্রস্থানে ॥
বস্তুত নন্দের এই আশয় সে মনে ।
আমাদের গতি কৃষ্ণ করি আলোকনে ॥
বিরহে অন্যত্র কৃষ্ণ না পারি থাকিতে ।
আমাদের সঙ্গে ব্রজে আসিবে ত্বরিতে ॥
এই অভিপ্রায় নন্দ করিয়া হৃদয়ে ।
প্রস্থান করিলা ইহা জানিবে নিশ্চয়ে ॥
যাদবকুলের সহ শ্রীকৃষ্ণ আপনি ।
অনুব্রজ্যা যান গোপরাজের তখনি ॥
রোদন করিয়া ক্রমেক্রমে গোপগণ ।
কৃষ্ণকণ্ঠে ধরে তিঁহ করেন রোদন ॥
ব্রজে যাইবারে কৃষ্ণে ব্যাকুলিতমন ।
দেখি বসুদেবাদি যাদব ধীরগণ ॥
অনেকপ্রকার যুক্তিপংক্তি দেখাইয়া ।
নিবর্ত্ত করিলা কৃষ্ণে যাইতে না দিয়া ॥
নন্দাদি আইলা ব্রজে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
অন্যথা শ্রীকৃষ্ণ বিনা কেবা ব্রজে যায় ? ॥
নন্দ আইলেন শুনি ব্রজবাসিজন ।
কৃষ্ণাগম-আশে সবে করিলা গমন ॥
নন্দ কৃষ্ণবিরহেতে শোকে আকুলিত ।
কৃষ্ণবিনা নিজ আগমনে লজ্জান্বিত ।
তাহে বস্ত্রে মুখাচ্ছাদি হইয়া রোদিত ।
গৃহে গিয়া ভূমে শোয় পরম দুঃখিত ॥
ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণ না করি দর্শন ।
পরম পীড়ায় অতি সকাতরমন ॥
নাহি জানে কি কর্ম্ম করিবে সে-সময় ।
বহুতর শঙ্কা হৈতে বিবশ-হৃদয় ॥
শুষ্ক হৈল বদন—কেহ ত নাহি পারে ।
'শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ?' এই প্রশ্ন করিবারে ॥
বৃদ্ধগোপ-মুখে শুনি কৃষ্ণসমাচারে ।
'এক্ষণে যাদবকুল-দুঃখ হরিবারে ॥
মধুপুর-মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র থাকিলেন ।'
এই কথা যখন সকলে শুনিলেন ॥
হাহা হাহা মহা-আর্ত্তি-শব্দেতে তখন ।
কৃষ্ণমাতা-সহ উচ্চ করিয়া রোদন ॥
নারীগণ যে দশা পাইলা সে-সময় ।
হা হন্ত হা হন্ত কার সাধ্য তাহা কয় ? ॥
পরীক্ষিত কহেন—এপ্রকারে তখনে ।
ব্রজজন-দশা আসি স্বরূপের মনে ॥
শোকানল প্রজ্বলিত হৈয়া অতিশয় ।
দগ্ধ হৈলা শ্রীগোপকুমার মহাশয় ॥

মোহযুক্ত পুনর্বার স্বরূপ হইলা।
চেতনবিহীন ভূমিতলেতে পড়িলা॥
সেই বিপ্রবর জলসেকাদি-দ্বারায়।
যত্নে অল্প স্বাস্থ্য-ন্যায় করিলা তাঁহায়॥
স্বরূপ আপন মোহ পুন আশঙ্কয়।
অধিক সে বার্ত্তা বিশেষেতে না বর্ণয়॥
প্রস্তুতা কথার শেষ করিতে শ্রবণ।
মাথুর ব্রাহ্মণে ব্যগ্র করিয়া দর্শন॥
যত্নে নিজমনঃস্থির করি সে-সময়।
পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা মহাশয়॥
'ব্রজজন-শোক-পীড়াভর কদাচিত।
অন্যপ্রকারেতে নাহি হবে নিবর্ত্তিত॥'
প্রতীতির যোগ্য উদ্ধবাদির দ্বারায়।
শুনিয়া যাদবগণে কহি সব ন্যায়॥
প্রিয়প্রেমবশ কৃষ্ণ রামের সহিত।
ব্রজে আগমন করিবেন সত্বরিত॥
বিদগ্ধগণের মস্তকের শ্রেষ্ঠমণি।
কৃপা করিবারে নিত্য আকুল আপনি॥
ব্রজস্থিত সকলের কৈলা প্রাণদান।
তাহাদের সহ বিহরিলা তথা স্থান॥
যেন তাঁরা এই দুঃখ মূলের সহিত।
বিস্মরণ করিলেন হৈয়া আনন্দিত॥
যদি ব্রজবাসিসকলের কোনজন।
মথুরাগমন কভু করয়ে স্মরণ॥
খেদে কহে—'আমি স্বপ্ন দেখিলুঁ কিঞ্চিত'।
ভয়ে শোক করে বহু রোদন-সহিত॥
গোপালের বিহারের মাধুরীর ভরে।
আকর্ষিত বিমোহিত সর্ব্বেন্দ্রিযবরে॥
চিরকাল এইমত ব্রজবাসিজন।
ভূত ভবিষ্যত কিছু না করে স্মরণ॥
কালান্তরে সেই ত অক্রূর পুনরায়।
রথ নীয়া আল্য ব্রজে অনাগতপ্রায়॥
পূর্ব্বমত নীয়া গেলে ব্রজের জীবনে।
হৈলা পূর্ব্বমত দশা ব্রজবাসিজনে॥
পুনর্ব্বার মধুপুরে করিয়া গমন।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসের নাশন॥
পূর্ব্বমত ব্রজমধ্যে করেন গমন।
এইমত নিশ্চয় করেন বিহরণ॥
এইমতে পুনঃপুনঃ পূর্ব্বপূর্ব্বমত।
পুনঃ যান পুনঃ আসি ব্রজে ক্রীড়ারত॥
সেইমত কালিয়দমন পুনঃপুন।
মুহুর্মুহু গোবর্দ্ধনধারণে নিপুণ॥

বারম্বার প্রভুর বিবিধ লীলা পর।
আশ্চর্য্য প্রবর্ত্ত হয় ভক্তমনোহর॥
কৃষ্ণের পরম প্রেম কালকূটসম।
তাহে বিমোহিত ব্রজবাসী নিরুপম॥
যত কৃষ্ণ-লীলাগণে মানে নিজমনে।
পূর্ব্ব অনুভব যেন না কৈল কখনে॥
ইথে তাহাদের প্রেমাবেশ নিরন্তর।
বিয়োগে যোগেতে বাড়ে সুমহত্তর॥
গোলোকেতে নিত্যবাসিগণ যত হয়।
তাহারা যে বিস্মরণ করে সমুদয়॥
সে কথা থাকুক দূরে—আমরা নূতন।
আমাদেরো স্মৃতি নাহি থাকে কদাচন॥
অনির্ব্বচনীয মহা মোহন মাধুর্য্যে।
সরিতের ধারা সিন্ধু নিমগ্ন প্রাচুর্য্যে॥
তাদৃশ প্রিয়ের প্রেম-মহাধনচয়।
লাভের উদ্যমে কেবা কি না বিস্ময়য়?॥
অহো মহাশ্চর্য্য এই প্রভু সে আপনে।
নিজপ্রিয়-প্রেম-সমুদ্রেতে মগ্ন-মনে॥
কিছু কৃতকার্য্য সদা করিতে সন্ধান।
ক্ষম নাহি হন বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভগবান্॥
প্রভুচরণের লীলা সব নিত্যা হয়।
সচ্চিদানন্দময়ীশে স্বয়ং বিরাজয়॥
প্রভুপাদসেবা দ্বারা আকর্ষিতা হয়।
সেইসেই পরিবারযুক্তা প্রবর্ত্তয়॥
গোলোকের মাহাত্ম্য-মাধুরীধারা যেই।
তোমারে কহিলুঁ তার অন্ত্যসীমা এই॥
সর্ব্ব বৈকুণ্ঠাদি ধাম হৈতে বিলক্ষণ।
নিঃশেষে কহিলুঁ এই তোমারে ব্রাহ্মণ॥
মাথুর ব্রাহ্মণ তাঁরে করে জিজ্ঞাসন।
কৃষ্ণচন্দ্র মধুপুরী করিলে গমন॥
তুমি কোথা বসতি করিলে কিপ্রকারে।
যাহে চিরকাল করি বহু যত্ন সারে॥
ব্রজভূমে শ্রীগোপালদেবের সহিত।
ক্রীড়ার আশায় পাল্যে সে ধাম বিহিত॥
ব্রজভূমে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা ক্রীড়ন।
পরিত্যাগ নাহি ঘটে তাহা কদাচন॥
মধুপুরী গেলে তাঁর সহিত বিলাস।
নাহি ঘটে, কহ দেখি ইহার নির্য্যাস॥
স্বরূপ কহেন—মম তুল্য যতজন।
পায়্যাছে গোলোক যারা করিয়া সাধন॥
প্রভুর আদেশে ব্রজে নন্দাদি-সহিত।
নিজতুল্যজন-সহ সদা হয় স্থিত॥

যেহেতুক গোলোকের এই ত স্থিত।
কৃষ্ণসঙ্গ বিনাও সর্ব্বদা সুভাব॥
সেইস্থানে থাকিবার ইচ্ছা সদা হয়।
অন্যত্র গমন করিবারে বাঞ্ছা নয়॥
বিরহাদিকৃত দুঃখ গোলোকে যে হয়।
সর্ব্বসুখ-মস্তকে সে অত্যন্ত নাচয়।
শ্রীগোলোকে বিরহেতে যে শোক জন্ময়।
সর্ব্বানন্দ-সমূহের উপরে নাচয়॥
এই উক্ত প্রকারে শ্রীগোলোকে বসিয়া।
আমার মনের পরিপূরণ হইয়া।
পাইয়াও বাঞ্ছাধিক ফল সে বাঞ্ছিত।
বস্তুর স্বভাবে তৃপ্তি নহে কদাচিত॥
তাথে ব্রজনারী-কুচ-কুঙ্কুমে আচিত।
মনোরম পাদপদ্মদ্বয় সুললিত॥
কোন নিজ-ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারায় নিশ্চিত।
ত্যজিতে না পারি ক্ষণকালো কদাচিত॥
এই দীনতর জনে মাধুর্য্য-নিষ্ঠার।
কৃপাপ্রসন্নতা যেই হইল তাঁহার॥
অন্যে অসম্ভাব্যহেতু কুত্রাপি কহিতে।
যোগ্য নাহি হয়—তবু কহিলুঁ বিদিতে॥
তোমার হিতার্থে শ্রীরাধিকার আজ্ঞায়।
কহিলাম এইভাবে জানিহ ইহায়॥
যদি কহ—তবে এই ভৌমমথুরায়।
কি প্রকারে আইলে? উত্তর শুন তায়—॥
এইমতে চিরকাল থাকিয়া তথায়।
মর্ত্ত্যলোক-মধ্যস্থিত এই মথুরায়॥
শ্রীবিশিষ্ট যেমত গোলোকে সব হয়।
সেইমত দেখিলাম ইহাতে নিশ্চয়॥
হইলে শ্রীগোলোকের তত্ত্ব অনুভব।
এই মথুরার তত্ত্বজ্ঞান হয় সব॥
শ্রীগোলোকবর্ত্তী যত গোপ-গোপীগণ।
পশু পক্ষী কৃমি গিরি সরিত গোধন॥
তাঁদের পৃথক মূর্ত্তি বিশেষেতে বৃত।
সদা একরূপে কৃষ্ণক্রীড়াযোগ্য কৃত॥
লোকের উক্তির প্রকারেতে সুনিশ্চয়।
গোলোকবিহারী কৃষ্ণ সর্ব্বদা সময়॥
গোলোকসদৃশ ক্রীড়া-আবলি-সকল।
বিস্তারিয়া বিভূষিত করেন নিশ্চল॥
সেহেতু এ মথুরা-ব্রজেতে কদাচিতি।
থাকিয়া কখন বা গোলোকে করে স্থিতি॥
ভৌমমথুরামণ্ডলে গোলোকেতে আর।
দুইস্থানে কিছু ভেদ না দেখি ইহার॥
এস্থানে থাকিয়ে জানি আছিয়ে তথায়।
গোলোকে থাকিয়ে জানি আছিয়ে এথায়॥
যদি কহ—'পূর্ব্ব কেন ছাড়ি এই স্থান।
গোলোক পাইতে যত্ন করিলে বিধান?॥'
পূর্ব্বে এই তত্ত্ব অনুভব না হইয়া।
পরম বিভেদজ্ঞান কৈল মম হিয়া॥
এইক্ষণে সেই তত্ত্ব জানিয়া সন্ধান।
দুইধামে অভেদ হইল মম জ্ঞান॥
যদি কহ—'ঊর্দ্ধ-অধ-ভাবে, ভেদ হয়ে।
গমনাগমন হবে কর লোকদ্বয়ে॥
তবে দুই লোকের বিচ্ছেদে দুঃখ হয়?।'
ইহার উত্তর কহি শুনহ নিশ্চয়—॥
গমনাগমনে ভেদ যে হয় জনন।
লোকদ্বয়ে চিত্ত-আনুরক্তির কারণ॥
তাহাও না জানিয়ে যেমত প্রকাশিত।
কখনোবা কিছু দুঃখ হয় ত সূচিত॥
'এই স্থানদ্বয় হৈতে অন্য কোনধামে।
না স্পৃহে শ্রবণ দৃষ্টি মন কোনকামে॥
এই স্থানদ্বয় হৈতে অন্য কোনস্থানে।
বর্ত্তমান কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংভগবানে॥
আছেন তাদৃশ ভক্তসকল তাঁহার।'
এমত না মানে কভু হৃদয় আমার॥
বৈকুণ্ঠাদিবাসিগণ দেখে কদাচিত।
তাদিগেও দেখি কৃষ্ণবিরহে পীড়িত॥
বৈকুণ্ঠাদিলোকবাসি-মধ্যে কদাচিত।
গোলোকস্থ-ব্রজবাসী-সম ভাবান্বিত॥
না দেখিয়া অনুতাপে প্রেম প্রকাশিতে।
গোলোকস্থ শ্রেষ্ঠ সুখ হয় ত উদিতে॥
ভূলোক অবধি বৈকুণ্ঠাদিবাসিগণ।
গোলোকবাসির নিত্য করেন পূজন॥
সেই গোলোকীয়গণ যেই অনুভবে।
মহত পদার্থ গোলোকের বৃত্ত সবে॥
তার কতকত বিবরণ কহিবারে।
শক্ত হব আমি তাহে কেমতপ্রকারে?॥
অহো সেই গোলোকের যত পরিকর।
তাঁহাদিগে প্রণাম আমার বহুতর॥
বন্দিয়া আনন্দে গুরুচরণারবিন্দ।
সর্ব্বশুভোদয় হয় যাহাতে অনিন্দ্য॥
কথা ষষ্ঠাধ্যায় সমুদায় বিরচনে।
কহে জয়গোবিন্দ গোবিন্দ ভাবি মনে॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে-ঽভীষ্টলাভো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তমে শ্রীস্বরূপস্য কৃপয়া প্রেমবেগতঃ।
তত্বং কৃষ্ণপ্রসাদোঽভূদ্বিপ্রে তস্মিন্নিতীর্য্যতে ।*।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর তনয় ॥
জয়জয় সীতানাথ জয় ভক্তগণ।
দীনহীন-প্রতি কর কৃপাবলোকন ॥
স্বরূপ কহেন তবে—শুন হে ব্রাহ্মণ!।
পরম যে সাধ্য, আর পরম সাধন ॥
মম উক্তপ্রকারেতে করিয়া বিচার।
সম্প্রতিক করহ নিশ্চয় তুমি তার ॥
মাথুর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! মহৎপ্রাপ্য যেই।
দেবীর প্রসাদে সর্ব্ব পাল্যে মান সেই ॥
অবশিষ্ট মদনগোপালের দর্শনে।
আছে, সেই হৈল প্রায়, তাহা জান মনে ॥
ভগবান্ গোলোকনাথের কৃপাভর।
দেখিতেছি ব্যক্তরূপ তোমার উপর ॥
দেখ ভক্তসকলের, আর আপনার।
নিশ্চয় পরম গোপ্য যে বৃত্তান্ত সার ॥
কহিলাম নিঃশেষেতে আমি সেইসব।
আপনার মনে ইহা কর অনুভব ॥
নিজ ভাববিশেষেতে কৃষ্ণপদাশ্রয়।
নিজমনে লজ্জায় প্রকাশে যোগ্য নয় ॥
মোহ-উন্মাদাদি দশা জন্মিলে আমার।
তাহে বিস্মরিয়া নিজপর-সমাচার ॥
সেহেতু বিশেষ-জ্ঞান-রহিত প্রকারে।
যেই নাহি অনুভব হৈলা আপনারে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রবেশিলা।
সেইসেই সব এই বলে নিঃসারিলা ॥
সেইহেতু তব অগ্রে আইল বদনে।
মম অনিচ্ছায় ইহা জান কর মনে ॥
ইথে শীঘ্র ফলপ্রদ বিশ্বাস তোমার।
জন্মেছেন ক্ষণে আমি জানিল প্রচার ॥
স্বয়ং শ্রীরাধিকাদেবী প্রভাতসময়ে।
করিলেন আদেশ আমারে কৃপোদয়ে—
"হেদে হে স্বরূপ! মম কুঞ্জে এইক্ষণ।
আসিতেছে মম ভক্ত মাথুর ব্রাহ্মণ ॥
সেস্থানে একাকী তুমি করিয়া গমন।
সর্ব্বমতে করি উপদেশ-প্রকাশন ॥
প্রবোধ করিয়া পুনঃ আশ্বাসিয়া তায়।
প্রাপ্ত কর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ত্বরায় ॥"
শ্রীরাধাদেবীর এই সমাদেশ পাই।
শীঘ্র এইস্থানে উপস্থিত হৈনু আই ॥
শ্রীরাধার আজ্ঞাপ্রাপ্তি-হর্ষের কারণ।
কৃষ্ণসঙ্গসুখো না করিনু অপেক্ষণ ॥
শ্রীরাধার আজ্ঞা প্রতিপালনে নিশ্চয়।
কৃষ্ণবশীকারে সেই সুখাধিক হয় ॥
পরীক্ষিত কহেন—স্বরূপ সেই দ্বিজে।
এইমত বহুতর কহিয়াও নিজে ॥
উদয় না দেখি প্রেমসম্পদের সার।
অর্পণ করিলা হস্ত মস্তকে তাঁহার ॥
মহাত্মা শ্রীস্বরূপ যে কৈলা অনুভব।
তাঁহার কৃপায় ব্রাহ্মণের চিত্তে সব ॥
আপনা হইতে যেন অনুভব ছিল।
তৎক্ষণেতে এককালে সকল স্ফুরিল ॥

মহৎসঙ্গমের এই মাহাত্ম্য সে হয় ।
পরম অদ্ভুত তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
যেই সাধুসঙ্গ হৈতে সম্ভ বিপ্রবর ।
স্বরূপের ন্যায় হৈল কৃতার্থ সত্বর ॥
স্বরূপের মত সেই ব্রাহ্মণ সত্বরে ।
মগ্ন হৈল মহাপ্রেমরসের সাগরে ॥
বিকারের উর্ম্মি—স্বেদ-কম্প-আদি যত ।
তাহে হৈল ব্যাপ্ত অতি স্বরূপের মত ॥
হা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বলি করয়ে রোদন ।
'কিশোরশেখরে মোরে করাহ দর্শন ॥'
স্বরূপেরে আর চরস্থিরপ্রাণিগণে ।
নমস্কার করি তৃণ ধরিয়া দশনে ॥
ভয় শোক আর্ত্তিধ্বনি বিকার-সহিত ।
দ্বিজবর জিজ্ঞাসেন সবারে ত্বরিত—॥
'কোথায় কোথায় কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন ?
করিয়াছ তুমি কিবা তাঁহারে দর্শন ?—
প্রেমসমুদ্রেতে মগ্ন স্বরূপ তখন ।
বিবশ বিপ্রের প্রেম করিয়া দর্শন ॥
হেন গুরুপদ বিপ্র করিয়া ধারণ ।
কৃষ্ণনাম মনোরম করেন কীর্ত্তন ॥
ক্ষণে মহাপ্রেমবেগে মথিত হইয়া ।
মহোন্মত্ত-মত উঠি সে বনে ভ্রমিয়া ॥
করীরকুঞ্জেতে বহুকণ্টক-আচিতে ।
পড়িল মাথুর দ্বিজ হৈয়া বিমূর্চ্ছিতে ॥
ওগো মাতা ! তবে দূরে হইল প্রচার ।
গম্ভীর মধুর বেণু-শৃঙ্গরব আর ॥
তৌর্য্যবীণা আর দল-বাদ্যেতে মিলিত ।
গো-সবার হাম্বারবে অত্যন্ত মিশ্রিত ॥
সেইসব রবে গুরুশিষ্য দুইজন ।
বোধপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল সেইক্ষণ ॥
সেই উচ্চনাদ-অভিমুখেতে ধাইলা ।
শ্রীযুক্ত গোপালদেবে তথায় দেখিলা ॥
অতি মনোহর রূপ শোভিত সকল ।
সুষ্ঠুশ্যাম গাত্র—কান্তিসমূহে উজ্জ্বল ॥
পশুদিগে জল পিলাইতে যমুনার ।
আর বয়স্যের সহ করিতে বিহার ॥
গোপীগণে নৌকা-পার-করণ প্রভৃতি ।
কার্য্যহেতু অনন্ত যাহার লীলাকৃতি ॥
গজেন্দ্রলীলার দ্বারা পূজ্য নৃত্যগতি ।
করিছেন আগমন সন্নিধানে অতি ॥
স্বকীয় কৈশোর তাঁর মহা বিভূষণ ।
বিচিত্র লাবণ্যতরঙ্গের সিন্ধু হন ॥
জগতের মনোনেত্রহর্ষেরে বাঢ়ায় ।
মুহুর্ম্মুহুঃ নূতন মাধুরী ধরে তায় ॥
দ্বাত্রিংশত সল্লক্ষণে সুন্দরাঙ্গ হয় ।
কদম্বের পুষ্পে কর্ণভূষণ শোভয় ॥
ময়ূরপিচ্ছের চূড়, পট্ট পীতাম্বর ।
মুক্তাবলী-লম্বিত শ্রীকম্বুকণ্ঠবর ॥
বিলম্বিত গুঞ্জা-মহা-হারেতে ভূষিত ।
পীনবক্ষ শ্রীবৎস-লক্ষ্মীতে সুলক্ষিত ॥
সিংহশ্রেষ্ঠ-মধ্য, শতসিংহবিক্রমিত ।
পাদপদ্ম সৌভাগ্যের সারেতে পূজিত ॥
কদম্ব তুলসী গুঞ্জা শিখণ্ড প্রবাল ।
মালার শ্রেণীতে চারু বেশ অতি ভাল ॥
বিচিত্র পুষ্পের কাঞ্চী কটিতটে রাজে ।
তাহা লম্বমানেতে নিতম্বদেশে সাজে ॥
সুবর্ণে রচিত দিব্য অঙ্গদ কঙ্কণ ।
মনোহর সুদীর্ঘায়ত ভুজে সুশোভন ॥
বিম্বাধরে ন্যস্ত মনোহর বেণু সার ।
সে বাদ্যে নাচয়ে পদ্মকরাঙ্গুলি তাঁর ॥
আপনি করিছে যে অপূর্ব্ব বেণুগীত ।
বিশ্বলোক তাহার ভঙ্গীতে বিমোহিত ॥
বক্র অল্প-চঞ্চল লীলায় বিলোকয় ।
সে ভূষণে বিভূষিত নেত্রপদ্মদ্বয় ॥
চাপতুল্য ভ্রূযুগের নর্ত্তনশোভায় ॥
বাঢ়াইছে প্রেষ্ঠজন-অনুরাগ তায় ॥
মুখপদ্ম ঈষদ্ধাস্য শ্রীযুক্ত সদায় ।
আত্মারামগণচিত্ত আকর্ষে শোভায় ॥
তিলপুষ্পসম নাসিকার অগ্র'পর ।
বিরাজিত গজেন্দ্রের এক-মুক্তাবর ॥
কভু গোধূলিভূষিত অলকাভ্রমর ।
সংবরণ করিবারে শোভমান কর ॥
উর্দ্ধপুণ্ড্র যমুনার শুভ্রমৃত্তিকায় ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভালপট্ট স্ফীত তায় ॥
গিরিহরিতালাদিতে চিত্রিতাঙ্গ হয় ।
নানা মহারঙ্গ-তরঙ্গের সিন্ধুচয় ॥
দাঁড়াইয়া কদাচিত ত্রিভঙ্গী-ললিত ।
অনেক কৌশলে বাজায়েন বংশীগীত ॥
সে কৌশলে হাসায়েন নিজ মিত্রগণে ।
ভূষিত করেন ভূমি নিজ শ্রীচরণে ॥
অগ্রজন্মা বলরাম রমণীয়দেহ ।
গোপালদেবের তুল্য বয়োবেশে এহ ॥
নীলবস্ত্রে অলঙ্কৃত গৌরমূর্ত্তি তায় ।
হেন বলরামে যুক্ত কৃষ্ণ শোভা পায় ॥

সখাগণ আত্মতুল্য নিরূপম হয়।
প্রিয় সেইসবে আছে আবৃত শোভায়॥
শুক-শিষ্য সেই রূপ করিয়া দর্শন।
হৈল মহাহর্ষশ্রেণীভার গাঢ়গণ॥
পড়িলেন কিবা দণ্ডপ্রণামকারণ।
সম্ভ্রমে-ধ্বংসিত-সর্ব্বনৈপুণ্য দুইজন॥
প্রিয়প্রেমবশ কৃষ্ণ ধাইলা তখন।
হর্ষভরে মুখ্য করিলেন আগমন॥
তাঁহাদের উপরেতে হইলা পতনে।
দীর্ঘ মহাভুজে আলিঙ্গিয়া দুইজনে॥
অহো কৃষ্ণ মহাপ্রভু কৃপার্দ্রহৃদয়ে।
স্নান করাইলা সে প্রেমাশ্রুধারাচয়ে॥
ক্ষণেক উঠিয়া করদ্বয়ে দুইজনে।
উঠাইয়া করিলেন স্থির সেইক্ষণে॥
গাত্রে লগ্ন অশ্রু আর ধূলির মার্জ্জন।
করিয়া দয়ালু মুহুঃ কৈলা আলিঙ্গন॥
তথায় ভূমিতে বসি তাঁদের সহিত।
বাক্যামৃতে দ্বিজবরে করেন তোষিত—॥
হে শ্রীজনশর্ম্মা মথুরাস্থগৃহীতার্য্য!।
বিপ্রবংশসারের চন্দ্রমা আচার্য্য!॥
জিজ্ঞাসিয়ে—সর্ব্বমতে তোমার কুশল।
কহ কহ বিরাজিত হয় কি সকল?॥
সব পরিবারের সহিত সে আমার।
তোমার প্রভাবেতে কুশল অনিবার॥
তোমার উপরে যেই মম কৃপা হয়।
তাহাতে আকৃষ্টচিত্ত জানিহ নিশ্চয়॥
'কবে তুহি আগমন করিবে এথায়।'
পথনিরীক্ষণে আমি থাকি সর্ব্বদায়॥
তত্র তুমি আমারে যে করিলা স্মরণ।
তত্র চিরকালপরে করিলা দর্শন॥
তোমার স্বাধীন আমি জানিবে ব্রাহ্মণ!।
আপন ইচ্ছায় এথা করহ ক্রীড়ন॥
পরীক্ষিত কহে—জনশর্ম্মা দ্বিজবরে।
সম্পূর্ণ সম্ভ্রম আর প্রেমানন্দভরে॥
বশীকৃত হই তবে প্রত্যুত্তর দিতে।
শক্ত নাহি হন আর দর্শন করিতে॥
বাষ্পেতে সম্যক্ রুদ্ধকণ্ঠ সে হইল।
নয়নের দৃষ্টি অশ্রুধারায় রোধিল॥
কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মদ্বয়।
মস্তকে ধরিয়া বহু রোদন করয়॥
দাতাচূড়ামণি কৃষ্ণ ভাবে নিজমনে—।
এই বিপ্র করিলেক আত্মা-সমর্পণে॥

আমি যদি বশীভূতরূপেতে ইহারে।
নিজ আত্মা সমর্পণ করিয়ে প্রচারে॥
তবে সম হৈলে মম কিবা উদারতা।
আমা হৈতে অধিকো না দেখিয়ে দেবতা॥
হইলা আকুল প্রতিদেয় না দেখিয়া।
বলে গাত্র হৈতে অলঙ্কার আকর্ষিয়া॥
সেসব ভূষণে বিপ্রে করিয়া ভূষিত।
স্বরূপের মত করিলেন সুশোভিত॥
এইমতে কৃষ্ণ নিজ প্রিয় সহচার।
গোপকুমারত্ব করি প্রতিপন্ন তাঁর॥
তাহাতে পরম কৃপা করিলা বিস্তার।
জনশর্ম্মা পাইয়া সে করুণার সার॥
স্বরূপের মত বিধানেতে সুনিশ্চয়।
পরিপূর্ণ-সর্ব্বফল হৈল সেসময়॥
অতঃপরে বেণুধ্বনি সঙ্কেত দ্বারায়।
পশুদিগে আহ্বান করিয়া শ্যামরায়॥
মুখশব্দ বিচিত্র করিয়া সেইক্ষণে।
জলপান করাইলা সব পশুগণে॥
সেইশব্দে সুখদেশে যত পশুগণে।
নিরোধিয়া পশুগণে, বসিয়া আপনে॥
জনশর্ম্মা স্বরূপ অগ্রজ সখাগণ।
সকলের সহ কৈলা জলেতে ক্রীড়ন॥
পরস্পর জল সেকে কৃষ্ণ সখাগণে।
কভু জল দিয়া করে ভঙ্গের প্রাপণে॥
কভু সখাগণ হৈতে পাই ভঙ্গভর।
বিহারবিদগ্ধ কৃষ্ণ হাসেন বিস্তর॥
বহু জলবাদ্য শুভ তাদের সহিত।
বাজাইয়া যমুনার প্রবাহে ত্বরিত॥
স্রোতের উজান আর ভাটায় তখন।
করিলেন বিচিত্র ক্রীড়ন সন্তরণ॥
কভু যমুনার জলে লুকাইয়া কায়।
পদ্মবনে কৃষ্ণ নিজ মুখ রাখি তায়॥
কুতূহলী এইমতে হইলেন স্থিতে।
যেন কেহ তাঁহারে না পারয়ে লক্ষিতে॥
কৃষ্ণের দর্শনে প্রাণ ধরে সখাগণ।
অন্বেষণ করি কৃষ্ণে না পান যখন॥
বন্ধুগণ ব্যগ্রবুদ্ধি হইয়া তখন।
মহা দুঃখী সুস্বরোচ্চে করেন রোদন॥
তবে হাসি পদ্মবন হৈতে বাহিরিলা।
সখাগণ যেনমাত্র শ্রীকৃষ্ণে দেখিলা॥
প্রকৃষ্ট হর্ষসমূহে বিকাসি নয়ন।
লম্ফগতি সবে অগ্রে করেন গমন॥

পরম কৌতুকী কৃষ্ণ তাঁদের সহিত।
বিহরেন জলক্রীড়া করি সুবিহিত॥
পদ্মপুষ্পে মৃণালসমূহে গাঁথি হার।
সহচরগণে করিলেন সালঙ্কার॥
সেইরূপ মালাও কৃষ্ণেরে সবে দিলা
জল হৈতে তবে সবে উপরে উঠিলা॥
মধ্যাহ্নেতে ভোজন করিতে সেই বনে।
যমুনার পুলিন বিস্তীর্ণ সুশোভনে॥
সখাসহ বসিলেন মণ্ডলী করিয়া।
সকলের মধ্যে বলরামে বসাইয়া॥
নিজনিজ গৃহ হৈতে প্রাতঃকালে যেই।
আনিলা অদ্ভুত ভোজ্যদ্রব্য সব সেই॥
স্বয়ং পরিবেষণ করেন বিলসিয়া।
লীলায় রচিত নৃত্যগতিতে ভ্রমিয়া॥
সকল ঋতুতে সেই ফল সব হয়।
বৃন্দাবনে নিত্যনিত্য সে ফল জন্ময়॥
আনিয়া সে ফল সব অতি স্বাদুতরে।
ওগো মাতা! যথারুচি দেন সহচরে॥

ফলানাং নামান্যাহ (বৃঃ ভাঃ ২।৭।৪১)—

রসাল-তাল-বিল্বানি বদরামলকানি চ।
নারিকেলানি পনস-দ্রাক্ষা কদলকানি চ॥
নাগরঙ্গাণি পীলূনি করীরাণ্যপরাণ্যপি।
খর্জ্জূরদাড়িমাদীনি পক্কানি রসবন্তি চ॥ ইতি।

যেইসব ফল পরিবেশন করিলা।
তার মধ্যে কিছুকিছু আপনি লইলা॥
থাকি তারতার কাছে অচ্যুত খায়েন।
সহচরগণেরেও যত্নে খাওয়ায়েন॥
সখাগণ কিছু খায়্যা মিষ্ট পরীক্ষিয়া।
উঠিউঠি কৃষ্ণমুখে দেন সাদরিয়া॥
প্রশংসি কৌশলহাস্যে মধুর চর্ব্বণে।
নানা মুখভঙ্গে হাসায়েন সখাগণে॥
নানা প্রেয়দ্রব্য অম্ল মিষ্ট তক্র আর।
অলাবুপাত্রাদি-ধৃত জল যমুনার॥
পিয়া পিয়াইয়া গোপগণে রমে স্থিত।
নানাবিধ-সুখক্রীড়া-কৌতুক-পণ্ডিত॥
আচমন করিয়া তাম্বূল সুগন্ধিত।
আপন-আপন গৃহ হইতে আনীত॥
গুবাক-কর্পূর-আদি মসলা মিলনে।
বিভাগ করিয়া কৃষ্ণ খায়েন আপনে॥
তুলসী মালতী জাতী লবঙ্গ মল্লিকা।
স্বর্ণযূথী শ্বেতযূথী কেতকী ঝিণ্টিকা॥

কুন্দ কুব্জ করবীর মাধবী কাঞ্চন।
রক্তপদ্ম শ্বেতপদ্ম পলাশ দমন॥
কদম্ব বকুল নাগ পুন্নাগ চম্পক।
জবা নবমল্লিকা অর্জ্জুন পাটলক॥
কুটজ অশোক নীপ কর্ণিকা মন্দার।
প্রিয়ক প্রভৃতি পুষ্প বিবিধপ্রকার॥
পত্রসহ আনি বিরচিলা সখা যত।
বৈজয়ন্তী-বনমালা-আদি নানামত॥
অগুরু কস্তুরী আর কুঙ্কুম চন্দন।
বৃন্দাবন হৈতে সবে কৈলা আনয়ন॥
অঙ্গ সুগন্ধিসহিত করিয়া পেষণ।
সকলের অঙ্গ তাহে হইল লেপন॥
নিকুঞ্জে সুগন্ধি পুষ্প সুবাসিতবরে।
মধুকরপুঞ্জ গুঞ্জগুঞ্জ শব্দ করে॥
নবীন-কোমল-পত্রগুচ্ছে পুষ্পজাতে।
রচিত শয্যায় কৃষ্ণ শুইলেন তাতে॥
প্রিয়সখা শ্রীদামের ক্রোড়ে শির দিলা।
পদসংবাহন কেহ করিতে লাগিলা॥
কেশ প্রসাধয়ে কেহ কর সংবাহয়ে।
কেহ গীত স্তব, কেহ পত্রেতে বীজয়ে॥
মুখকমলের নানা করিয়া বিকার।
কৌশলের ভঙ্গী সব তাহাতে প্রচার॥
হাস্যকেলিদক্ষ সখাগণে সুখ দেন।
রামসহ বিশ্রামের কেলি বিস্তারেন॥
পরে শিঙ্গা-বেণু-নাদে উঠায়্যা গোগণে।
গোবর্দ্ধননিকটেতে করেন চারণে॥
শিখণ্ডের চূড়া, হরিতালের তিলক।
গুঞ্জামালা-প্রভৃতিতে যতেক বালক॥
'আমি পূর্ব্বে আমি পূর্ব্বে করিব রচিত।'
এত কহি যথারুচি করেন ভূষিত॥
নূতন আগত জনশর্ম্মা বিপ্রবরে।
সমর্পণ করি কৃষ্ণ স্বরূপের করে॥
সায়ংকালে পূর্ব্বতম ব্রজে প্রবেশিয়া।
বিলাস করেন ব্রজজনে হর্ষ দিয়া॥
এইমতে ইতিহাস করি সমাপন।
মাতাপ্রতি পরীক্ষিত কহেন বচন—॥
শ্রীগোপীনাথের প্রসন্নতা পাইয়াছ।
মহাসাধুজনমত-মতি হইয়াছ॥
আপন প্রশ্নের মাতা! উত্তর এক্ষণে।
আপনি বিচার করি করহ গ্রহণে॥
পুন পরীক্ষিত মাতৃস্নেহেতে উত্তর।
প্রকাশিয়া ফলিতার্থ উপদেশপর॥

প্রকরণার্থের উপসংহার করিয়া।
কহেন জননীপ্রতি তত্ত্ববোধ দিয়া— ॥
সম্পূর্ণ পরমানন্দসমূহ যে ভায়।
তার অন্ত্যসীমার গম্ভীর সিন্ধুপ্রায় ॥
শ্রীগোলোক—তাহাতে গমন গো জননি ! ।
আপনি প্রয়াস দ্বারা সাধহ এখনি।
যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদেতে তত্র গতি।
তথাপি নিমিত্ত—সাধকের শ্রদ্ধা-রতি ॥
অন্যথা সর্ব্বত্র যদি উদাসীন হয়।
তবে ভগবানের প্রসাদ কভু নয় ॥
যে গোলোকে যাত্রামাত্রে সে নাথ-সহিত।
মধুরমধুর ক্রীড়া নানা সংঘটিত ॥
যদি কহ—'তোমার উক্তির অনুসার।
শ্রীগোলোকসহ এই ভৌম-মথুরার ॥
অভেদহেতুক কেনে এস্থানে গমন।
না সাধিয়ে', তাহে শুন উত্তর বচন— ॥
গমনমাত্রেতে ভৌম-মথুরামণ্ডলে।
যেকোন ব্যক্তির সদা সময়ে সকলে ॥
শ্রীকৃষ্ণের সহ সেই বিবিধ ক্রীড়ন।
সিদ্ধ নাহি হয় নিরন্তর কদাচন ॥
কিন্তু কোন দ্বাপরযুগান্তে যে-সময়।
শ্রীগোলোকনাথ অবতরি প্রকটয় ॥
সে-কালে গমনমাত্রে সবার নিশ্চয়।
যেকোনপ্রকারেতে মানস সিদ্ধ হয় ॥
অন্তকালে কৃষ্ণপ্রিয়জন-কৃপাচয়ে।
ভৌম-মথুরায় কারো ইষ্ট সিদ্ধ হয়ে ॥
সেইহেতু কৃষ্ণপদ প্রিয় যাহাদের।
পদধূলি সঞ্চয় করহ তাহাদের ॥
ওগো মাতা ! শিরে ধর সে ধূলিনিচয়।
যাহে গতমাত্রে নিজাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥
গোপীকুচতট-কুঙ্কুমের শোভাভর।
তাহে আর্দ্র' শ্রীযুত চরণদ্বয়বর ॥
তার প্রীতিযুক্ত সঙ্গ করয়ে প্রদান।
জানিবারে ইচ্ছা গো জননি ! হেন স্থান ॥
এই হেতু সংপ্রতিক সম্বন্ধে তোমার।
মধুর-গহন-প্রশ্নভাব-অনুসার ॥
কহিলাম শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যসঞ্চয়।
যাহা শুনি অশেষ-সংশয়-নাশ হয় ॥
বৈকুণ্ঠেরো উপরি যে ধাম বিরাজয়।
অন্য কোন উপায়ে তাহার লাভ নয় ॥
নিতান্ত শ্রীগোপীনাথপদকৃপাচয়ে।
লাভ হয় সেই ধাম জনিহ নিশ্চয়ে ॥

বাহ্বার-বাহ্বার-পরে গুরু ফল যেই।
তাহার প্রাপ্তির ভূমি শ্রীগোলোক সেই ॥
যে-গোলোকবাসি-জনে যেজন স্মরেন।
তারে অতি প্রেমসম্পত্তির নিষ্ঠা দেন ॥
সম্প্রতিক এই উক্ত উপাখ্যানদ্বয়ে।
মহামুনিগণের যে যুক্ত বাক্য হয়ে ॥
কহিয়ে এক্ষণে তাহা করহ শ্রবণ।
যাহে নিজ চিত্তের হইবে সন্তোষণ—॥
সবলোক-উর্দ্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হয়।
নারদাদি ব্রহ্মঋষিগণেতে সেবয় ॥
তত্র গতি হয় উমাসহ শ্রীশিবের।
জ্যোতিঃস্বরূপের মহাশয়সকলের ॥
তাহার উপরে শ্রীগোলোক বিরাজয়।
যারে সাধনেতে যোগ্য নন্দাদি পালয় ॥
অথবা যাহারা যোগ্যা কৃষ্ণবশীকারে।
শ্রীরাধাপ্রভৃতি পালে বিচিত্র-বিহারে ॥
সেই ধাম নিত্য সর্ব্বসময়েতে গত।
মহাকাশগত পর হয় ত মহত ॥
সর্ব্বোপরি বৈকুণ্ঠের উপরি রাজয়।
সমাধির দ্বারা জানিবারে শক্য হয় ॥
জিজ্ঞাসিয়া ব্রহ্মারে ইন্দ্রাদি দেব সব।
করিতে না পারেন যাহার অনুভব ॥
'ব্রহ্মারো দুর্জ্ঞেয়' ইথে হইল ধ্বনিত—।
'অন্যে জানিবেক কিবা তারে প্রকাশিত ? ॥'
শমদমে যুক্ত যে সুকৃতকর্ম্মা জন।
সত্যলোকপর্য্যন্ত তাদের প্রাপ্য হন ॥
বিষ্ণুবিষয়-তপস্যায় যুক্ত যেই নর।
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে শ্রেষ্ঠা গতি নিরন্তর ॥
গোপ-গোপীপ্রভৃতির গোলোকেতে গতি।
অন্যের সে লোক হয় দুরারোহ অতি ॥
'ইন্দ্র যবে বর্ষণে তাহারে দুঃখ দিল।
ধৃতিমান্ ধীর কৃষ্ণ তখন রক্ষিল ॥'
হরিবংশে এই সব কহিল বচন।
স্কন্দপুরাণীয় ইবে শুনহ কথন—॥
'এবং বহুবিধরূপে পৃথ্বীতে ভ্রমণ।
শ্রীগোলোক ব্রহ্মলোক সত্য সনাতন ॥'
কহেন জনমেজয়—হে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ! ।
বৈশম্পায়নের মুখে এই শ্লোক সব ॥
শুনিয়া তখন কোন্ অর্থ হৈল জ্ঞান।
তোমা হৈতে শুনি কোন্ অর্থ চিত্তে ভাণ ? ॥
'সত্যনামে ব্রহ্মলোক প্রপঞ্চমধ্যেতে।'
ইত্যাদিক অর্থ জ্ঞান হইল পূর্ব্বেতে ॥

তব মুখে সেইসব করিয়া শ্রবণ।
'প্রপঞ্চের অতীত বৈকুণ্ঠোপরি হন॥
শ্রীগোলোক' ইত্যাদিক অর্থ এইক্ষণে।
তব প্রসাদেতে দীপ্ত পায় মম মনে॥
ভাগবতসকলের আশ্চর্য্য মহিমা।
পরম অদ্ভুত—যার নাহি আছে সীমা॥
কথার সমাপ্তি আশঙ্কিয়া মম মন।
পরিতাপ করে যেন জ্বরযুক্তজন॥
কিছু রসায়ন—কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত কথা।
দান কর অতি সুখী থাকে মন যথা॥
শুনি জৈমিনি কহেন—যেন রসায়ন।
গোলোকমাহাত্ম্যে ব্রহ্মসংহিতাবচন॥
তথা ব্রজ আর তদ্বাসীর মহিমার।
দশমস্কন্ধোক্ত পদ্যে করেন বিস্তার॥
ওহে বৎস। মধুর বিচিত্র ভাবময়ে।
তব পিতা যে কহিল উপাখ্যানদ্বয়ে॥
তাহে যুক্ত পদ্য সব মনোহর হয়।
শ্রুতি-স্মৃতিগণের নানার্থসারময়॥
হৃষ্ট হৈয়া গোলোকের মাহাত্ম্যকথায়।
গাইল তোমার অগ্রে সুখে মন ভায়॥
তাহে তব তাত-বিয়োগের দুঃখ যায়।
সুখেতে ভ্রমিয়ে, তাহা কহিয়ে তোমায়—॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (বৃঃ ভাঃ ২।৭।৬৬)—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ॥

সুপ্রসিদ্ধ বৈদগ্ধী সে গুণ-রূপাদিক।
অথবা নিজাংশ গোপগোপী প্রভৃতিক॥
স্বাভাবিকহেতু কিবা সমানবিভবে।
আনন্দচিন্ময়রসে নির্ম্মিত যেসবে॥
তাঁহাদের সহিত শ্রীগোলোকে নিশ্চয়।
অখিলের অন্তর্যামী যেই নিবসয়॥
সেই শ্রীগোবিন্দ আদিপুরুষ যে হন।
তাঁহার করিয়ে আমি নিতান্ত ভজন॥

তত্রৈব (ঐ ৬৭)—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥০॥

গোলোকাখ্য নিজ ধামে তলেও তাহার।
প্রকৃতির শিবের হরির ধামে আর॥
প্রভাবসমূহ কৈল যে প্রকট দিয়ে।
সেই আদিপুরুষ গোবিন্দেরে ভজিয়ে॥

তত্রৈব (ঐ ৬৮)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো,
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী,
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥০॥

যে গোলোকে নারীগণ মহালক্ষ্মী হয়।
পরমপুরুষ কৃষ্ণ কান্ত বিরাজয়॥
বৃক্ষগণ কল্পতরু, অমৃত সে জল।
চিন্তামণিগণময়ী ভূমি ত সকল॥
কথা গান কর্ণসুখাবহের কারণ।
প্রিয়সখী বংশী, নাট্যস্বরূপ গমন॥
প্রদীপাদি জ্যোতি চিদানন্দরূপ যায়।
গোবিন্দ-অধরামৃত আস্বাদ্য তাহায়॥
প্রায় সেইস্থলে ভগবতী গোপিকার।
প্রাধান্যহেতুক হেন কহিলেন সার॥

তত্রৈব (ঐ ৬৯)—

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্,
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং,
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥০॥

যেই শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরসাগর নিঃসরে।
কামধেনুসকল হইতে নিরন্তরে॥
নিমেষার্দ্ধ-পরার্দ্ধাখ্য যে স্থানে সময়।
নাহি যায়—অর্থাৎ নাহিক কালভয়॥
সেই শ্বেতদ্বীপে আমি করিয়ে ভজন।
বিশুদ্ধ দ্বীপের তুল্য কোন স্থান হন॥
প্রপঞ্চান্তর্গত ক্ষীরসমুদ্রে বর্ত্তয়।
'শ্বেতদ্বীপ'-নামে সেই স্থান ইহা নয়॥
যাহারে 'গোলোক' করি জানেন প্রভব
ক্ষিতিতে বিরলচারী কতক সাধব॥
ইহাতে নিগূঢ় স্থান হইল সূচিত।
সর্ব্বজন তাহারে না জানেন নিশ্চিত॥

শ্রীদশমস্কন্ধে (ভাঃ ১০।৪৪।১৩)—

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গো,
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং,
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ১ ॥

মথুরায় রঙ্গভূমে শ্রীনন্দনন্দন।
চাণুরাদিসহ যুদ্ধ করেন যখন॥
মথুরানাগরী সব কুনীতি দেখিয়া।
কহেন শ্রীযুক্তা ব্রজ মি প্রশংসিয়া—॥
ব্রজভূমি কিম্বা ব্রজভূমিজাত যত।
পুণ্যযুক্ত এই পুরী না হয় সেমত॥
যাহে এই কৃষ্ণচন্দ্র পরমমোহন।
শিব মহালক্ষ্মী যাঁর সেবন চরণ॥
পুরাণপুরুষ—চিত্র-বনমালা ধরে।
মনুষ্যলক্ষণে গোপনীয়ভাবে চরে॥
রামসহ কিম্বা গোপকুমার-সহিত।
গো-পালন করেন বাজায়্যা বেণুগীত॥
রাস আদি বহুলীলা করিয়া যাহায়।
ভ্রমণ করেন কৃষ্ণচন্দ্র হায়হায়॥
অথবা গিরির দ্বারা করেন রক্ষণ।
'গিরিত্র'-শব্দেতে হয় শ্রীনন্দনন্দন॥
তাঁহারে রমেন যিঁহ হর্ষভর দিয়ে।
'গিরিত্রনন্যা'-শব্দেতে শ্রীরাধা কহিয়ে॥
তিঁহ পূজা করেন শ্রীচরণ যাঁহার।
ইহাতে শ্রীব্রজভূমি পুণ্যযুক্ত সার॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৪।৩১)—

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা,
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপ্যথ নালমধ্বরাঃ॥ ২॥

বৎস আর বালক হরিলা ব্রহ্মা সব।
শ্রীনন্দনন্দন ইহা করি অনুভব॥
সকলের স্বরূপ সে হইয়া আপনে।
একবর্ষ এইমতে করিল ক্রীড়নে॥
ব্রহ্মা আসি প্রথমত হইয়া মোহিত।
তবে কৃষ্ণকৃপাতে হইল জ্ঞানোদিত॥
জানি কৃষ্ণতত্ত্ব ব্রজজনের মহিমা।
বর্ণন করেন ব্রহ্মা আপনি অসীমা—॥
ভগবান্ পান করিলেন দুগ্ধ যার।
মহিমা বর্ণেন হেন ধেনু-গোপিকার—॥
অহো অতি ধন্যা ব্রজে গোরমণী যত।
পান কৈলা স্তন্যামৃত অতি হর্ষগত॥
ওহে বিভো! যাহাদের তৃপ্তির কারণে।
হৈলা বৎস-বালকস্বরূপ সে আপনে॥
অদ্যাপিহ তাহাদের তৃপ্তি না হইল।
অতএব তাহাদের সৌভাগ্য বর্ণিল॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমের প্রধান।
শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি সর্বত্র সপ্রমা-॥
তাঁহাদের মহিমা বর্ণনে যুক্ত হয়।
তবু প্রেমবিশেষের অভাবে নিশ্চয়॥
তাঁহাদের মহিমা বিশেষ না জানিয়া।
কহিলেন এতাদৃশ বচন প্রার্থিয়া॥
তাহে হৈল তাঁর বালগোপালদর্শন।
স্তত্যারম্ভে মৃদুপাদ কহিলা বচন॥
কিম্বা ব্রহ্মা সেবক হনেন বৃদ্ধতরে।
আপনি তাহার পুত্র-অভিমান করে॥
ধার্ষ্ট্যপরিহারহেতু তাহা না বর্ণিলা।
এরূপ সিদ্ধান্ত ইথে গোস্বামী লিখিলা॥

তত্রৈব (ঐ ৩২)—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩॥

নন্দ আর গোপ ব্রজবাসিগণ যত।
পরমাতিশয় ভাগ্য সবার সম্মত॥
যাহাদের মিত্র হিতকারী সদা হন।
পরানন্দদায়ী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥

তত্রৈব (ঐ ৩৩)—

এষাম্ভ ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-,
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ,
শর্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে॥ ৪॥

হে অচ্যুত! ইঁহাদের ভাগ্যের মহিমা।
থাকুক তাবত কেবা দিতে পারে সীমা?॥
শিব ব্রহ্মা চন্দ্র দিগ বাতার্ক প্রচেতঃ।
অশ্বি বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র মিত্র দ্বাদশে ত।
প্রজাপতি এই ত্রয়োদশ মোরা গণ।
বহুভাগ্যবান্, কহি তাহার কারণ—॥
ব্রজবাসীদের অহঙ্কার বুদ্ধি মন।
চক্ষু কর্ণ ত্বক্ রসন নাসিকা বচন॥
পাণি পাদ এইসব ইন্দ্রিয়ের গণে।
অধিষ্ঠাতা আমরাসকলে অনুক্ষণে॥
তব পাদপদ্মমধু অমৃতসমান।
প্রাণদায়ী ইন্দ্রিয়-চষকে করি পান॥

তত্রৈব (ঐ ৩৪)—

তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং,
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥৫॥

সেই ভূরি ভাগ্য মম তৃণাদিরূপেতে।
কোনো জন্ম হয় এই বনে গোকুলেতে॥
যাহে গোকুলের কোনোজনেরো চরণ-।
ধূলি-অভিষেক মম হয় ত প্রাপণ॥
যাহাদের নিখিল জীবন ভগবান্!
মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্য-কারুণ্যাদিস্থান॥
প্রেম সুখদায়ক হয়েন, শ্রুতিচয়।
যাঁর পদধূলি সে অদ্যাপি অন্বেষয়॥

তত্রৈব (ঐ ৩৫)—

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা,
যদ্ধামার্থ-সুহৃৎ-প্রিয়াত্ম-তনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে।৬।

সর্ব্বফলার্থক তুমি—তোমা হৈতে অন্য।
কিবা ফল, তুমি ব্রজবাসিগণে ধন্য॥
দিবে?—তাই ওহে দেব! আমাদের মন।
সর্ব্বত্র যাইয়া বিচারিয়া মুগ্ধ হন॥
তোমার অঋণীকারী দ্রব্য কোনস্থানে।
না পাইয়া মুগ্ধ হয় চিত্ত সাবধানে॥
যদি কহ—ইহাঁদিগে আপনারে দিবে।
অঋণী হইবে, তাহা কভু না ভাবিবে॥
ভক্তসম বেশমাত্র পুতনা করিল।
আপনার কুলসহ তোমারে পাইল॥
যাঁহাদের ধাম অর্থ বন্ধু প্রিয় মন।
পুত্র প্রাণাশয় তব অর্থে সর্ব্বক্ষণ॥
ভক্তিবিশেষের হেতু ব্রজবাসিগণে।
মহাঋণিমত প্রভু! থাকিলে আপনে॥

তত্রৈব (ঐ ৩৬)—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্‌ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ।

তাবৎ রাগাদি সব হয় চৌর্য্যকারী।
বিবেক-ধৈর্য্যাদি-সর্ব্বগুণরত্নহারী॥
তাবৎ হয় ত গৃহ যেন কারাগার।
তাবৎ সে মোহ পাদশৃঙ্খল-আকার॥
যাবৎ হে কৃষ্ণ! ভক্তি না হয় তোমার।
তব ভক্ত হৈলে সব করে উপকার॥

তত্রৈব (ঐ ৩৭)—

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্ন-জনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো।৮।

নিজভক্তসকলের আনন্দনিচয়॥
করিবারে বিস্তার হে প্রভো! সুনিশ্চয়॥
প্রপঞ্চের অতীত হইয়া তুমি সার!
করিছ ভূতলে পুত্রত্বাদি-অনুকার॥

তত্রৈব (ঐ ৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।৯।

জ্ঞানে যত্নবান জ্ঞান করুক্ সাধন।
ভক্তির মহিমা বহু কি কব কথন॥
হে প্রভো—বিচিত্রানন্ত-গরিমা-প্রভাব!।
তোমার বৈভব ভক্তিমহিমানুভাব॥
নহে মম কায়-মন-বাক্যের ব্যাপার।
অপরিচ্ছিন্নত্ব অবিতর্ক হেতু তার॥
দ্বিতীয়প্রকার অর্থ শ্রবণ হে কর।
'প্রভো'—সর্ব্ববিলক্ষণরূপ শ্রেষ্ঠতর!॥
তব শরীরের যেই বৈভব সে হয়।
মম মনোবচনের না হয় বিষয়॥
কিম্বা তব মনোবপুর্বাক্যের বৈভব।
না হয় গোচর মম তার অনুভব॥
তৃতীয়ার্থে 'এষাং'-শব্দ আস্তে অনুবৃত্তি।
পূর্ব্বশ্লোক হৈতে তাহে শুন অর্থ বৃত্তি—॥
প্রভো—হে অপরিচ্ছিন্ন চিত্রশক্তিমান্!।
এই ব্রজবাসিসকলের মহিমান॥
মম আর তব কায়-মনাদি-গোচর।
নাহি হয়, ইথে সুমাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠতর॥

তত্রৈব (ঐ ৩৯)—

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতত্তবার্পিতম্।১০।

কৃষ্ণের প্রসাদ হৈল পূর্ব্বোক্ত স্তবনে।
অখিলাভিমান গেল ব্রহ্মার তখনে॥
অতি দৈন্যাশ্রয়ে ব্রজবাসিসন্নিধানে।
অযোগ্য দেখিয়া দীর্ঘকাল অবস্থানে॥
তাহে অন্য অপরাধ আশঙ্কা করিয়া।
নিজস্থানে যাইবারে কহেন প্রার্থিয়া—॥
আমাদের নিকৃষ্টতা মহিমা আপন।
নিশ্চয় জানহ তুমি সর্ব্ব সর্ব্বক্ষণ॥
যেহেতু সাক্ষাৎ সর্ব্ব দেখহ নিশ্চয়।
তাহে স্তব করিতেও শক্তি নাহি হয়॥
গমনে আমারে কর অনুজ্ঞাপ্রদান।
এইক্ষণে যাই আমি প্রভো! নিজস্থান॥

জগতের নাথ তুমি হও ত নিশ্চিত।
তথাপি জগৎ কৈলুঁ তোমারে অর্পিত॥

তত্রৈব (ঐ ৪০)—

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্,
ক্ষ্মা-নির্জ্জর-দ্বিজ-পশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্মশার্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুক্,
আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্নমস্তে॥ ১১॥

হে শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপদ্মপ্রীতিদায়ি!।
ইহাতে সূর্য্যের সহ উপমা নিশ্চায়ি॥
পৃথ্বী আর দেব পশু দ্বিজ সিন্ধুপম।
তাহাদের বৃদ্ধিকারি-হেতু চন্দ্রসম!॥
হে পাষণ্ডধর্ম্ম-অন্ধকারের হারক!।
ক্ষিতিতে রাক্ষস-কংসাদির বিনাশক!।
আদিত্যপর্য্যন্ত সর্ব্বপূজ্য ভগবান্!।
আকল্পপর্য্যন্ত করি প্রণামবিধান॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৫।৮)—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-,
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-,
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥ ১২॥

গোপালন-লীলায় পৌগণ্ডে বৃন্দাবনে।
বলরামপ্রতি কন শ্রীকৃষ্ণ আপনে—॥
অদ্য এই ধরা তৃণ-গুল্মাদিক আর।
তব পাদস্পর্শহেতু হৈলা ধন্যা সার॥
বৃক্ষলতাগণ তব হস্তের স্পর্শনে।
নদী গিরি খগ মৃগ দয়াবলোকনে॥
সবে ধন্যা, গোপীগণ ধন্যা অতিশয়।
যাহাদের বক্ষশোভা লক্ষ্মীও বাঞ্ছয়॥
ক্রমেক্রমে সকলের ধন্যত্ব কহিতে।
গোপীসব স শ্রেষ্ঠা হইল স্বচিতে॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২১।১০)—

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং,
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং,
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্॥ ১৩॥

বৃন্দাবনমধ্যে গত শ্রীনন্দনন্দন।
করিলেন মনোহর বংশীর বাদন॥
তাহা শুনি গৃহমধ্যস্থিতা গোপীগণ।
প্রেমে পূর্ণা পরস্পর কহয়ে কথন—॥

ওহে সখি শ্রীরাধিকে! এই বৃন্দাবন।
পৃথিবীর কীর্ত্তি করিতেছে বিস্তারণ॥
যেহেতুক দেবকীসুতের শ্রীচরণ।
হৈতে লভিয়াছে সর্ব্ব শোভারূপ ধন॥
গোবিন্দের বেণুনাদ করিয়া শ্রবণ।
মত্তজ্ঞানে নৃত্য করে ময়ূরের গণ॥
তাহা দেখি পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে।
অন্যপক্ষিগণ যত আসি নৃত্য করে॥

(তত্রৈব ১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণ-স্পরশ প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয় সূযবস-কন্দর-কন্দ-মূলৈঃ॥ ১৪॥

হে অবলা! হন্ত এই গিরিগোবর্দ্ধন।
হরিদাসসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন॥
যেহেতুক রামকৃষ্ণচরণস্পর্শনে।
কিম্বা ক্রীড়াকারী যেই কৃষ্ণের চরণে॥
তাহার স্পর্শনেতে প্রমোদযুক্ত হয়।
জল ঘাস গুহা কন্দ মূলে সমুদয়॥
ধেনু আর সহচরগণের সহিত।
শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে বিস্তারিত॥
অথবা রময়ে যেই কৃষ্ণচরণ।
তাহা যবে গিরিবরে করয়ে স্পর্শন॥
কঠিনতা ত্যজি অতি কোমল হইয়া।
প্রমোদ তাঁহারে দেন চর- সেবিয়া॥

তত্রৈব (ঐ ১৬)—

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ,
সঞ্চারয়ন্তমনু বেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ,
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্॥ ১৫॥

বলরাম আর সহ সহচরগণ।
রৌদ্রে ব্রজপশুগণে করেন চারণ॥
প্রতিক্ষণ বেণুনাদ করেন পূরণ।
দেখিয়া অম্বুদ প্রেমে বাড়িয়া তখন॥
উদিত হইয়া বিন্দুবিন্দু জল ঝরে।
প্রিয়ের হইল ছত্র নিজ কলেবরে॥

তত্রৈব (ঐ ১৫)—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত,
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্মুরারে-,
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥ ১৬॥

কালিন্দ্যাখ্যা শুনি তবে মুকুন্দের গীত।
আবর্ত্তে দর্শিত কামে ভগ্নবেগান্বিত ॥
কিম্বা মুকুন্দগীতের শোভা পরস্পরে।
অতি প্রকাশিত কামে ভগ্নবেগ ধরে ॥
উর্ম্মিরূপে ভুজে মুরারির পাদদ্বয়।
আলিঙ্গনে স্থগিত সে গ্রহণ করয় ॥
যাহাদের পূজার সামগ্রী পদ্মসব।
কিম্বা কমলার পূজ্যা সৌভাগ্যপ্রভব ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩৫।৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং,
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোক-উক্ত বেণুনাদ হৈল পর।
বৃন্দাবনাদিতে যেই লতা তরুবর ॥
ভক্তিবশহেতু কৃষ্ণ নিজচিত্তে স্থিত।
গোপনীয় তবে প্রেমে করেন ব্যঞ্জিত ॥
পুষ্প আর ফল সবে যুক্ত অনিবার।
বিনয়াদিগুণে নম্রগত পরিবার ॥
প্রেমেতে সন্তুষ্টতনু সদা মধুধার।
বর্ষণ করেন আনন্দাশ্রুর সঞ্চার ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৫।৬)—

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং,
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা,
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ১৮ ॥

বলরামে কহেন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বমত—।
হে আদিপুরুষ! এইসব অলি যত ॥
পথেপথে ভজি পিছে করয়ে প্রস্থান।
তব যশ সর্ব্বলোকত্রাতৃ করি গান ॥
প্রায় এই সকল সে হয় মুনিগণ।
ভক্তসবমধ্যে হয় মুখ্যমুখ্য জন ॥
নিজ ইষ্টদেব আছে সংগোপনে বনে।
তথাপিও ত্যাগ নাহি করে কদাচনে ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩৫।১১)—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-,
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা,
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১৯ ॥

দিবার বিরহদুঃখশান্তির কারণ।
পূর্ব্বমত কৃষ্ণলীলা গায় গোপীগণ ॥
সরোবরে সারস-হংসাদি পক্ষিগণ।
কৃষ্ণকৃত চারুগীত করিয়া শ্রবণ ॥
সবাকার চিত্তসব হরণ হইয়া।
হরি-উপাসনা করে সমীপে আসিয়া ॥
যমন করিয়া চিত্ত মুদ্রিতনয়ন।
হন্ত হন্ত কৈল সবে মৌনের ধারণ ॥
পক্ষিজাতিগণের এমত আকর্ষণ।
কহ দেখি কিমতে রহিবে গোপীগণ ? ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২১।১৪)—

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্,
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং বনবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্।
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥২০॥

খেদে কহে—ওগো মাতা! প্রায় এইবনে।
পক্ষিগণ মুনি কৃষ্ণ ধর্ম্মপরায়ণে ॥
অথবা যে কৃষ্ণপরায়ণ মুনিগণে।
পক্ষীর স্বরূপ হৈল সবে এইবনে ॥
মনোহরপত্রযুক্ত বৃক্ষের শাখায়
আরোহণ করি নিমীলিতনেত্রে তায় ॥
ত্যজি অন্য বাক্য হৈয়া কৃষ্ণের ঈক্ষিত।
কৃষ্ণের উদিত শুনে কলবেণুগীত ॥
'বত' এই খেদবাক্যে এই ত আশয়।
কৃষ্ণপরায়ণ পক্ষিগণ মহাশয় ॥
ধিক্ আমাদিগে—মোরা সকল ত্যজিয়া।
শ্রীকৃষ্ণদর্শন নাহি করি বনে গিয়া ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২১।১১)—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা,
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ,
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ২১ ॥

মূঢ়মতি হইয়াও হরিণীর গণ।
ওগো সখি! সব হয় ধন্যা সর্ব্বক্ষণ ॥
বেণুশব্দ শুনি কৃষ্ণসারের সহিত।
নানাবেশভূষাধারিকৃষ্ণের নিশ্চিত ॥
পূজা করে প্রণয়াবলোকনে রচিত।
অতএব ধন্যা তারা হয় সুবিহিত ॥

ইহাতে হরিণীগণ পতির সহিত।
কৃষ্ণমুখ দেখে, তাহে ধন্যা সুনিশ্চিত ॥
গোপিকার মনেতেও হয় সে আশয়।
এপ্রকার এই শ্লোকে অর্থ নাহি হয় ॥
হরিণীগণের পতি 'কৃষ্ণসার' হয়।
'কৃষ্ণ সার যাহাদের' এ অর্থ নিশ্চয় ॥
আমাদের পতি দ্বেষ করয়ে দর্শনে।
অতএব অধন্যা আমরা সর্ব্বক্ষণে ॥

তত্রৈব (ঐ ১৩)—

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু-
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণমুখনির্গত মুরলীগীতামৃত।
উর্দ্ধ কর্ণপুটে ধেনুগণ পান কৃত ॥
শবতুল্যা হৈয়া মুখ হৈতে গ্রাস পড়ে।
স্তন হৈতে দুগ্ধ ক্ষরে, যেন রহে জড়ে ॥
মনোমধ্যে গোবিন্দেরে করিয়া স্পর্শন।
চক্ষুসব হৈতে অশ্রু বর্ষে অনুক্ষণ ॥
কিম্বা 'শাব,-শব্দে বৎস—তাদের বদনে।
স্তন্তদুগ্ধরূপ গ্রাস ক্ষরে সেইক্ষণে ॥
অন্য অর্থ পূর্ব্বমত জানিহ ইহায়।
অতএব ধন্য তারা হয় সমুদায় ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩৫।৫)—

বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো,
বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা,
নিদ্রিতা লিখিত-চিত্রমিবাসন্ ॥ ২৩ ॥

হে সখি! ব্রজের ধেনু বৃষ মৃগগণ।
বেণুরবাদ্যেতে চিত্ত হইয়া হরণ ॥
শীঘ্র নিজস্থান হৈতে করি আগমন।
দন্তে গ্রাস ধরি রহে, না করে ভক্ষণ ॥
বেণু শুনিবারে রহে ধৃতকর্ণ তায়।
হইল নিদ্রিত কি লিখিতচিত্রপ্রায় ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।২১।১৭)—

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন,
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥ ২৪ ॥

যে কুঙ্কুম কৃষ্ণপদাব্জরাগে শোভিত।
কৃষ্ণপ্রিয়া-স্তনমধ্যে আছিল মণ্ডিত ॥
রতিকালে পাদপদ্ম ধরিলেক স্তনে।
তাহাতে সে কুঙ্কুম লাগিল শ্রীচরণে ॥
বনের ভ্রমণে তাহা লাগিল তৃণেতে।
দেখিয়া পুলিন্দী কামে পীড়িত মনেতে ॥
উঠাইয়া সে কুঙ্কুম লেপি মুখে স্তনে।
অনির্ব্বাচ্য মনোব্যথা করিল ত্যজনে ॥
ইহাতে পুলিন্দী—শবরের নারী যত।
হইল কৃতার্থ বনচারিণী সর্ব্বতঃ ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১২।৬)

যদি দূরংগতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ২৫ ॥

ব্রজবালকসবার মাহাত্ম্য এখন।
গোস্বামী শ্রীশুকদেব করেন বর্ণন—॥
বনশোভা দেখিবারে শ্রীনন্দনন্দন।
যদি দূরবনমধ্যে করেন গমন ॥
'আমি পূর্ব্বে আমি পূর্ব্বে করিব স্পর্শন।'
ইহা কহি স্পর্শি সবে করেন ক্রীড়ন ॥

তত্রৈব (ঐ ১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা,
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ,
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥২৬॥

'নরদারক'-শব্দেতে কিশোরশেখর।
অতি মনোহর যেই নববধূবর ॥
দাস্যতায় যে গোপীরা লইলা আশ্রয়।
তাঁহাদের নরদারক শ্রীকৃষ্ণ হয় ॥
সাধু ভক্তগণের সে পরম দৈবত।
তাঁহার সহিত ব্রহ্মসুখানুভবতঃ ॥
বৎসচারণাদিমতে করিল বিহার।
কৃতপুণ্যপুঞ্জ যত গোপের কুমার ॥
অত্র 'পুণ্য'-শব্দে ভক্তি-পরিভাষা হয়।
'কৃতভক্তিপুঞ্জ' এই অর্থ সুনিশ্চয় ॥

তত্রৈব (ঐ ১২)—

যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো,
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্ ॥২৭॥

যাঁর পদরেণু বহুজন্মকৃচ্ছ্রচয়ে।
স্থিরীকৃতমন যোগিগণ না লভয়ে॥
শ্রীসচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি সে নিশ্চয়ে।
স্বয়ং স্থিত যাঁহাদের চক্ষুর বিষয়ে॥
হেন ব্রজবাসিসকলের ভাগ্যচয়।
অহো কি বর্ণিব, যার সীমা নাহি হয়॥
কিম্বা 'মহঃ'-শব্দে হয়, তেজের প্রভাব॥
কি বর্ণিব 'দিষ্টমহঃ', নাহি অনুভাব॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৫।১৬)—

ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্ষিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥ ২৮॥

মল্ললীলাশ্রমে কৃষ্ণ হইয়া কর্ষিত।
কোনস্থানে যে শীতল-বাতেতে সেবিত॥
কদম্বাদিবৃক্ষতল করিয়া আশ্রয়।
পল্লব-পুষ্পাদি-শয্যা'পরে সেসময়॥
শয়ন করেন কৃষ্ণ সুখে সেইস্থান।
শ্রীদামের ক্রোড় তাঁর হয় উপধান॥

তত্রৈব (ঐ ১৭, ১৮)—

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥ ২৯॥
অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্ন ধিয়ঃ শনৈঃ॥ ৩০॥

কোন মহাশয় তাঁর পাদ সংবাহয়ে।
কোন হত-অপরাধ ব্যজনে বীজয়ে॥
স্নেহে আর্দ্রবুদ্ধি কেহ অনুরূপ তার।
মহাত্মা কৃষ্ণের যেই মনোহর সার॥
করেন হে মহারাজ! অল্পে-অল্পে গান।
সখাসব হেন সেবা করে সাবধান॥
'মহারাজ'-শব্দে তোমাদিগেরো কথন।
হেন সুখ ক্রীড়া নাই বুঝ নিজমন॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৮।৪৬)—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ৩১॥

মাতৃপিতৃস্নেহ-আদি শুনিয়া বিস্ময়ে।
রাজা পরীক্ষিত শুকদেবে জিজ্ঞাসয়ে—॥
ওহে ব্রহ্মমূর্ত্তে! কিবা শ্রেয় মহোদয়।
করিয়াছিলেন তাহে নন্দ সুনিশ্চয়॥

মহাভাগ্যবতী বা যশোদা আচরিল।
যাঁর স্তনপান হরি আপনি করিল॥
পিতা হৈতে মাতৃস্নেহ অধিক সে হন।
'মহাভাগা' 'স্তনপান' কহি একারণ॥
কিম্বা নন্দপক্ষে—'আজ্ঞা করিল রক্ষণ'।
যশোদাপক্ষেতে 'স্তনপান সে করণ'॥

তত্রৈব (ঐ ৫১)—

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্গোপগোপীষু ভারত॥ ৩২॥

কহেন শ্রীশুক—ব্রহ্মবরের কারণ।
হৈলা পুত্ররূপে ভগবান্ জনার্দ্দন॥
সব গোপ-গোপী মধ্যে নন্দ-যশোদার।
তাঁহাতে হইল ভক্তি বিবিধপ্রকার॥
'হে ভারত!'-সম্বোধনে—শ্রেষ্ঠবংশোদ্ভব॥
অতএব তুমি স্বয়ং কর অনুভব॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৬।৪৩)—

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ॥ ৩৩॥

পূতনাবধের কালে নন্দ মথুরায়।
গিয়াছিলা, আসিয়া শুনিলা সমুদায়॥
দানশীলবুদ্ধি নন্দরাজ সেইক্ষণে।
আপন পুত্রেরে ক্রোড়ে করিয়া গ্রহণে॥
অতি স্নেহে মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া।
ওহে কুরূদ্বহ! হর্ষ পরম পাইলা॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৯।১৮)

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ ৩৪॥

নবনীতচৌর্য্য ভগ্ন দধির ভাজন।
দেখি ক্রোধে মাতা কৃষ্ণে করিতে বন্ধন॥
উদরে বান্ধেন যত রজ্জুতে তাঁহায়।
ন্যূন হয় দ্বি-অঙ্গুলী রজ্জু সর্ব্বথায়॥
ঘর্ম্মযুক্ত সর্ব্বগাত্র হইল মাতার।
খসিল কবরী আর মালিকা তাহার॥
পরিশ্রম দেখি কৃষ্ণ কৃপা-প্রকাশনে।
করিলেন স্বীকার আপনার বন্ধনে॥

তত্রৈব (ঐ ২০)—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ৩৫ ॥

বিমুক্তিদ কৃষ্ণ হৈতে গোপী যশোমতী।
লাভ করিলেন যেই প্রসন্নতা অতি ॥
ব্রহ্মা, শিব মহালক্ষ্মী সদাবক্ষঃস্থিতা।
না পাইলা সেই প্রসন্নতা সুনিশ্চিতা ॥
সংসারবন্ধন হৈতে মুক্তি দেয় যেই।
গোপী হৈতে গোরজ্জুতে বান্ধা গেলা সেই ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৯।১৮)—

পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাত্তখিলার্থদঃ ॥
তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণম।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ৩৬ ॥

যে যে বৃদ্ধগোপিকার দুগ্ধ স্তনস্থিত।
কৃষ্ণে পুত্রস্নেহহেতু হইল ক্ষরিত ॥
কৈবল্যাদি-অখিলার্থপ্রদ ভগবান্।
দেবকীনন্দন অতি করিলেন পান ॥
কৃষ্ণে পুত্রদৃষ্টি তারা করে অবিরত।
না হয় অজ্ঞানোদ্ভব সংসার পুনঃ ত ॥
'রাক্ষসগণের হৈল সংসারমোচন।
গোপিকার তাহাতে কি হৈল প্রশংসন ? ॥'
অতএব কহি শুন অর্থ-বিবরণ—।
সম্যক্‌সার 'সংসার'-শব্দেতে 'মুক্তি' হন ॥
অকার-বিশ্লেষ নাহি করি এইবার।
জ্ঞান হৈতে হয় মুক্তি—জানিহ প্রকার ॥
তাহা নাহি হয় যত বৃদ্ধগোপিকার।
যেহেতুক সদা কৃষ্ণলীলাপরিকার ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৯।১৬)—

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ ॥ ৩৭ ॥

মুঞ্জাটবীমধ্যে দাবানল-বিমোচন।
করি কৃষ্ণ ব্রজেতে করিলে আগমন ॥
গোবিন্দদর্শন করি যত গোপিকার।
পরম আনন্দ অতি হইল প্রচার ॥
যেই কৃষ্ণে না দেখিয়া ক্ষণেক সময়।
যে গোপীগণের যুগ-শত-সম হয় ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩০।৪৩)—

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ৩৮ ॥

রাসারম্ভে কৃষ্ণচন্দ্র হৈলে অন্তর্দ্ধান।
না পাইয়া গোপী অন্বেষিয়া নানা স্থান ॥
নিবিড় বনেতে জ্যোৎস্না সম্ভব না হয়।
অন্ধকার দেখি নিবর্ত্তিলা গোপীচয় ॥
কৃষ্ণে মন, কৃষ্ণালাপ, কৃষ্ণের কারণ।
পুষ্পমালা-রচনাদি বিবিধ চেষ্টন ॥
তন্ময়ী হইয়া সে তাঁহার গুণগণ।
গায়েন আলয় দেহ না করি স্মরণ ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৪।১৪)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ,
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ৩৯ ॥

কংসরঙ্গস্থলে কৃষ্ণে করিয়া দর্শন।
পরস্পর কহে কথা পুরনারীগণ—॥
প্রসিদ্ধ তপস্যা সব যে আছে ভুবনে।
এতাদৃশ ফল তার না করি শ্রবণে ॥
গোপীসব কিবা তপ কৈল আচরণ।
যেহেতু ইঁহার রূপ সর্ব্ববিলক্ষণ ॥
লাবণ্যের সার,—নাহি সম ঊর্দ্ধ যার।
প্রতিক্ষণ-নূতন দুষ্প্রাপ্য সবাকার ॥
যশঃ শ্রী ঐশ্বর্য্য তার যে একান্ত ধাম।
স্বতঃসিদ্ধ চক্ষুদ্বারা পিয়ে অবিরাম ॥

তত্রৈব(ঐ ১৫)—

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-,
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো,
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ ॥ ৪০ ॥

দোহন বর্ত্তন আর দধির মথনে।
বালক-রোদিতে আর দোলা-আন্দোলনে ॥
চন্দনানুলেপ আর সেচন-মার্জ্জনে।
ইত্যাদিকে গায় যারা শ্রীনন্দনন্দনে ॥
অনুরক্তবুদ্ধি উরুক্রমে চিত্তগতি।
অশ্রুকণ্ঠী ব্রজনারীগণ ধন্যা অতি ॥

তত্রৈব (ঐ ১৬)—

প্রাতর্ব্রজাদ্‌ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং,
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্।
নির্গত্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ,
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্ ॥৪১॥

গো-গোপকুমার-সহ প্রভাতসময়ে।
ব্রজে হৈতে কৃষ্ণচন্দ্র গমন করয়ে॥
সায়ং-আগমনে বেণু করেন বাদন।
সেই মুরলীর ধ্বনি শুনি নারীগণ॥
শীঘ্র পথে আসি দেখে ভূরি-পুণ্যাগণ।
সস্মিত-সদয়দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণবদন॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥৪২॥

রাসে অন্তর্দ্ধান হৈয়া গোপীর ক্রন্দনে।
আবির্ভূত কৃষ্ণচন্দ্র হইলা যখনে॥
গোপীসকলের প্রশ্নত্রয়ের উত্তরে।
তাঁহাদের কহেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরে—॥
তোমাদের সংযোগ হে গোপি! অনিন্দিত।
দেবগণ পরমায়ুকালেও ব্যাপিত॥
আমি নাহি পারি তোমাদের কদাচিত।
প্রত্যুপকারের কৃত্য করিতে নিশ্চিত॥
দুর্জর সে গৃহরূপ শৃঙ্খল ছেদিয়া।
আমার ভজন সবে করিলে আসিয়া॥
তাহে সব তোমাদের সাধুত্বদ্বারায়।
প্রতিকৃত হউক; শুনহ ভাব তায়॥
তোমাদের সুশীলতা যদি না সহায়।
তবে ঋণী থাকিলাম আমি সর্ব্বদায়॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৬।৩)—

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয় ॥৪৩॥

মথুরায় থাকি কৃষ্ণ গোপীর বিরহ।
ভাবিয়া মনেতে অতি হইয়া অসহ॥
প্রিয়সখা মন্ত্রিবর উদ্ধবে ডাকিয়া।
পাঠায়েন ব্রজে কিছু সান্ত্বনা করিয়া—॥
সহজ-কোমল-রীতি হে উদ্ধব! তায়।
ব্রজেতে গমন তুমি করহ ত্বরায়॥
যশোমতী নন্দ আমাদের মাতা পিতা।
তাঁহাদিগে প্রীতি দাও নিজচাতুরিতা॥
গোপিকার মম বিরহের দুঃখ যত।
আমার সন্দেশ-বাক্যে মোচন কর ত॥

তত্রৈব (ঐ ৪)—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্ ॥৪৪॥

গোপিকার আমাতেই মন-প্রাণ হয়।
মদর্থে ত্যজিলা দেহকার্য্য সমুদয়॥
মন্নিমিত্তে লোকধর্ম্ম ত্যজে যে যে জন।
তাহাদিগে করি আমি সুখেতে বর্দ্ধন॥

তত্রৈব (ঐ ৫৬)—

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্য-বিহ্বলাঃ॥
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥৪৫॥

আমি প্রিয়তম হই প্রিয়তমগণে।
দূরেতে থাকিতে গোকুলের নারী মনে॥
স্মরিয়া বিরহ-উৎকণ্ঠায় বিহ্বলিতা।
বিশেষেতে মুহুর্মুহুঃ মোহ প্রাপ্তস্থিতা॥
হে অঙ্গ! শ্রীরাধা-আদি বল্লবীসকল।
মম প্রত্যাগম-আশা জানিয়া প্রবল॥
মন্ময়ী তাঁহারা অতি কৃচ্ছ্রেতে জীবন।
কোনপ্রকারেতে মাত্র করেন ধারণ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১১।১২।১০)—

রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে,
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-,
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥৪৬॥

দ্বারকায় কৃষ্ণ গোপীমহিমোত্থাপনে।
উদ্ধবের প্রতি কিছু কহেন বচনে—॥
বৃন্দাবন হৈতে মোরে রামের সহিত।
মথুরায় অক্রুর সে করিলে আনীত॥
ময়ি অনুরক্ত-চিত্ত অতি গাঢ়ভাবে।
বিচ্ছেদের তীব্র পীড়া সদা অনুভাবে॥

আমা হৈতে অন্য কিছু সুখের কারণ।
না দেখিয়া থাকিলেন সুদুঃখিত-মন ॥

তত্রৈব (ঐ ১১)—

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা,
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং,
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥ ৪৭ ॥

আমি প্রেষ্ঠতম সে বৃন্দাবনগোচর।
আমার সহিত অনির্ব্বচনীয়তর ॥
নিশা-সব রাসক্রীড়াদিক পরানন্দে।
ক্ষণার্দ্ধসমান গত করিলা স্বচ্ছন্দে ॥
হে অঙ্গ। সে সব নিশা পুনঃ কল্পত্রায়।
হৈল আমা হৈতে হীন হৈয়া গোপিকায় ॥

তত্রৈব (ঐ ১২)—

তা নাবিদন্ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-,
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে,
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥ ৪৮ ॥

আমাতে সর্ব্বদা-সঙ্গে বদ্ধবুদ্ধি যত।
ইহ-পর-লোক সুহৃদবর্গ অভিমত ॥
নিজ-আত্মা-পর্য্যন্ত না জানয়ে কিঞ্চিত।
সিন্ধুতোয়ে নদীমত প্রবিষ্ট নিশ্চিত ॥
সমাধিতে প্রবিষ্ট যেমত মুনি যত।
নাহি জানে নামরূপাত্মক এ জগত ॥

তত্রৈব (ঐ ১৩)—

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥৪৯॥

অবলা-শব্দের অর্থ কহেন প্রবীণ।
জাতি-ক্রিয়া-জ্ঞান-শক্ত্যাদিক বলহীন ॥
পুলিন্দীপ্রভৃতি শতসহস্রশো নারী।
আত্মতত্ত্বজ্ঞানেতে রহিতা বনচারী ॥
গৃহাদিগমনে গোপীসঙ্গতি পাইয়া।
আমাবিষয়ক-কাম-বিশিষ্টা হইয়া ॥
পরব্রহ্মস্বরূপ আমি শ্রীনন্দনন্দন।
আমারে পাইল যারিভাবে নারীগণ ॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো,
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥৫০॥

কৃষ্ণাজ্ঞায় উদ্ধব আসিয়া বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণের আদেশ কহিয়া গোপীগণে ॥
বিরহের শান্তি নাহি অথচ বর্দ্ধিত।
দেখিয়া উদ্ধব মনে হইলা বিস্মিত ॥
এমত গাম্ভীর্য্য প্রেম না দেখি কোথায়।
পরম ভক্তিতে প্রণমিয়া ইহা গায়— ॥
ব্রজে মহালক্ষ্মী এই গোপবধূগণ।
ভুবিমধ্যে সফলজন্মা ইঁহারা হন ॥
যেহেতুক সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীগোবিন্দে।
রূঢ়ভাব অতি প্রেমবতী সে অনিন্দে ॥
মুক্তীচ্ছুকসব আর মুক্ত মুনিগণ।
আমরাও বাঞ্ছা করি যাহা সর্ব্বক্ষণ ॥
অনন্তের কথা-রস-বিশিষ্ট যে মনে।
কিবা ফল আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ-সাধনে ? ॥

তত্রৈব (ঐ ৫৯)—

ক্বেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ,
কৃষ্ণে ক চৈব পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষা-
চ্ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৫১ ॥

বৃন্দাবনে রহঃস্থানে করেন ভ্রমণ।
কোথা এই শ্রীনন্দব্রজের নারীগণ ॥
না করা প্রতিপালন আদেশ তাঁহার।
তভক্তিনিষ্ঠত্ব-রাহিত্যাদি ব্যভিচার ॥
তাহে দুষ্টা আমরা বা আছিয়ে কোথায়।
পরমাত্ম-কৃষ্ণে রূঢ়ভাব কোথা তায় ? ॥
অর্থাৎ গোপিকাদের যেই রূঢ়ভাব।
তাহা কোথা আমাদের হবে অনুভাব ? ॥
বুঝিলাম—যদ্যপিও হৈয়া-অপণ্ডিত।
নিরন্তর ঈশ্বরেরে ভজয়ে নিশ্চিত ॥
সাক্ষাত কুশল তার করেন বিস্তারে।
ঔষধ খাইলে যেন রোগ নাশ করে ॥

তত্রৈব (ঐ ৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ,
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৫২ ॥

রাসোৎসবে কৃষ্ণকণ্ঠ করিয়া গ্রহণ।
সুখপাল্য যেই ব্রজসুন্দরীর গণ॥
তাঁহারা যে প্রসন্নতা কৃষ্ণের লভিলা।
নিতান্ত রতির তাহা লক্ষ্মী না পাইলা॥
পদ্মগন্ধকান্তি স্বর্গনারী সমুদায়।
না পাইলা অন্যা সব পাইবে কোথায়?॥

তত্রৈব (ঐ ৬১)—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা,
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ৫৩॥

গোপিকাসবার পাদরেণু যেই পায়।
বৃন্দাবনে গুল্মলতাদিক সমুদায়॥
তাসবার মধ্যে আমি কিছু কি হইব।
অহো গোপীপদরেণু সর্ব্বাঙ্গে পাইব॥
যাঁহারা অত্যাজ্য পতিপুত্রাদিক সব।
সদাচাররূপ ধর্ম্ম ত্যজিয়া বিভব॥
পাইলা শ্রীমুকুন্দের কমল-চরণ।
শ্রুতিসবাকার অন্বেষণীয় যে হন॥
শ্রুতিদের ধর্ম্মাদির অপেক্ষা আছয়ে।
গোপীগণ সর্ব্ব ত্যজি লৈল কৃষ্ণাশ্রয়ে॥
অতএব শ্রুতিরা কেবল অন্বেষয়ে।
গোপিকারা পাইলেন সে পদ নিশ্চয়ে॥
এইহেতু গোপিকারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হন।
এবঞ্চ যে কেহ কহে—'উপনিষদ্গণ॥
বিশেষ ভজনলাভে গোপিকা হইলা।'
সেকথাও একথায় নিরস্ত রহিলা॥
লক্ষ্মী হৈতে তাঁহাদের ন্যূনত্ব সে হয়।
অতএব নহে তত সৌভাগ্য-উদয়॥
কেবল শ্রীগোবিন্দের করুণাপ্রভাবে।
নিশ্চয় সম্ভবে তাহা, এই হয় ভাবে॥

তত্রৈব (ঐ ৬২)—

যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ-
র্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতঃ প্রপদারবিন্দং,
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্॥৫৪॥

লক্ষ্মী যাহা নিরন্তর করেন অর্চ্চন।
ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদিক দেব আর মুক্তগণ॥
ভক্তিযোগসমর্থ প্রভৃতি সমুদয়ে।
যেই পদ সদা মনোমধ্যেতে আছয়ে॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ গোপিকানিকরে।
রাসে স্তনে রাখি আলিঙ্গিয়া তাপ হরে॥

তত্রৈব (৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদগীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্॥৫৫॥

শ্রীনন্দব্রজের যেই গোপীপরিবার।
তাঁহাদের পাদরেণু বন্দি বারম্বার॥
যাঁহাদের হরির কথায় উচ্চগীত।
ত্রিভুবন পবিত্র করয়ে সুনিশ্চিত॥
কিম্বা হরিকথা-স্থায় যাঁদের উদ্গীত।
কিম্বা ইহাঁদের পাদরেণু সুনিশ্চিত॥
হরিকথোদ্গীত-স্থায় এই ত্রিভুবন।
পবিত্রয়ে ইত্যাদিক আছে অর্থগণ॥

তত্রৈব (১০।২১।৯)—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো,
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥৫৬॥

বৃন্দাবনমধ্যে শুনি কৃষ্ণবংশীধ্বনি।
কহেন সখীর প্রতি শ্রীরাধা আপনি—॥
ওহে ললিতাদি সখি! এই কাষ্ঠময়।
কৃষ্ণবেণু কীদৃশ কুশল আচরয়॥
গোপীদের পানযোগ্য কৃষ্ণাধরামৃত।
শেষ না রাখিয়া স্বয়ং পিয়ে অবিরত॥
যাহার শ্রবণে যমুনাদি নদীগণ।
হর্ষে ফুল্লপদ্ম দ্বারা রোমাঞ্চিত হন॥
বংশেতে উদ্ভব বংশী তাহে তরুগণ।
নয়ন হইতে করে অশ্রুবিমোচন॥
যেন বৃদ্ধাগণ বংশে দেখি কৃষ্ণভক্ত।
রোমাঞ্চিত হন অশ্রু মুঞ্চে অনুরক্ত॥

তত্রৈব (ভাঃ ১০।৯০।৪৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো,
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দ্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥ ৫৭॥

দশমস্কন্ধের শেষে শ্রীশুক আপনে।
প্রতিপাদ্য সংক্ষেপিয়া কহেন বচনে—॥
জয়তি শ্রীকৃষ্ণ—জনেদের যাহে বাস।
অথবা জনসকলে যাঁহার নিবাস॥
দেবকীতে জন্ম এই প্রসিদ্ধি যাঁহার।
যদুবরসব-সভা-সেবক আকার॥
ইচ্ছাধীন চতুর্বাহু হইয়া আপনে।
কিম্বা বহুবাহুদ্বারা দৈত্যবিনাশনে॥
বৃন্দাবনস্থিত স্থিরচরগণ যত।
তাহাদের ক্লেশনাশ করেন সতত॥
জ্যোতির্যুক্ত কাম ব্রজপুর-বনিতার।
সুস্মিত শ্রীমুখে বাড়ায়েন অনিবার॥ ইতি॥

কহেন জনমেজয়—গুরো ভগবন্।।
কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি নিশ্চিত এক্ষণ॥
গোলোকের মাহাত্ম্য যে গোপনীয় হয়।
করাল্যে সে শ্রবণ আমারে মহাশয়।॥
জৈমিনি কহেন—কৃতার্থোঽস্মি বাক্য যেই।
ওহে তাত! যে কহিলে, সব সত্য সেই॥
গোলোকমহিমাখ্যান ভক্তির দ্বারায়।
শ্রবণে কীর্ত্তনে ধ্যানে সেইপদ পায়॥
নির্হেতুক কৃপাকুল শ্রীনন্দনন্দন।
গুরূত্তম যিঁহ তাঁরে মন অনুক্ষণ॥
ভক্তি করাইয়া যিঁহ স্বসেবকজনে।
পরমোপকারিন্যায় হন সন্তোষণে॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
জগদানন্দো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥
॥•॥ সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥•॥

* ॥ ইতি শ্রীভাগবতামৃতং সম্পূর্ণম্ ॥ *

অনুবাদকের আত্মকথা

)(*

নমোনম সনাতনগোস্বামিচরণে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে হন নিত্যজনে॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দি সাবধানে।
যাঁহার কৃপায় হৈল এ গূঢ় ব্যাখ্যানে॥
বেনাপুর-নামে গ্রাম পরমসুন্দর।
বিরাজ করেন যাহে শ্রীশ্যামসুন্দর॥
তাঁহার সেবক—বসু শ্রীগোকুলচন্দ্র।
প্রেমভক্তিরূপ গগনেতে যেন চন্দ্র॥
তাঁহার তনয় জয়গোবিন্দ সুদীন।
ভক্তি-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-আদি সকলে বিহীন॥

যথামতি টীকা মূল করিয়া ভাবনা।
করিল সম্প্রতি ভাষাবচনে রচনা॥
ইহাতে কামনা এই সদা মম মনে।
করিবেন কৃপা এ অধীনে সাধুগণে॥

শাকে বেদরসাশ্বচন্দ্রগণিতে চৈত্রে দ্বিতীয়েঽহনি
নত্বা শ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলং শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদম্।
শ্রীমদ্ভাগবতামৃতাখ্যকমিদং সৎপুস্তকং ভাষ'য়া,
পূর্ণং সর্ব্বফলাকরং গুণযুতং হীনেন জাতং মুদা॥০॥

শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরাভ্যাং নমঃ॥ শ্রীহরয়ে নমঃ॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণার্পণমস্তু॥